শিক্ষক-দর্পণ

প্রাথমিক শিক্ষক-দর্পণ

সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি.,
[অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য পরিদর্শক, প্রাথমিক শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ও

শ্রীবৈশম্পায়ন ঘোষাল, এম. এ., বি. টি
[মুখ্য উপদেষ্টা, সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষা ও সভ্যতা]

রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীসুবোধ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

পরিবেশক :
জ্যাজুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

কর্মকৌশল আয়ত্ত হয় কাজের ভিতর দিয়াই। নিষ্ঠাবান কর্মী তাঁহার কাজের বাস্তব ভূমিকা প্রথমেই জানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক কাজেরই নিজস্ব ইতিহাস আছে। অতীতের অভিজ্ঞতা শিল্পীমাত্রকেই অধিকতর কর্মনিপুণ করিয়া তোলে। পূর্বজ কর্মী তাঁহার সমস্ত অর্জিত বিদ্যা এবং কর্মকৌশল সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার উত্তরসূরির জন্য। এই উত্তরাধিকার বর্তমানের কর্মীকে অধিকতর দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে প্রেরণা যোগায় এবং সাহায্য করে। কাজের সার্থক অগ্রগতি এই পথেই হয়। সুতরাং প্রত্যেক কর্মীর পক্ষেই তাঁহার বৃত্তির ইতিহাস অল্পবিস্তর জানা প্রয়োজন। অতীতের ধারার ফসল কুড়াইয়া যদি বর্তমানের কাজ সার্থকতর হইতে থাকে তবে ভবিষ্যতের আশাও উজ্জ্বল সন্দেহ নাই।

প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতির শিক্ষা বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয় কারণ ইহা সর্বজনীন। শিক্ষা জীবনব্যাপী এক অবিচ্ছন্ন ধারা হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন স্তরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক বা প্রথম স্তরটিই শিক্ষাসৌধের ভিত্তি-ভূমি। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের আর্থিক কৌলিন্য কম হইলেও দেশ ও সমাজসেবার দায়িত্বের কৌলিন্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কর্মীর নিষ্ঠা যত্ন যেমন চাই তাঁহার কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রীও তেমনি চাই। শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক নিজ নিজ গণ্ডীতে বসিয়া কাজ করিবেন। আশে পাশে বা তাহার দেশে কি ছিল, কি আছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা কি—জানা না থাকিলে কাজের উৎকর্ষ এবং মনের সঞ্জীবতা দুই-ই বজায় রাখা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকের সেবায় একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে এই প্রাথমিক শিক্ষক-দর্পণের প্রয়াস। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য 'হেডমাস্টার্স ম্যানুয়েল' আছে যাহাতে মধ্যবিদ্যালয় পরিচালন এবং শিক্ষকদের চাকুরীর নিয়ম-কানুন প্রভৃতি দেওয়া আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত সঙ্কলন করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অংশে পৌরাণিক হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার ইতিহাসের একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে কালে কালে দেশের সমাজ তাহার প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপে গড়িয়া

তুলিয়াছে, এ বিষয়ে একটি ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নব দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা, শিক্ষা ও সামগ্রিক জীবন ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতা, বিদ্যালয় পরিবেশের গুরুত্ব ইত্যাদিও আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার মুখবন্ধ হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব অবিসংবাদিত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে যথাসম্ভব যত্ন-সহকারে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী শিক্ষক, শিক্ষা ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবহারিক বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান সংক্রান্ত বিধিনির্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয়ের অনুমোদন, শিক্ষকের নিয়োগ, বেতনের হার, বদলি, ছুটি, প্রশিক্ষণ, কর্ম-বিবরণীর বহি, কর্মকালান্তিক সুবিধা ও প্রাপ্যাদি, উপনির্দিষ্ট ব্যয়, গৃহ-অবক্ষয় তহবিল, কার্যনির্বাহক বা উপদেষ্টা সমিতি, জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বৃত্তি, শহরাঞ্চলে অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদি কালানুক্রমিক ভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মরত ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিরই অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে সমস্ত সরকারী বিধিনির্দেশের অবিকল নকল সহজ বঙ্গানুবাদসহ যোজনা করা হইয়াছে যাহাতে সকলের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই গ্রন্থখানি নিত্যই কাজে লাগে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষাসংগঠক, পরিচালক, প্রশাসক ও শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গিত এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের কাজে লাগিলে প্রয়াস সার্থক বলিয়া গণ্য হইবে। রামায়ণী প্রকাশ ভবন এই গ্রন্থখানি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

এই গ্রন্থ রচনায় ও সঙ্কলনে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার হোড় রায়, অধ্যাপক শিবশঙ্কর দত্ত, শ্রীমণিতমোহন ব্যানার্জি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইহাদের সকলকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণকে যাঁহারা নানাভাবে পরামর্শ ও সাহায্যদান করিয়া গ্রন্থটির সুষ্ঠু সম্পাদনায় সাহায্য করিয়াছেন। ইতি—

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রাথমিক শিক্ষক-দর্পণ

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ড

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধযুগ

বর্তমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা যায়, প্রাচীনকালে তাহা তেমন বুঝাইত না। পক্ষান্তরে সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল না। আর্যগণ বেদ পাঠ করিতেন, আর্যশিশুগণও বেদ পাঠ করিত।

যাহা হউক বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য যুগে বেদ ও পৌরাণিক কাহিনী পঠন ইত্যাদি শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ ছিল। বেদ শেখা হইত শুনিয়া শুনিয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছিল। বংশ পরম্পরায় বেদশিক্ষা চলিত মুখে মুখে।

ঐযুগের প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে শিশুর আট নয় বৎসর বয়সের পূর্বের কথা মোটামুটি বুঝাইত। কিছুটা ধ্বনি, ছন্দ ও ব্যাকরণ ছিল এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাব মূল বিষয়। ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্য বেদ পঠন ছিল অপরিহার্য, এবং শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নির্ভুল বেদোচ্চারণ। এই কারণেই বেদ পঠনের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই এই সময়ে দেওয়া হইত। কিন্তু বেদ পঠনের অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানদের। পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের জন্যও শিক্ষার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়।

শিশুব পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইত। একটি ভাল দিনে শিশুকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করান হইত। শিশুকে প্রথমে ৫০টি অক্ষরের উপর আঙ্গুল ঘুরাইতে দেওয়া হইত। একটি সাদা কাপড়ে চাউল বিছাইয়া শিশুকে তাহার উপর আঙ্গুল ঘুরাইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠানের পর শিশু কিছুকালের জন্য গৃহে শিক্ষালাভ করিত।

গৃহশিক্ষার পর বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন বয়সে শিশুগণ গুরুগৃহে আসিত। এই শিক্ষারম্ভকে বলা হয় উপনয়ন। 'উপনয়ন' শব্দের অর্থ হইল শিক্ষকের নিকটে আনয়ন করা। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ গুরুগৃহে আসিত ৮ বৎসর বয়সে। ক্ষত্রিয় সন্তান গুরুগৃহে আসিত ১১ বৎসর বয়সে এবং বৈশ্য শিশু গুরুগৃহে আসিত ১২ বৎসর বয়সে।

শিক্ষার্থী গুরুগৃহে আসিবার পরই সে গুরু-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত। সে তখন গুরুকে নানাভাবে সেবা করিতে চেষ্টা করিত। সে বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করিত, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিত, জল তুলিত ও ভিক্ষায় সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করিত।

গুরুগৃহে গুরু শিক্ষার্থীকে বা শিষ্যকে নিজের ছেলের মতই শুধু ভালবাসিতেন না, তিনি শিষ্যকে পূর্ণ মনোযোগের সহিত শিক্ষাদান করিতেন। তিনি ছিলেন প্রিয়ভাষী এবং শিষ্যদের পক্ষে বেদনাদায়ক এমন কথা কখনও ব্যবহার করিতেন না। গুরুর স্থান প্রাচীনকালে অতি উঁচুতে ছিল।

শিষ্যগণ গুরুপ্রণাম করিত—

"গুরুর্ব্রহ্ম, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরু শিষ্যের নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন না। সেই যুগে ব্রাহ্মণের কর্তব্য ছিল শিক্ষাদান করা, তাই যতদিন প্রয়োজন ততদিন শিক্ষার্থী গুরুর গৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত, গুরুও কোনও প্রকার অর্থ শিক্ষার্থীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শিক্ষা সমাপনের পর ধনী শিষ্য শিক্ষক বা গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিতে চেষ্টা করিত।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার যুগে দৈহিক শাস্তিবিধান একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। গুরুগণ দৈহিক শাস্তির বিরোধী ছিলেন, গুরুগৃহে অবস্থানকালে শিষ্য কোনও প্রকার গুরুতর অপরাধ করিলে তাহাকে শাস্তির পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

ঐযুগে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ। গুরু প্রথমে আবৃত্তি করিতেন, শিক্ষার্থী তাহা পুনরাবৃত্তি করিত। তাহার পর গুরু ব্যাখ্যা করিতেন। শিক্ষার্থী তাহার উপর প্রশ্ন করিত এবং তাহার পরবর্তী অবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন।

লেখার দিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইত। নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করিয়া লিখন-শিক্ষা দেওয়া হইত।

"সমানি সমশীর্ষাণি বর্তুলানি ঘনানি চ।
মাত্রাসু প্রতিবদ্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥"

অর্থাৎ যিনি প্রতিটি সমান, ঠিকমত মাত্রাযুক্ত, একই রকম ঘন এবং একই রকম হেলান বা দাঁড়ান অক্ষর লিখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত লেখক। আর, এসময়ে অর্থ না বুঝিয়া আবৃত্তিরও সুপারিশ করা হইয়াছিল: "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানং বোধদপি গরীয়সী"।

এই ত গেল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষার অবস্থা। এই ঠিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস নহে, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিক্ষাকে বিভিন্ন

স্তরে ভাগ করার প্রচেষ্টা তখনও হয় নাই। তবে সাধারণ অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কেমন করিয়া চলিত, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। এই শিক্ষার্থীরাই আবার গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিবিধ উচ্চতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিত। বলা বাহুল্য, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলিয়া কিছু ছিল না। সকল রকমের শিক্ষাই চলিত গুরুগৃহে।

পরবর্তী বৌদ্ধযুগে এবং ব্রাহ্মণ্য যুগের সমসাময়িক বৌদ্ধযুগে অবস্থার রূপান্তর দেখা যায়।

সংসার বিমুখতা, আজীবন কৌমার্য ও সন্ন্যাস-জীবনই ছিল বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্ম সংঘারাম বা বিহারে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সংঘারাম বা বিহারে প্রথম প্রবেশকে বলা হয় প্রব্রজ্যাগ্রহণ। আট বৎসর বয়সের পূর্বে কোন বালকই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু যদি প্রয়োজন অনুভূত হইত, তাহা হইলে পিতামাতার অনুমতি পাওয়া গেলে, সেই বালক প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে পারিত। প্রথম বিহারে প্রবেশ করিবার পর বালক শ্রমণ বা শিক্ষার্থীরূপে পরিচিত হইত। প্রত্যেক শ্রমণ একজন উপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইত। একজন উপাধ্যায়ের অধীনে কয়েকজন করিয়া শ্রমণ শিক্ষালাভ করতে পারিত। ব্রাহ্মণ্য যুগের গুরু-শিষ্যের মতই উপাধ্যায় ও শ্রমণের সম্পর্ক ছিল। শ্রমণ নানাভাবে উপাধ্যায়ের সেবা করিয়া শিক্ষালাভ করিত। ব্রহ্মচর্য পালন ও অত্যন্ত দরিদ্রভাবে জীবনযাপন ছিল বৌদ্ধ সংঘ-জীবনের আদর্শ। বৌদ্ধযুগেই সংঘারামগুলিতে বিদ্যালয়ের আভাষ পাওয়া যায়।

ক্রমে বিহারের বা সংঘারামের বাহিরেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জনশিক্ষা প্রচারের জন্ম চেষ্টিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমাজের মধ্যে গ্রামে গিয়াও বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। বৌদ্ধযুগে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহা একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। ব্রাহ্মণ্য যুগে এই প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। বিহার বা সংঘারামে নিম্নস্তরে শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তরের শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু গ্রামীণ এইসব বিদ্যালয়গুলিকে জনশিক্ষার প্রচারের জন্মই ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই দেওয়া হইত মাত্র। বৌদ্ধশিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে শিক্ষার বর্তিকা তুলিয়া ধরে এবং জনসাধারণও শিক্ষার জন্ম আগ্রহ বোধ করিতে থাকে।

মুসলমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

মুসলমান যুগেও শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চ এইভাবে বিভাজন করিয়া তথ্যাদি পরিবেশন করা অসুবিধাজনক, তাই দুইয়েরই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়া যথাসম্ভব বিষয়বস্তু পরিবেশন করা যাইতেছে।

সুলতানী যুগ

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম শিক্ষিত অনুচর কুতুবউদ্দীন ভারতবর্ষের মুসলমান সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি ভারতবর্ষের বহু মন্দির ও শিক্ষায়তন ধ্বংস করেন এবং সেই স্থানগুলিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান ইলতুত্‌মিসের কন্যা সুলতানা রিজিয়া অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকটি মক্তব (প্রাথমিক বিদ্যালয়) ও মাদ্রাসা (উচ্চতর বিদ্যালয়) স্থাপন করেন মাত্র। সুলতান নাসিরউদ্দীন ও সুলতান বলবনও কিছু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণের ফলে বহু বিদ্যায়তন নষ্ট হইয়া যায়।

খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন খিলজীর রাজসভায় বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়। সুলতান দিল্লীতে একটি বিরাট গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। এই গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন প্রসিদ্ধ কবি আমীর খস্রু। ইহা ছাড়াও সুলতান কিছু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ওয়াকফ সম্পত্তির মারফত এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থাও করিয়া যান। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন পিতা জালালউদ্দীনের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, ফলে শিক্ষাবিস্তারে বাধা দেখা দেয়। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক, পাগ্‌লা সুলতান হইলেও, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, বাগ্মী ও তার্কিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচুর দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খামখেয়ালিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। রাজধানীর পরিবর্তন ঘটায় বহু মক্তব ও মাদ্রাসার ক্ষতি হয় এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। সুলতান ফিরোজশাহ

তুঘলকের আমলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি আঠার হাজার ক্রীতদাস সন্তানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও বার হাজার ক্রীতদাস সন্তানের জন্য কারিগরী শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বহু মক্তব যেমন স্থাপন করেন, তেমনি দিল্লী নগরীতে একটি বিরাট মাদ্রাসাও স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মাদ্রাসাতে শিক্ষালাভের জন্য বাহির হইতেও অনেক শিক্ষার্থী আসিত।

ইতিমধ্যে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের লক্ষণ দেখা যায়। হিন্দুদের মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষালাভ করার দিক হইতে কোন নিষেধ ছিল না। কিন্তু যেহেতু ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্মকেন্দ্রিক ছিল, সেইহেতু হিন্দুরা সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু হিন্দুরা যখন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইত, তখন তাহাদের আরবী ও ফার্সী শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। তাই অনেক হিন্দুই পরবর্তীকালে আরবী ও ফার্সী শিখিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। পক্ষান্তরে মুসলমানগণও হিন্দুদের বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। লোদী বংশের রাজত্বকালে হিন্দী ও ফার্সী ভাষার সংমিশ্রণের ফলে 'উর্দু' ভাষার উদ্ভব হয়। 'উর্দু' ভাষা ফার্সী লিপিতে লিখিত হইতে থাকে। লোদী বংশের রাজত্বকালে মুসলমানী শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে।

মুঘল যুগ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে অতি অল্পকাল রাজত্ব করেন, তাই তিনি এখানে শিক্ষাবিস্তার বিশেষভাবে করিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই। তিনি মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপনের ভার রাজ্যের পূর্তবিভাগের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের একটি বৃহৎ গ্রন্থাগারও ছিল।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর মুঘল বাদশাহদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। আকবর নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে তিনি

এতই উৎসাহী ছিলেন যে, তাঁহাকে নিরক্ষর বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমতঃ, তিনি তাঁহার রাজসভার বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতির সঙ্গে সর্বদা নানা বিষয়ে সমান তালে আলোচনা করিতেন। একজন নিরক্ষর সম্রাটের পক্ষে কি তাহা করা সম্ভব? তাঁহার 'দীন ইলাহী' সর্বধর্ম সমন্বয়ে রচিত একটি নূতন ধর্মভাব। এ কি নিরক্ষরতার চিহ্ন? মোটেই নহে। ইহা ব্যতীত আকবর প্রাথমিক শিক্ষার দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ করেন। তিনি দেখেন প্রথম শিক্ষার্থীদের পাঠ-গ্রহণের প্রথম স্তর অতিক্রম করা এক কঠিন কাজ। ইহাতে তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়। তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের জন্য এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। শিক্ষার ভিতরে যথেষ্ট অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা না থাকিলে এই জাতীয় চিন্তাধারা

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের এই অবদান অনবদ্য। আমরা এবার আকবরের নির্দেশিত শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আবুল ফজল প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, সম্রাট আকবর একটি আদেশপত্র দ্বারা তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে উদ্যোগী হন। ঐ আদেশপত্রে লিখিত ছিল যে, যেহেতু পূর্বে প্রথম শিক্ষার্থীদের অক্ষর পরিচয়ের জন্য বহুদিন ব্যয় করিতে হইত এবং যেহেতু অক্ষর-জ্ঞান লাভের পর শিক্ষার্থীকে অর্থ না বুঝিয়া অনেক 'বয়েৎ' মুখস্থ করিতে হইত, সেইহেতু উহা অত্যন্ত কালক্ষয়ী ও নিরর্থক এবং ঐ কারণে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়। সম্রাট আকবর নির্দেশ দেন যে, প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে সর্বপ্রথমে লিখিতে ও পরে পড়িতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ কাজে শিক্ষার্থীরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষ হইয়া উঠিবে। তাহার পর শিশুরা এক সপ্তাহ যুক্তাক্ষর লিখিবার অভ্যাস করিবে। তাহার পর তাহারা কিছু নীতিবাক্য, গদ্য ও পদ্য শিক্ষা করিতে চেষ্টিত হইবে। শিক্ষার্থীরা যাহাতে নীতিবাক্য, গদ্য ও পদ্যের অর্থ বুঝিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। পূর্বের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আকবরের শিক্ষাপদ্ধতির এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। পূর্বে শিক্ষার্থীরা না বুঝিয়াই নীতিবাক্য, গদ্য ও পদ্য মুখস্থ করিত, তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইত না। এই কারণেই আকবর শিক্ষার এই নীতির নির্দেশ দেন। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীদের অক্ষর-জ্ঞান, শব্দার্থবোধ, পদ্য ও নীতিবাক্য বোধগম্য হওয়া ও লেখার উপর বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হইয়াছে। আকবর শাহের মতে তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসৃত হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় নিবারিত হইবে এবং শিক্ষার্থীগণ অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে।

প্রাথমিক স্তরের জন্য আকবরের এই নির্দেশপত্র সত্যিই অনবদ্য। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের এক নিরক্ষর (?) সম্রাটের প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এইরূপ শিক্ষণ পদ্ধতির আবিষ্কার অত্যন্ত বর্তমান ঘেঁষা। তাই বিস্ময়বোধ করা ছাড়া আর কি করিবার আছে।

মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেও নানারকম আলোচনা সম্রাট আকবরের নির্দেশপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাথমিক স্তরেই হউক বা উচ্চস্তরেই হউক সমস্ত পাঠ্যক্রমই ছিল অসম্প্রদায়িক। এটাই ছিল সম্রাট আকবরের শিক্ষা-চিন্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আকবর দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি প্রভৃতি স্থানে বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরও অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি এক আইন প্রণয়ন করেন। আইনটি হইতেছে, ওয়ারিশহীন ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বর্তাইবে এবং ঐ সম্পত্তির আয় হইতে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা হইবে। অতএব জাহাঙ্গীরের আমলে অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইবার মত সুযোগ হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সম্রাট শাহজাহান শিক্ষা বিস্তারের চাইতে স্থাপত্য ও শিল্প প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তবে উচ্চ-শিক্ষার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের পরবর্তী সম্রাট হইলেন ঔরঙ্গজীব। তিনি খুব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি কিছু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বটে, কিন্তু ধর্মের দিকে তাঁহার গোঁড়ামি থাকায় সেই শিক্ষা হিন্দুদের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি হিন্দুদের মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি ধ্বংস করেন এবং হিন্দুদের শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করেন। ঔরঙ্গজীব বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তিনি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ঔরঙ্গজীবের পরবর্তী যুগে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হইয়া যায়,

ফলে শিক্ষার বিস্তার আর কোনও সম্রাট করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সামান্ত কয়েকটি স্থানে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল মাত্র।

মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিক্ষার প্রধান প্রেরণা ছিল ধর্মীয়। ফলে মক্তবগুলি স্থাপিত হইত মসজিদের বারান্দার এককোণে। আর মসজিদের কাছে ভিন্ন গৃহে স্থাপিত ছিল মাদ্রাসা। আমরা, বিশেষ করিয়া, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়াই জড়িত। তাই মুসলমানযুগের প্রাথমিক শিক্ষা বা মক্তবের শিক্ষা নিয়াই বিচার করিয়া দেখিতে পারি। মক্তবে প্রধানতঃ কোরাণ পাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং তৎসংশ্লিষ্ট রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু তাও অত্যন্ত সামান্ত। শিক্ষার্থীগণ শুধু বয়েৎ মুখস্থ করিত, বিষয়বস্তুর প্রকৃত অর্থবোধ তাহাদের বিশেষ কিছু হইত না। গণিত অত্যন্ত সামান্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। অতএব মক্তবীয় শিক্ষা ছিল অসম্পূর্ণ এবং ধর্মীয় সংস্কারপূর্ণ। মক্তবগুলি সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু একমাত্র সম্রাট আকবর ব্যতীত কোন সুলতান বা সম্রাটই মক্তবের পাঠ্যক্রমের কোনওরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন নাই।

মুসলমান শিশুর ৪ বৎসর, ৪ মাস ও ৪ দিন বয়সে বিদ্যারম্ভ উৎসব হইত। মুসলমান শিশুকে ঐ বয়সে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত করিয়া বহু লোকের সামনে আনা হইত। মৌলভী সাহেব তখন কোরাণের বয়েৎ শুনাইয়া তাহাকে উহা উচ্চারণ করিতে বলিতেন। বলা বাহুল্য শিশু উহা উচ্চারণ করিতে পারিত না। তখন তাহাকে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলিতে বলা হইত। এই সময় হইতেই শিশুর বিদ্যারম্ভ হইত।

ইংরেজ আমলের প্রাথমিক শিক্ষা

ইংরেজ আমলে অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায় না। মুসলমানযুগের মক্তব ও হিন্দুদের পাঠশালা কিছু কিছু ছিল মাত্র। পরে দেখা যায় খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ কিছু সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রথম কারণ ছিল ইংরেজ সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। পরবর্তীকালে ধর্মযাজকগণ ভারতীয়দের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কিছু কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়া—এ সময়টিতে রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা খুব ভালভাবে চলিতে পারে নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কিছু পূর্ব হইতেই এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল।

পরবর্তীকালে কোম্পানীর সরকারী কাঠামো একটু শক্ত হইবার পর বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমীক্ষা চালান হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোম্বাই-র গভর্ণর এলফিনষ্টোনের পরিচালনাধীনে সিন্ধু ব্যতীত সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঐ প্রদেশে ১,৭০৫টি দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে ৩৫,১৪৩ জন ছাত্র ছিল। উক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষের অনধিক। এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ তাহার পূর্বেই অন্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য পেন্ড্রারগ্যাষ্ট ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, বোম্বাই প্রদেশে প্রতিটি গ্রামে একাধিক দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালা ও মক্তব ছিল। হয়ত তখনও আবার গৃহ-বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ঠিকমত গণনা করা হয় নাই।

মাদ্রাজেও ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর মনরো একটি শিক্ষাসমীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কালেকটারগণকে নিজ নিজ জেলার দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা সংগ্রহ করিতে বলেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জানা গেল ১২,৪৯৮টি দেশীয় বিদ্যালয়ে ১,৮৮,৬৫০ জন ছাত্র পাঠ-গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু মনয়োর মতে এই সংখ্যা প্রামাণ্য নহে, কারণ গ্রাম্য-বিদ্যালয় ব্যতীত গৃহ-বিদ্যালয় অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে অধ্যয়নের ব্যবস্থা সেকালে ছিল, উহার সংখ্যা হয়ত ঠিকমত গণনা করা হয় নাই। তাঁহার অভিমত অনুযায়ী ঐ সময়ে ঐ প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপ্তি তৎকালীন ইংলণ্ডের অপেক্ষা কম হইলেও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের অবস্থার তুলনায় অধিক ছিল।

এবার আমরা বাংলা ও বিহারের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিব।

স্যার জন এডামস্ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজক হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সাথে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন এবং সেই সময় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং বাংলাদেশের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হন। বাংলাদেশের শিক্ষার ব্যাপ্তি জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হন এবং তিনি তৎকালীন বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে বাংলাদেশের শিক্ষা সমীক্ষা করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত বাংলাদেশের এইরূপ একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বলা বাহুল্য স্যার জন এডামসের উপরই এই কাজের ভার অর্পিত হয়।

এডামস্ তিনটি রিপোর্টে তাঁহার পরিসংখ্যান রিপোর্টটি পেশ করেন। তাঁহার প্রথম রিপোর্টে জানা যায় যে বাংলা ও বিহারে সেযুগে একলক্ষ স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল। তখন ঐ দুইটি প্রদেশে লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি। সুতরাং হিসাবমত গড়ে ৪০০ জন লোকের জন্য একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল এবং প্রায় প্রতি গ্রামে একটি করিয়া বিদ্যালয় থাকিবার কথা। আপাত-দৃষ্টিতে ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু এডামস্ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে গৃহ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি এই পরিসংখ্যানে ধরা হইয়াছে। সাধারণতঃ ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ নিজ নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষাদানের জন্য নিজ গৃহেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন এবং বিদ্যালয় হিসাবে এগুলি গণনার যোগ্য। একশত বৎসর পরে স্যার ফিলিপ হার্টগ বলেন যে এডামসের এই সংখ্যা 'myth'। কিন্তু এই পরিসংখ্যানকে একেবারে 'myth' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বাংলাদেশ সবসময়েই অন্যান্য

প্রদেশ হইতে অগ্রণী, সাধারণ শিক্ষা ব্যাপারে যে অগ্রণী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

সে যাহা হউক প্রথম রিপোর্টের পর এডামস্ তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তিনি রাজসাহী জেলার নাটোর থানার বিদ্যালয়সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও সংখ্যা গণনা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে ঐ থানায় ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৩৮টি গৃহ-বিদ্যালয় ছিল। সমগ্র অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৬,১২১। এই রিপোর্টে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নয়, টোলের সংখ্যাও লিপিবদ্ধ ছিল।

এডামসের তৃতীয় রিপোর্টটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টটির প্রথম অংশে এডামস্ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলার বিদ্যালয়গুলির বিবরণী প্রদান করেন। এই পরিসংখ্যানে ৮ রকম বিদ্যালয়ের কথা বলা হইয়াছে—বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী—নূতন ও প্রাচীন, ইংরাজী ও বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলির মোট সংখ্যা ২,৫৬৭ তাহার মধ্যে বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,০৯৯টি। এই পরিসংখ্যানে গৃহ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ধরা হয় নাই। তিনি আলাদাভাবে ঐসব জেলার একটি করিয়া থানায় গৃহ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা গণনা করেন। দেখা গেল যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে ২,১২০টি গৃহ-বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ছিল বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় কম।

এডামসের পরিসংখ্যান হইতে দুই রকমের বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়। একটি ছিল প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ পাঠশালা জাতীয়, অপরটি হইল হিন্দুদের উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য টোল ও মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী। আর প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রধানতঃ বাংলা। সকল ধরনের বিদ্যালয়ই শাসক, ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোক হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিত। বিদ্যালয়গুলির সাধারণতঃ নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না। শিক্ষকের গৃহে, ধনী ব্যক্তির বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে অথবা মন্দিরে বা মসজিদের বারান্দায় শিক্ষাদানের কার্য চলিত। শিক্ষা সাধারণতঃ অবৈতনিক ছিল। কোথাও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাকাল ছিল না। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ও প্রাথমিক ধরনের শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মক্তব ছিল। এখানে প্রাথমিক ধরনের লেখাপড়া যেমন, লিখন, পঠন ও মৌখিক গণিত শিখাইবার

ব্যবস্থা ছিল। এইসব পাঠশালা বা মক্তবের শিক্ষকগণ অতি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পাঠশালার আয় ছিল খুব অল্প। ছাত্রদের মাহিনা ধরা-বাঁধা ছিল না—তবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু নগদ পয়সা অথবা দ্রব্যসামগ্রী দিত, উচ্চবর্ণের ছাত্রসংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু নিম্নবর্ণের সন্তানদের মধ্যেও শিক্ষার আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। পাঠশালায় কিছু সংখ্যক বালিকাও অধ্যয়ন করিত। ভর্তির কোন সময় নির্ধারিত ছিল না, এবং শ্রেণীবিভাগও ছিল না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সর্দার পোড়োরা প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে পড়ায় সাহায্য করিত। ভারতের সর্দার পোড়ো ব্যবস্থা হইতেই ইংলণ্ডে মনিটোরিয়াল প্রথা প্রবর্তিত হয়। ছাপানো পুস্তক তখন ছিল না। লেখার জন্য তালপাতা, খাগের কলম, কাঠকয়লা হইতে প্রস্তুত কালি, শ্লেট ও শ্লেটপেন্সিল ব্যবহৃত হইত। অত্যন্ত অল্পব্যয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল তখনকার শিক্ষাদান ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ত্রুটির মধ্যে ছিল পাঠ্যক্রমের স্বল্পতা, কঠোর শাস্তিদান প্রথা এবং হরিজন সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের বাধাই প্রধান। শিক্ষকদের আর্থিক অনটন অপর একটি ত্রুটি, যাহার ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব ঘটিত।

এডামস্ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করেন, যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর হয়। এডামস্ রিপোর্টে এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে প্রচলিত শিক্ষার প্রসার ও তাহার সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়াই দেশের সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এই পন্থা গৃহীত হয় নাই। তাহার পরিবর্তে যে, মত ব্যক্ত হইল তাহা এই যে, পূর্ব প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করিয়া উচ্চবর্ণের লোকদের সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই শিক্ষা হইবে ইংরেজী শিক্ষা। লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) এই প্রসঙ্গে তাঁহার Infiltration Theory প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয় যে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমানকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারলে, সেই শিক্ষা নিম্নস্তরেও ছড়াইয়া পড়িবে। যেমন জলের উপরিভাগে যদি কোন দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা নিম্নভাগের জলেও আসিয়া মিশিয়া যাইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Infiltration Theory অকেজো হইয়াছিল, ফলে জনসাধারণের অজ্ঞতা ক্রমে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।

১৮৫৪ খ্রীঃ হইতে ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা

উড্‌স্ ডেসপ্যাচ হইতেছে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর সনদ্ প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর নূতন করিয়া রচিত হইত। ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর আসিল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি সনদের সময়েই ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ হয় দশ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সনদের সময় আসিলে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং ভারতীয় শিক্ষা-নীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিখে যে শিক্ষা সনদ রচনা করেন, তাহার সভাপতিত্ব করেন চার্লস উড্। সভাপতির নামের জন্যই এই সনদকে 'উডের ডেসপ্যাচ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ডেসপ্যাচটি একটি দীর্ঘ দলিল। ইহাতে ভারতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়, "জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বাস্তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করার প্রচেষ্টা গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যে সকল ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় উহা লাভ করিতে পারে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" ডেসপ্যাচে আরও বিশদ করিয়া বলা হয় যে, স্থানীয় প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা যাতে প্রসারলাভ করে, সেদিকে দৃষ্টিদান করিতে হইবে এবং আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্যদান করা উচিত। কিন্তু ডেসপ্যাচে সাহায্যদান করার উপর গুরুত্ব দিলেও, শিক্ষাবিভাগ পরবর্তী পাঁচ বৎসর কালে কোনও কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে জানিতে হইলে, এই সময়কে চারটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হইবে। যথা—(১) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ, (২) ১৮৫৯-৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, (৩) ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ

(১৮৮২) এবং (৪) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সূচক ঘটনা প্রবাহ।

(১) ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দঃ

উডের ডেসপ্যাচে বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় পাঠশালা ও মক্তবসমূহকে শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে আনা হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্রাণ্ট-ইন-এইড প্রথার প্রবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রূপ কার্যকরী ব্যবস্থা হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। উহাতে বলা হইল যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষা কর বসান হইবে। মাত্র পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে দুটি ডেসপ্যাচের মধ্যে এই মতানৈক্য কেন? এই মতানৈক্যের কারণ খুঁজিতে হইলে ইংলণ্ডের সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলের মতবিরোধের ফলেই যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইতেই ষ্ট্যানলি ডেসপ্যাচের সৃষ্টি।

(২) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিঃ

দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে মতানৈক্যের মূলে হইতেছে তিনটি বিষয়—পুরাতন পাঠশালাগুলির প্রতি দৃষ্টিকোণ, শিক্ষা কর ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী রাজস্ব হইতে গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড প্রদান।

দেশীয় পাঠশালা সম্বন্ধীয়—দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। একদল বলেন, ভারতবর্ষে যতগুলি প্রচলিত পাঠশালা আছে তাহা থাকুক, তাহাদের মধ্যে দিয়াই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হউক, আবার অন্যদল বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইবে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার ফলে। এই দুইটি মতের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করিবার জন্যও কেহ কেহ সুপারিশও করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশকে বলা হয় নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে। বিভিন্ন প্রদেশে কি ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অনুসৃত হয়, তাহার আলোচনা করা গেল।

বোম্বাই—বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের উপর ছিল প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ সেদিকে মনোযোগ না দেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে অবহেলিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন পাঠশালাই সরকারী সাহায্যলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। পিলসাহেব শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা হওয়ার পর পাঠশালাগুলিকে সরকারী সাহায্য দিবার জন্য আইন লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব সামান্য সংখ্যক পাঠশালাই সরকারী সাহায্য পাইতে সক্ষম হয়।

মাদ্রাজ—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বন্ধ থাকে। সরকার ইহার পর পরীক্ষার ফলের (Payment by results) উপর নির্ভর করিয়া সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের মূলে ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। পরে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা শুরু করিতেই বেসরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়।

বাংলা—বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে প্রধানত প্রচলিত পাঠশালাগুলির উপর ভিত্তি করিয়া।

এই প্রদেশগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সর্বত্রই হইয়াছে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলার মধ্যে কোনও একটিকে অনুসরণ করিয়া।

আর্থিক ব্যবস্থা—দুইটি ডেসপ্যাচ, যথাক্রমে উড্ ডেসপ্যাচ এবং ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচের দ্বন্দ্বের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থার কথা মূল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'শিক্ষা কর' আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সরকার পরে ইহা সংশোধন করেন এবং বলেন যে, শুধু শিক্ষাবিস্তারের জন্য কর বসিবে না, কর বসিবে বিভিন্ন মানবিক কল্যাণকর কাজের জন্যও। মানবিক কল্যাণকর কাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অন্যতম, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকার বলেন যে, যদি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কর বসান যায় তাহা হইলে কোনও অসুবিধার কারণ নাই। কারণ গ্রামাঞ্চলে ভূমিরাজস্বের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা কর বসান যাইবে। কিন্তু শহরাঞ্চলে সেটা হইতে অসুবিধা বর্তমান। সেখানে গৃহাদির উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা কর আরোপ করা চলে। কিন্তু বাংলাদেশ এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। বাংলাদেশে শিক্ষা কর বা স্থানীয় কোন কর

বসিতে পারিবে না। কারণ লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনও বাংলাদেশে চলিতেছিল।

স্থানীয় শিক্ষা কর অনেকেরই অপছন্দ, কারণ তাঁহাদের মতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার বা শাসকগোষ্ঠীই দায়ী এবং সরকারী অর্থেই ইহা হইতে পারিবে। কিন্তু অপর দল স্থানীয় শিক্ষা করকে স্বাগত জানাইয়া বলেন যে, শিক্ষার বিস্তার যখন করিতেই হইবে তখন রাজস্বের উপর চাপ না দিয়া স্থানীয় শিক্ষা কর বসানই যুক্তিসঙ্গত।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশঃ

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ উডের ডেসপ্যাচ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের গতি শ্লথ ছিল। ফলে সরকার, ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নিকট, ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে বলেন। এইজন্যই ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখা যায়। কমিশন ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।—(১) শিক্ষা নীতি, (২) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন, (৩) পাঠশালাসমূহকে উৎসাহ প্রদান, (৪) বিদ্যালয় পরিচালন, (৫) শিক্ষণব্যবস্থা ও (৬) অর্থব্যবস্থা।

(১) **শিক্ষা নীতি**—কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার নীতি কি হইবে, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা হইবে জনগণের শিক্ষা এবং উহা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেন। তাছাড়া যে সব জেলা প্রাথমিক শিক্ষায় অনগ্রসর, সেই সব জেলায় যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে সেইদিকে দৃষ্টি দিবার জন্য সুপারিশ করেন।

(২) **আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন**—বিলাতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইনে স্থির হয় যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংলণ্ডকে কয়েকটি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলায় বিভক্ত করা হইবে এবং সেই জেলা পর্ষদসমূহ (District Board) শিক্ষা কর বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন সেই নজীর দেখান এবং ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার ভার জেলা পর্ষদগুলির উপর অর্পণ করিবার সুপারিশ করেন।

(৩) **পাঠশালাসমূহকে উৎসাহদান**—কমিশন প্রচলিত দেশীয় পাঠশালাগুলি তুলিয়া না দিয়া ঐগুলির মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্ভব বলিয়া সুপারিশ করেন।

(৪) **বিদ্যালয় পরিচালনা**—কমিশন প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ করেন যে, সমগ্র প্রদেশে একই রকম আদর্শে বা প্যাটার্নে শিক্ষাক্রম চালাইবার প্রয়োজন নাই। স্থানীয় পরিবেশ ও চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাক্রম নির্ণয় করিতে হইবে। প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম কোথাও অধিকতর কঠিন ও কোথাও সহজ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সময়ও স্থিরীকৃত হইবে পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী। বিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণই বিদ্যালয়ের পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) **শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা**—শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থার উপর কমিশন খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কমিশন মনে করেন যে, শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব কমিশন শিক্ষণ বিদ্যালয় খুলিবার জন্য সুপারিশ করেন।

(৬) **অর্থব্যবস্থা**—ভারতীয় শিক্ষা কমিশন অর্থ সম্পর্কিত যে সব সুপারিশ করেন, তাহাতে অর্থ সম্পর্কিত বহুদিনকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়। কমিশনের সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল খোলার প্রস্তাব করা হয়। পৌর সংস্থায় ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তহবিল গঠন করার জন্যও কমিশন সুপারিশ করেন। একস্থানের অর্থ অন্যস্থানে যাহাতে ব্যয়িত না হইতে পারে তাহার প্রতিরোধকল্পেই কমিশন এই সুপারিশ করেন। শিক্ষা কমিশন আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলেন যে স্থানীয় তহবিলের অর্থ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে উহা কোনওক্রমেই মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইতে পারিবে না। পরিশেষে শিক্ষা কমিশন আরও সুপারিশ করেন যে, সরকারের উচিত হইবে 'গ্র্যান্ট-ইন-এইড' দ্বারা স্থানীয় তহবিলকে সমৃদ্ধ করা।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার প্রগতি ১৮৮২—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দঃ

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সরকার অচিরে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড রিপণ। তিনি স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সময় লর্ড রিপণ মন্তব্য

করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থার ফলে যে শুধু শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন হইবে তাহা নহে, অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইবে, জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হইবে এবং দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা জনসাধারণের মধ্যে দেখা যাইবে। তিনি আরও বলেন যে জনসাধারণ হয়তো প্রথম অবস্থায় স্বায়ত্ব শাসনমূলক শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু অচিরে ঐসব প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

লর্ড রিপণের নির্দেশনার ফলে স্থানীয় পর্ষৎ (Local Board) ও পৌর পর্ষদসমূহ ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রশ্ন এই সকল স্থানীয় পর্ষৎ ও পৌর পর্ষদের কাছে খুব গুরুত্ব লইয়া দেখা দেয়। স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে যে সুপারিশ করেন, তা সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় না। একমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাহার উপরই পাঠশালাগুলিকে সাহায্যদান করা হইত।

১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে ৬,৭১২টি এবং বোম্বাইতে ৩,৯৫৪টি দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। কিন্তু অতিশয় ধীরে ধীরে ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখা যায় কোন কোন প্রদেশে পাঠশালা বা দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। সেই সব প্রদেশে দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালার বৈশিষ্ট্য চলিয়া যায়, আর যে সমস্ত প্রদেশে পাঠশালাগুলিকে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না করা হয়, সেখানে পাঠশালাগুলির বিলুপ্তি ঘটে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষণ সম্পর্কিত অর্থ-বরাদ্দ বিষয়ে যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাও কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাহার কারণ ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ[illegible]বাহিত হয়, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয় [illegible] উদাহরণ হইতে [illegible] আরও স্পষ্ট হইবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী [illegible] হইতে ১৬.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হয় এবং বিশ বৎসর [illegible] ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক

শিক্ষা বাবদ সরকারী তহবিল হইতে খরচ হয় মাত্র ১৬'৯২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সরকারের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য যে টাকা ব্যয় করিবার কথা, তাহা ব্যয়িত হয় না। কিন্তু স্থানীয় পর্ষৎ বা লোকাল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কিছুটা অগ্রণী হয়। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় পর্ষৎ প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ করিয়াছিল ২৪'২ লক্ষ টাকা এবং ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংস্থাই একই বাবদে খরচ করে ৪৬'১ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহাও পর্যাপ্ত নহে। অন্য দিক দিয়া ইহার মূল্যায়ন করিলে ইহার ত্রুটি ধরা পড়ে। ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর শতকরা কতজন সাক্ষর হইল তাহার হিসাব করিয়া দেখা গেল, ফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। ঐ হিসাব হইতে জানা যায় পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর শতকরা ১০ জন এবং মেয়েদের মধ্যে সাক্ষর শতকরা ৩'৭ জন মাত্র।

উল্লিখিত সময়কালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব শ্লথ ছিল। যদিও উডের ডেসপ্যাচ ও ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব ছিল, তবু কার্যক্ষেত্রে উহার অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই সমস্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ধরা পড়ে। সেইগুলি হইতেছে—

(১) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য।

(২) স্থানীয় পর্ষৎ ও পৌর সভার হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ভার অর্পণ।

(৩) দেশীয় পাঠশালাসমূহের অবহেলা।

(১) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য—

উডের ডেসপ্যাচ বা ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচের পর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ ইংলণ্ডেও তখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের ১৮৭০, ১৮৭৬ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের আইনগুলির ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়। ভারতবর্ষ যখন

সরাসরি ইংরেজ শাসনাধীনে, তখন ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলন আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেল। তাহা ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার কোন প্রস্তাব ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট হইতে আসে নাই, আর ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হইতেও আসে নাই—সকল পক্ষই এবিষয়ে নীরব। বরোদার মহারাজা সয়াজি রাও গাইকোয়ার উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। ইহার পর স্যার ইব্রাহিম রহমতুল্লা ও স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতবর্ষে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দাবী তোলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেদিকে কর্ণপাতও করেন না। অনেক তাগিদ ও পীড়াপীড়ির পর সরকার জানাইয়া দেন যে ভারতবর্ষে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিদেশী সরকার দেশীয় ছাত্রবৃন্দকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অক্ষম। অতএব আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি সরকার গ্রহণ করিতে পারেন না।

(২) স্থানীয় পর্ষৎ, পৌরসভার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ভার অর্পণ—

প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথ অগ্রগতির অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ভার স্থানীয় পর্ষৎ ও পৌরসভার উপর অর্পণ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর শিক্ষা পরিচালন ভার অর্পণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ও প্রসার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে এমন কোন সংস্থা সেই যুগে বিরল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার ভার আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিলেও প্রাথমিক শিক্ষা ইহার চাইতে আরও উন্নত পর্যায়ে পরিচালিত হইতে পারিত।

(৩) দেশীয় পাঠশালাসমূহের অবহেলা—

দেশীয় পাঠশালাসমূহের অবহেলা হইল প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথ গতির অন্যতম কারণ। যথার্থ কথা যে পাঠশালাগুলি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিত না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বিলুপ্তি সাধন না করিয়া,

উহাদিগকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করা যাইতে পারিত। ঐরূপ করিলে প্রাথমিক শিক্ষার এতটা শ্লথগতি পরিলক্ষিত হইত না।

উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার অবদান।

উল্লিখিত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে উন্নতি দেখা না গেলেও, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ছোটখাট ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; ছোটখাট উন্নতির কথা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

(১) বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণঃ

পূর্ববর্তীকালে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির, যথা পাঠশালা, মক্তবের জন্ম নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না। পাঠশালা ও মক্তবগুলি বসিত মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে, বড়লোকের বৈঠকখানায়, মসজিদে ইত্যাদিতে। বিদ্যালয়-গৃহ ছিল না বটে কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের আনুকূল্যে বিদ্যালয়ের কাজ চলিয়া যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি ইংলণ্ডে শিক্ষাসম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ের প্রতিফলন ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছিল। বিদ্যালয়-গৃহের ক্ষেত্রেও তাই। ইংল্যাণ্ডে বিদ্যালয়-গৃহ আবশ্যিক। প্রথমে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ, তারপর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। তাই ইংল্যাণ্ডে যখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হইতে লাগিল, তখন তাহার প্রতিফলন ও ভারতবর্ষে দেখা যায়। বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষেও সরকার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সময়ে বহু বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হয়। কিন্তু সরকারের হাতে প্রচুর টা না থাকায়, কিছু বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ হইবার পরই উহা বন্ধ হইয়া যায়।

(২) শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণ ও তাঁহাদের গুণগত পারদর্শিতার উন্নতি সাধনঃ

উল্লিখিত যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মানের বৃদ্ধি সাধন। দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষক শুধু মাতৃভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা দিতেন, মক্তবে মৌলভী সাহেব কোরাণের বয়েৎ শিক্ষা দিতেন, সাথে কিছু মাতৃভাষা ও অঙ্ক। কিন্তু সে শিক্ষাদানও পদ্ধতিসম্মত ছিল না। ছাত্রগণকে শুধু বিষয়বস্তু মুখস্থ করিতে হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ধীরে ধীরে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং শিক্ষাগত পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পাঠশালার শিক্ষকগণ হইতে তাঁহারা অনেক বিষয়ে সমৃদ্ধ হইলেন।

(৩) বালিকা ও নিম্নবর্ণের বালকবালিকাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

উল্লিখিত সময়ের পূর্বে বালিকারা কদাচিৎ পাঠশালায় আসিবার সুযোগ পাইত। তাছাড়া নিম্নবর্ণের ছাত্রছাত্রীদের পাঠশালায় পড়িবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু এই সময়ে নূতন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হইল। অনেক বালিকা ও নিম্নবর্ণের বালকবালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিয়া পাঠগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতে লাগিল।

(৪) মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার ঃ

দেশীয় পাঠশালা ও মক্তবগুলিতে মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার মোটেই ছিল না। পাঠশালায় শুধু মাতৃভাষা, সাধারণ অঙ্ক ও মক্তবে কোরাণের বয়েৎ ও সাধারণ অঙ্ক ও মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। সে কাজ শিক্ষকগণ মৌখিক উপায়েই সম্পাদন করিতেন। নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার দেখা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় মুদ্রিত পুস্তকের সুযোগ পাইল।

(৫) পাঠ্যক্রম ঃ

পূর্বে দেশীয় বিদ্যালয় অর্থাৎ পাঠশালাতে লেখাপড়া ও সামান্য অঙ্ক শিখিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে মাতৃভাষা ও অঙ্ক ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রমে সংযোজিত হইয়াছিল। বিষয়গুলি হইতেছে—ইতিহাস, ভূগোল, বস্তুপাঠ, স্বাস্থ্যবিদ্যা, পরিমিতি, কৃষিবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও আবৃত্তি, ড্রইং, কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নক নিয়া খেলা এবং হাতের কাজ। সমস্ত বিষয়গুলি যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে, প্রদেশভেদে বিষয়গুলিরও তারতম্য ঘটে। অতএব বলা যায় যে, এযুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

(৬) নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাদান ঃ

পূর্বে পাঠশালাগুলিতে সর্দার পোড়োদের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেন। এই শিক্ষাদান কৌশল ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতেই গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থায় খরচ কম, এবং ছাত্রগণও সাধারণ শিক্ষা কিছু কিছু লাভ করিত। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া শিক্ষাদান-পদ্ধতি হিসাবে মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। কারণ শিক্ষক হইতে শিক্ষালাভ এবং সর্দার পোড়ো হইতে শিক্ষালাভ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্টই বর্তমান। যাহা

হউক, ইংলণ্ডে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সর্দার পোড়ো প্রথা রহিত করা হয়। ভারতবর্ষেও প্রায় সাথে সাথে তাহার প্রতিফলন দেখা গেল। ভারতবর্ষে সর্দার পোড়ো প্রথা রহিত হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান সুফলপ্রসূ হয়।

লর্ড কার্জন ও প্রাথমিক শিক্ষা

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি তদানীন্তন সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা বিস্তারের চাইতে শিক্ষাগত উৎকর্ষতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষাগত উৎকর্ষতা উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথ গতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি মন্তব্য করেন যে, সরকারী অর্থের অভাবহেতু প্রাথমিক শিক্ষার ঐরূপ মন্দগতি। লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু থোক টাকা (Capital Graut) মঞ্জুর করেন। পক্ষান্তরে তিনি পৌনঃপৌণিক ব্যয়ের জন্যও (Recurring Expenditu: যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেন। সমুদয় অর্থই স্থানীয় পর্ষৎ ও পৌর পর্ষদকে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল এবং স্থির হইল যে পর্ষদসমূহ বর্ধিত হারে প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়া শিক্ষার গুণগত দিক বর্ধিত করিবে এবং তাছাড়া নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন করিবে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮২,৯১৬, ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ১১ হাজার বৃদ্ধি পায় এবং সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩,৬০৪। লর্ড কার্জনের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত হইয়া দাঁড়ায় ১,১৮,২৬২। ঐ সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-সংখ্যা ছিল ৪৮,০৬,৭৩৬ এবং উহা ১৯০১-২এর শিশু সংখ্যার দেড়গুণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে লর্ড কার্জন শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিস্তারের দিকে দৃষ্টি দিয়া বিদ্যালয়ের পরিমাণগত দিকটাই দেখেন নাই, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করেন।

(১) শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণব্যবস্থা—

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণব্যবস্থার সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী মাত্র কয়েকটি শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড কার্জন শিক্ষকদের শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল কম। সেই কারণে বাংলাদেশে অনেকগুলি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণকাল দুই বৎসরের কম হইবে না বলিয়া লর্ড কার্জনের অভিমত ছিল। তাহা ছাড়া তিনি আরও বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন যাহাতে তাঁহারা কৃষিজীবী অভিভাবকদের সন্তানদের উপযুক্ত ভাবে কৃষিশিক্ষা দিতে পারেন।

(২) পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন—

লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি পাঠ্যক্রমকে সরল করিবার পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না। তাহাছাড়া তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে কিণ্ডারগার্টেন প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিত, অতএব যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেখানে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হইবে বলিয়া লর্ড কার্জন মতামত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে শারীরশিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া উচিত। কৃষিবিদ্যা শিক্ষাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া লর্ড কার্জন মনে করেন। তাহা ছাড়া লর্ড কার্জনের মতে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত এবং গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে।

(৩) পরীক্ষার ফলাফল-নির্ভর সাহায্যদান প্রথা রদ—
ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া উহাকে সাহায্যদান করা হইত। লর্ড কার্জন এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যদান প্রথার নীতি প্রবর্তন করিতে বলেন। লর্ড কার্জনের বিরোধিতার ফলে পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্যদান প্রথা রদ করা হয়।

মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

১৯০৫ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধির হার এবং ঐ সময়ের বর্ধিত ছাত্রসংখ্যা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে লর্ড কার্জনের আনুকূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়াছিল। ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষের দিকে গুরুত্ব দেন, ফলে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া উহার উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকেন। ভারতীয়গণ কিন্তু উৎকর্ষ বৃদ্ধির অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার বন্ধ করার নীতি মানিয়া লইতে চান নাই। বরোদার আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার নজির দেখাইয়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ-ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার দাবী জানান। এই বিষয়ে উদ্যোক্তা ছিলেন মহামতি গোখেল। গোখেল ১৯১০ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার জন্য উদ্যোগী হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিল আনয়ন করেন, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে সরকার অনুরোধ জানাইয়া বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার প্রস্তাবটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং ঐ বিলটি যেন প্রত্যাহৃত হয়। মহামতি গোখেল সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী বিলটি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সরকারকে এ বিষয়ে নীরব দেখা গেল। তখন মহামতি গোখেল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় ইম্পিরিয়াল লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে আবশ্যিক প্রাথমিক সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করেন। এক বৎসর পর বিলটি আলোচনার জন্য কাউন্সিলে উঠে। দুইদিন তর্ক-

বিতর্কের পর বিলটি ভোটে ফেলা হয়। সরকারী সভ্যগণ কাউন্সিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকার ফলে গোখেলের বিলটি পরাস্ত হয়।

গোখেল পরাজিত হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সকল প্রচেষ্টা বিফলে গিয়াছে একথা মনে কল্পনার কোনও কারণ নাই। এই ঘটনার পরে কেন্দ্রে একটি শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অর্থ হইল গোখেলের বিলটি সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেইযুগে যে চা[illegible] দে[illegible] যায়, তাহা একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৯১৮–৩৭)

প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন।

মহামতি গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবধারা গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেতা বিটলভাই প্যাটেল। তিনি বোম্বাইয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বোম্বাই প্রদেশের পৌর অঞ্চল-সমূহের জন্য আবশ্যিক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। ঐ বিলটি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়। বিঠলভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশেও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনসমূহ

বৎসর	প্রদেশ	আইনের নাম	ছেলে বা মেয়ের জন্য	গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চলের জন্য
১৯১৮	বোম্বাই	সিটি অফ বোম্বে পি. ই. এ্যাক্ট।	উভয় শ্রেণীর জন্য	শুধু বোম্বাই শহর
১৯১৯	পাঞ্জাব	প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট।	বালকদের জন্য	পৌর অঞ্চল
১৯১৯	যুক্তপ্রদেশ	"	উভয় শ্রেণীর জন্য	"
১৯১৯	বাংলাদেশ	"	উভয় শ্রেণীর জন্য	"
১৯১৯	বিহারউড়িষ্যা	"	বালকদের জন্য	"
১৯২০	মধ্যপ্রদেশ	পি. ই. এ্যাক্ট।	উভয় শ্রেণীর জন্য	উভয় অঞ্চল
১৯২০	মাদ্রাজ	এলিমেণ্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট।	"	"
১৯২৩	বোম্বাই	পি. ই. এ্যাক্ট।	"	বোম্বাইশহর ব্যতীত উভয় অঞ্চল
১৯২৬	আসাম	"	"	
১৯২৬	যুক্তপ্রদেশ	ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পি. ই. এ্যাক্ট।	"	গ্রামাঞ্চল
১৯৩০	বাংলা প্রদেশ	বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট।	"	গ্রামাঞ্চল

অনেকগুলি প্রদেশে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হইল। প্রদেশগুলি সম্পর্কে পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা এইস্থানে সম্ভব নয়, তবে বিভিন্ন প্রদেশের আইনগুলির মধ্যে সাধারণ মূল বৈশিষ্ট্য যাহা বর্তমান, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ভার স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করা হয়।

(খ) প্রদেশের স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ অনুসন্ধান করিয়া দেখার ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ যে কোন অঞ্চলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনিতে পারিবেন।

(ঘ) অবৈতনিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) প্রদেশের কোন অঞ্চলে যদি প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে ঐ প্রদেশের স্বায়ত্ব শা মূলক প্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অর্থ সরকার হইতে সাহায্য পাইবেন।

(চ) বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বয়স হইবে ৬+ হইতে ১০+, শুধু পাঞ্জাবে হইয়াছিল ৭+ হইতে ১১+ পর্যন্ত।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

বাংলা প্রদেশ—এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(১) পঞ্চায়েত পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসন বিধি (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) অনুসারে রচিত। প্রতিটি পঞ্চায়েতে মাত্র একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সরকার বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য ১ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার থাকিবে পঞ্চায়েতের উপর। এই পাঠশালাগুলির নাম ছিল পঞ্চায়তী ইউনিয়ান স্কুল।

(২) বিস্ পরিকল্পনা—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইভান ই, বিসের উপর এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করিবার ভার জন্য সরকার কর্তৃক অর্পিত হয়। বিস্ সাহেব পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এবং দেখেন যে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে একাধিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অনুন্নত অঞ্চলে কোনওরূপ বিদ্যালয় নাই। বিস্ সাহেব সুপারিশ করেন যে, সমগ্র অঞ্চল জরিপ প্রত্যেক এক মাইল পরিধিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সব স্থানে লোকসংখ্যা বেশি এবং যেখানে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার দুই পক্ষ গ্রহণ করিবে—এক পক্ষ

প্রাদেশিক সরকার, অপর পক্ষ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ান বোর্ড বা পৌরসভা। পৌরসভাসমূহ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বলে শহরাঞ্চলে শিক্ষা সেস আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

(৩) প্রাথমিক (গ্রামীণ) শিক্ষা আইন, ১৯৩০—তৃতীয় পরিকল্পনাটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। ইহাকে বলা হয় বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এই আইন অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইবে। এই আইনে প্রস্তাব করা হয় যে, একটি স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে জেলার সরকারী ও বেসরকারী সভ্যদের লইয়া এবং সেই স্বায়ত্ত শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদই জেলার সমস্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ধারক ও বাহক হইবে। আরও স্থির হয় যে রাজস্বের প্রতি টাকায় ৫ পয়সা শিক্ষা কর হিসাবে ধার্য হইবে এবং সেই শিক্ষার উপরই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হইবে। আরও স্থির হয় যে জেলার কোন অঞ্চলে যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সেই অঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সরকার হইতে সাহায্য পাইতে পারিবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইল চারি বৎসরের জন্য, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী—এই চারিটি শ্রেণী লইয়াই প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণকাল।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সরকারী প্রতিনিধি হইয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সেক্রেটারী হইবেন। প্রথম দুই বৎসরকাল জেলা শাসক জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি থাকিবেন, পরে সকল সভ্যের ভোটে একজন অধিকতর আস্থাভাজন ব্যক্তি সভাপতি নির্বাচিত হইবেন, সহ-সভাপতিও একই রূপ ভাবে নির্বাচিত হইবেন। প্রতি চারি বৎসর পর নূতন নির্বাচনদ্বারা পর্ষৎ পুনর্গঠিত হইবে। পর্ষৎ তাহার অধীনে কতগুলি অতিরিক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহা স্থির করিবেন। এই প্রকল্পের হিসাবের ভিত্তি হইবে জনবসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলের এক মাইল ব্যাসার্ধ বা ৩·১৪ বর্গমাইল এলাকার জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা প্রতি দুই হাজার

লোকের জন্য একটি বিদ্যালয়। এই হইল বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মূল কথা। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইত জেলা পর্ষৎ, ইউনিয়ান বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানদ্বারা, কিন্তু এই আইনের বলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ভার বিদ্যালয় পর্ষৎ নামে সম্পূর্ণভাবে একটি নূতন স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে গেল। প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হবার খুব অল্পকালের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশে প্রসারলাভ করে নাই। কারণ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ গঠন করিতেই বহু সময় ব্যয়িত হয়।

বঙ্গদেশে প্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ইহার উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাহিনা ছিল ১৬-০০, ১৪-০০, ১২-০০, ও ১০-০০ টাকা। বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য তাঁহারা বিভিন্ন হারে বেতন পাইতেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে দুই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, নিম্ন প্রাথমিক (শিশু শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীবিশিষ্ট) ও উচ্চ প্রাথমিক (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীবিশিষ্ট)। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চার শ্রেণীযুক্ত হইল। চার শ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রমও রচিত হইল। কিন্তু ঐ পাঠ্যক্রম প্রায় পূর্বের পাঠ্যক্রমের অনুরূপই ছিল। শিশু শ্রেণীর পাঠ্যসূচী প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা নামে মাত্র ৪ বৎসরের জন্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল উহা ৫ বৎসরের ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। শিশু শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী 'খ' নাম দিয়া একবৎসর শিক্ষাদান করার পর প্রথম শ্রেণী 'ক'তে উন্নীত করা হইয়াছে। অতএব ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের উদ্দেশ্য,—তাড়াতাড়ি শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করা; সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছিল।

মাদ্রাজ—মাদ্রাজে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'এলিমেণ্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট' পাশ হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকার একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। অনুসন্ধানের ফল তথ্যবহুল ও শিক্ষাপ্রদ। অনুসন্ধানের ফলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যে স্থানের

অধিবাসীর সংখ্যা ৫০০এর বেশি, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকিলে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

বোম্বাই প্রদেশ—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ (Special) কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সিদ্ধান্তে আসেন যে, (১) বালকদের জন্য প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিতে হইবে; (২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তনের জন্য অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হইবে; (৩) ১০ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়হীন অঞ্চলে এক-দশমাংশ করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে; এবং (৪) প্রথমে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, পরে ঐগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। এই পরিকল্পনাকে রূপদান করিতে হইলে কমিটির মতে ১১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, ইহার মধ্যে সরকারের দেয় ৭৭ লক্ষ টাকা।

বিহার প্রদেশ—বিহারের সমস্ত স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলিত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:—

(১) প্রতি বিদ্যালয়-পর্যদে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞাপক মানচিত্র থাকিবে; (২) প্রতি শিক্ষকের অধীনে ২৫ জন করিয়া ছাত্রছাত্রী থাকিবে; (৩) যেস্থানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের আধিক্য, সেখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে; (৪) সরকারের পক্ষ হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশা কম, সেইহেতু পর্যদকেই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে; এবং (৫) সরকারের মতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এখনও গ্রামাঞ্চলে আসে নাই, কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে প্রবর্তিত হইতে পারে মাত্র।

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার ফলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে যদি প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ বিস্তারলাভ করে, তাহা হইলে উহা গুণগত অনগ্রসরতার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিটি নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়।

হার্টগ কমিটির শিক্ষাসংক্রান্ত অভিমত ঃ

হার্টগ কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে এত বেশি কূপমণ্ডুকতা, এত বেশি দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা যে, সাধারণ লোক সহজে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে কোন কোন গ্রামের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বসতি খুবই কম এবং একটি বিদ্যালয় পরিচালনায় উপযোগী ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পাওয়াও মুশকিলের ব্যাপার। পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলের খারাপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধতা, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি অসুবিধার ফলেও শিক্ষার্থিদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণের বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বাধা-নিষেধও কম নয়। জাতিভেদ প্রথার জন্য একই বিদ্যালয়ে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের শিশুরা একত্রে পাঠগ্রহণে সক্ষম হয় না। কমিটি প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা (Stagnation) ও অপচয়ের (Wastage) কথা উল্লেখ করেন।

কমিটি দেখেন যে কোন একটি বৎসরে শিশু-শ্রেণীর একশত জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র আঠার জন পাঁচ বৎসরে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে একই শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের স্থিতাবস্থা আর দ্বিতীয়তঃ কিছুকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করিবার পর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা। এদিকে যাহারা দুই-এক বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারাও চর্চার অভাবে অর্জিত বিদ্যা ভুলিয়া যায় ও পূর্বে যেরূপ নিরক্ষর ছিল, সেইরূপ নিরক্ষরই থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের এক শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যা খুব বেশি। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এমন কোন শিক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন, যাহার ফলে তাঁহারা একাই পাঁচটি শ্রেণীতে সমভাবে শিক্ষাদান করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন কোনও অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম।

কমিটি আরও বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নত ধরনের নয়, তাহার কারণ সেখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব। এতদ্ব্যতীত শিক্ষকের বেতন হার এত অল্প যে ঐ বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। বিদ্যালয় পরিদর্শকের সংখ্যাও অল্প, বঙ্গদেশ ঐ সময়ে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

ছিল পৌনে দুইশতেরও বেশি আর বিদ্যালয়গুলি ঘনসন্নিবিষ্টও ছিল না। পরিদর্শকের পক্ষে বৎসরে একবার অন্তঃপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উহাকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় ছিল না। কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের উপরও কটাক্ষ করিয়া বলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম গ্রাম্যজীবনের পক্ষে উপযোগী নয়।

হার্টগ কমিটির সুপারিশসমূহ ঃ

হার্টগ কমিটি ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া যেমন মন্তব্য করিয়াছেন, তেমনি সুপারিশও করিয়াছেন। কমিটি সুপারিশ করেন, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বেশি বিকেন্দ্রীকরণ উচিত নয়। শিক্ষাপরিচালন ভার স্থানীয় পরিষদের (Board) হাতে না থাকিয়া সরকারের হাতে থাকাই বিধেয়। কমিটির অপর সুপারিশ হইল, প্রাথমিক শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চারি বৎসর করিতে হইবে। তৃতীয় সুপারিশ হইল, শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। চতুর্থ সুপারিশ হইল, শিক্ষকদের বেতনহার বৃদ্ধি করা। কমিটির পঞ্চম সুপারিশ হইল, শিক্ষকদের শিক্ষণলাভের সময় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শিক্ষণান্তে কিছুদিন পর পর শিক্ষকগণ ঝালাই পাঠ (Refreshers' course) গ্রহণ করিবেন। ষষ্ঠ সুপারিশ হইল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যকাল ও ছুটিছাটা স্থানীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করিতে হইবে। সপ্তমতঃ, কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করিতে সুপারিশ করেন এবং বলেন যে উহা গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় রচিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম এমনি ভাবে রচিত হইবে যাহাতে শিক্ষার্থিগণের স্বাস্থ্য উন্নতির পথে চলে আর তাহাছাড়া তাহাদের আত্মবিশ্বাস, ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। কমিটির অষ্টম সুপারিশ হইল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীর উপরই সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে, কারণ ঐ শ্রেণীতেই বেশি অপচয় ও স্থিতাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অপচয় ও স্থিতাবস্থা যাহাতে হ্রাস পায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। কমিটির নবম সুপারিশ হইল, গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে গ্রামোন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে। কমিটির দশম সুপারিশ হইল, পরিদর্শকের অধীনে কমসংখ্যক বিদ্যালয় রাখা, যাহাতে পরিদর্শক বৎসরে অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে পারেন এবং

উহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার জন্য শিক্ষকদিগকে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন।

হার্টগ কমিটির প্রতিবেদনের সমালোচনা ঃ

সরকারী মহল হার্টগ কমিটির প্রতিবেদন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। কমিটি বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তার নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিকর্তাই প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও স্থিতাবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের অব্যবস্থা, স্থানীয় পরিষদ (Board) গুলির প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর কর্তৃত্ব প্রকাশ ইত্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ফলে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের উপর অধিকতর গুরুত্ব না দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বিধানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটি স্থানীয় পরিষদের উপর প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অধিক দায়িত্ব থাকার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও নিম্নমানের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। সরকারী মহল অবশ্য কমিটির এই মন্তব্যকে সাদর অভিনন্দন জানায়।

কিন্তু হার্টগ প্রতিবেদনের প্রতি বেসরকারী নেতৃবৃন্দের বিরোধী মনোভাব দেখা যায়। তাঁহারা হার্টগ কমিটির প্রতিবেদনের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশু কর্তব্য, শুধু প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির উপর নিবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। বেসরকারী মহল দেখান যে ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। ভারতবর্ষে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র শতকরা ৩.৫ জন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষরের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮ জনে, অর্থাৎ প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ১ ভাগও বৃদ্ধি পায় নাই। বেসরকারী মহল দাবী জানান যে সাক্ষরের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, উহার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি নহে।

বেসরকারী মহলের মতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকারের দায়িত্বাধীন না থাকিয়া উহা স্থানীয় পরিষদের অধীনে থাকাই শ্রেয়, বেসরকারী অভিমত প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষেই ছিল বলিয়া দেখা যায়। হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে হুঁশিয়ারী করিয়া বলিয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সতর্কতার মনোভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু বেসরকারী মহল মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার চলিতে পারে।

সে যাহা হউক, কমিটি জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রেরণা সঞ্চার না করিতে পারিলেও, ঐ কমিটির রিপোর্টের মধ্যে যে কতকগুলি ভাল ভাল কথা ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। পরিদর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধি, তাহার ভূমিকা সংশোধন, পাঠ্যসূচীর সংশোধন, নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষাদানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি সুপারিশসমূহ খুবই মূল্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

১৯২৭-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের বিরোধিতা করেন। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে ভারতীয় জনগণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার ফলেও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্যকভাবে বুঝিতে পারা যাইবে *।

	১৯২১-২২	১৯২৬-২৭	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৫৫,০১৭	১,৮৪,৮২৯	১,৯৬,৭০৮	১,৯২,২৪৪
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	৬১,০৯,৭৫২	৮০,১৭,৯২৩	৯১,৬২,৪৫০	১০২,২৪,২৮৮

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯২১-২২ হইতে ১৯৩৬-২৭ পর্যন্ত যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। কিন্তু ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি ত পায়ই নাই বরং ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯২৬-২৭ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রায় সমান হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উল্লিখিত সময়ে আমরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের আগ্রহ ও উদ্যোগ কোথাও দেখিতে পাই না, মাত্র যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে সামান্য প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের গতি খুবই শ্লথ বলা চলে। আর যে কয়টি স্থানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি সংখ্যাও

* Nurullah & Nayek এর 'A students' 'History of Education in India' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

সন্তোষজনক নয়, তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য পিতামাতা অভিভাবকের উপর উপযুক্ত চাপও দিতেছেন না। অতএব বলিতে পারা যায় যে উল্লিখিত সময়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য না হইয়াছে কোথাও ক্ষেত্র প্রস্তুত, না হইয়াছে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭-৪৭খ্রীঃ)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি বিভিন্ন প্রদেশের শহরাঞ্চলে ও কোন কোন স্থানে গ্রামাঞ্চলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে, কিন্তু উহা কার্যকরী হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। বঙ্গদেশের কথাই ধরা যাউক না কেন। বঙ্গীয় (গ্রামীণ,) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদিত হইয়াছিল কিন্তু আট বৎসর পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে ভারত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এবং বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার পর বঙ্গদেশের তথা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হয়।

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি হইয়াছে তাহাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব না।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার কথা বুঝিতে সক্ষম হইতে পারা যায় *।

প্রদেশের নাম	বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা		বালকবালিকা উভয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা	
	সহর	গ্রাম	সহর	গ্রাম
বিহার	১৭	—	—	—
বোম্বাই	৯	১৩৪	১১০	৫,১০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৪	১,০৩১	—	—
পূর্ব পাঞ্জাব	৩৭	১,৪২০	—	—
মাদ্রাজ	১৬	৩১	১২	১,৬০৭
উড়িষ্যা	১	১	—	—
পশ্চিমবঙ্গ	১	—	—	—

* Nurullah & Nayek এর "A students' History of Education in India" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

পূর্বের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার দিক হইতে বোম্বাই প্রদেশ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরবর্তী স্থান পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, মাদ্রাজ ইত্যাদির, কিন্তু সর্বভারতীয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে এই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার গতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যই নহে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশের সাক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষরের শতকরা সংখ্যা হয় ১১·৮। পূর্বের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অবস্থার কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে উহা আনুপাতিক নয়। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল।

আলোচ্য সময় অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। নানা জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা অসন্তোষ, অস্থিরতা, আশঙ্কা ও ভীতি বিহ্বলতার মধ্য দিয়া শাসক ও শাসিত উভয়গোষ্ঠীই দিনযাপন করিতেছিল। ইংরেজদের হস্ত হইতে শাসনক্ষমতা চলিয়া যাইতেছিল। ভারতবাসী সেই ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করিতেছিল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসন সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারত শাসন সংস্কার আইন কার্যে পরিণত হইল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিল। আশা করা গিয়াছিল অ ঃ এই কয়টি প্রদেশে শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত হইবে। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কার্যক্রম লইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করেন। প্রদেশগুলিতে ৯৩ ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার শাসনভার গ্রহণ করেন, একদিকে চলিতেছে যুদ্ধ, অপরদিকে দেশের মধ্যে নানা ধরণের রাজনৈতিক অশান্তি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলনে ভারতীয়দের নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। এই কারণে দেশের শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই। শিক্ষার গতি মন্থর হওয়ার আরও বিশেষ কারণ এই যে যুদ্ধের শেষে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের মধ্যে এমন একটি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখা গেল যে দেশে কোনও গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ রহিল না।

তবু প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিকে যে যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) যে সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না, সেই সব গ্রামে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু ইহা এতই ধীর গতিতে চলিতেছিল যে অধিকাংশ গ্রামেই পরিশেষে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রথমে যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, সেই আগ্রহ ৯৩ ধারার শাসনকালে স্তিমিত হইয়া যায়।

(২) পৌরসংস্থা (Municipality)—লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল বটে, কিন্তু তাহা পরিমাণে এতই সামান্য যে, উহা দ্বারা কার্যকরী ফল লাভ করা গেল না।

(৩) নূতন নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই।

(৪) চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়িতে পারে সে ব্যবস্থাও কিছু কিছু হইল।

১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৮৯,৬০১। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ১,৮১,৯৬৮ এ। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা আরও কমিয়া যায়, সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইল ১,৭২,৬৬৩ এ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এরূপভাবে হ্রাস পাইবার কারণ, বহু নিম্নমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়, অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থের অসুবিধা।

বুনিয়াদী শিক্ষা

গান্ধীজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজস্ব শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত—বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

(১) শিশুকে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়।

(২) শিশুকে শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক বেশি সুসম ও পূর্ণতর হয়।

(৩) শিশুর শিল্প কাজ হইতে যাহা আয় হইবে, তাহার দ্বারা বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা সম্ভব।

(৪) সরকার যদি এইরূপ উৎপাদন ধর্মী বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে শুধুমাত্র মাদকদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ ট্যাক্সের উপর নির্ভরশীল না হইয়াই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন।

ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন দেশ, অতএব সরকার গান্ধীজীর এই পরিকল্পনার উপর কোনও গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনা লইয়া বেসরকারী মহলে অনেক আলোচনা চলিতে লাগিল। একদল শিক্ষাবিদ্ গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে শিশুর শ্রমকে শোষণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনার অবাস্তবতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া এই পরিকল্পনা অচল বলিয়া অভিমত পোষণ করিলেন। অপর একদল শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার মধ্যে এক যুগান্তকারী পথ আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও বিশেষ সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়া যদি শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিকতার উপর উৎপাদন-ধর্মিতা আরোপ করা যায়, তাহা হইলে শি ব্র মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইবে না ; বরং ইহার শিক্ষাগত মূল্য বৃদ্ধি পাইবে—এই মত অনেক শিক্ষাবিদ্ পোষণ করিতে লাগিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ ডঃ জাকির হোসেন আচার্য নরেন্দ্রদেব, আচার্য কৃপালনী, আর্যনায়কম, আশা দেবী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ গান্ধীজীর এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান।

যাহা হউক, গান্ধীজী কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদের নিকট সমর্থন পাইয়া এই পরিকল্পনার রূপদানে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ওয়ার্ধায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয়।

জাকির হোসেন কমিটি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তাহার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

(১) শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিবে, অর্থাৎ শিল্পশিক্ষা ও বিষয়শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে না, শিল্পকে মাধ্যম করিয়াই শিক্ষাদান কার্য চলিবে।

(২) শিক্ষা পরিকল্পনা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে অর্থাৎ শিক্ষকদের বেতনও শিল্প হইতে উঠিয়া আসিবে।

(৩) দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ শৈশব হইতেই জাগ্রত হইবে এবং পরবর্তী জীবনে জীবিকা অর্জনে তাহা সহায়ক হইবে।

(৪) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকাল হইবে ৭-১৪ বৎসরের। ইহা হইবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সমগ্র স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(৫) একটি পূর্ণ উৎপাদনাত্মক শিল্পকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৬) শিল্পকাজ পরিচালনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনাত্মক দিকটি বিকশিত হয় এবং কর্ম সম্পাদনের মধ্যে শৃঙ্খলা-বোধ, হিসাববোধ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা এবং সহযোগিতা ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ হয়।

(৭) শিল্প কাজ ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিশুর সামুদায়িক জীবনকে (শিশু ও বিদ্যালয়ের যৌথ জীবন) ব্যবহার করিতে হইবে।

(৮) যে শিল্পই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকেই শিক্ষার্থীকে শিখিতে হইবে। শিল্পে দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(৯) বিদ্যালয়ের শিশুদের যৌথ জীবনযাপনের জন্য পরিবেশ রচনা করিয়া তাহার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতাবোধ, পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্ব করা, নেতৃত্ব মানা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ শিখিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১০) বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান থাকবে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে ডক্টর জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ওয়ার্ধার বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সম্মেলন বসে তাহাতে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রিগণ ও বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্রতিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে সাত বৎসরব্যাপী

অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষা সমগ্র দেশে প্রসারিত হইবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার বাহন হইল মাতৃভাষা।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, তাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়। কংগ্রেস জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা হিসাবে ইহাকে সমর্থন করে।

কংগ্রেস পরিচালিত সাতটি প্রদেশে এবং কংগ্রেস বহির্ভূত দুইটি প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়।

কিন্তু কাজ শুরু হইবার অব্যবহিত পরেই পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলে ইংরেজ সরকারের হাতে পুনরায় ক্ষমতা চলিয়া গেলে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রসারের কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর বুনিয়াদী শিক্ষার অতিশয় সংকটকাল।

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়ণের কাজ একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে। বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর এবং বোম্বাই প্রদেশের কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ধীর গতিতে চলিতেছিল। কিছু গান্ধীবাদী শিক্ষাবিদ্ বিহার বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বেসরকারী উদ্যোগে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছিলেন। বেসরকারী পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশক ছিল ওয়ার্ধা। বস্তুতঃপক্ষে ওয়ার্ধ হইতেই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত সব বিষয় পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় বহু গান্ধীবাদী নেতা কারাবরণ করেন, ফলে বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এত অসুবিধার মধ্যেও কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাহাদের স্বল্প আয় ও আয়োজন সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন। বলরামপুর (বাংলা), সেবাগ্রাম (বোম্বাই), জামিয়া মিলিয়া (দিল্লী), তিলক বিদ্যালপীঠ (পুণা) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ণ মন্দগতিতে চলিতেছিল।

সার্জেণ্ট স্কীম ও প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৩৯-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

কেন এই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, কেন এই হানাহানি—অনেকেই ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া মনে করিয়াছেন যে, আমাদের এই যে শিক্ষাব্যবস্থা, যাহা আমাদিগকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে, যাহার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। যখনই পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইয়াছে, তখনই বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-পদ্ধতির ও পাঠ্যক্রমের সংস্কার হইয়াছে।

সে যাহা হউক ভারতবর্ষে বহুদিন আগে হইতেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এই পর্ষৎ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিতে প্রয়াসী হন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের চেষ্টায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। তৎকালীন শিক্ষা-সচিব স্যার জন সার্জেন্ট এই পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেইজন্য ইহা 'সার্জেন্ট পরিকল্পনা' নামে খ্যাত।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের একটি মূল্যবান অবদান। প্রতিস্তরের অর্থাৎ নার্সারী স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত, কারিগরী শিক্ষা হইতে বয়স্কদের শিক্ষা পর্যন্ত, এবং বিকলাঙ্গদের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি সকলই এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। ইহাকে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাও বলা যাইতে পারে। কারণ ভারতবর্ষের সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমরা যেহেতু এই পুস্তকে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লইয়া ব্যাপৃত, সেইহেতু সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাই শুধু এইখানে লিপিবদ্ধ করিব।

সার্জেন্ট কমিটি গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং ৭-১৪ বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেন। (১) ৬-১১ বৎসর অর্থাৎ নিম্ন-প্রাথমিক স্তর, (২) ১২-১৪ বৎসর উচ্চ-প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ যথাক্রমে ৫ বৎসর ও ৩ বৎসর এই দুইটি স্তর মিলিয়া পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা বা Elementary Education।

(১) **নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর** (Junior Basic Stage)—৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর, মোট সময়কাল ৫ বৎসর। সার্জেন্ট পরিকল্পনা নিম্নস্তরের জন্য বহুলাংশে বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক দিকটি সার্জেন্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই,

করিয়াছেন শুধু কর্মকেন্দ্রিকতার দিক। বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ইংরেজী বর্জন ইত্যাদি সার্জেণ্ট কমিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে প্রাথমিক শিক্ষা ৭ বৎসর হইতে আরম্ভ না করিয়া ৬ বৎসর হইতে আরম্ভ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় একটি নূতন কথাও বলা হয়, যাহা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয় নাই: প্রাথমিক শিক্ষার পর বাছাইয়ের ভিত্তিতে যাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত, তাহাদের উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে, অন্য সকলে যাইবে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে।

(২) **উচ্চ বুনিয়াদী স্তর** (Senior Basic Stage)—১২-১৪ বৎসর। এই স্তরের পরিকল্পনায়, বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার বাহিরের দিকে মিল আছে, কিন্তু কয়েকটি মৌলিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারটি প্রাদেশিক সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় উচ্চস্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার নিম্নস্তরের মত যান্ত্রিক উৎপাদনাত্মক শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়কারী প্রার্থনার কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেণ্ট স্কীমে তাহা বর্জন করা হয় এবং উহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক স্তর হইতে কর্মের উপ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কর্মের একটি ধারা শিক্ষার সুপারিশ থাকায় ভারতের শিল্পমানের উন্নতি সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অতিশয় গুরুত্ব দিয়া বলেন যে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ সম্ভব। কিন্তু ভারত সরকার মনে করেন ঐ সময়কাল অত্যন্ত বেশি এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হইবে। কিন্তু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও আমাদের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষায় পৌছাইতে যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকার কোন সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার করে নাই। খানিকটা বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার চলিতেছিল মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান রচিত ও গৃহীত হইবার পর সুবিন্যস্ত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হইল। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সংবিধানে বলা হইল, 'The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution; for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years।'

আমরা কিন্তু অতীতে ফিরিয়া যাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিদ্ ও ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক শিক্ষাসংক্রান্ত অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানান। সেই অধিবেশনে সার্জেণ্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রম রূপায়িত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ৪০ বৎসরে উহা রূপায়িত করিবার প্রস্তাবে কেহ সায় দেন না। বুনিয়াদী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা কোন্ সূত্র হইতে পাওয়া যাইবে তাহার উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি অর্থকারী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি মনে করেন যে দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই ৬+ হইতে ১১+ শিশুদের জন্য বুনিয়াদী (প্রাথমিক) শিক্ষা আবশ্যিক হইতে পারিবে। প্রথম অবস্থায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৬+ হইতে ১১+ শিশুদের বেশির ভাগ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহা বাধ্যতামূলক করা হইবে না, কিছু শিথিলতা উহাতে থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার্থিদিগের শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কোনই শিথিলতা দেখান হইবে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

প্রথম অর্ধেকে ১১+ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থিদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষার আওতায় আসিবে এবং পরবর্তী অর্ধেক সময়ের মধ্যে ঐ বয়ঃসীমার জন্যও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইতে পারিবে।

অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে খের কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।

(১) কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ, আর রাজ্য সরকার রাজস্বের ২০ ভাগ অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন।

(২) শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ খরচ করিবেন রাজ্য সরকার, বাকী টাকাটা খরচ করিবেন কেন্দ্রীয় সকার।

(৩) খের কমিটি রাজ্য সরকারসমূহকে বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ ইত্যাদি প্রভৃতি স্থানের বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনব্যবস্থা হইতে কত অর্থ আহৃত হইয়াছে, এবং কিভাবে তাহা বিদ্যালয়ের আংশিক খরচের সঙ্কুলান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে বলেন। অন্যান্য রাজ্যগুলিও অনুরূপ আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন কিনা, তাহা দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

খের কমিটির সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পর্ষৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল পর্যন্তও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে খুবই কম অগ্রগতি দেখা যায়, অর্থাভাবই তাহার কারণ।

রাজ্য সরকারের উপরই প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কিরূপ অগ্রগতি ঘটিয়াছিল, তাহা সংখ্যাতত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি স্তর, প্রথমটি ৬+ হইতে ১১+ পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক স্তর ও দ্বিতীয়টি ১২+ হইতে ১৪+ পর্যন্ত অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিক স্তর। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বালকদের শতকরা ৫৩ ভাগ এবং বালিকাদের শতকরা ১৭ ভাগ বিদ্যালয়ে আসিত, একত্রে এই সংখ্যা ছিল ৩৫ ভাগ। এই সময়ে ১১ হইতে ১৪ বৎসর বালকদের ১৫ ভাগ এবং বালিকাদের ৩ ভাগ বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিত, একত্রে এই সংখ্যা ছিল ৯ ভাগ। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত এই সময়কালে দেশবিভাগ, বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

যতটা ব্যাহত হইবার কথা ততটা হয় নাই বটে, কিন্তু উহার অগ্রগতিও খুব বেশি কিছু হয় নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৬+ হইতে ১১+ বৎসরের শতকরা ৫৯·৮ বালক ও ২৪·৬ বালিকা, একত্রে শতকরা ৪২ জন বালকবালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করিত। ঐ সময়ে ১১+ হইতে ১৪+ বয়েসের শতকরা ২৪·৬ বালক ও ৫ জন বালিকা একত্রে ১২·৭ জন বিদ্যালয়ে আগমন করিত।

সে যাহা হউক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে তাঁহারা খুবই অবহিত ছিলেন, ফলে চারদিকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা দেখা দিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাসংক্রান্ত যে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেশের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৪০,১২১, কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২,১৫,৩২০।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য শিশুদের মধ্যে শতকরা কতজন শিশু বিদ্যালয়ে গিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। এই সংখ্যাগুলি হইতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পরিচয় কিছুটা মিলিবে।

আসাম ৫৯·৪%, অন্ধ্র ৬৮·৬%, বোম্বাই ৮৭%, বিহার ৩৫·৯%, কেরল ৯৯·৮%. কাশ্মীর ২২·৮%, মাদ্রাজ ৬৮·৫%, উড়িষ্যা ৩০·৯%, রাজস্থান ২২·৬%, মহীশূর ৫৯·২%, পাঞ্জাব ৫৯·২%, উত্তর প্রদেশ ৩৩·৫%, পশ্চিমবঙ্গ ৮৭%। এই সময়ে সমগ্র ভারতের হিসাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য শিশুদের সংখ্যা ছিল ৫৩%। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিক হইতে এই সংখ্যা অগ্রগতির পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য এই সংখ্যা ১৯৪৭-৫১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ভাল, কিন্তু সংবিধান রচনার পরে দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা যাইবে এমন আশা এই সংখ্যা হইতে করা মোটেই যাইতে পারে না।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাল বৃদ্ধি ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (নীচুস্তর ও উচুস্তর ৬-১১ ও ১২-১৪ বয়ঃসীমা) বাধ্যতামূলক করা হইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতিও দশ বৎসরের মধ্যে নিম্নস্তরের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ৬-১১ বৎসর শিশুদের জন্ত বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া আশা করেন এবং পরবর্তী ৬ বৎসরের মধ্যে উচ্চস্তরের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ১২ হইতে ১৪ বয়সসীমার বালকবালিকাদের জন্ত আবশ্যিক হইবে। কিন্তু শিক্ষা জোর করিয়া অনুপ্রবেশ করান যায় না, ইহা স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পায়। টাকাপয়সা যথেষ্ট ব্যয় করিলে একটি ইমারত হয়ত অল্প সময়ে নির্মাণ করা যায়, কিন্তু যে ৯ বৎসরের যে শিশু কখনও শিক্ষালাভ করে নাই, তাহাকে সরাসরি চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়া বসান যায় না। ইহাকে স্বাভাবিক গতিতে স্তর অনুযায়ী বৃদ্ধি পাইতে হইবে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তিকালে শতকরা ৩০ জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঠিক পূর্বে শতকরা ৪২ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে শতকরা ৫৩ জন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৬০ এ। এই সংখ্যা লইয়া সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের পথে নামা যায় না। যখন নিম্নস্তরের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরই এইরূপ অবস্থা, তখন উচ্চস্তরের প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক করা্তোর কোন প্রশ্নই আসে না, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় শতকরা ৮০ জন। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনাকালও শেষ হইল তবুও সারা ভারতে বাধ্যতামূলক নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইল না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়ঃসীমার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৩ জন। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক নয় এবং অপচয় ও স্থিতাবস্থা যেখানে খুব বেশি, সেখানে আর ইহার চাইতে কি বেশি আশা করা যায়? পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে পর হয়ত উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা

বঙ্গদেশেই সর্বপ্রথমে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য বঙ্গদেশেই প্রথম দেখা গিয়াছিল। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা হইয়াছিল অবহেলিত। দেশী বিদ্যালয়গুলি অর্থাৎ পাঠশালা ও মক্তবসমূহ সরকারী অনুশাসনের ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলিয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই আইনের বলে স্থিরীকৃত হইল যে বঙ্গদেশের পৌরঅঞ্চলে সীমাবদ্ধভাবে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হইবে। তাহার কিছুকাল পরে বিস স্কিম অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হয়। ইহার পর বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদিত হয়। এই আইনের ফলে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা চলে। বিদ্যালয় পর্ষদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব দেওয়া হইল। শিক্ষা কর ও সরকারী অনুদানের ফলে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ২ কোটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বঙ্গদেশে চলিতে পারে না। একটি সাধারণ হিসাব ধরা যাউক। তৎকালীন বঙ্গদেশে লোকসংখ্যা ছিল ৬ কোটি। যদি ১০% প্রাথমিক শিক্ষার (৬ হইতে ১০ বৎসর বয়ঃসীমার) উপযোগী শিশু বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে ৬০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিবে। প্রত্যেক ৩০ জন শিশুর জন্য যদি একজন করিয়া শিক্ষক ধরা যায়, তাহা হইলে শিক্ষক সংখ্যা প্রয়োজন ২ লক্ষ। বিদ্যালয়ে আনুষঙ্গিক খরচাদিসহ যদি প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য বৎসরে গড়ে খরচ হয় ২০০ টাকা (মৌলিক মাহিনা ১৬-০০), তাহা হইলেও প্রয়োজন ৪ কোটি টাকা। অথচ আয় মোটে ২ কোটি টাকা। এই সময়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষক ৬/৭ মাস মাহিনা না পাইয়া আত্মহত্যা করেন। সে যাহা হউক অতিশয় ধীর গতিতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইনকে অবলম্বন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার চলিতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা আসিল। হইল বঙ্গদেশ বিভক্ত। উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যাকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু একদিকে দেখা দিল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জনসাধারণের চাপ, অপরদিকে সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে

আবশ্যকীকরণের নির্দেশ—এই দুইচাপের মধ্য দিয়াই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার চলিতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে ধরা হয়, ফলে প্রাথমিক স্তরের জন্য কিছু সংখ্যক নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় আর পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী ধরনে রূপায়িত করিবার কাজ চলিতে থাকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় চব্বিশ পরগণার বাণীপুরে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি 'Intensive Block' স্থাপিত হয়। এই 'Intensive Block' এর কেন্দ্রে রহিয়াছে—স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, একটি করিয়া উচ্চ ও নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, জনতাকলেজ, সমাজ মিলনকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় শিশুকল্যাণ-ভবন এবং পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের পরিধিতে ২৫টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বাণীপুরে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে। ঐ সময়ে বাণীপুরে আরও ২টি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (তখন বলা হইত নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়) স্থাপিত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ পশ্চিমবঙ্গের আরও ৯টি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাণীপুরের ২টি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও ৯টি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকগণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে শিক্ষক সমস্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার নিমিত্ত 'Unemployment Relief Scheme' অনুযায়ী 'Special Cadre' শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইহার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে বুনিয়াদীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য, যথা, প্রার্থনা, হস্তশিল্প, সংগীত, উদ্যান রচনা ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোজিত করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নকালে এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং শহরাঞ্চলেও বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি

বৎসর Year	প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা Number of Primary & Junior Basic Schools	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা Number of Scholars (Institution wise)		শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা Number of Teachers		
		বালক Boys	বালিকা Girls	শিক্ষণপ্রাপ্ত Trained	অশিক্ষণপ্রাপ্ত Un-traind	মোট Total
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৪৭—১৯৪৮	১৩,৯৫০	৮,৯০,০৭৬	১,৫৪,০৪৪	১৩,৭৭১	২১,৬৫৯	৩৫,৪৪০
১৯৪৮—১৯৪৯	১৪,১৬৬	৯,৮০,৪৩৯	১,০৬,৫৭১	১৪,৭০২	২৩,৫৯৫	৩৮,২৯৬
১৯৪৯—১৯৫০	১৫,০০১	৯,৮১,০৮০	২,৯৬,১১৭	১৭,১৫৩	২৪,২২৮	৪১,৩৮১
১৯৫০—১৯৫১	১৪,৭৮৩	১০,৬১,৭৪৮	৩,৭৪,৭৭৮	১৭,৭০২	২৫,৪৯০	৪৩,১৯২
১৯৫১—১৯৫২	১৫,১৬৪	১০,৯৭,৩৮৭	৩,৯১,৯২৬	১৮,৪৩৯	২৫,৪৯১	৪৩,৯৩০
১৯৫২—১৯৫৩	১৫,৩৫৩	১১,৪২,২১৩	৪,৩০,৩৪৩	১৮,৮৭০	২৬,২২৪	৪৫,০৯৪
১৯৫৩—১৯৫৪	১৬,৯৬৪	১২,১২,২৬০	৪,৯২,৯৩১	২০,৮৪৩	৩১,৩৩১	৫২,১৭৪
১৯৫৪—১৯৫৫	২০,৬৯৫	১৩,৪২,৭৩৮	৫,৭১,১৯৪	২২,৫৮১	৪০,২০৯	৬২,৭৯০
১৯৫৫—১৯৫৬	২৩,০৩১	১৪,৭৪,৩৩১	৭,০৪,৬০৩	২৩,৯০৭	৪৫,২৬৭	৬৯,১৭৪
১৯৫৬—১৯৫৭	২৫ ২৪১	১৫,৩০,৫০৩	৭,৯০,৮৯৩	২৬,২৫৫	৪৭,৮৪৩	৭৪,০৯৮
১৯৫৭—১৯৫৮	২৫,৩৩৬	১৫,৬৩,৮৩৭	৮,০১,৮০২	২৭,২৫৪	৪৭,৩৩২	৭৪,৫৮৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৫৮—১৯৫৯	২৬,২৯০	১৬,১১,৭০৬	৮,৫৩,৭৩৯	২৮,৫৫৬	৪৮,৫৪৬	৭৭,১০২
১৯৫৯—১৯৬০	২৭,২০৯	১৬,৫০,০৫৬	৯,০০,০০৭	৩০,৩৩১	৫১,১২৩	৮১,৪৫৪
১৯৬০—১৯৬১	২৭,৯৭২	১৬,৮৮,৬০০	৯,৪৬,৩৮৯	৩১,৮৯০	৫১,৮৪২	৮৩,৭৩২
১৯৬১—১৯৬২	৩০,৩৩৫	১৮,২৩,৩৩৭	১১,১৯,১৬[illegible]	৩৩,৫২০	৫৬,২৪৯	৮৯,৭৬৯
১৯৬২—১৯৬৩	৩২,০৯২	১৯,৮৩,০৭১	১১,১৭,৯৪৬	৩৫,৬৪৭	৫৯,৯৪৩	৯৫,৫৯০
১৯৬৫	৩২,৫৪	২১,৪৫,৮০৪	১২,৯২,১৭৮	—	—	১,০২,৯০৮
১৯৬৬	৩২,৮০৮	২২,২৬,২৮৮	১৩,৪৫ ৪০৮	—	—	১,০৫,৪১১
১৯৬৭	৩৩,১২৯	২৩,১১,৫২৬	১৪,৩৮,৮৫৪	—	—	১,০৮,২৪২
১৯৬৮	৩৫,৩১৭	২৪,৯৩,[illegible]২৭	১৪,২৭,৫০৩	—	—	১,১৩,১৩৫
১৯৬৯	৩৪,৬৩০	২৪,৭৯,০৩৬	১৪,৮২,৩০৩	—	—	১,১৫,০৭৩
১৯৭০	৩৪,৮৮১	২৫,৮৬,৩৯০	১৫,৩২,০০০	—	—	১,১৬,৫৬৬
১৯৭১	৩৫,০৮৪	২৫,৯২,৩৩৫	১৫,৬২,৫৫[illegible]	—	—	১,১৭,৬২১

স্বাধীনোত্তর যুগে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি উপরোক্ত তালিকা হইতে অনুধাবন করা যায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সং[illegible] ছিল প্রায় ১৪ হাজার, বর্তমানে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা গিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৪২,০০০-এ।

পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক আইন, যথা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পৌর আইন, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা পৌর আইন, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শহরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ইত্যাদি বিবিধ আইনের বলে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারিত হয়। সমগ্র রাজ্যের জন্য কোনও একটি শিক্ষা পর্ষৎ নাই, যার বলে একই ধরনের শিক্ষা সমগ্র রাজ্যে চলিতে পারে। ইহার ফলে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হেরফের দেখা গিয়াছে। অতদ্ব্যতীত কলিকাতাকে শহরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৬৩র আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। আবার এই আইনে এমন কোন ব্যবস্থাও নাই যে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি উদ্যোগী না হইলে রাজ্যসরকার উহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করিতে পারেন। ইহার ফলে দেখা গিয়াছে পশ্চিমবঙ্গে ৮৮টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ১২।১৩টিতে এই আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার কাজ চলিতেছে। অতএব পশ্চিমঙ্গে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আর বিলম্ব করিতে রাজি নয়। যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন আজ হইতে প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্বে রচিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আজও উপেক্ষিত হইয়াই আছে। মাত্র অল্প কয়েকদিন হইল এ বিষয়ে সরকারের টনক নড়িয়াছে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বিল (The West Bengal Primary Education Bill of 1973) অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই বিলের উদ্দেশ্য হইল যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থা প্রয়োজনীয়, সেইহেতু ইহাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিবার পরিপ্রেক্ষিতে উহা রচিত হইল।

এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে উহা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৭৩ (The West Bengal Primary Education Act, 1973) নামে পরিচিত হইবে এবং ইহার ব্যাপ্তি হইবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইহা বিভিন্ন অংশের যথাক্রমে বলবৎ হইতে পারিবে।

নূতন আইন প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন করিবেন, এবং ইহার নামকরণ হইবে পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ (West Bengal Board of Primary Education)।

পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ
(West Bengal Board of Primary Education)

বোর্ডটি নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া গঠিত হইবে।

(১) পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সহাশিক্ষা অধিকর্তা; (২) দুইজন নির্বাচিত বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থায় অধ্যাপক ও তাহার মধ্যে একজন ঐরূপ সংস্থার অধ্যক্ষ; (৩) ৬ জন নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাহার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দুইজন শিক্ষিকা, (৪) কলিকাতা পৌর নিগম হইতে একজন নির্বাচিত কাউন্সিলার, (৫) পৌরসভাসমূহ হইতে ৩ জন নির্বাচিত কমিশনার; (৬) জেলা পরিষদ হইতে তিনজন নির্বাচিত সভ্য; (৭) বিধান-সভার সভ্যগণ হইতে জেলা অনুযায়ী ১৫টি জেলা হইতে একজন করিয়া বিধান সভা হইতে নির্বাচিত সভ্য, কলিকাতা হইতে বিধান সভায় নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে একজন; (৮) রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ১০ জন ব্যক্তি তাহার মধ্যে (ক) একজন মহিলা; (খ) একজন ইঙ্গ-ভারতীয় (গ) একজন তপশিলভুক্ত, (ঘ) একজন তপশিলভুক্ত উপজাতীয়, (ঙ) একজন ভাষা সম্পর্কিত অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং (চ) একজন পাহাড় অঞ্চলীয় প্রতিনিধি।

পর্ষদে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকিবেন এবং তাঁহারা পর্ষদের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল হইবে ৪ বৎসরের।

পর্ষদের সভা সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব কর্তৃক আহ্বান করা হইবে।

সভাপতি যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সহ-সভাপতি সভার কার্য পরিচালনা করিবেন।

রাজ্য সরকার পর্ষদের জন্য একজন সচিব নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন-বোধে একজন অর্থসম্বন্ধীয় আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পর্ষদের এবং সভাপতির কার্যকরী ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ :

সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে পর্ষদের উপর।

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা নিরূপণ।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি কি পুস্তকাদি পড়ান হইবে, তাহা স্থিরীকরণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক পরীক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন, ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাই পর্ষদের সভাপতির এক্তিয়ারভুক্ত।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ, এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি আলোচনা।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতিগুলির কার্যের সাধারণ পরিদর্শন।

(৫) পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা তহবিলের পরিচালনা।

(৬) পর্ষদের কর্মী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন রচনা।

পর্ষদের অধীন নিম্নলিখিত সমিতিগুলি থাকিবে।

(১) পাঠ্যক্রম সমিতি (Curriculum Committee)।

(২) মূল্যায়ন সমিতি (Evaluation Committee)।

(৩) উন্নয়নমূলক সমিতি (Development Committee)।

(৪) অর্থ বিষয়ক সমিতি (Finance Committee)।

(১) **পাঠ্যক্রম সমিতিতে** পর্ষদের সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষার সহ-শিক্ষা অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যক্ষ, দুইজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি থাকিবেন। পাঠ্যক্রম সমিতির কাজ হইবে পর্ষদকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দান করা।

(২) **মূল্যায়ন সমিতি** পাঠ্যক্রম সমিতির মতই প্রায় গঠিত হইবে এবং মূল্যায়ন সমিতির কাজ হইবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কিরূপ

চলিতেছে, মাঝে মাঝে তাহার মূল্যায়ন করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে পর্ষদকে পরামর্শ দান করা।

(৩) **উন্নয়নমূলক সমিতি** বা Development Committee ও অনুরূপ ভাবে গঠিত হইবে এবং ইহার কার্যক্রম হইবে অনেক ব্যাপক। শুধু শিক্ষার কথাই নয়, বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদির মঙ্গলসাধন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার, প্রসার ইত্যাদি সকল বিষয়ের দিকেই এই সমিতি বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(৪) **কার্যকরী কমিটি** প্রায় অনুরূপভাবে গঠিত হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব করিয়া বোর্ডকে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি (Primary School Council)

রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কলিকাতা ও নির্দিষ্ট কয়েকটি পৌর অঞ্চল ব্যতীত প্রতি জেলাতে একটি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিবেন। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া গঠিত হইবে।

(১) জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত জেলা পরিদর্শক।

(২) তপশিল জাতি, উপজাতি প্রভৃতির জন্য বিশেষ কর্মচারী, এবং কোন স্থানে যদি সে জাতীয় কর্মচারী না থাকেন, তাহা হইলে জেলার উপজাতি মঙ্গল বিধানকারী কর্মচারী এই সমিতির সভ্য হইবেন।

(৩) জেলার সমাজশিক্ষা আধিকারিক অফিসার।

(৪) প্রতি মহকুমার অঞ্চল পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত একজন ব্যক্তি। তাহাদের মোট সংখ্যা তিনজনের কম হইবে না।

(৫) জেলার বিভিন্ন পৌর অঞ্চল হইতে কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন; ২৪ পরগণা জেলায় ইহার ব্যতিক্রম, এই জেলার পৌরসংস্থা হইতে ৪ জন করিয়া সভ্য নির্বাচিত হইবেন।

(৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন সভ্য।

(৭) জেলার নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি হইতে একজন করিয়া নির্বাচিত অধ্যাপক সদস্য।

(৮) প্রতি মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে নির্বাচিত তিনজন, তাহার মধ্যে এক শিক্ষিকা। সভ্যসংখ্যা ৬ জনের কম হইবে না।

(৯) ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিধান সভার সভ্যগণের মধ্যে নির্বাচিত দশজন করিয়া এবং অন্যান্য জেলার উক্ত সভ্যগণের মধ্যে নির্বাচিত ছয়জন করিয়া সভ্য থাকিবেন।

(১০) কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ এইরূপ ছয়জন রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সভ্য; এঁদের মধ্যে একজন মহিলা ও একজন তপশিল বা উপজাতীয় হইবেন।

রাজ্য সরকার কলিকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিবেন এবং ইহার গঠন হইবে নিম্নরূপ—

(১) কলিকাতার প্রাথমিক শিক্ষার জেলা পরিদর্শক, (২) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান, (৩) কলিকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলরেদের মধ্য হইতে ৪ জন নির্বাচিত সভ্য, (৪) কলিকাতা পৌরনিগমের ৬ জন নির্বাচিত সহকারী শিক্ষক সদস্য, ইহাদের মধ্যে দুই জন মহিলা, (৫) কলিকাতা পৌরনিগমের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য হইতে একজন নির্বাচিত সভ্য বা সভ্যা, (৬) কলিকাতার বিধানসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত সাতজন সদস্য, (৭) রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সভ্য, ইহাদের মধ্যে একজন মহিলা, একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত, ও একজন যে কোন সংখ্যালঘু ভাষার সভ্য।

রাজ্যসরকার অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পৌরসংস্থায় পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি (Municipal Primary School Council) গঠন করিবেন। সদস্য সংখ্যায় সামান্য ইতর বিশেষ থাকিবে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকিবেন ইঁহারা সদস্যগণ কর্তৃক যথাবিহিত নির্বাচিত হইবেন।

প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের কার্যকাল ৪ বৎসর।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির সভা, সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব আহ্বান করিতে পারিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির সিদ্ধান্তসমূহ সভাপতি কার্যকরী রূপদান করিবেন। তিনি সমিতির কাজের সাধারণভাবে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। সভাপতি সহ-সভাপতির উপর যে সব কাজের ভার অর্পণ করিবেন, সহ-সভাপতি শুধু সেই কজগুলিই সম্পন্ন করিবেন। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির একজন করিয়া অর্থ সম্পর্কিত আধিকারিক

(finance officer) থাকিবেন, সচিব রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার মাহিনা ইত্যাদি স্থিরীকৃত হইবে রাজ্যসরকার দ্বারা। সচিব সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন, অর্থ সম্পর্কিত অফিসারও রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি সমিতির সমস্ত অর্থ, আয়-ব্যয় ইত্যাদির দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।

যদি রাজ্যসরকার কোনও সময়ে লক্ষ্য করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি যথাযথভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইতেছেন না, এবং বার বার সাবধানতা অবলম্বন করিবার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও সমিতি ভালভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না, তখন রাজ্যসরকার সমিতির পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন এবং সাময়িকভাবে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির কাজ হইল নিম্নরূপ:

(১) নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান, জায়গা জমি, শিক্ষক ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ।

(২) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা ও চাকুরীর বিবরণ।

(৩) বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ও তালিকাভুক্ত করা যাহাতে সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন সম্ভব হইতে পারে।

(৪) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সকলে পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৫) নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ।

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের কল্যাণ সাধনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচারকার্য।

(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহাদির সংস্কার সাধন।

(৯) প্রচলিত নিয়ম সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি।

(১০) নূতন বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে পুরাতন বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রত্যাহার।

(১১) বিদায়ী শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতা (Pension) এককালীন

সাহায্য, ভবিষ্যনিধি তহবিল (Provident fund) ইত্যাদি ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষকগণের ভবিষ্যনিধি তহবিলে নিয়মিত অর্থপ্রদান ইত্যাদি পরিদর্শন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি রাজ্যসরকারের নির্দেশ, অনুযায়ী তাহার এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিবেদন তৈয়ারি করিবেন এবং পর্ষদের নিকট উহা উহা নিয়মিত পেশ করিবেন।

রাজ্যসরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি অধিকার করিতে পারিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির অধীনস্ত বিভিন্ন সমিতিঃ

প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিলের অধীনে নিম্নলিখিত সমিতি (Committee) থাকিবে।

(ক) বিদ্যালয় অনুমোদন সমিতি (Recognition Committee)।

(খ) শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচন সমিতি (Staff Selection Committee)।

(গ) অর্থবিষয়ক কমিটি (Finance Committee)।

(ঘ) শৃঙ্খলা বিধান সমিতি (The Discipline Committee)।

(ঙ) পুনর্বিচারের জন্য সমিতি (The Appeal Commttee)।

সমিতিগুলির সংগঠন ও কাজ কাউন্সিল কর্তৃক যেভাবে বিবেচিত হইবে সেইরূপভাবেই চলিবে।

কর ও সেস :

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যসরকার কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য পৌর অঞ্চলস্থ সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিত পারিবেন।

কর আরোপিত হইবে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর :—

(ক) কলিকাতায় জমি ও গৃহাদির বাৎসরিক মূল্যের উপর শতকরা তিন টাকা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা পৌর আইন অনুযায়ী কর নির্ধারণ বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(খ) অন্যান্য পৌর অঞ্চলের একই হার।

শিক্ষা কর বসিবে নিম্নরূপভাবে:

(১) স্থাবর সম্পত্তির উপর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববিভাগীয় সেসের অনুরূপ শিক্ষা কর।

(২) (ক) জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ১২ পয়সা।

(খ) কয়লাখনি অঞ্চল হইতে বাৎসরিক কয়লা যাহা চালান যাইবে, তাহার টন প্রতি ৫০ পয়সা।

(গ) কয়লা খনি ব্যতীত অন্যান্য খনি বা খাদ হইতে বাৎসরিক উৎপাদনের লভ্যাংশের টাকা প্রতি ১২ পয়সা।

প্রতি জেলার আদায়ীকৃত শিক্ষা কর সেই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির কাউন্সিলের তহবিল জমা হইবে।

উক্ত কর আদায় করা হইবে ১৮৮০ সালের (সেস আইন) Cess Act এর বিধি অনুযায়ী।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বা সমগ্র অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং পর্ষদের কাছে উহা পেশ করিবেন। পর্ষৎ উপযুক্ত মন্তব্যসহ শিক্ষা অধিকর্তার নিকট উহা যথানির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করিবেন।

পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে।

(ক) যে অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে, তাহার নাম ও লোকসংখ্যা।

(খ) আনুমানিক শিশুসংখ্যা, বয়স, স্ত্রী-পুরুষ ও মাতৃভাষার উল্লেখ তাহাতে থাকিবে।

(গ) বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা; কোনটিতে কোন্ ভাষা অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করা হইতেছে; প্রতিটি বিদ্যালয়ের অবস্থান; শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা; ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এবং স্থান সঙ্কুলান কতটা তাহার বিবরণ দিতে হইবে।

(ঘ) কতগুলি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, কোন্ ভাষা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, কতজন অশিক্ষক কর্মচারী প্রয়োজন, সবকিছুর বিবরণ দিতে হইবে।

(ঙ) পরিকল্পনার এককালীন খরচ ও পৌনঃপৌনিক খরচ।

(চ) ঐ অঞ্চলের একটি মানচিত্র।

রাজ্যসরকার ঐ প্রতিবেদনের উপর অনু· ানী ··· চালাইয়া উপযুক্ত বুঝিলে পরিকল্পনা মঞ্জুর করিতে পারেন এবং সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তখন ঐ অঞ্চল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসিবে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সহরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী যে যে অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, তাহা এই আইনের-এর আওতায় আসিবে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রামাণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে যদি কোনও অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়া থাকে, তাহাও ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনের আওতায় আসিবে অর্থাৎ সে সব কাজ এই আইন অনুসারেই হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

কল্যাণমূলক সমিতি (Welfare Committee)

প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া ক্যাণমূলক সমিতি থাকিবে। যেই সমিতিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, একজন সহকারী শিক্ষক, চারজন নির্বাচিত অভিভাবক থাকিবেন। যেস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম পঞ্চায়েতেব এলাকায় অবস্থিত থাকিবে, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক একজন নির্বাচিত সদস্য কল্যাণমূলক সমিতিতে থাকিবেন। কলিকাতা পৌর নিগম বা পৌর অঞ্চলে, অন্যান্য সভ্যগণ ছাড়া, বিদ্যালয়ের ১৬০০ মিটাবের মধ্যে বসবাসকারী একজন, (অন্ততঃপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ এমন ব্যক্তি) নির্বাচিত সদস্য থাকিবেন। কল্যাণমূলক সমিতিতে একজন সভাপতি ও একজন সচিব থাকিবেন। তিন বৎসর হইবে সদস্যদের কার্যকাল। কল্যাণ-মূলক সমিতির কাজ হইবে, বিদ্যালয়ের উন্নতি, প্রশাসন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ইত্যাদির সম্পর্কের উন্নতি বিধান ইত্যাদি। কল্যাণমূলক সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির অধীনে থাকিয়া কাজ করিবেন।

যে অঞ্চলে রাজ্যসরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হইবে, সেই অঞ্চলের অভিভাবকগণের কর্তব্য হইবে,

তাঁহাদের সন্তানদিগকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা। যদি কল্যাণমূলক সমিতির বিবেচনায় কোন ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয়ে গমন করিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অভিভাবককে সেই দায়িত্ব হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত কারণের জন্য ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে নাও যাইতে পারিবে :—

(ক) গৃহ হইতে ১৬০০ মিটারের দূরত্বের মধ্যে যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকে।

(খ) যদি ছাত্রছাত্রীর বিশেষ অসুস্থতা বা মানসিক ব্যাধি থাকে।

(গ) যদি ছাত্রছাত্রী রাজ্যসরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন শিক্ষালাভ করিতে থাকে।

(ঘ) যদি ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া থাকে।

যদি কল্যাণমূলক সমিতি ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে না আসার অজুহাত সম্বন্ধে অভিভাবকের যুক্তি না মানিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ সমিতি অভিভাবককে তাহার সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

যদি কোনও অভিভাবক তাহা সত্ত্বেও নিজের সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, তবে জেলাশাসকের আদালতে তাহাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে এবং জেলাশাসক তাহাকে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন।

কোন অভিভাবকই তাহার সন্তানের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন না, যাহাতে তাহার বিদ্যালয়ে যাওয়ার অসুবিধা ঘটে।

বিদ্যালয়সমূহের আঞ্চলিক পরিদর্শক কোনও অভিভাবককে সতর্ক করিয়া দিবার পরও যদি সে সন্তানকে বিদ্যালয় যাওয়া হইতে বিরত রাখে, তাহা হইলে তাহাকে আইনতঃ সোপর্দ করা যাইবে।

পূর্ববর্তী প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাতিল করণ ঃ

১৯৩০ সালে বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় (সহরাঞ্চলীয়) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, এবং ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (অস্থায়ী), এই আইন পাশের পরে বাতিল হইয়া যাইবে। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সমস্ত সম্পত্তি এই আইনের বলে প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিলের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে।

পরিবর্তন কালীন সমস্যা ঃ

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা বিলটির উপর আলোচনা হইয়াছে এবং উহা সিলেক্ট কমিটির নিকট হইতে মন্তব্যসহ ফেরত আসিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যে বিলটি বিধানসভায় পুনরালোচনার জন্য যাইবে।

অবস্থার পরিবর্তনের সময় বহু সমস্যার উদ্ভব হইবে, যেমন পর্ষৎ স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি স্থাপন, পর্ষদ বা সমিতির অধীনে বিভিন্ন সমিতি স্থাপন ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে না করা হয়, ততদিনের জন্য রাজ্যসরকার প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির জন্য একজন করিয়া প্রশাসক (administrator) নিযুক্ত করিবেন। প্রশাসক এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং সমিতির সকল কাজ চালাইয়া যাইবেন।

সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিলটি আলোচিত হইবার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরণ করিবার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি আলোচিত হইবার পর উহা গৃহীত হয় এবং বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটিতে ১২ জন সভ্য ছিলেন এবং ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং।

বিলের বিভিন্ন ধারাকে আরও উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষা আইনের উত্তম দিকগুলি এই বিলে সন্নিবেশিত করার প্রচেষ্টা সিলেক্ট কমিটির ছিল। বলা বাহুল্য সেই প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে মাত্র।

সিলেক্ট কমিটির কিছু সভ্যের উদ্দেশ্য—(১) বিল সম্পর্কিত রাজ্য-সরকারের ক্ষমতা সীমিত করিয়া পর্ষৎ এবং সমিতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; (২) বিলটিকে আরও গণতান্ত্রিক করিয়া তোলা, (৩) শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা, (৪) যথোপযুক্ত অর্থের জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করা এবং (৫) যে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেসরকারী পরিচালনাধীনে বর্তমান আছে, সেগুলিকে এই আইনের আওতায় আনা।

সিলেক্ট কমিটিতে বিল সম্পর্কিত নানা বিষয়ের আলোচনার ফলে সিলেক্ট কমিটি রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত করিয়া পর্ষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা সুপারিশ করিয়াছেন এবং ফলে জেলা সমিতির উপর রাজ্য পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা কিছু পরিমাণে সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বিলটিকে আরও গণতান্ত্রিক করিয়া তোলার জন্য পর্ষৎ এবং সমিতি ও তাহাদের অধীনস্থ উপসমিতিগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটির কোন কোন সভ্য সুপারিশ করেন। সভ্যগণ চাহিয়াছিলেন পর্ষদে প্রত্যেক জেলা হইতে একজন শিক্ষক প্রতিনিধি থাকিবেন। কিন্তু সেই সকল সংশোধনী সিলেক্ট কমিটির দ্বারা গ্রহণ করান সম্ভব হয় নাই। কিন্তু প্রতিনিধি সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা গিয়াছে মাত্র। অবশ্য অর্ধ কমিটিতে তাঁহাদের সংশোধনী অনুযায়ী একজন শিক্ষক প্রতিনিধিকে যুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয়ের জন্য সদস্যগণ সংশোধনী আনয়ন করিলে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধি গ্রহণের সংশোধনীটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, বিলের ৯০ ধারা অনুযায়ী কোন লোকের পক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কোনও আংশিক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটির সভ্যগণ মনে করেন যে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জীবিকার তাড়নায় কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তাহাদের কাজ হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে বর্তমান। তাঁহারা আরও মনে করেন সেই শিশুদের বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই এই বিলের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। ৯০ ধারাটি এই কারণে সম্পূর্ণ বাতিল করার সংশোধনী আনা হয়।

পঞ্চমতঃ, শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই এবং প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে উহারা ব্যবহৃত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষাগত কোন সমতা নাই। এই জাতীয় বিদ্যালয় চলিতে পারে না বলিয়া কোন কোন সভ্য মনে করেন এবং ঐ বিষয়ে একটি সংশোধনী আনয়ন করেন। কিন্তু এই সংশোধনী সিলেক্ট কমিটিকে দিয়া গ্রহণ করান সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা আশা করিয়া

আছেন যে, বিধানসভায় বিলটি লইয়া আলোচনাকালে তাঁহাদের বক্তব্যকে পুনরায় সদস্যরা বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের সংশোধনী ছিল যে, রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী সকলই পর্ষদের আওতায় আসিবে।

সিলেক্ট কমিটির সভ্যগণের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য সরকারের ভাণ্ডারে নূতন সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কতকগুলি করের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যা আঘাত করিত বিত্তবানদের, কিন্তু স্বল্পবিত্তদের রেহাই দিত। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি সেই সংশোধনী গ্রহণ করেন নাই।

এই সভ্যগণ প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই সংশোধনীও গৃহীত হয় নাই।

এইরূপ বহু সংশোধনী সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত হয় এবং আংশিক-ভাবে সেই সংশোধনাগুলি গৃহীত হয়, কিন্তু বহুলাংশেই তাহা সফল হয় নাই।

সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বিধান-সভায় এই বিল সম্বন্ধে পুনরালোচনা হইবে এবং তখন ঐসব গ্রহণ বা বর্জন করা নির্ভর করিবে সম্পূর্ণভাবে বিধান-সভার উপর।

স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
(Post Graduate Basic Training College)

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের পটভূমিকা হিসাবে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের আদিকথা মোটামুটি সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা ঃ

সার্জেন্ট কমিটির প্রতিবেদন ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিবেদনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণের কথা বলা হইয়াছিল। সমস্যা, সমগ্র বাংলার সম্ভাবিত ৬০ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুর জন্য ২ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষককে শিক্ষণদান করা। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দুই দল শিক্ষককে বাছাই করেন। এই দুই দল শিক্ষকের মধ্যে এক দল যাইবেন বিলেতে ও আর একদল ভারতে থাকিয়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করিবেন (বিশেষতঃ Activity Curriculum-এ) এবং বৎসরান্তে

দুই দল একত্র হইয়া দুইটি প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (Primary Training College) স্থাপনা করিবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় দুইটি পাঁচ বৎসরের জন্য স্থাপিত হইবে এবং এই পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের (Primary Training School) জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষকাদের শিক্ষণদান করিবেন। ৪০ বৎসরে সমগ্র বাংলার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সকলেই শিক্ষণ লাভ করিবেন—ইহাই ছিল পরিকল্পনা।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দুই দল বিলাত ও বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে Activity Curriculum-এর উপর শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া আসিয়া একত্রিত হইলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই স্থির হইল ২৪ পরগণার বাণীপুরে পরিত্যক্ত আমেরিকান সৈন্যাবাসে দুইটি প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। মহাবিদ্যালয় দুইটির রূপায়ণের বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা চলিতে থাকাকালীন ভারত স্বাধীন হইবার ও বাংলা বিভক্ত করার প্রস্তাব পাকাপাকি হইয়া যায়। দুইটি প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম আর শুরু হয় না। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকগণের মধ্যে প্রায় দশজন পূর্ব পাকিস্থানে (অধুনা বাংলাদেশ) চলিয়া যান।

যেসব শিক্ষক প্রশিক্ষণান্তে পশ্চিমবঙ্গে রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় [illegible]চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বুনিয়াদী শিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রামে প্রেরণ করেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষণের কাজ হইবে গোড়া হইতে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনা হইতেই, প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে হইতে নয়। এদিকে আরও কিছু শিক্ষক শিক্ষণ লাভ করিলেন বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে; এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ভাঙ্গিয়া গেল, যে সব শিক্ষক সেবাগ্রামে যাওয়ার সুযোগ পাইলেন না, তাঁহারা শিক্ষা বিভাগীয় নানা কাজে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পর স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার কর্ণধার হইলেন। তিনি স্থির করিলেন পূর্বের পরিকল্পনা কিছুটা রদবদল করিয়া বাণীপুরে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ছেলেদের জন্য একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ

মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এবং মেয়েদের জন্য অনুরূপ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে। শিক্ষণ-কাল একবৎসর এবং বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রম অনুযায়ী প্রধানতঃ শিক্ষণ কার্যের কাঠামো হইবে, তবে তাহার সাথে 'Activity Curriculum-এর নীতিগুলি সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীরা হাতে কলমে শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন।

ইতিমধ্যে সেবাগ্রাম ও বলরামপুরের শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেবাগ্রামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকলে এবং বলরামপুরে শিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন মিলিয়া বাণীপুরে দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাণীপুর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রথম দলের কয়েকজন মিলিয়া ৯টি বিভিন্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ই হইল প্রকৃতপক্ষে উৎস, যেখান হইতে বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষণ লাভ করেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুরের হেষ্টিংস হাউসে অবস্থিত মেয়েদের বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বাণীপুরের বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে একত্রিত হয়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের নাম হয় 'স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়'। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে শুধু পুরুষদের জন্য একটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই দুইটি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়ের নামান্তর) শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ দান করিয়া আসিতেছেন, অবশ্য সাথে আছে ১৯৪৮ সালে স্থাপিত বাণীপুরের দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় (শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়)।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয় এবং উহারা সরকারের নির্দেশে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ মহাবিদ্যালয় হইতেও যাঁহারা শিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education)

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের (প্রাথমিক ও উচ্চস্তরের অর্থাৎ Elementary level-এর) শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ২৪ পরগণায়, বাণীপুর 'রাজ্য শিক্ষা সংস্থা' নামে একটি শিক্ষণ সংস্থা স্থাপিত হয়। এই শিক্ষণ সংস্থাটি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) প্রথমতঃ, বিদ্যালয় পরিদর্শকমণ্ডলী যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক (Elementary) শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাঁহাদের চাকুরীতে থাকাকালীন প্রশিক্ষণ দানের (Inservice Training) ব্যবস্থা হইবে। তাহা ছাড়া নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণও এই শিক্ষণের আওতায় আসিবেন। তাঁহারা পরিদর্শক কর্মচারীদের ন্যায় ৫ বৎসরে তিনমাস করিয়া উন্নত ধরনের শিক্ষণ প্রণালী সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া যাইবেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য শিক্ষা সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষণের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নানারূপ আলোচনা চক্র, অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) তৃতীয়তঃ, রাজ্য শিক্ষা সংস্থা রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষণ সংস্থার সঙ্গে সম্প্রসারণ বিভাগ স্থাপন করিয়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উন্নতির কাজে সচেষ্ট হইবেন।

(৪) চতুর্থতঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয় (উচ্চ ও নিম্নস্তর, অর্থাৎ Elementary level-এর জন্য) ও উহার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য উপযুক্ত পুস্তক রচনা ও শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করাও রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কাজ হইবে।

(৫) পঞ্চমতঃ, রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অপর কাজ হইবে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থায় প্রথম যোগদানকারী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও পরিদর্শক কর্মীদের চাকুরীতে প্রবেশের প্রাক্কালে শিক্ষণের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে অবহিত করা।

(৬) ষষ্ঠতঃ, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সম্প্রসারণ বিভাগীয় কাজের সমন্বয় সাধন করা।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থাটি বাণীপুরে স্থাপন করিবার যৌক্তিকতা ১১।১৬ই মার্চ ১৯৬৪ সনের 848 Edn. (D). আদেশনামায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, যেহেতু বাণীপুরে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষণ সংস্থা যথা, উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,

ইত্যাদি সংস্থা বর্তমান, সেইহেতু রাজ্য শিক্ষা সংস্থাটি বাণীপুরে স্থাপিত হইবে এবং সাধারণভাবে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পরিচালনাধীন থাকিবে। পরে অবশ্য পরিচালনা সম্পর্কে এই আদেশটি নাকচ করা হয়। বর্তমানে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একক হিসাবেই সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সংস্থায় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যাপকসহ ৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইবার কথা। কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুযায়ীই এই কয়জন শিক্ষক-কর্মী নিযুক্ত হইবার কথা ছিল কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকের সংখ্যা সাময়িকভাবে ছিল মাত্র ৬ জন। তাহারপর হইতে ঐখানে গড়ে তিনজন করিয়া শিক্ষক আছেন মাত্র।

১৯৬৪ হইতে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসরে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা নিম্নলিখিত কাজ করিয়াছেন—

(১) নিম্ন ও বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের Teacher-Educators জন্য একমাসকালীন চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ হইয়াছে ১৬টি, একমাস হইতে কম, স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ পর্ব চলিয়াছে ৮টি।

(২) উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষাগণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হইয়াছে ৬টি।

(৩) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জন্য ৯টি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৪) জেলা স্কুল পরিদর্শকদের জন্য আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র ৩টি। ইহার ভিতর একটিতে Social Education Officers ও Physical Education Officers ছিলেন।

(৫) ৫টি বিদ্যালয় জট গঠিত হইয়াছে।

(৬) শিল্প শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ২টি।

(৭) সঙ্গীত শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ২টি।

(৮) প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ ১টি।

ইহা ছাড়া বাণীপুর রাজ্য শিক্ষা সংস্থা নিম্নলিখিত পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) Views on Education নামে ৯টি শিক্ষা সমাচার।

(২) পাঠ্যক্রম অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য উন্নত ধরনের

শিক্ষণ সহায়িকা, কর্ম অভিজ্ঞতা (Work experience) অপচয় ও স্থিতাবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা (Problems of wastage and stagnation), ক্রম অনুযায়ী শিক্ষা (Programed learning), সামাজিকতা শিক্ষা (Social Training), অনগ্রসর শিশুদের সমস্যা (Problems of backward children) বিষয় সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ।

(৩) উন্নত ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্পর্কিত ৮টি সাইক্লোষ্টাইল করা বিজ্ঞপ্তি।

(৪) ৫টি 'Action Research Project' নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা শেষ হয় নাই।

উপরের তথ্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজ্য শিক্ষা সংস্থা আপাত-দৃষ্টিতে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইলেও, মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিমূলক নিতীর সঙ্গে বিশেষ করিয়া যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণ সংস্থার অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার নিকট হইতে শিক্ষণ সম্বন্ধীয় সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া যাইবেন এবং উহার কার্যকরী প্রয়োগ শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করিবেন, এই হইল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকবৃন্দও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া শিক্ষার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অবহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষাগণও জাতীয় স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকার ও তাহার কার্যকরী পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যাইবেন। তাঁহারা অবহিত হইবেন সম্প্রসারণ বিভাগীয় কর্মাদি সম্বন্ধে ও বিদ্যালয় গুচ্ছ সম্বন্ধে। সকল কাজের উদ্দেশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন।

কিন্তু রাজ্য শিক্ষা সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে আজ হইতে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে। কিন্তু ইহার প্রভাব শিক্ষণ সংস্থা, পরিদর্শক মহল, জেলা স্কুল পরিদর্শক ইত্যাদি কাহারও উপর বিস্তার করিতে পারিয়াছে কিনা তাহাই হইল প্রশ্ন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় একমাসকালীন বা স্বল্পকালীন চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সযত্নে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষণান্তে নিজ নিজ সংস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন জ্ঞানের কোন কিছুই প্রয়োগ করিতে

পারেন নাই। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার পাঠ্যক্রমের এমনিই বজ্র আঁটুনি। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষাগণ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য বার বার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কিছুমাত্রই গৃহীত হয় নাই। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইয়া অনেকটা সময় কর্তন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে শিক্ষণ পদ্ধতির সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন এমন সংবাদ কেহ দিতে পারিবেন না বলিয়া মনে হয়। জেলা স্কুল পরিদর্শকেরা রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় আলোচনাচক্র সমাপনান্তে দপ্তরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাদের অধীন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সাথে নিজ নিজ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এমন অপবাদও তাঁহাদিগকে কেহ দিতে পারিবেন না। সম্প্রসারণ বিভাগ বিকল হইয়া আছে এবং উহা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

সরকার রাজ্য শিক্ষা সংস্থার জন্য এই দশ বৎসরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমাদের রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল নয় যে, যথেচ্ছভাবে উহার অপচয় চলিতে পারে। রাজ্য শিক্ষা সংস্থা এতগুলি কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কেন উহাদের প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই, ইহা যথার্থভাবে সকল নাগরিকই প্রশ্ন করিতে পারেন। যাঁহারা রাজ্য শিক্ষা সংস্থা হইতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই জেলা স্কুল পরিদর্শক হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্প-শিক্ষকগণ পর্যন্ত কাহারও কাছে প্রশিক্ষণান্তে পরবর্তী অবস্থায় কর্মধারার ধারাবাহিক কোনও প্রতিবেদন সরকার চাহিয়াছেন কি? রাজ্য শিক্ষা সংস্থা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবার জন্য নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার কাছে এবং অন্যান্য সংস্থার নিকট যেসব আমন্ত্রণ প্রেরণ করেন, সে সবগুলি উপেক্ষিত হয় কেন? কোন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বা বিদ্যালয় পরিদর্শক সরকারী নীতি অনুযায়ী ৫ বৎসরে তিন মাস কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন? এইসব নানাবিধ প্রশ্ন যে কোন নাগরিকের মনে আসে। কারণ অর্থ ত জনগণেরই। তাহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ যে উপেক্ষিত হইতেছে তাহাই আমাদের কাছে বড় কথা।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা

স্বাধীনোত্তর যুগে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং স্থানবিশেষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষককে শুধুমাত্র শিক্ষিত হইলে চলিবে না, বিদ্যালয়ের পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিশুমনের পরিচয় ও তাহাদের গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে হইবে। সুদূর অতীতেই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) তাই শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সম্মেলন বসে, তাহাতেও এই নীতির কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

প্রথমদিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে যে ধরনের বিদ্যায়তন ছিল সেগুলি School বা বিদ্যালয় নামেই অভিহিত—যেমন Guru Training School ও Primary Training School। G. T. Schoolগুলিকেই ক্রমশঃ উন্নত ও পরিবর্তন করিয়া পরবর্তীকালে P. T. School সমূহে রূপান্তরিত করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলি ছিল আবাসিক এবং পূর্ণ শিক্ষাকাল ছিল এক বৎসর। ছাত্র হিসাবে বাহির হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছে এমন এবং পরবর্তীকালে প্রবেশিকা পাশ করিয়াছে এমন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় অথচ পুরাতন এমন শিক্ষকদের সাধারণতঃ নেওয়া হইত। ট্রেনিং সমাপনান্তে সার্টিফিকেট লাভ করিলে তাঁহারা A অথবা B Category (শ্রেণী) শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইতেন ও বেতনাদি লাভ করিতেন। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ ছিলেন, তাঁহারাই হইলেন A Category শিক্ষক এবং মাসিক বেতন তৎকালে ছিল প্রবেশিকা পাশ শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের ১৬৲। শিক্ষকদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ও বেতনক্রম সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কালের বিবর্তনে এই P. T. Schoolগুলিও বর্তমানে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। এখনও পশ্চিমবঙ্গে মোট ২২টি P. T. School চালু আছে এবং তাহাতে প্রায় ৫০০ আসন সংখ্যা রহিয়াছে। নিম্নে

P. T. Schoolগুলির স্ব স্ব আসন সংখ্যাসহ একটি জেলাওয়ারি তালিকা দেওয়া গেল :—

জেলা		পি-টি স্কুলের নাম	আসন সংখ্যা
বাঁকুড়া	...	(১) বিষ্ণুপুর P. T. School	(৩৬)
হুগলী	...	(১) নালিকুল P. T. School	(১৬)
	...	(২) গোঘাট P. T. School	(১৬)
	...	(৩) ইলসোবা P. T. School	(১৬)
মেদিনীপুর	....	(১) গড়বেতা P. T. School	(১৬)
	....	(২) কাঁথি P. T. School	(২৬)
	...	(৩) নিমতলা P. T. School	(১৬)
মুর্শিদাবাদ	....	(১) বহরমপুর P. T. School	(৪০)
	...	(২) মালিহাটি P. T. School	(২৬)
	....	(৩) কান্দি P. T. School	(৬)
	....	(৪) প্রতাপগঞ্জ P. T. School	
নদীয়া	....	(১) পলাশীপাড়া P. T. School	(১৬)
	....	(২) কৃষ্ণগঞ্জ P. T. School	(১৬)
	....	(৩) কৃষ্ণনগর P. T. School	(৪০)
	...	(৪) দেবগ্রাম P. T. School	(১৬)
পুরুলিয়া	...	সাঁকা P. T. School	(৬০)
২৪ পরগণা	...	(১) বসিরহাট P. T. School	(১৬)
	...	(২) কুলপী P. T. School	(১৬)
	....	(২) জয়নগর P. T. School	(১৬)
	...	(৩) ঈশ্বরীগাছা P. T. School	(১৬)
	....	(৪) ঘাটবোয়ার P. T. School	([illegible]৬)
পশ্চিমদিনাজপুর	...	রামগঞ্জ P. T. School	(৬০)

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ ব্যবস্থা—কালের বিবর্তনে ও দেশব্যাপী পরিবর্তনের আবহাওয়ায় P. T. Schoolগুলি যেমন প্রাথমিক বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির চাহিদা যথাযথ মিটাইতে পারিতেছিল না। বিশেষতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে যে কর্মকেন্দ্রিক ও শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বভিত্তিক নবীকৃত (vitalised) শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীনোত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গে চালু

হইয়াছিল, তাহাতে গতানুগতিক প্রথায় প্রশিক্ষণ বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাছাড়া কতকটা অর্থাভাবে এবং কতকটা সরকারী ঔদাসীন্যে P. T. School কক্ষগুলি জীর্ণদশায় উপস্থিত হইয়াছিল ও শিক্ষণদানের জন্য শিক্ষকের এবং সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির শোচনীয় অভাব ঘটিতেছিল। স্বাধীন সরকার সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে ও সহযোগিতায় ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির মত পশ্চিমবঙ্গেও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (Junior Basic Training School) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবশেষে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪০৪-Edn. নং আদেশনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দুইটি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বাণীপুরে স্থাপিত হয়। উহাতে বলা হয়, "The schools should be residential and each should take 100 trainees. The complete course will be two years but it should be divided into two courses, viz. One for one year's duration at the end of which the trainees will be engaged in actual teaching and field-work for six months and the remaining period of six months should be spent for Refresher courses in the Training School. Craft-centered education should be imparted in these schools, and the entire curriculum of the course of training for the Basic teachers should be harmonised with the principle of learning throught creative activities. Both men and women should be admitted...........।" অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলি হইবে আবাসিক এবং প্রত্যেকে ১০০ জন করিয়া শিক্ষার্থী ভর্তি করিবে। পুরা শিক্ষাবর্ষ হইবে দুই বৎসরের, তবে নিম্নরূপ দুইটি ভাগে বিভক্ত থাকিবে—(ক) শিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রথম এক বৎসর শিক্ষাগ্রহণ এবং (খ) ৬ মাস বিদ্যালয়ে প্রকৃত পাঠদানকার্য প্রভৃতি ও পরবর্তী ৬ মাস পুনরায় শিক্ষণ বিদ্যালয়ে আসিয়া ঝালাই পাঠ (Refresher course) গ্রহণ। এই সমস্ত শিক্ষণ বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এমনভাবে প্রচলিত হইবে যেন সমস্ত শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করা একটা আনন্দময় সুষম কর্মকাণ্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই এই ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু এই দুই বৎসর শিক্ষাক্রম ছিল যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি দীর্ঘ। এতদিন বাড়ী ছাড়া থাকিতেও শিক্ষার্থীদের নানা অসুবিধা থাকা স্বাভাবিক। অচিরেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্ণিত আদেশ ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪১৯২ Edn নং আদেশবলে নিম্নরূপে পরিবর্তিত হইল :—

"Govt. wish to reiterate that the normal duration of the course in these Training Schools will be of two years; as an interim measure, they have, in modification of G.O. No. 3404-Edn. dt-6. 9. 48 decided that until further orders the training will be condensed into an one year course at the end of which the trainees will be given appointments as teachers of Basic (Primary) schools where they will be regarded as on probation and will be allowed to draw the initial of the scale of Rs. 35-$\frac{4}{2}$—75-$\frac{5}{2}$—80 plus the D. A. and other allowances as admissible. At the end of a session or such a period as Govt. many determine, the probationery teachers will be required to attend a training camp for not less a month during the summer vacation and on their succesful completion of this course will be awarded a diploma or a certificate as may be prescribed by Govt. and will be permitted to draw increments in the scale"। অর্থাৎ, এই বিশেষ ধরনের শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাক্রম দুই বৎসর রাখিতেই সরকারের ইচ্ছা আছে, তবে আপাততঃ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩৪০৪ Edn নং আদেশনামা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া এই ঘোষণা করা যাইতেছে যে, পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত পাঠক্রম এক বৎসরে সংক্ষিপ্ত করা হইল। বৎসরান্তে শিক্ষার্থীরা যে প্রাথমিক বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চাকুরী পাইবেন তথায় শিক্ষার্থী (Probationer) হিসাবে প্রকৃত পাঠদান কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। এই সময়ে তাহারা ৩৫৲—$\frac{৪}{২}$—৭৫৲—$\frac{৫}{২}$—৮০৲ এই বেতনক্রমের প্রারম্ভিক বেতন ও তৎসহ প্রচলিত মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবেন। পরে এক সময় কোন এক গ্রীষ্মের অবকাশে এই সকল শিক্ষার্থীরা এক

মাসের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিবেন এবং এই ঝালাই পাঠ সাফল্যের সহিত সমাপন করিলে সরকার কর্তৃক একটি সার্টিফিকেট পাইবার বৎসরান্তিক মাহিনাবৃদ্ধির অধিকারী হইবেন।

বহুদিন পরে নানা কারণে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হইতে সরকার এই ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা সকল স্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে কার্যতঃ তুলিয়া দেন। ২০শে জুন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০৩১ Edn (C. S.) নং আদেশনামায় বলা আছে—"The trainees having completed the Training course at the Post-Graduate Basic Training Colleges, Senior Basic Training Colleges and Junior Basic Training Colleges should be awarded their Diplomas or Certificates on the results of their Final Examination and permitted to draw increments in their respective scales of pay"।

অর্থাৎ, স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হইলেই ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট পাইবার এবং যথাযথ বেতনক্রমে বৎসরান্তিক মাহিনাবৃদ্ধি পাইবার অধিকারী হইবেন।

উল্লেখ থাকে যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণীপুরে যে দুইটি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন যুদ্ধোত্তর শিক্ষণ পরিকল্পনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ও সেবাগ্রামে পুনরায় শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং রামপুর হইতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে যে সকল নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহাতে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন বাণীপুর স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম দলে উত্তীর্ণ শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রগণ।

এই সকল নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতেও কালক্রমে অনিবার্য নিয়মে কিছু কিছু পরিবর্তনের ধাক্কা আসিয়া লাগে। ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্ অধিকাংশই ইহাদের আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইয়াছে। বৈশিষ্ট্যময় পরিবর্তনগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ :—

(ক) শিক্ষণকেন্দ্রের নাম পরিবর্তন—গান্ধীজীর বিখ্যাত ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত এই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির পশ্চিমবঙ্গে গোড়ার দিকে নাম ছিল Junior Basic Training School; মোটামুটি ১৯৫২

খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইহারা College বা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮৭-Edn (P) নং আদেশনামায় ইহারা Junior Basic Training Institution বা Junior Basic Training Institute আখ্যা পায়। নাম পরিবর্তন হইল বটে, কিন্তু Institute-এর মান (Status) শিক্ষাজগতের কাঠামোর মধ্যে এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হইল না। তবে আপাততঃ Institute-এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক (Lecturer) ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি মোটামুটি উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমতুল্য।

(খ) শিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তির নিয়ম পরিবর্তন—ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন গাছের পাতা বিবর্ণ হয় ও ঝরিয়া পড়ে, নূতন পাতা সেইস্থান অধিকার করে। শিক্ষণকেন্দ্র সমূহে ভর্তি হইবার নিয়মাবলী প্রায় সেরূপই দেশের নানা আর্থিক, বা নানা মতের উত্থান-পতনের সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের যোগ্যতা, বাড়ীর ঠিকানা প্রভৃতি মামুলী বিষয় হইতে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচক সমিতি গঠন পর্যন্ত অনেক কিছুরই রূপ ও উপাদান বদলাইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দিয়া আমরা মোটামুটি সর্বশেষ প্রচলিত ধারাটিই জানিতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষার্থী দুই প্রকার—

(১) বিদ্যালয়সমূহ হইতে সবেতন ছুটিতে প্রেরিত শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক (Deputed Teachers)।

(২) বহিরাগত যে কোন ব্যক্তি (Outsider বা Fresher)।

প্রথম প্রকার শিক্ষার্থীকে প্রবেশিকা বা কোন সমতুল্য পরীক্ষা অবশ্যই পাশ করিতে হইবে, মোটামুটি ঐ বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের পুরাতন শিক্ষক হইতে হইবে এবং বয়স ৪০ এর নীচে থাকিতে হইবে। গ শ্রেণীর (C Category) প্রবেশিকা অনুত্তীর্ণ এবং শিক্ষণ অপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই ধরনের Instituteএ যোগ দিতে দেওয়া হয় না। তবে খণ্ডজাতির দুরধিগম্য পার্বত্য এলাকার বা বনপ্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ খণ্ডজাতির বা উপজাতির বা তপশীল শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই আইন শিথিলযোগ্য। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত সরকারের নির্দেশে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শতকরা ১৫% আসন তপশীলিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য (শিক্ষক এবং বহিরাগত) ও শতকরা ৫% আসন খণ্ডজাতি ও উপজাতির জন্য (শিক্ষক

এবং বহিরাগত) সংরক্ষিত আছে। নিয়োগকর্তা, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, পৌরসংস্থা বা পৌর-নিগম বা অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি স্ব স্ব পকৃত এবং যোগ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিবার জন্য বাছাই ও ডেপুটেশন মঞ্জুর করিবেন। গর্ভবতী মহিলা বা বিকলাঙ্গ বা অন্য কোনভাবে শারীরিক দিক হইতে অশক্ত জনকে প্রশিক্ষণে পাঠান হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার্থীরা Outsider বা Fresher নামে পরিচিত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদের ভর্তির বয়ঃসীমা ২৫ বৎসর এবং প্রবেশিকা বা কোন সমতুল্য পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ থাকা চাই। কিন্তু ২৫ বৎসর পার হইয়া গেলেও ভর্তি হইতে চাহিলে অন্ততঃ (বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে) পাশ করা চাই এবং কোন অতিরিক্ত curricular activity-এ যথা, চারু, কারু, সঙ্গীত বা খেলাধূলায় পারদর্শিতা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দ্বারা প্রত্যয়িত হওয়া চাই। কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগঠক শিক্ষকের (Organiser Teacher) ক্ষেত্রে যাহারা অন্ততঃ এক বৎসর নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন বা যে সকল প্রার্থী অন্ততঃ দুইবার কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণকালীন শূন্যপদে (Deputation Vacancy)-তে কাজ করিয়াছেন, তাহাদের ভর্তির সময় বহিরাগত হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বহিরাগতদের ক্ষেত্রেও ঠিক উপরোক্ত প্রশিক্ষণ-কালীন শূন্যতার নিয়মানুযায়ী তপশীলদের জন্য ও আদিজাতি বা উপজাতির জন্য অনুরূপ হারে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে এই সকল সংরক্ষিত আসনে অন্যান্যদের নেওয়া হয়।

বহিরাগতদের ভর্তির জন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য আইন হইল এই যে তিনি (পুরুষ বা স্ত্রী) যে জেলার অধিবাসী, কেবলমাত্র ঐ জেলায় অবস্থিত শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে আবেদন করিতে বা ভর্তি হইতে পারিবেন। ইহাদের আবার বেসরকারী বা স্পনসরড ইন্সটিটিউটে দরখাস্ত পাঠাইবার সময় এক টাকার একটি রেখিত পোষ্টাল অর্ডার সঙ্গে দিতে হয়।

আজকাল উদ্বাস্তুদের জন্য আইনের কোন শিথিলতা করা হয় না তবে যুদ্ধ-প্রত্যাগত (Ex-servicemen) জোয়ান যদি অন্ততঃ প্রবেশিকা বা কোন সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ থাকেন, তবে তাঁহার বয়ঃসীমা ৪৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। তাছাড়া তাঁহারা বর্ধিত হারে বৃত্তি (১০০৲) পাইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে কোন P. T. School-এ বা নিম্ন

বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার মাস-মাহিনা বা বেতন লওয়া হয় না। সরকার বরং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৩০৲ হিসাবে বৃত্তি দিয়া থাকেন। আরও উল্লেখযোগ্য Deputed Teacher ও বহিরাগতদের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যার অনুপাত ৬০ : ৪০ তবে প্রয়োজন বোধে শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি নিয়া শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৬০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে) এমনভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজ সুসম্পন্ন করিতে হইবে যেন কোন আসন শূন্য পড়িয়া না থাকে।

(গ) পাঠ্যক্রমের (Syllabus) পরিবর্তন—যে কোন ট্রেনিং-এর ধারা জীবন্ত ও যুগপোযোগী রাখিতে হইলে তাহা জীবন ও পরিবেশ হইতে মাঝে মাঝে গ্রহণ ও বর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। সেই হিসাবে পাঠ্য-ক্রমের পরিবর্তন হওয়াটা নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন সেমিনার, পাঠচক্র বা Syllabus Review Commitee-তে গৃহীত নানা ব্যবহারিক বিষয়গুলির (Practical Subjects) পরিবর্ধিত পাঠ্যসূচী এখনও সরকারী হিমঘরে পড়িয়া আছে। Child-study, Practice Teaching এবং বিশেষভাবে Spinning-এর বিষয়ে এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বল্পমূল্যে কার্পাস তুলা না পাওয়ার দরুণ এবং কিছুটা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় যখন কার্পাস তুলা নিয়া Spinning and Weaving ক্লাশ বন্ধ হইতে বসিল, তখন তাহার কোন বিকল্প পাঠসূচী গ্রহণ করা বা পশম নিয়া Spinning and Weaving করা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সরকারী দীর্ঘসূত্রতা লাগিয়াই রহিল।

(ঘ) প্রশাসনিক পরিবর্তন—বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-গুলির তদারকির জন্য কোন বিশেষ এবং পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা জেলাস্তরে বা মহাকরণে কোনদিনই ছিল না। শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক (C. I. P. E.) প্রাথমিক শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা দেখাশুনা করিতেন। জেলাস্তরে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়া বিব্রত থাকিতেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের Intensive Area সমূহে প্রেরণ করা ক্রমে শুরু হইল, যাহাতে তাঁহারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির (ট্রেনিং কলেজগুলির সংলগ্ন বা অধীনস্থ Practising Schoolগুলি সহ)

দিকে ভাল নজর ও নির্দেশনা দিতে পারেন্। যে সব এলাকার স্বভাবজ প্রাকৃতিক পরিবেশ বুনিয়াদী শিক্ষাবিস্তারের অনুকূল, প্রত্যেক জেলা হইতে এইরূপ এক একটি অঞ্চল (circle)-কে Intensive Area বলিয়া ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ তারিখের ১২৯৪৬-Edn নং আদেশনামায় ঘোষণা করা হয়। এই সব এলাকা বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনে ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পায়। নিম্নে জেলাওয়ারী Intensive Area-র তালিকা দেওয়া গেল :—

(১)	বাঁকুড়া জেলা—	অমরকানন
(২)	বীরভূম জেলা—	শ্রীনিকেতন
(৩)	বর্দ্ধমান জেলা—	কলানবগ্রাম
(৪)	কুচবিহার জেলা—	দিনহাটা
(৫)	দার্জিলিং জেলা—	কালিম্পং
(৬)	হুগলী জেলা—	ইটাচুনা
(৭)	হাওড়া জেলা—	বাণীবন (উলুবেড়িয়া)
(৮)	জলপাইগুড়ি জেলা—	ফলাকাটা
(৯)	মালদা জেলা—	হরিশ্চন্দ্রপুর
(১০)	মেদিনীপুর জেলা—	ঝাড়গ্রাম
(১১)	মুর্শিদাবাদ জেলা—	সারগাছি
(১২)	নদীয়া জেলা—	বড়-আন্দুলিয়া
(১৩)	২৪ পরগণা জেলা—	বাণীপুর
(১৪)	পশ্চিম দিনাজপুর জেলা—	কালিয়াগঞ্জ

এই সমস্ত অঞ্চলে নূতন ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের সময় যেখানেই অধ্যাপকের অভাব ঘটিয়াছে তখনই সংশ্লিষ্ট অবর শিক্ষা পরিদর্শক কলেজে ডেপুটেশানে প্রেরিত হইয়াছেন; পরে হয়ত তাঁহারা আবার S/I Cadre-এ ফিরিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু প্রশাসনিক এমন কোন আইন আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই যে ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকেরা S/I Cadre-এ কাজ করিতে বা পদোন্নতির অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ইহা অবশ্য স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর কোন নূতন নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বেসরকারী হইতে পারিবে না এবং তাহারা কোন শহরাঞ্চলেও অবস্থিত হইবে না। State Advisory Board

of Basic Education-এর অবলুপ্তি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। উপ-শিক্ষা অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যপুস্তক)-র পদ সৃষ্টি করিয়াও তাহা ঠিক পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রথমতঃ, এখন S. A. B. E-র অধীনস্থ কোন (Panel of Supervisors) নাই যাঁহারা নিয়মিত বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন ও প্রতিবেদন দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ও বেসরকারী স্তর হইতে গুণীজনদের লইয়া ইহার বিভিন্ন উপ-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল। পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত তাঁহাদের নানা সুপারিশ ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তথাকথিত 'Back-log Removal' এর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এতদ্‌সম্পর্কে প্রথম দিগ্‌দর্শক বলা যায়। এই Back-log Removalএর বিষয়ে নবীকরণ আলোচনাচক্র (Orientation Seminar) এবং সম্প্রসারণ বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির (Extension Service Centre) ভূমিকা পরে আলোচিত হইবে। প্রশাসনিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জেলায় জেলায় কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ (D. I/Schools for Pry. Education) সৃষ্টি এবং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিকে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির স্ব স্ব আসন সংখ্যাসহ একটি জেলাওয়ারি তালিকা দেওয়া গেল—

জেলা	নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির নাম ও ঠিকানা	মোট আসন সংখ্যা	সরকারী/ বেসরকারী	শিক্ষাক্ষেত্রের কাল শুরু
১	২	৩	৪	৫
বাঁকুড়া	১। সাত্রাকোণ P.O. সাত্রাকোণ	১৫০	সরকারী	নভেম্বর
	২। ছাঁদার P.O. ছাঁদার	৮০		ঐ
	৩। সারেঙ্গা P.O. সারেঙ্গা	৪০	বেসরকারী	জুলাই
বীরভূম	১। শ্যামপাহাড়ী P.O. রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ	১৬০	সরকারী	নভেম্বর

১	১	৩	৪	৫
	২। মহম্মদ বাজার P.O. মহম্মদ বাজার	১২০	বেসরকারী	ঐ
	৩। শিক্ষাচর্চা ভবন P.O. শ্রীনিকেতন	১২০	ঐ	ঐ
বর্ধমান	১। কাটোয়া P.O. কাটোয়া	১২০	সরকারী	জুলাই
	২। কলানবগ্রাম P.O. কলানবগ্রাম	১৫০	ঐ	নভেম্বর
	৩। বিদ্যানগর (ভায়া—নবদ্বীপ)	৮০	ঐ	ঐ
	৪। লাউদোহা P.O. লাউদোহা	১৫০	ঐ	ঐ
	৫। শক্তিগড় (Unit I) P.O. বরশূল	১৫০	বেসরকারী	ঐ
	৬। শক্তিগড় (Unit II) (মহিলাদের জন্য) P.O. বরশূল	৭৫	ঐ	ঐ
কলিকাতা	১। ২৮, বেলতলা রোড কলিকাতা-২৬	১২০	ঐ	ঐ
কুচবিহার	১। কুচবিহার P.O. কুচবিহার	৮০	সরকারী	জুলাই
	২। নিগমনগর P.O. নিগমনগর	১২৫	বেসরকারী	নভেম্বর
দার্জিলিং	১। দার্জিলিং P.O. দার্জিলিং	৬০	বেসরকারী	ঐ
	২। কালিম্পং P.O. কালিম্পং	১২০	সরকারী	জুলাই
হুগলী	১। গান্ধীগ্রাম P.O. রাজহাট (ভায়া—ব্যাণ্ডেল)	১২০	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫
	২। রাধানগর P.O. লাঙ্গুলপাড়া	৮০	ঐ	নভেম্বর
	৩। ইটাচূণা P.O ইটাচুণা	১৫০	বেসরকারী	ঐ
হাওড়া	১। জগৎবল্লভপুর P.O. জগৎবল্লভপুর	১৫০	সরকারী	নভেম্বর
	২। রাধানগর P.O. খাড়ুবেড়িয়া	৮০	ঐ	ঐ
	৩। ৩৭/১ ভৈরব দত্ত লেন (হিন্দী মাধ্যম) P.O. সালকিয়া	৪০	বেসরকারী	জুলাই
জলপাইগুড়ি	১। জলপাইগুড়ি P.O. জলপাইগুড়ি	৮০	সরকারী	ঐ
	২। বেলাকোবা P.O. প্রসন্ননগর	১৫০	ঐ	নভেম্বর
মালদা	১। শোভানগর P.O. শোভানগর	১৫০	ঐ	ঐ
	২। চাঁচল P.O. চাঁচল	১২০	ঐ	ঐ
পুরুলিয়া	১। পুরুলিয়া P.O. পুরুলিয়া	১০০	বেসরকারী	ঐ
মেদিনীপুর	১। মেদিনীপুর (মহিলাদের জন্য) P.O. মেদিনীপুর	৪০	সরকারী	ঐ
	২। দেউলি P.O. বেলদা	১৫০	ঐ	নভেম্বর
	৩। বিশ্বনাথপুর P.O. বেলদা	১২০	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫
	৪। ঝাড়গ্রাম P.O. ঝাড়গ্রাম	১৩৫	ঐ	ঐ
	৫। কেলোমাল P.O. কেলোমাল	১০০	ঐ	জুলাই
মুর্শিদাবাদ	১। বহরমপুর P.O. বহরমপুর	৮০	ঐ	নভেম্বর
	২। সারগাছি P.O. সারগাছি আশ্রম	১০০	বেসরকারী	জুলাই
নদীয়া	১। ধর্মদা P.O ধর্মদা	১৫০	সরকারী	ঐ
	২। বড়-জাগুলিয়া P.O বড-জাগুলিয়া	৮০	ঐ	নভেম্বর
	৩। বড়-আন্দুলিয়া P.O. বড়-আন্দুলিয়া	১৫০	ঐ	ঐ
পঃ দিনাজপুর	১। তরঙ্গপুর P.O. তরঙ্গপুর	১৫০	ঐ	ঐ
	২। বালুরঘাট P.O. কামারপাড়া	৬০	ঐ	ঐ
২৪ পরগণা	১। বাণীপুর (Unit I) P.O. বাণীপুর	১২৫	সরকারী	নভেম্বর
	২। বাণীপুর (Unit II) P.O. বাণীপুর	১২০	ঐ	ঐ
	৩। বিষ্ণুপুর P.O. বিষ্ণুপুর	৮০	বেসরকারী	জুলাই
	৪। রহড়া P.O. রহড়া	১০০	ঐ	ঐ
	৫। সরিষা (Unit I) (মহিলাদের জন্য) P.O সরিষা	৭০	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫
	৬। সরিষা (Unit II) (মহিলাদের জন্য) P.O. সরিষা	৪০	ঐ	নভেম্বর

প্রচলিত প্রথায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষকদের পুরা সময়ের প্রশিক্ষণ দিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষার মান উঁচু করা ছিল যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। শতকরা ষাট জনের জন্য সংরক্ষিত আসনে এই কয়টি মহাবিদ্যালয়ে যে হারে শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন তাহা শম্বুকগতি বলা যায়। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির পূর্ণ বুনিয়াদীতে রূপান্তকরণ ও সেখানে ব্যয়বহুল বাড়ী ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িতেছিল। তাই সংক্ষিপ্তভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নানাপথের যে সন্ধান চলিতেছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি পন্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) নবীকরণ আলোচনাচক্র (Orientation Seminar),

(২) সম্প্রসারণ বিভাগীয় কেন্দ্র (Extension Service Centre).

নবীকরণ আলোচনাচক্র (Orientation Seminar) :

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের বিখ্যাত এলাহাবাদ সেমিনারে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ও ভারত সরকারের নির্দেশে ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য 'Orientation towards Basic Pattern' প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় স্থির হয় যে দেশের অন্ততঃ ৩০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষককে এই ট্রেনিংএর আওতায় আনা হইবে এবং এতদুপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে ১৫ দিনের মেয়াদী ৪০ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে মোট ৭৫০টি সেমিনারের ব্যবস্থা হইবে।

এই ৭৫০টি সেমিনারের বিন্যাস নিম্নরূপ ছিল।

১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে—	২০০
১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে—	৩৫০
১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে—	২০০

প্রত্যেকটি সেমিনার স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক নিকটস্থ কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বা উচ্চ বিদ্যালয়-গৃহে ১৫ দিনের জন্য পরিচালিত

হইয়াছিল। যোগদানকারী শিক্ষকদের মনে যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষা কি এবং তাহার অন্তর্নিহিত মূলসূত্র কোথায়, তৎসম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা অন্ততঃ দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য যেখানে যেমন সম্ভব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকবৃন্দ, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের বিদগ্ধ জননেতাদের সেমিনারে আহ্বান করিয়া নিয়া বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অধিক অর্থব্যয় না করিয়াও বুনিয়াদী শিক্ষার যে সমস্ত ধারার অনুশীলন সম্ভব সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সেই সমস্ত অভ্যাস ও গুণাবলী জাগ্রত করিবার দিকেই অধিক নজর দেওয়া হইয়াছিল, যথা :—প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গান করা, সাফাই নিজ হস্তে করা, নানা সৃজনাত্মক হস্তশিল্পের অভ্যাস করা, নীরব গ্রন্থপাঠের অভ্যাস করা, নিজ নিজ বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময় করা, নিকটস্থ উন্নতমানের বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন করা, সাম্প্রদায়িক জীবন-যাপনের জন্য নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত মন্ত্রীসভা গঠন করা ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টন অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করা, খেলাধূলায় অংশ নেওয়া এবং রাত্রে চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে শিক্ষা-মূলক সঙ্গীত, আবৃত্তি বা অভিনয়ের আয়োজন করা। নিজ নিজ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের ও তাহাদের বুনিয়াদী মুখীন করিয়া তুলিবার একটা কার্যকরী ধারণা নিয়াই শিক্ষকেরা সেমিনার হইতে বিদায় নেন।

সম্প্রসারণ বিভাগীয় কেন্দ্র সমূহ (Extension Service Centres) :

বুনিয়াদী শিক্ষার চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র যদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-গুলি হয় তবে সেখানে হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ, পদ্ধতি প্রভৃতির আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া নিকটবর্তী অঞ্চলস্থ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্রকে প্রভাবিত করিবে—ইহাই Extension ; তাই একদিকে বিদ্যালয় অন্যদিকে মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিবে এই Extension Service। ইহাতে সুবিধা এই যে প্রাথমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাঝে মাঝেই বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন নির্বাচিত দিক সম্বন্ধে আয়োজিত ছোটখাটো সেমিনারে যোগ দিয়া সহজেই জ্ঞানার্জন করিতে পারেন। প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নানা পরামর্শ, নির্দেশনা ও কার্যকরী সাহায্য এইভাবে দিতে পারেন। মহাবিদ্যালয়গুলিকে এজন্য কিছু অতিরিক্ত

অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে, যাহা হইতে বিভিন্ন Literature, guide-line প্রভৃতি ছাপান যায় ও শিক্ষকদের মধ্যে বিলি করা যায় এবং প্রকৃত অভাবগ্রস্ত বিদ্যালয়েতে কিছু অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জাম, যথা—ব্ল্যাক বোর্ড, T-square প্রভৃতি দেওয়া যায়।

বিদ্যালয়সমূহে Extension work এবং সেখানে যে সমস্ত Literature, guide-line প্রভৃতি বিলি হইবে তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিত নানা বিষয়ের উপর রচিত হইত :—

(১) স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার অনুশীলন (Self Govt. System),

(২) বিদ্যালয়কে সুন্দরতরকরণ (School Beautification Programmes),

(৩) সুন্দরতর হাতের লেখা লিখিবার অভ্যাস (Better Handwriting),

(৪) দেওয়ালপত্র-রচনা ও সাজানো (Children's Wall Magazine),

(৫) শিশু-পাঠাগার,

(৬) শিশু-মিউজিয়ম,

(৭) পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং

(৮) জাতীয় এবং স্থানীয় অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান ও তাৎপর্য অনুধাবন ইত্যাদি।

একেবারে ঘরের কাছে, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দকে আপনজন হিসাবে পাইয়া নিকটস্থ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকেরা নূতন উদ্দীপনা নিয়া স্থায়ীভাবে বুনিয়াদী আদর্শ বিস্তারের কাজ করিতে পারিবেন এবং এইদিক হইতে Extension Service Centreগুলির একটি সম্ভাবনাময় গঠনাত্মক দিক ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় Extension Service Centreগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

এখন দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের কাঠামোটি নিম্নরূপ :—
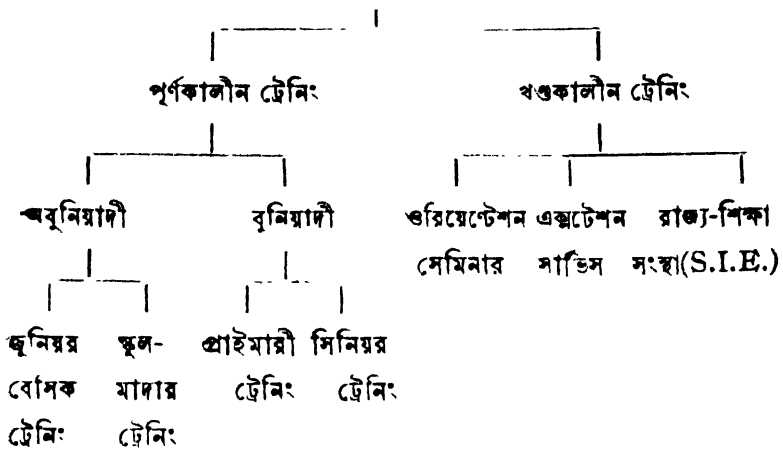
মন্তব্য :—

(১) **স্কুল-মাদার ট্রেনিং** কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য তিন মাসের পূর্ণ আবাসিক প্রশিক্ষণ। স্কুল-মাদার প্রশিক্ষণ-এ ভর্তি হইবার যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং বয়স ২৫এর অনধিক। নিম্নলিখিত চারটি জায়গায় স্কুল-মাদার (গুরু-মা) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে :—

(ক) শিক্ষা-নিকেতন, কলানবগ্রাম বর্ধমান।

(খ) হরিপাল, হুগলী।

(গ) পিপ্‌লা মালদহ।

(ঘ) ১৩১, বারুইপাড়া লেন, বনহুগলী, পোঃ অঃ আলমবাজার, কলিকাতা-৩৫।

পক্ষান্তরে সিনিয়র ট্রেনিং-এ ভর্তি হইবার ন্যূনতম যোগ্যতা স্কুল-ফাইনাল বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইহা নিম্নলিখিত আটটি স্থানে আছে :

(১) ব্রাহ্ম গার্লস্ ট্রেনিং কলেজ, ৮৫/২ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

(২) সরোজ-নলিনী ট্রেনিং কলেজ, ২৩/১ বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলিকাতা।

(৩) উইমেন্স টিচার্স্ ট্রেনিং স্কুল, হেষ্টিংস হাউস, আলিপুর, কলিকাতা।

(৪) ইউনাইটেড্ মিশনারী ট্রেনিং কলেজ, ১/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

(৫) সেণ্ট মেরীস্ আর. সি. ট্রেনিং স্কুল, ৪, কনভেণ্ট্ লেন, কলিকাতা।

(৬) বিদ্যাসাগর বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল, ২৯৪/৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

(৭) কৃষ্ণনগর উইমেন্স্ টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(৮) কালিম্পং উইমেন্স্ টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, কালিম্পং, দার্জিলিং।

সিনিয়র ট্রেনিং পাশ সার্টিফিকেট, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং সার্টিফিকেটের সমতুল্য ধরা হয় এবং উভয়েই A-category শিক্ষকের বেতন ও ভাতাদি পাইবার যোগ্য। তবে সিনিয়র ট্রেনিং পাশ মেয়েদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চাকুরী করিতে দেওয়া হয় না।

(২) রাজ্য শিক্ষা-সংস্থা (State Institute of Education for Improvement of Elementary Education) বর্তমানে ২৪ পরগণার বাণীপুরে অবস্থিত। ভারত সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্প অনুসারে অন্যান্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা স্থাপনের উদ্দেশ্য ও ইহার বিস্তৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

বিদ্যালয় ও উহার পরিবেশ

বিঃ দ্রঃ—[এই পুস্তকে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংগঠন ও শিক্ষানীতি সম্পর্কিত তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইল। আমরা জানি অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু বর্তমান ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় পরিচালনায় ইহাদের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান, তাই এই কয়টি বিষয় এই স্থানে সংযোজিত হইল।]

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু মামুলি পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষাদান বিকিরণ কেন্দ্র নয়, এই কথা আজ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বিদ্যালয় পরিবেশেরও একটা শিক্ষাগত মূল্য আছে। মামুলি পুস্তকসমূহে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পরিবেশের কথা নাই, আছে সাধারণভাবে পরিবেশের কথা। ফলে শিশুরা পুস্তকই পড়ে, পরিবেশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখে না। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কোন ত্রুটি নাই। শিক্ষা অধিকর্তা পাঠ্যসূচী প্রবর্তক

কাজে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদির জন্ম কোনও অনুমোদিত পুস্তক থাকিবে না, পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষকগণকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ হইতে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ হইতে, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের কার্যালয় ইত্যাদি কোনওখান হইতেও পয়সা দিয়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পুস্তিকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। সেই সুযোগটি গ্রহণ করিয়াছেন পুস্তক প্রকাশকগণ। তাঁহারা পাঠ্যসূচী অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, পরিবেশকে কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিবেশ ত সমান নয়। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ত ফলফুলের বাগান আছে, চারিদিকে মাঠ আছে, অনতিদূরে গ্রামের ঘরবাড়ী, আবার কোন বিদ্যালয় গ্রামের মধ্যে স্বল্প স্থানের মধ্যে অবস্থিত, সেখানে না আছে শিশুদের খেলাধূলার স্থান, না আছে ফলফুলের বাগান, ইত্যাদি। কিন্তু শিশুরা পাঠ্যসূচীর অভাবে অননুমোদিত পুস্তক পড়িতে বাধ্য হয়; সেই পুস্তকে হয়ত বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে মিল নাই। কষ্ট করিয়া পরিবেশকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়া শিক্ষক পুস্তকই পড়াইয়া যান। অনেক খ্যাতনামা নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও দেখা গিয়াছে অননুমোদিত পুস্তক শিশুদের পড়ান হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

সে যাহা হউক পরিবেশের গুরুত্বের উপরেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। পরিবেশকে যদি ভাল করিয়া শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিতে শেখান যায়, তাহা হইলে শিশুরা হাতে কলমে অনেক কিছু শিখিতে পারে। বিদ্যালয়ের ফলফুলের বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি হইতে অঙ্ক, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভূগোল, মাতৃভাষা, ইত্যাদি অনেক কিছুই শেখান সম্ভব। শিশুরা পুস্তকের কথা মুখস্থ করিবে না, তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া বিষয়গুলি উপলব্ধি করিতে শিখিবে। বিদ্যালয়ের নিকটস্থ পরিবেশে হয়ত গ্রামের বিভিন্ন জীবিকার লোক বাস করেন—বাস করেন কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, মিস্ত্রি ইত্যাদি। পুস্তক হইতে তাঁহাদের জীবনধারণ প্রণালীর বিবরণ না শিখাইয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি শিশুদের নিয়া ঐ সব গৃহে পরিকল্পিত ভাবে গমন করেন, তাহা হইলে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া পুস্তক হইতে বেশি জ্ঞান লাভ করিবে না কি? নূতন জ্ঞান তাহাদের মনের মধ্যে খিতাইয়া বসিবে না

কি ? ছায়াকাঠির সাহায্যে সূর্যের আপাত গতিপথ বোঝান যত সহজ, বই পড়াইয়া কি শিক্ষক-শিক্ষিকা সহজে শিশুদিগকে তাহা বুঝাইতে সক্ষম হইবেন, আর শিশুরাই কি সহজে তাহা বুঝিবে ? গ্রামের পোড়োবাড়ী, পুরাতন মন্দির, মসজিদ বা গীর্জা ইত্যাদি দেখাইয়া শিক্ষক শিশুদের ইতিহাস সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করিতে পারিবেন, পুস্তক পড়াইয়া কি সে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা যায় ? বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আরও উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু এইখানে মাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হইল। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা দিবেন। বিদ্যালয় যদি, বাস চলাচল করে এমন রাস্তার অনতিদূরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ রাস্তা বা বাসকে অবলম্বন করিয়াই না কত কিছু শিক্ষাদান সম্ভব। ইহা ছাড়া আছে শিশু-শিক্ষক কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশ। শিশুরা শিক্ষকদের সহযোগিতায় আবহাওয়া চার্ট তৈয়ারি করিতে পারে। একমাত্র উহাকে অবলম্বন করিয়া সংখ্যাগণনা, পড়ালেখা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া অতি সহজ। কোন উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিতে শিক্ষক শিশুদের দিয়া অনেক কাজ করাইতে পারেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশু-শিক্ষক সহযোগিতায় অপর একটি সৃষ্ট পরিবেশ হইল 'প্রকৃতি বিজ্ঞান কোণ'। এই 'বিজ্ঞান কোণ' এর শিক্ষাগত মূল্য খুবই বেশি। উদাহরণের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই। শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিজেদের দৃষ্টি একটু সম্প্রসারণ করিবেন এবং শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবেন। দেখা যাইবে শিশুদের আনুভূতিক চেতনা বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

শিক্ষাবিদ অ্যাডামস্ শিক্ষাকে বলিয়াছেন দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (Bipolar Process)। তিনি বলিয়াছেন, 'Education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other'। যেখানে শিক্ষালাভ হইতেছে সেইখানে রহিয়াছে দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ। ইহাদের

মধ্যে একজন হইতেছে শিক্ষার্থী, অপরজন হইতেছেন শিক্ষক। শিক্ষাবিদ অ্যাডাম্‌সের মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর আপন চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। দুই জনের পারস্পরিক ব্যবহারের ফল শুধু যে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক পরিবর্তন হইবে, তাহাই শুধু নয়, শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষকেরও নূতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভের সুযোগ হইয়া থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং উভয়েরই চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং নূতন নূতন চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয়, নূতন কৌশল, নূতন অভ্যাস, নূতন জ্ঞান উভয়েই আহরণ করেন। নূতনের পরিপ্রেক্ষিতে আবার নূতন অভাববোধ সৃষ্টি হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে হয় নূতন নূতন শিক্ষা ও তাহার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে একজন হয়ত নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাহার পরই অপরে তাহার হাত হইতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইভাবে চলে শিক্ষা প্রক্রিয়া।

আমরা তাহা হইলে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বলিতে পারি একটি দ্বি-মেরু বিশিষ্ট প্রক্রিয়া যেখানে পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় এবং সেই অভিজ্ঞতা মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায় এবং সে সমাজে সার্থক ও তৃপ্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে সক্ষম হয়।

অতএব দেখা যায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টাতেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব হয়। শিক্ষাযজ্ঞের প্রধান হোতা হইলেন শিক্ষক ও তন্ত্রধার হইলেন শিক্ষার্থী। সুতরাং শিক্ষাযজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করিবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উপর। বর্তমান শিক্ষার পটভূমিকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের জানিতে হইবে প্রাচীনকাল হইতেই এই শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কিভাবে আবর্তিত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্বেকার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় শিক্ষকই অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। শিক্ষক অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া শিক্ষার্থীদের কাছে উপদেশামৃত বর্ষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টি ফুলের কুঁড়ির উপর নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হইলে, ফুলের কুঁড়ি যেরূপ ক্ষতবিক্ষত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিক্ষকের উপদেশাবলীও সেইভাবে কোমলমতি শিশুদের উপর বর্ষিত হইয়া তাহাদের ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত। তাহাদের

বিকশিত হইবার সম্ভাবনা বিকৃত করিয়া দিত। শিক্ষার্থী সেখানে ছিল অসহায় অবস্থায়, কারণ শিক্ষক ছিলেন দাতার ভূমিকায় আর শিক্ষার্থী ছিল মাত্র গ্রহিতা। শিক্ষার্থীর মন শূন্য থাকিত বলিয়া মনে করা হইত এবং শিক্ষার্থীর শূন্য কুম্ভ, অমৃত কুম্ভের ভাণ্ডারী শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিত। শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করিবার সুযোগ মোটেই পাইত না। শিক্ষকের মাধ্যমে পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থী লাভ করিত।

কিন্তু অনেক অনেক আগে প্রাচীনকালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কোন বেড়াজাল তৈয়ারি হয় নাই। ভারতের প্রাচীন যুগের আশ্রমিক জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় গুরু-শিষ্য একই গৃহে, একই আচ্ছাদনের নীচে বাস করিতেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একান্ত স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যা শিক্ষালাভ করিতেন। সেইকালে আশ্রমবাসীরা সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড সমাজ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন এবং মিলিত প্রচেষ্টায় নানারকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেন। জ্ঞানের দিক হইতে গুরু শিষ্য হইতে অনেক উন্নত ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, তাঁহাদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের কোন সঙ্কোচ থাকিত না।

গ্রীসদেশের ইতিহাসেও অনুরূপ নজীর মিলিবে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সেখানে নিবিড় ছিল। গুরু-শিষ্যের নিবিড় সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উপরই সক্রেটিসের প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর শিষ্যগণ ছিলেন তাঁহার বন্ধু ও সহচর। শিক্ষার কাজও চলিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

যখন হইতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং শিক্ষা সুরু হইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, তখন হইতেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সম্পর্ক হারাইয়া গিয়াছিল, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল এবং রচিত হইয়াছিল অপরিচিতের গণ্ডী। বর্তমান ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা ও ছাত্র-অসন্তোষ আমাদের আরও বেশি করিয়া মনে করাইয়া দেয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের অবনতি।

Edward Thring বলিয়াছেন, 'Mere Knowledge is not Education'। পুস্তকাশ্রয়ী জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষককে অন্য কিছুও পরিবেশন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাহচর্যের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভাবজীবনকে

সম্বন্ধ করিবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবধান যত হ্রাস পাইবে, ততই হইবে উভয়ের মঙ্গল। তাই বর্তমান সময়ে শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনে এমন সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হইতেছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষকের মৈত্রীর বন্ধন বিশেষভাবে দৃঢ় হয়।

শিক্ষার্থীর পাশে পাশে থাকিয়া শিক্ষক সর্বদা তাহাকে সাহায্য করিয়া যাইবেন। শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয়, সর্বত্র—খেলার মাঠে, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ কালে, যাবতীয় সৃজনাত্মক কর্ম সম্পাদন কালে, বিজ্ঞানাগারে, পাঠাগারে—সকলক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিবেন। সর্বত্রই আজ শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহচর, শিক্ষকের পাশেই শিক্ষার্থীর স্থান। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে এই শিক্ষারই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। গান্ধীজীও এই কারণেই শিক্ষায় ক্ষেত্রে সামূদায়িক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষার্থীকে বলেন পথিক এবং শিক্ষককে পথনির্দেশক। কিন্তু নবীন পথিক যে প্রবীন পথ-নির্দেশকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হন তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিক্ষার্থী যদি অতিরিক্ত পরমুখাপেক্ষী হয় তাহা হইলে সে তাহার স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিবে এবং তাহার আত্মবিকাশের পথ বিঘ্নিত হইবে। শিক্ষকের সাহায্য হইবে পরোক্ষ কিন্তু উহা নিষ্ক্রিয় হইবে না। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিবেন, তবেই তো শিক্ষার্থী পথের সন্ধান পাইবে। শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে হইবেন শিক্ষার্থীর 'Friend, Philosopher and Guide'। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সহানুভূতি ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মঙ্গল কামনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিবেন, শিক্ষার্থীর হিতসাধন হইবে শিক্ষকের দিবারাত্রের স্বপ্ন। ইহা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ফিরিয়া আসিবে এবং তাহার সুদূরপ্রসারী ফল শুভময় হইবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ আরও নিকটতর করিতে হইলে বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রাচীনকালে দার্শনিকগণ, কি ঐ দেশে কি এই দেশে সকলেই বৌদ্ধিক বিষয় ছাড়া অপর সকল বিষয়বস্তুকেই অবাস্তব বলিয়া আখ্যা দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের পর আমরা ধীরে ধীরে অন্য কথাও চিন্তা করিতেছি। শিক্ষাবিদগণ ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন

যে মনের বিকাশ বা বৌদ্ধিক শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়। শিক্ষা বলিতে বুঝিতে পারা যায় শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। অতএব পাঠ্যক্রমে শুধু শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপাদান থাকিলেই চলিবে না, তাহার যাহাতে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থাও পাঠ্যক্রমে থাকিবে। এই চিন্তাধারার ফলে বৌদ্ধিক শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা যথা—খেলাধূলা, অভিনয়, সাহিত্য সভা, নৃত্যগীত অনুষ্ঠান, প্রাচীরপত্র রচনা ইত্যাদি কাজ ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রমে স্থান পাইতে লাগিল। এইগুলির নাম দেওয়া হইল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বা Cocurricular activities।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বহু রকমের হইতে পারে এবং ইহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে উহার শ্রেণীবিভাগ করা চলে, যথা (১) বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও শরীরচর্চা, (২) বিভিন্ন ধরনের খেয়াল অনুসরণ, (৩) সাংস্কৃতিক কার্যাবলী সম্পাদন, (৪) সভা, সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা, (৫) যৌথকাজ সম্পন্ন করা, (৭) বিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব শাসনমূলক কাজ, (৮) সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, (৯) শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলি কাজের ব্যবস্থা করাই সম্ভব। এবং এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করিতে গেলে শুধু মৌখিক নির্দেশ দিলেই চলিবে না, শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতামূলক কর্মে শিক্ষকদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একটি উদাহরণ ধরা যাউক, সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা, মনীষীদের জন্মদিন পালন, অভিনয়, জলসা, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, ধান্যরোপন, নবান্ন প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠান। এগুলি সবই শিক্ষার্থীরা করিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে নয়। শিক্ষক-ছাত্র সম্প্রদায় এই সকল কাজ যদি একত্র হইয়া করেন, তাহা হইলে উভয় দলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান বেশি হইবে এবং উভয়েই উভয় কর্তৃক প্রভাবিত হইবেন, ফলে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও ছাত্র অসন্তোষ দেখা দিবে না। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন-মূলক কাজের ব্যবস্থা সব চাইতে বেশি ফলদায়ক। শিক্ষার্থীদের, প্রত্যক্ষ বিদ্যালয় প্রশাসন ব্যতীত, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনায় দায়িত্বমূলক অংশ গ্রহণ করিতে দিলে ছাত্রগণ সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে; শিক্ষকের সাথে সহযোগিতাও বৃদ্ধি পাইবে এবং

ছাত্রগণও গণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করিয়া কর্মসম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। ছাত্রগণকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর জন্য পরিচালনা ভার দিলে ছাত্রগণ আদর্শ নাগরিক হিসাবে তৈয়ারি হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ব্যবস্থা ছাত্রদের প্রক্ষোভ বিকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম হইবে এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষায় ইহাতে প্রভূত সাহায্য হইবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ব্যবধান থাকিবে না। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইবে, ছাত্রদের নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, অনেক অপ্রত্যাশিত প্রতিভার উন্মেষ হইবে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ পাইবে।

বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ

বিদ্যালয় হইতেছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয় সমাজকর্তৃক সৃষ্ট এবং সমাজের ভাবধারা বিকিরণের কাজই বিদ্যালয় করিতেছে। সমাজের আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদি ব্যক্তি সমাজ হইতেই শিক্ষালাভ করে, যাহাতে সে সমাজের একজন উপযুক্ত সদস্য হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় হইতেছে বৃহত্তর সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানকার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিয়া সমাজে বাস করিবার উপযুক্ততা অর্জন করা যায়। বিদ্যালয়কে একটি মামুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মামুলি জ্ঞানের বিকিরণকেন্দ্র মনে করা উচিত নয়। বিদ্যালয় হইতেছে এমনই একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে জীবনের নানা সমস্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইতেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজকে পূর্বে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইত। সমাজ অনাচারে পরিপূর্ণ এবং সেই সমাজের সংস্পর্শে যদি বিদ্যালয় আসে, তাহা হইলে শিক্ষার্থী উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারিবে না। রুশো শিশুকে সমাজ হইতে অনেক দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই শিশুর শিক্ষা ভাল হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কিন্তু আমরা সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি সমাজের প্রভাব বিদ্যালয়ের উপর খুব বেশি। সমাজকে বাদ দিয়া বিদ্যালয় চলিতেই পারে না। সমাজ হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াই ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈয়ারী হইয়াছে। সমাজসমস্যা বহির্ভূত উচ্চজ্ঞানের অধিকারী করিয়া যদি শিক্ষার্থীকে গড়িয়া তোলা যায়, তাহলে

শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক জীবনের উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিবে না। সমাজ তথা জীবনের সমস্যা বহির্ভূত জ্ঞান বিকিরণ করাই যদি বিদ্যালয়ের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর জীবন তথ্যের গুরুভারের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

এই কারণেই বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরতাকে আরও সুদৃঢ় করিয়া শিক্ষাকে সমাজাশ্রয়ী করিতে হইবে।

বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে কিভাবে কাজ করিবে তাহাই হইতেছে সমাজের বিচার্য।

(ক) শিশুদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটান ঃ

সমাজের এই ক্ষুদ্র সংস্করণ, অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর আবেগজনিত জীবন, বৌদ্ধিক চাহিদা, কর্মদক্ষতা, প্রবণতা এবং আগ্রহ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। আমরা জানি গৃহ হইতে বিদ্যালয় শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয়। বিদ্যালয় প্রত্যেক স্তরের ছাত্রের জন্ম শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিদ্যালয় সমাজেরই সৃষ্টি, তাহার সাথে বিদ্যালয়ের একটি আত্মিক যোগাযোগ বর্তমান, তাই বিদ্যালয় সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে গিয়া শিশুর সামাজিক চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে।

(খ) কিভাবে মেটাব ঃ

সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে বিদ্যালয় তাহার পাঠ্যক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি, সহপাঠক্রমিক শিক্ষা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীকে সামাজিক করিয়া গড়িয়া তোলে।

(গ) পাঠ্যক্রম ঃ

পাঠ্যক্রম সমাজ ও শিশু উভয়ের চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ডঃ শ্রীমালী বলিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে।

(১) বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক দিক রহিয়াছে।

সমগ্র পাঠ্যক্রমটি এমনভাবে পরিকল্পিত যে শিশুর জীবনে সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়া সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যাহাতে করিয়া শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে নূতন আচরণ ও সহযোগিতামূলক সমাজে সুনাগরিক হইয়া সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার পরিতৃপ্তি করিবার উপযুক্ত বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম—এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৩) বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম উপযুক্ত জাতীয় চেতনার সৃষ্টির সহায়ক।

(ঘ) শিক্ষা-পদ্ধতিঃ

সমাজ কি চায়? সমাজ চায় একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি। বিদ্যালয়ে সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর শুধু উৎপাদন ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় না, তাহার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আবেগজনিত ইত্যাদি সকল রকম ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায়। সেই কর্মদক্ষতা যদি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে পায়, তাহা হইলে বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, ইহাতে আর সন্দেহ কি!

(ঙ) গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা।

একটি প্রগতিশীল বিদ্যালয় বা বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গণতান্ত্রিক জীবনযাপনে উদ্যোগী হইয়াছে। সমাজ যাহা চাহিতেছে বিদ্যালয়ও ঠিক সেইভাবে শিক্ষার্থী-দিগকে গড়িয়া তুলিতেছে।

(চ) বিদ্যালয় হইতেছে সমাজকেন্দ্র।

বিদ্যালয় একটি সমাজকেন্দ্র। এইখানে সমাজের বহুলোক, পিতামাতা, অভিভাবক ইত্যাদি আসিয়া মিলিত হন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের উন্নত জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া জীবনে উপকৃত হইবেন।

(ছ) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সমাজীকরণ হয়।

শিশুরা বিদ্যালয়ে তাহাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা লইয়া আসে। কিন্তু বিদ্যালয়ে আসিবার পর তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শিক্ষা করে,

অপরের চাহিদাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়া নিজেদের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে শিক্ষালাভ করে। এদিক হইতেও বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষকদের বিশেষ প্রয়াস কর্তব্য। বিদ্যালয়ের অভিভাবক সমিতি থাকিবে এবং অভিভাবক সমিতির সঙ্গে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন, অভিভাবকগণ সমাজেরই লোক এবং তাঁহারা সমাজের প্রতিনিধি বলা চলে। সমাজের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে সমাজের চাহিদা জানিয়া লইয়া সেইভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থির করিতে হইবে, তবেই বিদ্যালয় সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাথমিক শিক্ষক-দর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

CHAPTER I

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান ও অনুমোদন

LOCATION AND RECOGNITION OF PRY. SCHOOLS

[এদেশের মূল প্রাথমিক শিক্ষা আইন হইতেছে বঙ্গীয় প্রাথমিক (গ্রামীণ) শিক্ষা আইন, ১৯৩০। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছে। পুরাতন সরকারী নির্দেশগুলি নূতন প্রাথমিক শিক্ষা আইন সাপেক্ষে প্রচারিত হইতেছে।

Bengal Primary (Rural) Education Act, 1930

বঙ্গীয় প্রাথমিক (গ্রামীণ) শিক্ষা আইন, ১৯৩০

[Rules under Clauses (n) and (o) of sub-section (2) of Section 66 providing for the manner of preparing schemes for the extension of primary education under clause (c) of sub-section (1) of section 23 and the manner of opening additional primary schools and of the expansion of existing primary schools referred to in clause (d) of sub-section (1) of the said section 23.]

[৬৬নং ধারার উপধারা (২) এর (n) এবং (o) সংখ্যক বিধি অনুসারে রচিত নিয়মাবলী যাহাতে ২৩নং ধারার উপধারা (১)-এর (c) বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাদি রচনার কথা বলা আছে।

ইহা ছাড়া উপরোক্ত ২৩নং ধারার উপধারা (১)-এর (d) ধারা অনুসারে নূতন নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিবার ও চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য লিপিবদ্ধ আইন সমূহ।]

G.O.No. 708-Edn.
27th. March, 1940

1.(1) The Board shall make a survey of the location and standard of the existing primary schools and shall frame a scheme of suitably located and properly distributed primary schools within the area under the authority

of each Union Board, Union Committee or Panchayat based upon such survey.

(2) For the purpose of sub-rule (1) a preliminary survey should be carried out by the local educational inspecting officers and such officers shall also be members of any regional committee which may be set up by the Board for the purpose of reporting for the information of the Board upon such preliminary survey.

2. In preparing such schemes for the extension of primary education under rule 1 the Board shall see that the primary schools maintained by it are distributed in such a way that subject to local adjustments and special consideration, particularly in areas with special geographical features, each primary school maintained by the Board may serve an area of 3·14 square miles (a circle of one mile radius) or alternatively, a population of 2,000 persons.

3. In preparing such schemes, regard shall be had to the following :

(a) Every primary school maintained by the Board shall be open to both boys and girls of school age.

Explanation—For the purpose of this clause the following shall ordinarily be the school age, namely :

Ages 6 to 7 years	...	Class I
„ 7 to 8 „	...	„ II
„ 8 to 9 „	....	„ III
„ 9 to 10 „	...	„ IV

(b) Girls above Class II or above eight years of age shall not be compelled to attend classes with boys.

(c) If for financial reasons separate girls' primary

schools cannot be provided, girls may be compelled to attend primary schools under the following or such other suitable arrangements, which may be prescribed by the Director of Public Instruction :

(i) Boys and girls of classes I and II to attend co-educational classes from 10-30 a. m. to 1 p. m. and to be dismissed at 1 p. m.

(ii) In classes III and IV boys to attend one day in the morning (10-30 a. m. to 1 p. m.) and on the next day in the afternoon (1-30 p. m. to 4-30 p. m.) and girls vice-versa, thus, if boys attend in the morning on Monday, Wednesday and Friday and in the afternoons of Tuesday, Thursday and Saturday in a week, girls will attend in the afternoons of Monday, Wednesday and Friday and in the mornings of the other days.

(d) "A primary school shall be held during the day time only" (Amended by notification No. 182C./Edn., dated the 12th February 1944).

4. The Board may under special circumstances take into consideration the primary schools maintained by the Union Board under the control of the Board or those under private management recognised under Section 54 of the Act, in preparing or giving effect to a scheme for the extension of primary education under clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 23 of the Act.

5. Every proposal relating to the distribution, establishment, transfer or abolition of primary schools by the Board shall have the opinion of the District Inspector of Schools recorded thereon in writing before it is finally adopted by the Board.

6. The Union Board, the Union Committee or the Panchayat, as the case may be, shall be consulted by a Board regarding the site and location of primary schools within their respective areas, before preparing or giving effect to a scheme under clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 23 of the Act.

7. Every scheme prepared by the Board under these rules shall be approved by the Provincial Government before it is given effect to. Any subsequent modification of an approved scheme shall also require sanction of the said Government. (Added by notification No. 873-Edn. dated, the 7th April, 1941).

G. O. No. 708-Edn.
27th March 1940

১। (১) চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মান ও অবস্থান সম্পর্কে পর্ষৎ একটি সমীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং তদনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি বা পঞ্চায়েতের মধ্যে সুষমভাবে ছড়াইয়া দিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরিলিখিত ১নং উপ-নিয়মে বর্ণিত প্রাথমিক সমীক্ষা শিক্ষা বিভাগের স্থানীয় পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে। পর্ষৎ যদি সমীক্ষা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানার্জনের জন্য কোন আঞ্চলিক কমিটি গঠন করেন, তবে ঐ সকল পরিদর্শকগণ অবশ্যই উহার সদস্য থাকিবেন।

২। উপরিউক্ত ১ নং নিয়মানুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীনে থাকিবে, তাহারা স্থানীয় অবস্থানুযায়ী এবং অঞ্চল বিশেষের কোন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিবে যেন অন্ততঃ ২,০০০ জনসংখ্যা বা ৩'১৪ বর্গমাইল (১ মাইল ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত) পরিমিত স্থান পিছু একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে।

(৩) এই ধরনের প্রস্তাব রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতেও নজর দিতে হইবে :—

(ক) বিদ্যালয়ে পঠনোপযোগী বালক-বালিকা পর্ষদের পরিচালনাধীন প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা—এই বিধি অনুযায়ী বিদ্যালয়ে পড়িবার বয়স সাধারণতঃ নিম্নরূপ ধরিতে হইবে :—

৬ হইতে ৭ বৎসর	প্রথম শ্রেণী
৭ হইতে ৮ বৎসর	দ্বিতীয় শ্রেণী
৮ হইতে ৯ বৎসর	তৃতীয় শ্রেণী
৯ হইতে ১০ বৎসর	চতুর্থ শ্রেণী

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর উর্দ্ধে পড়িতেছে অথবা ৮ বৎসরের বেশী বয়স হইয়াছে এমন বালিকাদের বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(গ) আর্থিক অনটনের জন্য যদি বালিকাদের নিমিত্ত পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুযায়ী অথবা শিক্ষা অধিকর্তা যেরূপ ব্যবস্থাপনায় অনুমোদন করেন, সেইভাবে বালিকারা একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিবে :—

(i) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বালক-বালিকারা একত্রে সকাল ১০-৩০ মি. হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত পড়াশুনা করিবে ; তাহার পর ১ টার সময় তাহাদের ছুটি হইয়া যাইবে।

(ii) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বালকেরা একদিন প্রাতে (. -৩০ মি. হইতে ১ টা পর্যন্ত) যোগদান করিবে এবং পরের দিন বিকালে (১-৩০ মি. হইতে ৪-৩০ মি. পর্যন্ত) যোগদান করিবে। বালিকাদের ব্যবস্থা হইবে ঠিক ইহার বিপরীত; অর্থাৎ যদি কোন সপ্তাহে বালকেরা সোম, বুধ ও শুক্রবার প্রাতে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার বিকালে বিদ্যালয়ে যায়, তবে বালিকারা সোম, বুধ ও শুক্রবার বিকালে এবং অন্যান্য দিন সকালে বিদ্যালয়ে যোগ দিবে।

(ঘ) "কেবলমাত্র দিবাভাগেই প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা থাকিবে।" (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ তারিখের 182 C/Edn. বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সংশোধিত)

(ঙ) আইনের ২৩ নং ধারার ১নং উপ-ধারায় (c) অথবা (d) বিধি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে পর্ষৎ সময় সময় ইউনিয়ন বোর্ড

কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করিতে পারে। উপরন্তু আইনের ৫৪ নং ধারায় যে সমস্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বীকৃতি ভোগ করিতেছে তাহাদেরও পর্ষৎ প্রয়োজনমত অধিগ্রহণ করিতে পারে।

(৫) কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাপন, স্থানান্তকরণ, উচ্ছেদ বা পুনর্বিন্যাসঘটিত বিষয়ে পর্ষৎ কোন সিদ্ধান্ত লইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মতামত লিখিতভাবে জানিয়া লইবে।

(৬) আইনের ২৩ ধারার ১ নং উপধারার (c) অথবা (d) বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পূর্বে ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি অথবা পঞ্চায়েৎ হইতে স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির স্থান, অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে পর্ষৎ মতামত জানিয়া লইবে।

(৭) এই সকল নিয়ম অনুযায়ী যে সকল পরিকল্পনা রচিত হইবে তাহার প্রত্যেকটি বাস্তবে কার্যকরী করিবার পূর্বে রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাগিবে, অনুমোদিত কোন পরিকল্পনা যদি পরবর্তীকালে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করিতে হয় তবে তাহাতেও রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাগিবে।

[৭.১.১৯৪১ তারিখের 813-Edn. নং আদেশ বলে সংযোজিত]

To District Magistrate/Deputy Commissioner.

Dear Shri......... ...,

You are aware that primary education in the rural areas of this State is administered through the District School Boards under the provisions of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930. There was lately much criticism regarding the management of the School Boards by the Presidents and the other members of the School Boards. Many audit objections have been pending in regard to almost all the School Boards. In order to ensure

better management and quicker development of primary education, it was decided, during the time of the last U. F. Ministry, to enact a new Primary Education Act, and, pending the enactment of fresh legislation, to supersede all the District School Boards. All the District School Boards were superseded by promulgating an Ordinance, subsequently replaced by the West Bengal (Rural) Primary Education (Temporary Provisions) Act, 1969, and the respective District Inspectors of Schools were placed in charge of the administration of the superseded District School Boards with effect from the 10th May, 1968. In order to help the District Inspector of Schools in the matter of administration of the School Board, an Advisory Committee consisting of a few Government officials including a nominee of yours and a number of representatives of the teachers' associations and various political parties and their peasants-wings constituting the United Front, was set up in each district. It has now been decided to extend the period of supersession of the School Boards by one year more with effect from the 10th May, 1970. The Advisory Committee mentioned above has been dissolved and a new Advisory Committee has been set up in your district with you as the Chairman, vide Government Orders No. 367-Edn (P) dated, the 5th May, 1970 and No. 368-Edn.(P) dated, the 5th May, 1970 (copies enclosed for ready reference).

2. Although the Advisory Committee does not have any statutory authority to give any direction to the District Inspector of Schools, it is the desire of the

Government that all matters which used to be disposed of by the District School Board, should be disposed of by the District Inspector of Schools in accordance with the advice of the Advisory Committee.

3. In this connection I would like to draw your special attention to the following :

(1) As regards the recognised Primary Teachers Associations mentioned in serial No. 10 of the G. O. No. 368-Edn. (P) dated, the 5th May, 1970, it may be pointed out that there are two registered Primary Teachers' Associations, viz :

(i) West Bengal Deshakalyan Primary Teachers' Association,

(ii) Prathamik Sikshak Kalyan Samity, besides the two associations, viz., the A. B. P. T. A. and the W. B. P. T.A. mentioned in the serial No.8 and 9 in the same G.O.

It is for you to decide if any of these two Primary Teachers' Associations is active in your district or not. It is also a point for consideration if the association has a significant number of primary teachers exclusively as its members. In taking a decision, you may consult the District Inspector of Schools. In case of any difficulty, you may refer the matter to the Education Department.

(2) As regards nomination by you of two Principals of Colleges, two Headmasters and two Headmistresses of Secondary Schools (vide serial No. 11, 12 and 13), you may see that the different areas of the district as well as the various elements are represented by your nominees in the committee.

(3) There should be a sub-committee for interview and selection of candidates to be empanelled for appointment as teachers of primary schools. In such a committee there should be at least one member from a Junior Basic Training Institute/Primary Teachers' Training Schools.

There are, at present, two important points pending decision :

(i) Opening of or granting recognition to new primary schools against the quota sanctioned by the State Government.

(ii) Appointment of teachers (according to the quota) in the Primary Schools under the District School Boards.

As regards (i) above, it was decided that these schools would be set up only in the school-less villages, particularly, in the area as inhabited mainly by poor and backward people.

4. A school-less village for this purpose means a village—(1) having no school within its area and (2) having no school within a distance of one mile from it. Both the conditions must be satisfied simultaneously.

5. It was also decided that only those school-less villages which were shown as such in the last official Survey Report (1966) should be considered for opening of or granting recognition to new primary schools. You may obtain the list of the school-less villages mentioned in the Survery Report as well as the quota of new schools sanctioned for your district and other particulrs from your District Inspector of Schools. You are requested to see that the recommendations for these schools are sent

to the Director of Public Instruction, West Bengal, very early as the matter has been long delayed.

6. As regard the appointment of techers, it may be stated that in the past, a great deal of complaint was received about the selection of teachers. It is desirable that selection of teachers is made impartially and strictly in accordance with the statutory rules (vide G. O. No. 196-Edn. (P) dated, the 28th. April, 1969 (copy enclosed) as well as goverment instruction in this matter. In brief, a candidate for appointment as a teacher (i) must be, at least School Final passed and (ii) must have obtained Junior Basic Training or Primary Teachers' Training or Senior Women Teachers' Training in a recognised institution of West Bengal. No one, who is not School Final passed, can, in any case, be appointed as a school teacher, the only relaxation being allowed in case of tribal candidates. Further, no untrained teacher, whatever his academic qualifications may be, will be appointed so long as a trained (and at least, School final passed) candidate is available. These rules should be strictly followed. It is desirable to appoint a number of women teachers in primary schools. Unfortunately, the number of women teachers is, at present, inadequate. You are requested to give special attention to the appointment of women teachers. At least half of the total vacancies may be filled up by women teachers provided a sufficient number of qualified women candidates residing in or near the villages where the primary schools are situated, are available. Appointment should also be given to Scheduled Cast and Scheduled Tribe candidates in adequate

numbers on the basis of the ratio of the Scheduled Caste/Tribe population to the total population of your district in 1961, subject to availability of sufficient number of cadidates with the requisite qualifications.

7. The Rules also provide for appointment of Organiser-teacher of an unrecognised primary school. In such cases, the candidate must have passed the School Final Examination and must have worked for more than two years as an organiser-teacher in the same school. It is essential that the second qualification about experience for over two years as an organiser in the school should be carefully checked. No such person can, of course, be appointed as a Head Teacher. There should not be more than one teacher appointed in any one school on the ground of being an Organiser-teacher.

8. I trust, in the midst of your multifarious duties you will be able to spare time to take interest in the affairs of the District School Board and guide the District Inspector of Schools in managing the work of the Board justly and efficiently. The District School Boards having been superseded, the administration of matters connected with primary education are now the direct responsibility of the State Government.

Yours Sincerely

Sd/- J. C. Sen Gupta.

জেলা সমাহর্তা/উপ-মহাধ্যক্ষ সমীপে।

প্রিয় শ্রী.......................................

১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা যে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ইহা আপনারা অবগত আছেন। পরবর্তী সময়ে সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা গঠিত বিদ্যালয় পর্ষদের সমালোচনা করা হয়। হিসাব নিরীক্ষণে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয় পর্ষদে সরকারী টাকা পয়সার হিসাবে অনেক গলদ ধরা পড়ে। অধিকতর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উহার আশু উন্নতির জন্য বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে নূতন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন প্রবর্তন করিবার এবং আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তখনকার মত সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পর্ষদগুলিকে বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। একটি অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়া বিদ্যালয় পর্ষদের সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করা হইল এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা (সাময়িক) আইন, ১৯৬৯ চালু করিয়া, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে সমস্ত পরিচালনার দায়িত্ব ভার দেওয়া হইল। ১০ই মে, ১৯৬৯ সনেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের হস্তে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনা ব্যাপারে জেলা পরিদর্শক-গণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইল। এই উপদেষ্টা পরিষদে রহিলেন কতিপয় সরকারী প্রতিনিধি, আপনাদের একজন প্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠনগুলির একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির (যুক্তফ্রন্টের) প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিল ঐ দলগুলির কৃষক সংগঠন শাখার প্রতিনিধিগণ। এমন স্থির হইল যে, এই ক্ষমতা অধিগ্রহণ কাল একবৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১০ই মে পর্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে। ইহার পর উপদেষ্টা পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হইল এবং প্রতি জেলায় নূতন উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইল। ৫ই মে, ১৯৭০ তারিখের 367-Edn. (P) নং আদেশ এবং ৫ই মে, ১৯৭০ তারিখের 368-Edn. (P) নং আদেশ অনুসারে ঐ পরিষদের আপনি হইলেন সভাপতি। [উক্ত আদেশের অনুলিপি এই সঙ্গেই প্রদত্ত হইল।]

(২) যদিও উপদেষ্টা পরিষদের এমন কোন অনুমোদিত ক্ষমতা রহিল না যাহার বলে সে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে কোন নির্দেশ দিতে পারে; তবে সরকারের এই অভীপ্সা রহিল যে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ কর্তৃক সাধারণতঃ করণীয় কর্মসমূহের ব্যাপারে যাহাই করুন না কেন তাহা উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ অনুযায়ী হউক।

(৩) এই বিষয়ে আমি আপনাদের বিশেষ মনোযোগ নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি:

(ক) অনুমোদিত প্রাথমিক সংগঠন বলিতে যাহা এই যে, ১৯৭০'র G. O. No. 368-Edn. (P) নং আদেশনামার ক্রমিক 10-এ উল্লিখিত আছে, তাহারা যথাক্রমে হইতেছে :—

(১) পশ্চিমবঙ্গ দেশকল্যাণ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা কল্যাণ সমিতি এবং ইহা ছাড়াও আছে—

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, যাহাদের একই সরকারী আদেশের ৮ এবং ৯নং ক্রমিক-এ উল্লেখ আছে।

এখন আপনাদের স্থির করিতে হইবে এই ১নং এবং ২নং শিক্ষক সংগঠন আপনার জেলায় সক্রিয় আছে কিনা। ইহাও দেখিবেন যে, ঐ সব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট বিবেচনার যোগ্য কিনা। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইবার পূবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন অসুবিধা দেখা দিলে উহা শিক্ষা বিভাগকেও জানাইতে পারেন।

এই উপদেষ্টা পরিষদে কলেজের দুইজন অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১, ১২ এবং ১৩ ক্রমিক বর্ণিত দুইজন প্রধান শিক্ষক এবং দুইজন প্রধান শিক্ষিকাকে এমনভাবে মনোনীত করিতে হইবে যাহাতে জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের এবং অন্যান্য বিষয়ের তাঁহাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব হয়।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে 'প্যানেল' করা হইবে তাহার ইণ্টারভিউ এবং নির্বাচনের জন্য একটি উপসমিতি কাজ করিবে। এই উপসমিতিতে অন্ততঃপক্ষে নিম্ন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকিবেন।

এখনকার মত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল।

(ক) সরকার নির্ধারিত সীমা-সংখ্যার অতিরিক্ত নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা সরকারী অনুমোদন।

(খ) জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের (নির্ধারিত সীমা-সংখ্যা অনুযায়ী) শিক্ষক নিয়োগ।

উপরিউক্ত 'ক' নং বিষয়ে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামে বিশেষ করিয়া দরিদ্র এবং অনুন্নত শ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) বিদ্যালয়-বিহীন গ্রাম বলিতে এই প্রসঙ্গে বোঝায় (১) সেই সকল গ্রাম, যাহার সীমানার মধ্যে কোন বিদ্যালয় নাই; (২) সেই সকল গ্রাম, যেখানে এক মাইলের মধ্যে কোন বিদ্যালয় নাই। এই দুইটি শর্তই একই সঙ্গে অবশ্য পূরণীয়।

(৫) অধিকন্তু ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, কেবল মাত্র বিগত ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী নিরীক্ষা বিবরণীতে (Survey Report) যে সকল বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামের কথা বলা হইয়াছে, সেইগুলিতেই নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অথবা অনুমোদনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। 'নিরীক্ষা বিবরণী'তে উল্লিখিত বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামের নাম, জেলাগত অনুমোদিত নতুন বিদ্যালয় সমূহের নির্ধারিত তালিকা এবং অন্যান্য তথ্যাদি নিজ নিজ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট পাওয়া যাইতে পারে। বিষয়টি যেহেতু দীর্ঘ বিলম্বিত হইয়াছে, সেই কারণে যথাযথ সুপারিশসহ বিদ্যালয়ের তালিকা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হইয়াছে কিনা, অতি সত্বর তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৬) শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষক নির্বাচন সম্পর্কে অতীতে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কাজেই ইহাই অভিপ্রেত যে আইনানুগভাবে সংবিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে এবং সরকারী নির্দেশনামা অনুসারে (G. O. No. 196-Edn. (P) dated, 28th April, 1969 এর অবিকল অনুলিপি সংশ্লিষ্ট করা হইল) কঠোর নিরপেক্ষতা সহকারে শিক্ষক নির্বাচন করিতে হইবে। সংক্ষেপে, শিক্ষক পদপ্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনপক্ষে (১) মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং (২) পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত নিম্ন বুনিয়াদী, প্রাথমিক অথবা উচ্চ (নারী) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে অবশ্যই শিক্ষণ-প্রাপ্ত হইতে হইবে। মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যতীত

কাহাকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে, কোন অবস্থায় নিয়োগ করা চলিবে না। কেবলমাত্র উপজাতীয় পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রেই ঐ শর্তাদি শিথিল করা যাইবে।

পুনরায় যতক্ষণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহে (অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ) এইরূপ কোন প্রার্থীও (তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা যাহাই হউক না কেন) শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই নিয়মাবলীই কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কিছু সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে কার্যরত শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট নয়। শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বিদ্যালয়টি যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামে অথবা তাহার নিকটবর্তী গ্রামে যদি উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতা-সম্পন্ন মহিলা পাওয়া যায়, তাহা হইলে মোট সংখ্যক শূন্যপদের অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক উহাদের দ্বারাই পূরণ করা যাইতে পারে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সংশ্লিষ্ট জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে যদি উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন তপশিলী ও উপজাতি পদপ্রার্থী পাওয়া যায়, তবে সেই আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট জেলায় অধিক সংখ্যক আদিবাসী বা তপশিলী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৭) এই নিয়মে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগঠক-শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং সেই সংগঠিত বিদ্যালয়ে অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরের অধিককাল সংগঠক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঐ বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের অধিককাল সংগঠক-শিক্ষকরূপে কাজ করার দ্বিতীয় যোগ্যতার বিষয়টি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে কখনও প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা যাইবে না। সংগঠকের কাজ করার ভিত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে একাধিক সংগঠক-শিক্ষক নিয়োগ করা চলিবে না।

(৮) আমি বিশ্বাস করি আপনি নানাবিধ কর্তব্য-কর্মের অবকাশে নিশ্চয় জেলা পর্ষদের ব্যাপারে নজর দিবেন এবং সঠিক পথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে উক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়কে পথনির্দেশ দিয়া

সাহায্য করিবেন। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদগুলির ক্ষমতা অধিগৃহীত হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি, যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এখন প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

আপনাদের একান্ত
স্বাঃ জে, সি, দাসগুপ্ত

To The Director of Public Instruction.

Sub : Grant of recognition to Primary Schools.

1. The undersigned is directed by order of the Governor to say that the present system of granting recognition to Primary Schools and approval to Primary School Teachers has been reviewed by the State Government. It has come to the notice of the Government that, in many instances, the District Inspectors/Inspeatresses have not granted recgnition or approval properly or in keeping with the Statutory rules, Government orders or the instructions of the Director of Public Instruction, West Bengal. Government has therefore decided to withdraw from the District Inspectors of Schools and the District Inspectresses of Schools the authority to grant recognition to Primary Schools and to permit the entertainment of teachers.

2. The Governor is now pleased to order as follows in this regard :

A. Recognition to New Primary Schools.

(1) The power of the District Inspectors of

Schools/the District Inspectresses of Schools is hereby withdrawn.

(2)(i) Subject to the conditions mentioned hereafter, the Director of Public Instruction, West Bengal will be the authority to grant recognition to Primary Schools, unless any other authority is empowered to do so under the provisions of any statute.

(ii) The Director of Public Instruction, West Bengal may with the concurrence of Government, delegate his power to a subordinate officer, not below the rank of a Chief Inspector, or Deputy Director of Public Instruction.

(3) The number of Primary Schools to be granted recognition by the Director of Public Instruction, West Bengal in any District or in Calcutta shall be limited to the quota fixed by the Government from time to time.

(4) Where the State Government directs that the list of Schools to be granted recognition should be submitted to Government for its approval, no recognition of any such School shall be granted prior to or in anticipation of Government approval.

(5) The directions that may be given by the State Government at the time of fixing the quota of Schools or according its approval to the list of Schools or at any other time should be strictly followed.

B. Appointment of Primary Schools Teachers.

(1) The number of teachers to be appointed for these new Primary Schools or additional teachers for the existing Primary Schools shall also be within the quota by the State Government.

(2) The State Government may issue directions from

time to time regulating the appointment of new or additional teachers.

(3) This order will come into force with immediate effect.

Sd/- C. N. Penn Anthony
Joint Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি।

১। নিম্নস্বাক্ষরকারী মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, সরকার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুমোদন সম্পর্কে বর্তমানের প্রচলিত প্রথা পুনর্বিবেচিত হইয়াছে। সরকারের দৃষ্টি এরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে যে বহু ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শিকাগণ যথাযথ সংবিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে, সরকারী আদেশ অনুসারে ও শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশানুসারে স্বীকৃতি অথবা অনুমোদন দান করেন নাই। অতএব সরকার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পরিদর্শিকাগণের নিকট হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতিদান এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ অনুমোদনের অধিকার প্রত্যাহার করিতেছেন।

২। মাননীয় রাজ্যপাল এক্ষণে প্রীত হইয়া এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আদেশ বলবৎ করিবার নির্দেশ জারী করিয়াছেন—

(ক) নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিদান।

১। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকার ক্ষমতা এতদ্বারা প্রত্যাহৃত হইল।

২। (i) পরবর্তী লিখিত শর্তসাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তাই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিদানের যোগ্য অধিকারী হইবেন, অন্যথায় অন্য কোন কর্তৃপক্ষ সরকারী আদেশবলে যোগ্য অধিকারী বিবেচিত হইতে পারেন।

(ii) সরকারী সম্মতি সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা স্বীয় ক্ষমতা মুখ্য পরিদর্শকের পদাধিকারীর নীচে নহেন এমন কোন অধস্তন অধিকারিককে বা উপশিক্ষা-অধিকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারেন।

৩। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের যে সীমা-সংখ্যা (quota) নির্ধারিত হইবে, সেই ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কলিকাতা পৌর এলাকার এবং যে কোন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি দান করিবেন।

৪। যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অনুমোদনের জন্য বিদ্যালয়ের তালিকা সমূহ বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবার নির্দেশ দিবেন, সেই সব ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনের পূর্বে বা অনুমোদন সাপেক্ষে কোন বিদ্যালয়কেই স্বীকৃতিদান করা চলিবে না।

৫। বিদ্যালয়ের সীমা-সংখ্যা নির্ধারণের সময় অথবা বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদনের সময় অথবা অন্য যে কোন সময়ে রাজ্য সরকার যে সকল নির্দেশ দিবেন তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ।

(i) নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ অথ বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা-সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(ii) রাজ্য সরকার নূতন শিক্ষক নিয়োগ অথবা অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা সময় সময় জারী করিতে পারিবেন।

(iii) এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

স্বাঃ সি, এন, পেন এ্যানথনী

যুগ্ম সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub: Proposal for starting 500 new primary schools in Calcutta and other municipal areas.

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the number of primary schools in Calcutta and other municipal areas of the state is inadequate to meet the requirements of the children of the age-group 6-11 years. It has accordingly, been decided to open or grant recognition to 500 (five hundred) new primary schools (Classes I-IV) in Calcutta and other municipal areas of the state for the present.

2. The Governor is now pleased to sanction establishment of or granting recognition to 500 (five hundred) new primary schools (classes I—IV) —250 schools in Calcutta and other Calcutta Metropolitan District (Urban) areas and 250 schools in other municipal areas—with effect from the 1st January, 1971 or any subsequent date. No tuition fee will be charged from the students of these primary schools which will be run as non-Government Institutions. These schools should be located, as near as possible in slum and bustee areas inhabited by economically backward people or by people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes and especially in the wards of the Corporation/Municipality where there are no primary schools at present. The quota of schools for each Corporation/Municipal

area should be fixed with the approval of the Education Department which may also be taken before granting recognitions to these schools.

3. Sanction of the Governor is also accorded to the appointment of 2,000 (two thousand) teachers in these new primary schools by the District Inspector of Schools with effect from the 1st January, 1971 or subsequent dates, with the approval of the Director of Public Instruction, West Bengal. It may be noted that no retrospective effect will be given in any case. Appointment of teachers will be made in a school on the basis of the teacher-pupil ratio of 1 : 40 Women teachers should be appointed to atleast one-third of the post as far as practicable. Appointment should also be given to the scheduled caste and scheduled tribe candidates in adequate number. Untrained teachers (other than tribals) shall not be appointed so long as trained teacher are available and not more than one (untrained) organiser-teacher shall be appointed in a school. In no case shall untrained teahers be appointed without the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal The teachers appointed in these schools will receive pay and allowances and other benefits as sanctioned by Government from time to time for such class of teachers. No one who is not trained and at least, School Final or Higher Secondary Examination passed in the second division should be appointed as a Head Teacher or Teacher-in-charge. Subject to the condition stated above, the rules laid down in Notification No. 196-Edn. (P) dated the 28th April, 1969 should be followed,

as instructed in this Department Memo. No. 739-Edn.(P) dated the 11th July, 1969.

4. Sanction of the Governor is now accorded to the placing during the current financial year, of an allotment of Rs. 2 lakhs only at the disposal of the Director of Public Instruction, West Bengal for meeting the recurring cost towards pay and allowances of the teachers, their P. F. contribution @ 6¼%, M. O. commission, contigency including library books @ Rs. 25/- per month per school. House rent may also be allowed in certain cases, especially for setting up new schools, with the approval of the Government at the rate not exceeding Rs. 400/- per month per school in Calcutta and Howrah and Rs. 200/- per month per school in other municipal areas.

5. The Governor is further pleased to sanction a non-recurring expenditure not exceeding Rs. 12·50 lakhs (Rupees twelve lakhs fifty thousand) towards purchase of furniture, equipment, teaching appliances etc. @ Rs. 2,500/- (Rupees two thousand and five hundred) only per school for 500 new primary schools. The Director of Public Instruction, West Bengal is authorised to release a sum of Rs. 1 (One) lakh only during the current financial year and the balance during the next financial year in one or more instalments.

6. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. BVI/32 dated the 8th January, 1971.

7. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: কলিকাতা এবং অন্যান্য পৌর এলাকায় পাঁচশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।

নিম্নস্বাক্ষরকারী মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন যে, কলিকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য পৌর এলাকায় ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ প্রয়োজনের অনুপাতে পর্যাপ্ত নহে। অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন অথবা অনুমোদনের মাধ্যমে যথাক্রমে কলিকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য পৌর এলাকায় বর্তমানে ৫০০টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণী-বিশিষ্ট) স্থাপিত হইবে।

(১) রাজ্যপাল সানন্দে ৫০০টি নূতন বিদ্যালয় (১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী-বিশিষ্ট) স্থাপন/অনুমোদনের আদেশ মঞ্জুর করিয়াছেন। তন্মধ্যে যথাক্রমে ২৫০টি কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতার পৌর এলাকায় এবং ২৫০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে অন্যান্য পৌর এলাকায়। ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অথবা পরবর্তী যে কোন তারিখ হইতে ইহা কার্যকরী হইবে। এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইবে না এবং এই বিদ্যালয় সমূহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে। এই সকল বিদ্যালয় যতদূর সম্ভব বস্তি অঞ্চলের নিকটে যেখানে স্বল্প আয়ের অধিবাসী অথবা তপশিলী এবং উপজাতি অধিবাসীদের বসবাস অথবা পৌর সংস্থার অন্তর্গত যে সকল পৌর অঞ্চলে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, সেইখানে স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষা বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রতিটি পৌর সংস্থা, পৌর এলাকার অন্তর্গত বিদ্যালয় সমূহের সীমা-সংখ্যা স্থিরীকৃত হইবে এবং এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি স্বীকৃতিদানে পূর্বে প্রয়োজনমত বিভাগীয় অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

(৩) এই সমস্ত নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১লা জানুয়ারী ১৯৭১ সাল অথবা তৎপরবর্তী কোন তারিখ হইতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ কর্তৃক নিযুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ২০০০ জন শিক্ষকের নিয়োগ মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। ইহা বিশেষভাবে

উল্লেখ থাকে যে, কোন ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেকার কোন নিয়োগ অনুমোদিত হইবে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের ৪০ : ১ এই হারে শিক্ষক নিযুক্ত হইবে। অন্ততঃপক্ষে যতদূর সম্ভব এক-তৃতীয়াংশ হারে শিক্ষিকা নিয়োগ করিতে হইবে। উপযুক্ত সংখ্যায় তপশিলী ও উপজাতি প্রার্থীদেরও নিয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে, শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এরূপ কাহাকেও শিক্ষক (উপজাতি ব্যতীত) নিযুক্ত করা যাইবে না; এবং কোন বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষণ-বিহীন সংগঠক-শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন না। এবং কোন ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার প্রাক্ অনুমোদন ব্যতীত কোন শিক্ষণ-প্রাপ্তহীন শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে না। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মাহিনা, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি—যাহা এই শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত হইয়াছে—তাহা ইহারাও পাইবেন। প্রধান শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষণ-প্রাপ্ত হওয়া এবং অন্ততঃপক্ষে স্কুল ফাইনাল/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপরি উক্ত সর্তগুলি পূরণের সাথে সাথে ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের 196-Edn. (P) নং আদেশনামা এবং শিক্ষা বিভাগের ১১ই জুলাই ১৯৬৯ তারিখের 739-Edn (P) নং বিভাগীয় নির্দেশনামার অন্তর্গত নিয়মসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক বর্তমান আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার হেফাজতে দুইলক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষকদের মাহিনা ও ভাতা, শতকরা ৬¼ হারে 'ভবিষ্য-নিধি', মণিঅর্ডার কমিশন এবং গ্রন্থাগার বাবদ অনুদানসহ বিবিধ খরচ (Contigency) বাবদ মাসিক ২৫৲ টাকা হারে ব্যয় নির্বাহের জন্য ইহা দেওয়া হইল। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষতঃ কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে মাসিক অনধিক ৪০০ টাকা হারে এবং অন্যান্য পৌরাঞ্চলে মাসিক অনধিক ২০০ টাকা হারে বাড়ী ভাড়া বাবদ দেওয়া যাইবে।

(৪) রাজ্যপাল কর্তৃক আসবাব-পত্র, শিক্ষোপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এককালীন অনুদান হিসাবে অনুমোদিত হইল। প্রতি বিদ্যালয়ে ২৫০০ টাকা হিসাবে ৫০০ বিদ্যালয়ের জন্য ইহা দেওয়া হইল। শিক্ষা অধিকর্তাকে এতদ্বারা বর্তমান আর্থিক বৎসরে এক লক্ষ

টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইল এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরে এক বা একাধিক কিস্তিতে ঐ বকেয়া টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেওয়া হইল।

(৫) অর্থবিভাগের ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখের U. O. No. BVI/32 নং পত্রে অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এবং তদনুসারে এই আদেশ জারী করা হইতেছে।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিক মহাশয়কে জানানো হইতেছে।

স্বাঃ এ, কে, রায়
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub : Application for recognition from un-recognised primary schools.

In continuation of this Office Memo. No. 499-Edn.(P), dated the 26th April, 1971, the undersigned is directed to say that the last date for reciving application by the District Inspector of Schools from the authorities of the un-recognised primary schools for recognition is extended from the 15th May, 1971 to the 31st May, 1971. No application received after the 31st May, 1971, shall be entertained.

The Director of Public Instruction, West Bengal, is requested to send his report districtwise to the Department by the 8th June, 1971, without fail.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : অস্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতির আবেদন-পত্র।

এই বিভাগের ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের পূর্বেকার আদেশপত্র নং 499-Edn (P) অনুসারে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বলিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, অস্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জেলা পরিদর্শকের নিকট স্বীকৃতির আবেদন-পেশের শেষ তারিখ ১৫ই মে, ১৯৭১ হইতে ৩১শে মে ১৯৭১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল। ৩১শে মে ১৯৭১ তারিখের পর কোন আবেদন-পত্র বিবেচনা করা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি যেন জেলাভিত্তিক তাঁহার বিবরণী ৮ই জুন, ১৯৭১ সালের মধ্যে শিক্ষা বিভাগে অবশ্যই প্রেরণ করেন।

স্বাঃ এ, কে, রায়
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub : Setting up of new primary schools in the rural areas of the State.

1. The undersigned is directed, by order of the Governor, to state that free and compulsory primary education scheme has been introduced in the entire rural area of the State. The number of primary schools now functioning in the State is, however, inadequate to meet the requirements of the children of the age-group 6-11 years and there are also many villages where there are no-

schools either within these villages or within a distance of one mile from such villages. In consideration of these factors and in accordance with a Development Scheme approved by Government, it has been decided by Government to start, or grant recognition to, 1200 new primary schools in the rural areas of the State and to appoint 3600 additional teachers therein.

2. The Governor is now pleased to sanction the establishment of the granting of recognition to 1200 new primary schools in the rural areas of the State with effect from 1st January, 1972 or thereafter. The Schools should be set up first in the remaining school-less villages mentioned in the lists of School-less Villages drawn up in each district for the purpose of the Survey Report of 1966. The reminder of this quota of 1200 new schools, which is available after meeting the requirements of the school-less villages (or habitations) listed for the purpose of the Survey Report, may be utilised by setting up schools in other villages or habitations which have no school in them or within a radius of one mile from them. Equal consideration may be given to villages or habitations separated by natural barriers, such as rivers, canals, hills, etc., from a school in neighbouring village or habitation, which is within a mile's distance as the crow flies, but is more than that by normal means of communication available to a primary school child. Finally, consideration may be given to villages which require additional schools on the basis of their child population within the age group 6-10 years, even though there are recognised schools within such villages or within a radius of one

mile 'from them. Preference in the matter of locating schools should be given to poor and backward areas, especially those inhabited mostly by persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. The school sites should be carefully selected and wherever possible, the requirements of more than one school-less village may be met locating a school within a distance of one mile from each of them. Out of these schools, Government will sanction grants towards construction of buildings of 400 schools on fulfilment of the following additional conditions :

(a) The schools should be located in backward areas inhabited by poor people and mostly belonging to the scheduled castes, scheduled tribes or other economically backward communities.

(b) Land, as required, will be provided free by local people.

(c) Local help in the form of manual labour and material is received from the local people, as far as possible.

3. The number of new primary schools, allotted to each district, out of these 1200 primary schools are as mentioned in the Annexure, which also indicates the number of schools for which building grants will be available. The prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, will have to be taken by District School Boards for setting up/granting recognition to such schools and sanctioning grants for the construction of school buildings. Any list of schools which the Director of Public Instruction, West Bangal proposes to

approve may be sent to Government before approval is communicated to the District School Boards.

4. Sanction of the Governor is also accorded to the appointment of 3600 teachers in these schools by the District School Boards with effect from 1st January, 1972 or any subsequent date(s). Appointment of teachers will be on the basis of enrolment of pupils, in accordance with the rules in this respect, now in force. Due consideration should be given to the appointment of adequate numbers of (i) women teachers and (ii) teachers belonging to scheduled castes and scheduled tribes, and the number of teachers belonging to the second category should be fairly proportionate to the total number of people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes in each district.

5. Organiser-teachers may be appointed in a particular school with the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal at the time it is granted recognition, provided they possess the minimum qualifications and the rules regarding staff-entitlement on the basis of roll strenght are stricly observed. Appointment may also be given to the teacher-in-position in a particular school at the time of its recognition, provided they possess the minimum qualifications and the staff-entitlement rules are strictly observed. "Teacher-in-position" are those who were appointed at a point of time after the establishment of a particular school but before its recognition, whereas organiser-teachers are those who have served the school since its establishment. Qualified organiser-teachers will be given first preference in the

matter of appointment in a school obtaining recognition, and "teacher-in-position" will be given second preference. Where two or more teachers-in-position are candidates for retention, and the roll strength does not justify the retention of all of them, the appointment(s) should be given on the basis of length of service in the school, so that earlier appointments are protected. Where the roll strength does not justify the number of teachers found at the time of recognition, and the choice lies between two or more organiser-teachers or two or more teachers-in-position, their cases should be carefully considered so that the better/best person is selected and appointed. Prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, should be obtained to the appointment of all teachers-in-position.

Sanction of the Governor is further accorded to the payment of a sum of Rs. 22,00,000 (Rupees Twentytwo Lakhs) only, during the current financial year, for meeting the recurring cost for payment of teachers' pay and allowances, District School Boards' Provident Fund Contribution @ 6¼% Money Order Commission and Contingency @ Rs. 25/- per month for School etc. for three months.

The distribution and placement of funds at the disposal of the District School Boards for meeting the recurring cost of running the scheme will be made by the Director of Public Instruction, West Bengal subject to adjustment according to actual expenditure.

The Governor is also pleased to accord sanction to a total non-recurring grant of Rs. 7,60,000/- (Rupees Seven

lakhs and sixty thousand) only, as detailed in the margin, towards purchase of furniture and equipments of 1200 new primary schools and the construction of 400 primary school building in backwards areas as mentioned in paragraph 1. The Director of Public Instruction, West Bengal, is hereby authorised to release the entire non-recurring grant during the current financial year in one or more instalments.

(i) Purchase of Furniture, equipment etc. for 1200 new Primary Schools @ Rs.300/- per school .... Rs. 3,60,000/-

(ii) Construction of building of 400 Primary Schools @ Rs. 1,000/- per school .. Rs. 4 00,000/-

Total Rs. 7,60,000/-

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. BVI(1)1379 dated the 22nd October, 1971.

The Accountant General, West Beng. is being informed.

Sd/- J. C. Sen Gupta.
Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপন।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা রাজ্যের সমগ্র গ্রামীণ

এলাকায় প্রবর্তিত হইয়াছে। এই রাজ্যে যে সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে, তাহা ৬-১১ বৎসরের বয়ঃসীমার বালক-বালিকাদের প্রয়োজনের অনুপাতে পর্যাপ্ত নহে। উপরন্তু এখনও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে সেই গ্রামাভ্যন্তরে অথবা তাহার একমাইল দূরবর্তী অঞ্চলেও কোন বিদ্যালয় নাই। এই বাস্তবতার কথা বিবেচনান্তে সরকার অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে নূতন ১২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, এবং তাহাদের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য ৩৬০০ অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। রাজ্যপাল এক্ষণে প্রীত হইয়া রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ১২০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের স্বীকৃতিদানের বিষয়টি অনুমোদন করিতেছেন। এই মঞ্জুরীর আদেশ ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী অথবা তৎপরবর্তী কালে কার্যকরী হইবে। ১৯৬৬ সনের 'নিরীক্ষা-বিবরণীতে' রাজ্যের প্রতিটি জেলার যে সমস্ত গ্রাম বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামীণ এলাকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চলে প্রথমেই নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। অতঃপর মোট ১২০০ সীমা-সংখ্যাভুক্ত এই নূতন বিদ্যালয়ের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেগুলি যথাক্রমে অন্যান্য বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামাঞ্চলে (বা বসতি এলাকায়) অথবা যে সমস্ত গ্রামের এক মাইলের মধ্যে কোন বিদ্যালয় নাই, এমন গ্রামীণ অঞ্চলে স্থাপন করিতে হইবে। আর যে সমস্ত গ্রাম অথবা জন-বসতি প্রাকৃতিক প্রতি-বন্ধকতায়—যেমন. নদী, খাল বা পাহাড় দ্বারা বিচ্ছিন্নপ্রায়,—সেই সকল গ্রামের দূরত্ব সোজা পথে অন্য গ্রাম হইতে এক মাইলের মধ্যে হইলেও, শিশুদের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের বিষয়ও সমভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বশেষে ৬ হইতে ১০ বছরের শিশু-জন-সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে বাড়তি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন,—সেই সব গ্রামে বা তাহাদের সান্নিকটবর্তী এক মাইল পরিধির দূরত্বে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিলেও তাহাদের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। বিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় সেইসব অঞ্চল-বিশেষকে প্রাধান্য দিতে হইবে, যেখানে দরিদ্র এবং অনগ্রসর অধিবাসী, বিশেষ করিয়া তপশীলী জাতি বা খণ্ড জাতিদের বসবাস। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করিতে হইবে এবং এক

মাইল পরিধির মধ্যে এমন স্থানে বিদ্যালয়টিকে স্থাপন করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা যেন একাধিক বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামের প্রয়োজন মিটিতে পারে। এই অনুমোদিত মোট সংখ্যক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ৪০০টি বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করিবেন।

(ক) অনগ্রসর যে গ্রামাঞ্চল দরিদ্র, বিশেষ করিয়া তপশীলী জাতি এবং খণ্ডজাতি ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীর দ্বারা অধ্যুষিত, সেই অনুন্নত অঞ্চলে যেন বিদ্যালয়টির স্থান নির্দিষ্ট হয়।

(খ) স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় জমি বিনামূল্যে দান করিতে হইবে।

(গ) যথাসম্ভব স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে যেন কায়িক শ্রম এবং নির্মাণোপকরণাদি পাওয়া যায়।

৩। এই ১২০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেক জেলার জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়-সংখ্যা এবং যতগুলি বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করিবেন, সেই বিদ্যালয়ের সংখ্যাও এতৎসংলগ্ন তালিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। জেলা শিক্ষা পর্ষদকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বিদ্যালয় স্থাপন, মঞ্জুরীদান এবং বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণকল্পে অর্থ সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার প্রাক্ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। যে বিদ্যালয়ের তালিকাটিকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা অনুমোদন করিতে চান সেই অনুমোদিত তালিকাটি জেলা শিক্ষা পর্ষদসমূহে প্রেরণ করিবার পূর্বে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৪। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ১লা জানুয়ারী, ১৯৭২ সাল বা তৎপরবর্তী কালে জেলা শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্ত ৩৬০০ জন শিক্ষক সম্পর্কে রাজ্যপালের মঞ্জুরী দেওয়া হইতেছে। এই শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মানুসারে ছাত্র সংখ্যার আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। যথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া (১) অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা, (২) তপশীলী এবং খণ্ডজাতীয় শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি জেলায় মোট সংখ্যক তপশিলী জাতি ও খণ্ড জাতীয় শিক্ষক-সংখ্যা যেন উক্ত শ্রেণীভুক্ত মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হয়।

৫। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে ন্যূনতম যোগ্যতা-সম্পন্ন সংগঠক-শিক্ষকগণকে ছাত্র-সংখ্যার ভিত্তিতে মঞ্জুরীকৃত বিদ্যালয়ে

নিয়োগের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পদাধিকারী (Teacherin-position) শিক্ষকগণ ন্যূনতম যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে, অনুমোদন-কালীন সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সংখ্যার আইনানুগ সমতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নিয়োগ করিতে হইবে। পদাধিকারী শিক্ষক বলিতে তাঁহাদের বোঝায়, যাঁহারা বিদ্যালয় স্থাপনের পরে, কিন্তু উহার অনুমোদনের-পূর্বে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে নিযুক্ত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সংগঠক-শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত হইবেন, যাঁহারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন হইতে সেই বিদ্যালয়ে কর্ম করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ের অনুমোদন-কালে যোগ্যতা-সম্পন্ন সংগঠক-শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পদাধিকারী শিক্ষকগণ পদপ্রার্থী হইবেন। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যদি তাঁহাদের সকলের নিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, সেই সব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই বিদ্যালয়ে চাকুরীর মেয়াদকালের দৈর্ঘ্যই নিয়োগ-পত্র দানের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাদ্বারা অগ্রজের চাকুরীই যথাযথভাবে রক্ষিত হইবে। আবার যে সব ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা শিক্ষক নিয়োগের যথার্থতা সমর্থন করে না, সেই সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় অনুমোদনকালে, যদি দুই বা ততোধিক সংগঠক অথবা পদাধিকারী-শিক্ষক পদপ্রার্থী হন, সেই সকল ক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়টিকে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে. যাহাতে যোগ্যতর/সর্বোত্তম ব্যক্তিই নির্বাচিত এবং নিযুক্ত হইতে পারেন। সকল পদাধিকারী-শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেই পূর্বাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন অবশ্যই লাভ করিতে হইবে।

চলতি আর্থিক বৎসরে তিন মাসের জন্য রাজ্যপাল পৌনঃপুনিক ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে যথাক্রমে শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতা, ৬¼% হারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের ভবিষ্যৎ নিধিতে প্রদেয় টাকা এবং প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য উপনিমিত্ত ব্যয় এবং মণিঅর্ডার কমিশন ইত্যাদি বাবদ মাসিক ২৫ টাকা হারে মোট ২২,০০,০০০৲ (বাইশ লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করিতেছেন।

প্রকৃত ব্যয়ের সহিত রদবদল করিবার শর্তাধীনে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা, পরিকল্পনাটিকে চালু রাখিবার নিমিত্ত তাহার পৌনঃপুনিক ব্যয়ভার বহন করে এই ব্যয় বরাদ্দের বিলি ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা পর্ষদের হেফাজতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অর্পণ করিবেন।

রাজ্যপাল প্রীত হইয়া অপৌনঃপুনিক ব্যয়বরাদ্দ স্বরূপ ৭,৬০,০০০ (সাত

লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মঞ্জুর করিতেছেন, যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ খরচের তালিকা যথাক্রমে ১২০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র এবং শিক্ষোপকরণ ক্রয় বাবদ এবং এই পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অনগ্রসর অঞ্চলে যে ৪০০টি বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ নিমিত্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ পার্শ্বে প্রদত্ত হইল। এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তাকে

১। আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ ১২০০ বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০ টাকা হিসাবে ...৩,৬০,০০০ টাকা	ঐ অপৌনঃপুনিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দ-কৃত অর্থ এক বা একাধিক দফায় মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হইল।
২। ৪০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ১,০০০ টাকা হিসাবে ৪,০০,০০০ টাকা	
মোট—৭,৬০,০০০ টাকা	

অর্থ বিভাগের অনুমতি লইয়া এই আদেশ জারী হইতেছে। ২২-১০-৭১ সনের তাঁহাদের আদেশনামা No. U. O. BVI (1) 1379 দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইতেছে।

স্বাঃ জে, সি, সেনগুপ্ত
শিক্ষা সচিব

To The District Inspector of Schoo's (Primary Education),

Sub: Submission of list of New Primary Schools and cases of organiser-teachers for approval by the Education Directorate.

The following instructions may kindly be followed in submitting cases of new schools for approval by this office.

1. The list may be drawn up in the following order of preference.

(A) For unschooled villages **as in** Survey Report.

(B) For unschooled villages **not in** Survey Report.

(C) For villages with natural barrier(s) although having schools within 1 mile.

(D) For villages with high population requiring additional schools.

2. If the lists contain schools under categories (B), (C) & (D) a certificate to the effect that there are no unschooled villages/habitations as per Survey Report 1966 or on the basis of scrutiny of applications received by the Board by 15. 6. 71 seeking recognition of organised primary schools **should be invariably furnished.**

3. Relevant extract of the recommendations of the Advisory Committee in respect of the schools should be enclosed.

4. The lists and connected papers should be submitted **in triplicate** in the prescribed proforma.

In sending up cases of approval of organiser-teachers/teachers in-position in the prescribed proforma along with the observations of the Advisory Committee the following instructions may be followed.

(1) List **in duplicate** in the order of the categories of schools and closely following the serial number of the schools in the lists should be submitted.

(2) The number of teachers shall not exceed the standard teacher-pupil ratio. Age, qualification and citizenship should be duly verified.

(3) Relevant extract of the recommendations of the Advisory Committee should be enclosed.

Sd/- S. N. Das,
for Director of Public Instruction,
West Bengal.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) সমীপে।

বিষয়: নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের তালিকা এবং সংগঠক-শিক্ষকগণের বিষয় শিক্ষা-অধিকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করণ।

এই অফিস কর্তৃক নূতন বিদ্যালয় সমূহ অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণীয় :—

(১) নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে তালিকা তৈরী করিতে হইবে :—

(ক) সেই সমস্ত বিদ্যালয়-বিহীন গ্রামের জন্য যাহাদের উল্লেখ (Survey Report) করা হইয়াছে।

(খ) সেই সমস্ত বিদ্যালয় বিহীন গ্রামের জন্য যাহাদের উল্লেখ (Survey Report) করা হয় নাই।

(গ) সেই সমস্ত গ্রামের জন্য যেখানে এক মাইলের মধ্যে বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও মাঝখানে প্রাকৃতিক বাধা রহিয়াছে।

(ঘ) সেই সমস্ত গ্রামের জন্য যেখানে ঘন জনবসতি জনিত অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের চাহিদা আছে।

(২) যদি উপরোক্ত তালিকাতে (খ), (গ) অথবা (ঘ) শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নাম থাকে, তবে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট তৎসঙ্গে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে যে, ১৯৬৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী যেখানে কোন বিদ্যালয়-বিহীন গ্রাম/অঞ্চল নাই অথবা ১৫ই জুন, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পর্ষৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য যে সকল আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়াছে। তৎসমুদয় যথারীতি পরীক্ষান্তেই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৩) বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে উপদেষ্টা সমিতির (Advisory Committee) সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার তৎসঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) নির্ধারিত নির্দেশানুযায়ী তিন প্রস্থ করিয়া তালিকা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

সংগঠক শিক্ষক/কর্মরত শিক্ষকগণের (Teachers-in-position)

অনুমোদনের জন্ত উপদেষ্টা সমিতির (Advisory Committee) মতামতসহ নির্ধারিত নিদর্শনানুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণকালে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিতে হইবে :—

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় অনুসারে এবং শ্রেণীভুক্ত বিদ্যালয়গুলির ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করিয়া দুই প্রস্ত দিতে হইবে।

(খ) নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী প্রাপ্য সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা হইবে না। প্রত্যেকের বয়স, গুণাবলী এবং নাগরিকত্ব যথাযথভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(গ) উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

স্বা: এস্. এন্. দাস
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Proposal for starting 125 new Primary Schools in Calcutta and other Municipal areas.

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the number of primary schools in Calcutta and other Municipal areas of the State is inadequate to meet the requirement of the children of the age group 6-11 years. It has accordingly, been decided to open or grant recognition to 125 (One hundred and twentyfive) new primary schools (Classes I-IV) in Calcutta and other municipal areas of the State for the present.

2. The Governor is now pleased to sanction establishment of or granting recognition to 125 (One hundred and

twentyfive) new primary schools (Clases I to IV), 60 schools in Calcutta and other Calcutta Metropolitan District (Urban) areas and 65 schools in other municipal areas (non-Calcutta Metropolitan District) with effect from the 1st January, 1973 or any subsequent date. No tution fee will be charged from the students of these primary schools which will be run as non-Government institutions. These schools should be located, as near as possible, in slum and bustee areas inhabited mostly by economically backward people or by people belonging to the scheduled caste and tribes and especially in the wards of the Corporation / Municipality where there are no primary schools at present. The quota allotted for each Municipality Corporation of the districts out of the total number of 125 new primary schools as indicated in the Annexure. Approval of the Education Department may be taken before granting recognition to these schools.

3. Sanction of the Governor is also accorded to the appointment of 500 (five hundred) teachers in these primary schools with effect from 1st January, 1973 or subsequent dates with the approval of Government. The appointment of teachers should be regulated by the principles prescribed in Government Order No. 1137-Edn.(P) dated the 23rd November, 1970 read with Government Order No. 1176-Edn. (P) dated the 1st December, 1971 and Memo No. 1176-Edn. (P) dated the 25th August, 1972. The teachers appointed in these schools will receive pay and allowances and other benifits as sanctioned by Government from time to time for such class of teachers.

4. Sanction of the Governor is now accorded to the placing, during the current financial year, of an allotment of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lakhs) only at the disposal of the Director of Public Instruction, West Bengal for meeting the recurring cost towards teacher's pay and allowances, their P. F. contribution @ 6¼%, M. O. Commission, contingency including library books @ Rs. 25/- per school. House rent may also be allowed in certain cases at the rate not exceeding Rs. 400/- per month per school in Calcutta and Howrah and Rs. 200/- per month per school in other municipal areas, subject to production of 'Fair rent Certificate' from competent authority.

5. The Governor is further pleased to sanction a non-recurring expenditure not exceeding Rs. 37,500/- (Rupees Thirtyseven thousand and five hundred) only towards purchase of furniture, equipment, teaching appliances etc. @ Rs. 300/- (Rupees three hundred) only per school for 125 new primary schools. The Director of Public Instruction, West Bengal is authorised to release the amount as and when required.

6. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. BVI(1)/857 dated the 30th May, 1972.

7. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy
Deputy Secretary

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: কলিকাতা এবং অন্যান্য পৌর এলাকায় ১২৫টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।

১। নিম্নস্বাক্ষরকারী রাজ্যপালের আদেশানুসারে জানাইতেছেন যে, এই রাজ্যের কলিকাতা এবং অন্যান্য পৌর এলাকায় যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে, তাহা ৬-১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তদনুসারে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বর্তমান প্রয়োজনানুসারে কলিকাতা এবং অন্যান্য পৌর অঞ্চলের জন্য ১২৫টি (একশত পঁচিশটি) নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীবিশিষ্ট) স্থাপন এবং তাহাদের স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। রাজ্যপাল প্রীত হইয়া (১৯৭৩ সনের ১লা জানুয়ারী বা তৎপরবর্তী সময়ে কার্যকরী হইবে এমন) ১২৫টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাহাদের স্বীকৃতিদানের বিষয়টি অনুমোদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬০টি বিদ্যালয় কলিকাতা এবং কলিকাতা মহানগরী সংলগ্ন জেলায় শহরাঞ্চলে এবং ৬৫টি বিদ্যালয় অন্যান্য (Non-Calcutta Metropolitan District) পৌর এলাকায় স্থাপিত হইবে। এই সমস্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন আদায় করা যাইবে না। যতদূর সম্ভব এই বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্দিষ্ট হইবে এরূপ বস্তি অঞ্চলের অতি সন্নিকটে, যে স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীদের অর্থনৈতিক মান খুব নিম্ন,—অথবা যাহা তপশীলী জাতি এবং উপজাতীয় বাসিন্দাদের দ্বারা অধ্যুষিত এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা পৌর সংস্থার অন্তর্গত যে অঞ্চলে বর্তমানে একটিও প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। এই মোট ১২৫টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেক জেলার কোন্ কোন্ পৌর সংস্থার এলাকা অন্তর্গত অঞ্চলের জন্য কয়টি বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার তালিকা সংশ্লিষ্ট ক্রোড়পত্রে দেওয়া আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতিদানের পূর্বে শিক্ষা বিভাগের নিকট হইতে যথাযথ অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

৩। সরকারের অনুমোদনক্রমে রাজ্যপাল এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে, ৫০০ (পাঁচশত) শিক্ষক নিয়োগের বিধিব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা ১৯৭৩ সনের ১লা জানুয়ারী বা তৎপরবর্তীকাল হইতে কার্যকরী হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাদি সরকার প্রবর্তিত ২২শে নভেম্বর ১৯৭০ সনের 1137 Edn.(P) নং আদেশনামা তৎপরবর্তী দুটি আদেশনামার যথাক্রমে ১লা ডিসেম্বর ১৯৭১-এর 1176-Edu. (P) এবং ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭২ সনের 1176-Edn. (P) নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা যথাক্রমে বেতন, ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি যাহা এই শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য সময় সময়ে মঞ্জুর করিবেন তাহাও ভোগ করিবেন।

৪। রাজ্যপাল চলতি আর্থিক বছরে পৌনঃপুনিক ব্যয় হেতু মঞ্জুরীকৃত দুই লক্ষ টাকা শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা, শতকরা ৬¼% হারে 'ভবিষ্য-নিধি' প্রতি প্রদেয়, মণিঅর্ডার কমিশন এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় ও উপনিমিত্ত ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহকল্পে বিদ্যালয়-প্রতি মাসিক ২৫ টাকা হারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার হেফাজতে এই অর্থ অর্পণ করিতেছেন। কতিপয় ক্ষেত্রবিশেষে কলিকাতা এবং হাওড়া জেলায় বিদ্যালয়-গৃহের জন্য মাসিক ভাড়া বাবদ ন্যূনাধিক ৪০০ টাকা এবং অন্যানা পৌর এলাকায় জন্য মাসিক ২০০ টাকা পর্যন্ত—উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত 'ফেয়ার রেন্ট সার্টিফিকেট' প্রদর্শন সাপেক্ষে—ধার্য করা যাইবে।

৫। অধিকন্তু রাজ্যপাল প্রীত হইয়া ৩৭,৫০০ টাকা (সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা) যথাক্রমে আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণ ক্রয় বাবদ বিদ্যালয় পিছু ৩০০ টাকা হিসাবে ১২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করিতেছেন। যখন যেমন প্রয়োজন হইবে ঐ টাকা ব্যয় করার দায়ভার পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার উপর ন্যস্ত করা হইতেছে।

৭। অর্থ বিভাগের অনুমতি লইয়া এই আদেশজারী হইতেছে। এতদ্‌সম্পর্কে ৩০শে মে ১৯৭২ সনের তাঁহাদের আদেশনামা U. O. No. BV(1)/857 দ্রষ্টব্য।

৮। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইতেছে।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
CHAPTER II

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ, বেতনক্রম, ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য ডেপুটেশন

APPOINTMENT, PAY-SCALES, LEAVE AND DEPUTATION TO TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বিপুল, তাহাতে শ্রেণীভেদ অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ, তাহাদের গুণানুযায়ী বেতনক্রম ইত্যাদির নিয়মাবলীও তেমন বিভিন্ন ও বিচিত্র। বিভিন্ন কারণে এই সকল আইন নিত্য নূতন রচিত, বা অংশতঃ পরিবর্তিত বা মূলতঃ পরিবর্ধিত হইতেছে বলিয়াই ইহারা এত বৈচিত্র্যময়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের বিধিবদ্ধ আইন হইতে ধারাবাহিক ভাবে নানা সরকারী সার্কুলার, ইস্তাহার ইত্যাদি এখানে এমনভাবে সংকলিত হইয়াছে যেন একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের ধারা ও সর্বশেষ পরিবর্তিত রূপটি মোটামুটি ধরা পড়ে।]

Extract of Bengal Primary (Rural) Education Act. 1930.

[Rules under Sections 66(1) and 66(2)(p) to provide for the conditions of appointment of teachers in primary schools maintained by District School Boards as well as the fixation and payment of their salaries referred to in Clause (g) of Sub-section (1) of Section 23.]

বঙ্গীয় প্রাথমিক (গ্রামীণ) শিক্ষা আইন, ১৯৩০

[৬৬ ধারার উপধারা (১) এবং (২) এর (p) বিধি অনুসারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং ২৩ নং ধারার উপধারার (১)-এর (g) বিধি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্থিরীকরণ ও প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী।]

G. O. No. 1493-Edn.
25th July, 1940.

1. Rule substituted with G. O. No. 196-Edn. (P) dated 28. 4. 69.

[For details see Page 58-63 of this Chapter]

2. Rule substituted with G. O. No. 975-Edn. (P) dated 26. 10. 71.

[For details see Page 83-92 of this Chapter .]

3. A Board shall appoint teachers out of the list of qualified teachers to be maintained by it. No names shall be included in this list except on the recommendation of the District Inspector of Schools. Each Sub-Inspector of Schools, shall receive applications from qualified teachers desirous of serving in primary schools maintained by the Board within the area under the jurisdiction of such Sub-Inspector and shall forward the application to the District Inspector of Schools, who shall then submit them to the Board with such recommendation as he may desire to make. The list to be maintained by the Board under this rule shall show separately the names of qualified teachers from each such area finally approved by it.

3(a). Rule deleted with G. O. No. 196-Edn. (P) dated 28. 4. 69.

3(b). that he is in good health and free from any physical or mental defect likely to interfere with the efficient performance of his duty and produces a certificate to this effect from a registered medical practitioner at the time of his confirmation.

(Amended by notification No. 2003-Edn. dated the 4th May, 1930).

4. Rule substituted with G. O. No, 196-Edn. (P) dated 28. 4. 69.

[For details see Page 58-63 of this Chapter.]

A teacher appointed by the Board may be in service

upto the age of 60 (sixty) years, but the Board may, if it thinks fit, grant re-employment to a teacher on year to year basis upto the age of 65 (sixtyfive) years, provided the teacher continues to be physically fit and mentally alert.

(Substituted vide G. O. No. 4666-Edn. (G) dated 31st July, 1965)

5. Rule substituted with G. O. No. 666-F dated 1.3.71.

[For details see Page 147-159 of this Chapter]

6. The salaries of the teachers shall be paid monthly.

7. No appointment or transfer of teachers shall be made by the Board except after considering a report of the District Inspector of Schools.

8. & 9. Rule substituted with G. O. No. 681-Edn. (P) dated 7. 11. 66.

[For details see Page 182 190 of this Chapter.]

10. A teacher continuously on leave for more than twelve months shall be deemed to be no longer in service.

Explanation—A teacher's deputation to attend a training course shall not be deemed to be absence under this rule.

11. The Sub-Inspector of Schools shall be the authority for sanctioning casual leave to teachers in Primary Schools maintained by the Board in the district. The Board shall, after considering the recommendation of the District Inspector of Schools. sanction other kinds of leave to such teachers, and make acting arrangements in their places.

11(a). Quarantine leave is a leave of absence from duty necessitated by orders not to attend school in consequence

of the presence of infectious diseases in the family or household of a teacher in a primary school maintained by the Board. Such leave may be granted by the Board on the certificate of a Medical or Public Health Officer for a period not exceeding 21 days or, in exceptional circumstances, 30 days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of this period shall be treated as ordinary leave. Qurantine leave may also be granted when necessary in continuation of other leave, subject to the above maximum. No substitute shall ordinarily be appointed in place of teacher absent on quarantine leave. The Board may sanction a substitute for such absentee whose duties cannot be arranged for otherwise. The teacher on quarantine leave shall not be treated as absent from duty and his pay is not intermitted.

(Amended by notification No. 5837-Edn. dated, the 22nd July 1953.)

11(b). Leave cannot be claimed as matter of right. When the exigencies of circumstances so require, the discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the authority empowered to grant it.

(Inserted with G. O. No. 681-Edn. (P) dated 7.11.66.).

12. No teacher shall be punished, dismissed, discharged, rewarded or promoted by the Board without a previous report on his or her work from the District Inspector of Schools or the Female Inspecting Officer-in-charge of the area within which the primary school is situated, as the case may be.

13. An appeal shall lie in respect of any order passed under rule 12 punishing, dismissing or discharging a

teacher to the Director of Public Instruction or to any Officer subordinate to him being above the rank of a District Inspector of Schools to whom he may delegate his powers in this behalf, if made within sixty days of such order, and his decision shall be final.

G. O. No. 1493-Edn.
25th July, 1940.

১। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের সরকারী আদেশনামা No. 196-Edn. (P) অনুসারে নিয়মটি পরিবর্তিত।

[উপরোক্ত পরিবর্তিত নিয়মটি জন্য এই পরিচ্ছেদের ৫৮–৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

২। ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখের সরকারী আদেশনামা No. 975-Edn. (P) অনুসারে নিয়মটি পরিবর্তিত।

[উপরোক্ত পরিবর্তিত নিয়মটির জন্য এই পরিচ্ছেদের ৮৩-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৩। উপযুক্ত শিক্ষকদের যে তালিকা পর্ষদের কাছে থাকিবে তাহা হইতেই শিক্ষকদের নিযুক্ত করিতে হইবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সুপারিশ ব্যতীত কাহারও নাম তালিকাভুক্ত করা চলিবে না। সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ তাঁহাদের এলাকাস্থিত বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্ম করিতে ইচ্ছুক এমন উপযুক্ত শিক্ষকদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বরাবর উহা পাঠাইয়া দিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে দরখাস্তসমূহের উপর তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া পর্ষদের সমীপে উপস্থাপিত করিবেন। এই নিয়মানুসারে পর্ষদকে প্রত্যেক এলাকার উপযুক্ত শিক্ষকদের নাম পৃথক পৃথকভাবে তালিকাতে প্রদর্শিত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়া সংরক্ষিত করিতে হইবে।

৩ (ক)। ২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং 196-Edn. (P) অনুসারে নিয়মটি পরিত্যক্ত।

৩ (খ)। তাঁহাকে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে এবং তাঁহার এমন কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাধি থাকিবে না যাহা তাঁহার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাপন করিবার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ হয় এবং চাকুরী পাকা হইবার

সময় তাঁহাকে নিবন্ধীভুক্ত চিকিৎসকের নিকট হইতে এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

(৪ঠা মে ১৯৫০ তারিখের সরকারী আদেশনামা No. 2003-Edn. অনুসারে সংশোধিত)।

৪। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের সরকারী আদেশনামা No. 196-End. (P) মোতাবেক নিয়মটি পরিবর্তিত।

[উপরোক্ত পরিবর্তিত নিয়মটির জন্য এই পরিচ্ছেদের ৫৮-৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পর্ষদের অধীনে একজন শিক্ষক ৬০ বৎসর কাল চাকুরী করিতে পারিবেন। উহার পরও যদি শিক্ষক দৈহিক ও মানসিক দিক হইতে সক্ষম ও সজাগ থাকেন তবে ইচ্ছা করিলে পর্ষৎ তাহাকে ৬৫ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত এক এক বৎসর করিয়া চাকুরীর মেয়াদ বাড়াইয়া যাইতে পারে।

(৩১শে জুলাই, ১৯৬৫ তারিখে সরকারী আদেশনামা No. 4666-Edn. (G) অনুযায়ী সন্নিবেশিত।)

৫। ১লা মার্চ ১৯৭১ সনের সরকারী আদেশনামা No. 666-F অনুসারে পরিবর্তিত।

[পরিবর্তিত নিয়মটির জন্য এই পরিচ্ছেদের ১৪৭-১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৬। শিক্ষকদের বেতনাদি মাসে মাসে প্রদান করিতে হইবে।

৭। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রতিবেদন ব্যতীত কোন শিক্ষককে পর্ষৎ নিয়োগ বা বদলী করিতে পারিবে না।

৮ ও ৯। ৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ সনের সরকারী আদেশনামা No. 681-Edn. (P) অনুযায়ী পরিবর্তিত।

[পরিবর্তিত নিয়মটির জন্য এই পরিচ্ছেদের ১৮২-১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

১০। কোন শিক্ষক এক নাগাড়ে ১২ মাসের অধিককাল ছুটিতে থাকিলে তিনি চাকুরীরত নহেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা—উপরে বর্ণিত ছুটি ডেপুটেশনে প্রশিক্ষণ লইবার জন্য হইলে এই নিয়মানুসারে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

১১। কোন জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নৈমিত্তিক ছুটি সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন। পর্ষৎ শিক্ষকদের অন্যান্য শ্রেণীর ছুটি মঞ্জুর করা এবং সেখানে ছুটির মধ্যে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিবে।

১১(ক)। Quarantine leave কার্যক্ষেত্র হইতে একটি বিশেষ ধরণের অনুপস্থিতি। যখন পর্ষদের পরিচালনাধীনে কোন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিবারে বা গৃহে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হয় তাহা হইলে বিদ্যালয়ে না আসিবার জন্য এই আদেশ প্রযোজ্য। কোন চিকিৎসকের বা জনস্বাস্থ্য আধিকারিকের (Public Health Officer) সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ২১ দিন পর্যন্ত বা বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০ দিন পর্যন্ত ছুটি পর্ষদ মঞ্জুর করিতে পারে। Quarantine বিধায় উপরোক্ত সময়সীমার পরেও ছুটির প্রয়োজন হইলে যে ছুটি পাওয়া যাইবে তাহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ছুটির সঙ্গেও Quarantine leave উপরোক্ত সীমারেখা পর্যন্ত মঞ্জুর করা যাইবে। Quarantine leave বিধায় অনুপস্থিত কোন শিক্ষকের স্থানে সাধারণতঃ কাহাকেও বদলিতে নিয়োগ করা যাইবে না। অবশ্য অনুপস্থিত শিক্ষকের কাজ কোনমতেই বাঁটোয়ারা করা না গেলে পর্ষদ একজনকে বদলি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারে। Quarantine leave উপভোগকালে কোন শিক্ষককে কার্য হইতে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা চলিবে না এবং তাঁহার বেতনাদি বন্ধ হইবে না।

(২২শে জুলাই, ১৯৫৩ সনের সরকারী আদেশনামা No. 5837-Edn. অনুসারে সংশোধিত)

১১(খ)। ছুটি একটি অধিকার হিসাবে দাবী করা যাইবে না। যদি তেমন প্রয়োজন ঘটে, কোন ছুটি নাকচ করার বা কোন প্রকার মঞ্জুরীকৃত ছুটিও বাতিল করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

(৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ তারিখের No. 681-Edn. (P) সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী সন্নিবেশিত)

১২। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রতিবেদন ব্যতীত পর্ষদ কোন শিক্ষককে শাস্তি দিতে, ছাঁটাই বা বরখাস্ত করিতে, পুরস্কৃত বা পদোন্নতি করিতে পারিবে না। মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার ভারপ্রাপ্তা মহিলা পরিদর্শিকার প্রতিবেদন থাকা চাই।

১৩। উপরোক্ত ১২ নং নিয়মে কোন শিক্ষক দণ্ডিত, ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হইলে উক্ত আদেশের ৬০ দিনের মধ্যে তিনি শিক্ষা অধিকর্তা বা

শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক মনোনীত, নিম্নতম অথচ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অপেক্ষা উচ্চপদের আধিকারিকের নিকট আপীল করিতে পারেন। তাঁহার বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নিয়োগ (Appointment)

D. P. I. No. 9139(12)G.
9th June, 1953.

To The Secretaries, District School Boards.

It has been decided that in traditional type of Primary Schools (i. e. the ordinary primary schools with four classes) under the District School Boards, there should ordinarily be three teachers where the roll-strength is near about 135 and the pupils in Class I receive instructions early in the school hours separately for a period not exceeding two hours after which they may either disperse or play games in the school premises.

The above programme may please be followed.

Sd/- S. N. Mazumder
Director of Public Instruction,

D. P. I. No. 9139 (12) G.
9th June, 1953

জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সচিববৃন্দ সমীপে।

ইহা স্থির হইয়াছে যে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীন মামুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (অর্থাৎ চারি শ্রেণীবিশিষ্ট সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়) সাধারণতঃ যেখানে ছাত্রসংখ্যা ১৩৫-এর কাছাকাছি সেখানে তিন জন শিক্ষক থাকিবেন এবং প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণকে পৃথকভাবে বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে

দুই ঘণ্টার মত শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহার পর তাহারা চলিয়া যাইতে পারিবে অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলাধুলা করিতে পারিবে।

উপরিলিখিত কার্যধারা যেন অনুগ্রহপূর্বক অনুসৃত হয়।

স্বাঃ এস, এন, মজুমদার
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To The District Inspector of Schools, Calcutta.

Sub : High School Examination Certificate granted by the Central Board of Higher Education, New Delhi—Equivalence of the—

With reference to his letter No. 523/H dated 6th July, 1954 on the aforesaid subject, it is stated as follows :—

The Central Board of Higher Education, New Delhi is not recognised by the Ministry of Education Government of India. The High School Examination Certificate granted by it may not, therefore, be regarded as valid and equivalent to the School Final Certificate of the Board of Secondary Education, West Bengal.

Sd/- S. C. Roy.
Director of Public Instruction,

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলিকাতা সমীপে।

বিষয় : নয়া দিল্লীর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ হায়ার এডুকেশন কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট-এর সমতুল্যতা।

উপরিলিখিত বিষয় সম্পর্কিত ৬ই জুলাই. ১৯৬৪ তারিখের তাঁহার 523/B সংখ্যক পত্রের সূত্রানুসারে ইহা বলা যাইতেছে যে,—

নয়া দিল্লীর সেণ্ট্রাল বোর্ড অফ্ হায়ার এডুকেশন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থা নহে। অতএব তাহাদের প্রদত্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট বৈধ নহে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেটের সমতুল্যও নহে।

স্বাঃ এস, সি, রায়
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To Sm. Sati Rani Banerjee,
17. Bejoy Basu Road, Calcutta-25.

Sub : Recognition of 'Vidya Vinodini' Examination as equivalent to School Final Examination for the purpose of employment under the State Government.

Madam,

I am directed to refer to this Department letter No. 2465-Edn. (G) dated the 14th July, 1964 on the above subject and to say that the Government of West Bengal regrets their inability to recognise the 'Vidya Vinodini' Examination conducted by Prayag Mahila Vidyapitha, Allahabad as equivalent to School Final Examination for the purpose of employment under the Government of West Bengal.

Yours faithfully,
Sd/- A. K. Ray,
Assistant Secretary.

শ্রীমতী সতীরাণী ব্যানার্জী সমীপে।

১৭, বিজয় বসু রোড, কলিকাতা-২৫।

বিষয় : রাজ্যসরকারের অধীনে চাকুরীর উদ্দেশ্যে 'বিদ্যা-বিনোদিনী' পরীক্ষাকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সমতুল্য বলিয়া স্বীকৃতিদান।

মহাশয়া,

উপলিখিত বিষয় সম্পর্কিত জুলাই, ১৯৬৪ তারিখের এই বিভাগীয় মেমো নং 2465-Edn.(G) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি ইহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুঃখিত যে, এই সরকারের অধীনে চাকুরীদানের ব্যাপারে প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠ, এলাহাবাদ কর্তৃক পরিচালিত 'বিদ্যা-বিনোদিনী' পরীক্ষাকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সমতুল্য জ্ঞান করা যায় না।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

স্বাঃ এ. কে. রায়

সহ-সচিব

To The Director of Public Instruction,

Sub : Question of treating non-Matric V. M. passed Primary teachers as 'A' category teachers.

Ref : His U. O. No. 12, dated 14. 1. 1965.

The undersigned is directed, in order of the Governor, to say that the Governor has been pleased to indicate that non-Matric V. M. passed teachers of primary Schools may be treated as 'A' category teachers with effect from the 1st September, 1965.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. B. V./3729, dated the 28th September, 1963.

Sd/- S. K. Lahiri.
Deputy Secretary.

G. O. No. 5974-Edn. (G)
13th October, 1865

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কিন্তু ভি. এম্ (V. M.) পাশ প্রাথমিক শিক্ষকদের 'ক' শ্রেণীর শিক্ষকরূপে গণ্য করিবার প্রশ্ন।

সূত্র: ১৪. ১. ৬৫ তারিখের তাঁহার U. O. নং 12।

রাজ্যপালের নির্দেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, কিন্তু ভি, এম, (V. M.) পাশ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'ক' শ্রেণীর শিক্ষকরূপে গণ্য হইবেন।

অর্থ বিভাগের ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখের U. O. নং B. V./3729 অনুসারে প্রাপ্ত অনুমতি অনুযায়ী এই আদেশ জারী করা হইল।

স্বা: এস্. কে. লাহিড়ী
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Teacher-pupil ratio in Junior Basic Schools.

Ref : His letter No. 4079-Sc/P(II) dated 12. 11. 66.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that in terms of Government order No. 3559-Edn.(D) dated the 15th September, 1961 it was laid down that a

Junior Basic School should not have an enrolment above 180 pupils and there should not be more than 5 teachers excluding the school-mother.

It now appears that enrolment in Jr. Basic Schools has been increasing day by day and in some schools the limit of 180 has already exceeded.

The Governor is now pleased, on due consideration, of the efficiency of teaching in these schcols to order that henceforth the usual teacher-pupil ratio of one: forty (1 : 40) may be maintained also in the Jr. Basic Schools but including the school-mother for the purpose of this calculation in partial relaxation of para 3 of the Government Order referred to above.

If, however, in any school, double shift arrangement is possible the services of the existing Basic Trained Teachers of the school should be utilised at an a additional remmuneration of Rs. 50/- per month each.

Sd/- A. K. Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত।

সূত্র: ১২ই নভেম্বর, ১৯৬৬ তারিখের তাহার 4079-Sc/P (II) সংখ্যক পত্র।

রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ তারিখের 3569-Edn. (P) সংখ্যক আদেশনামায় ইহা বিধিবদ্ধ আছে যে কোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে

১৮০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকিবে না এবং তাহাতে গুরু-মা ব্যতীত পাঁচজনের বেশী শিক্ষক থাকিবেন না।

এখন দেখা যাইতেছে যে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে ইহা উর্দ্ধ-সীমা ১৮০কে ইতিমধ্যেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মানের বিষয় বিবেচনা করিয়া রাজ্যপাল এখন প্রীত হইয়া এই আদেশ দিতেছেন যে এখন হইতে উপরোক্ত সরকারী আদেশের ৩নং অনুচ্ছেদটি কিঞ্চিৎ শিথিল করা হইল। এখন হইতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যথারীতি ৪০ : ১ থাকিবে, তবে ঐ হিসাবের নিমিত্ত গুরু-মাকেও গণনার মধ্যে ধরিতে হইবে।

যদি অবশ্য কোন বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় দফায় বিদ্যালয় চালানো সম্ভব হয়, তবে মাসিক অতিরিক্ত ৫০ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিকে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকগণকেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

স্বা: এ. কে. রায়
উপ-সচিব

NOTIFICATION

The Governor is pleased hereby to make, the following amendments in the rules published with this department notification No. 1498-Edn. dated, the 25th July, 1940, as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules), namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) for rule 1, Substitute the following rule, namely :—

"1. (1) A primary school maintained by the Board shall ordinarily have one teacher for every forty pupils or

part thereof not being less than twenty and a second teacher may be admissible when the roll-strength exceeds fortyfive only :

Provided that in a hilly, forested or other thinly populated area, a primary school may, with the approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, be opened with one teacher for fifteen pupils.

(2) No post of a teacher under sub-rule (1) shall be created in a particular school without the recommendation of the District Inspector of Schools. But if by such creation of additional post, the total sanctioned strength of teachers of the Board is exceeded, the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, shall also be obtained.

(3) A school-mother may be appointed in lieu of a teacher admissible under sub-rule (1) if there be class I and/or class II in the school.

(4) A school-mother referred to in sub-rule (3) shall possess the following minimum qualification, namely :—

(a) She must have passed class VIII annual (promotion) examination of a recognised secondary school ;

(b) She must have passed the School-Mothers' Training Examination held or recognised by the Director of Public Instruction, West Bengal, on completion of a course of School-Mothers' Training in a recognised training institute.

(5) The minimum qualification specified in clause (a) of sub-rule (4) may not apply to a school-mother already in service whose appointment has been approved by the Director of Public Instruction, West Bengal.

(6) The duties and function of a school-mother shall be such as may be laid down by the Director of Public Instruction, West Bengal, from time to time.

(7) The pay scales, allowances and other conditions of service of school-mother shall be such as may be laid down by the State Government from time to time."

(2) * * * *

(3) Delete rule 3A ; and

(4) for rule 4, substitute the following rule, namely :

"4. (1) A teacher may be confirmed in a permanent post after a continuous and satisfactory service for two years, provided he is in good health and free from any physical or mental defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

(2) A report about the work of the teacher other than the Head Teacher be sent by the Head Teacher through the Sub-Inspector of Schools concerned who shall forward the same with his comments to the Secretary of the District School Board as early as possible and in the case of a Head Teacher, such report shall be sent by the Sub-Inspector of Schools concerned unless otherwise directed by the District Inspector of Schools.

(3) On confirmation, each teacher's service shall be recorded with particulars in a Service Book."

Explanation—For the purpose of this rule and rule (2), 'Sub-Inspector of Schools' includes 'Deputy Assistant Inspector of Schools.'

By Order of the Governor,
Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary

G. O. No. 196-Edn. (P)
28th April, 1959.

২৫শে, জুলাই ১৯৪০ তারিখের 1598-Edn. নং আদেশে (পরবর্তীকালে নানাভাবে সংশোধিত) রাজ্যপাল নিম্নলিখিত সংশোধন সাধন করিতেছেন, যথা :—

সংশোধনাবলী

উপরোক্ত নিয়মাবলীর

(১) ১নং নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মটি গ্রহণ করিতে হইবে :

"১(১) পর্ষং কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ প্রত্যেক ৪০টি ছাত্রের জন্য অথবা তাহার চেয়ে ন্যূন কিন্তু ২০ জন ছাত্রের কম নহে—একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইবে এবং যদি ছাত্রসংখ্যা ৪৫এর উর্দ্ধে হয়, তবে একজন দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে পার্বত্য অঞ্চল, বনাঞ্চল কিংবা বসতি-বিরল অঞ্চলে শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি লইয়া ১২ জন ছাত্র পাইলেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(২) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত ১নং উপধারা অনুযায়ী কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা যাইবে না।

কিন্তু যদি এই প্রকার অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করার ফলে পর্ষদের বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক সংখ্যা ছাড়াইয়া যায় তবে পূর্বাহ্ণেই শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপরোক্ত ১নং উপধারা অনুযায়ী সৃষ্ট শিক্ষকের পদের পরিবর্তে একজন গুরু-মা নিযুক্ত করা যাইতে পারে, যদি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী এবং/অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে।

(৪) উপরিলিখিত ৩নং উপধারার নিযুক্ত গুরু-মা'র অন্ততঃ নিম্নলিখিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই :

(ক) তিনি যেন একটি অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

(খ) শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক পরিচালিত বা অনুমোদিত কোন 'গুরু-মা শিক্ষণকেন্দ্র' হইতে তাঁহার যথারীতি উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

(৫) উপরোক্ত ৪-এর (ক) উপধারাতে যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে উহা যে সকল গুরু-মা ইতিপূর্বেই কার্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের নিযুক্তি শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত হইয়াছে তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য নহে।

(৬) শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক সময় সময় লিপিবদ্ধ নির্দেশ অনুসারে গুরু-মা'র কর্তব্য এবং কার্যধারা স্থিরীকৃত হইবে।

(৭) একজন গুরু-মা'র বেতনের হার, তাঁহার প্রাপ্য ভাতা এবং অন্যান্য শর্তসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক সময় সময় জারী করা আদেশ অনুসারে পরিচালিত হইবে।"

*   *   *

(৩) ৩(ক) নিয়মটি পরিত্যক্ত হইল, এবং

(৪) ৪নং ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা গ্রহণ করিতে হইবে : যথা :—

"৪(১) যদি কোন শিক্ষকের শরীর সুস্থ থাকে, এবং তিনি যদি এমন কোনও দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত না হন যদ্দ্বারা তাঁহার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অন্তরায় হয়, তবে একাদিক্রমে দুই বৎসর একটি স্থায়ী পদে কার্য করিবার পর তাঁহাকে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(২) প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষকগণের কার্যধারা সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের বরাবরে তাঁহার মন্তব্য পাঠাইবেন। তখন তিনি আপন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের পৃথক নির্দেশ না থাকিলে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকই প্রধান শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) চাকুরীতে স্থায়ীকরণ হইলে প্রত্যেক শিক্ষকের কার্যধারা স্ব স্ব কার্য-বিবরণী বহিতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—এই আইনে এবং নিয়ম (2)-তে যেখানে যেখানে 'অবর

বিদ্যালয় পরিদর্শক' কথাটি আছে সেখানে তাহার আওতায় "উপ-সহ বিদ্যালয় পরিদর্শক'কেও ধরিতে হইবে।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বা: এ. কে. রায়
উপ-সচিব,

To The Director of Public Instruction.

Sub: Recruitment and confirmation rules for the teachers under District School Board—Application of—to Schools in Urban areas.

The undersigned is directed to state that the rules laid down in this Department Notification No. 196-Edn. (P) dated the 28th April, 1969 on the above subject are applicable *mutatis-mutandis* to all aided/recognised Primary (including Junior Basic) Schools under private management and to the Government Sponsored Free Primary Schools in Calcutta/other Urban and rural areas, excepting those under the management of Calcutta Corporation or other local bodies.

These rules will also be applicable as far as possible to the Schools under the management of those municipalities which are receiving grant from the Education Department and in particular of those municipalities where Free and Compulsory Primary Education has been introduced under the provisions of the West Bengal Urban Primary Education Act, 1963.

Sd/- A. Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীন শিক্ষকদের জন্য নিয়োগ এবং স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী—শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়-সমূহের ক্ষেত্রেও প্রয়োগবিধি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে গত ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের 196-Edn. (P) আদেশনামায় বর্ণিত উপরিলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে কলিকাতা বা অন্যান্য শহরাঞ্চলস্থিত অথবা গ্রামাঞ্চলস্থিত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল সাহায্যপ্রাপ্ত/অনুমোদিত প্রাথমিক (এবং নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে এবং G. S. F. P. বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। তবে যে সকল বিদ্যায়তন কলিকাতা পৌর নিগম অথবা অন্য কোন স্থানীয় সংস্থার অধীন সেগুলি ইহার আওতায় পড়িবে না।

যে সমস্ত পৌর সংস্থা শিক্ষা বিভাগ হইতে অনুদান লাভ করে এবং বিশেষত: পশ্চিমবঙ্গীয় (শহরাঞ্চল) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩ অনুযায়ী সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যে সকল পৌর এলাকায় চালু হইয়াছে তাহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহেও এই সকল নিয়মাবলী যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

স্বা: এ. রায়
উপ-সচিব।

To The District Inspector of Schools.

Sub : Review of the position of the teaching-staff of each and every Primary School under the District School Board in the light of the rules.

framed and notified in Govt. Notification No. 196-Edn.(P) dated 28. 4. 69—Submission of a proposal for sanction of fresh quota of additional teachers, if required, for Primary Schools under the District School Board.

He is aware that in Govt. Notification No. 196-Edn.(P) dated 28. 4. 69, new rules for appointment of teachers in Primary Schools have been notified and the previous yard-stick for ascertaining the number of admissible teachers in a Primary School has been slightly changed in that notification. It is, therefore, necessary to review the position of the teaching staff of each and every primary school under his Board in the light of the above notification and to see if additional teachers are necessary for his district or there are surplus teachers. He is, therefore, required to submit to this Directorate a statement in the following form in respect of Primary Schools under the District School Board showing therein, inter alia, the total number of additional teachers required, if any, for the district. The statement should be addressed to Shri S. Majumder, District Inspector of Schools (Spl.), Education Directorate, West Bengal, by name and shall reach him by the 1st September, 1969, without fail. The statement should be submitted even if no additional teacher is necessary.

It may please be noted that any teacher in excess of the already sanctioned quota of teachers for his Board must not be appointed before fresh quota of additional teachers is sanctioned by this Directorate.

Profroma

	No. of Schools	No. of teachers at work	No. of surplus teachers if any	No. of additional teachers if any.
1. Primary Schools bearing enrolment upto 45.				
2. " from 45 to 99				
3. " from 100 to 139				
4. " from 140 to 179				
5. " from 180 to 219				
6. " from 220 to 259				
7. " from 260 to 299				
8. " from 300 to 339				
9. " above 339				

Sd/- K. R. Banerjee
for Director of Public Instruction,

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ সমীপে।

বিষয়: ২৮।৪।৬৯ তারিখের 196-Edn. (P) নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যার যে পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনে নূতন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্তির প্রস্তাব।

আপনি অবগত আছেন যে ২৮।৪।৬৯ তারিখের 196-Edn. (P) নং সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিযুক্তি সম্বন্ধে নূতন নিয়ম করা হইয়াছে—তাহাতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাপ্য শিক্ষকের সংখ্যা-নির্ধারণের পূর্বতন মাপকাঠির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

অতএব এক্ষণে আপনার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সংখ্যা ও নিয়োগ সম্বন্ধে পুনরায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং ইহাও দেখা প্রয়োজন যে অন্যান্য বিষয়সহ আপনার বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের দরকার আছে কিনা অথবা আপনার অঞ্চলে শিক্ষকসংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে কিনা।

অতএব আপনি নিম্নলিখিত নিদর্শ (form) অনুসা. র এই শিক্ষা অধিকারের অফিসে আপনার অধীনস্থ জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের একটি বিবরণী দাখিল করিবেন এবং ইহাও সাথে সাথে দেখাইবেন যে আপনার জেলায় কতজন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই বিবরণী বিশেষ (স্পেশাল) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী মজুমদার, শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ এই নামে সরাসরি পাঠাইবেন এবং উহা অবশ্যই যেন ১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছায়।

যদি কোন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন না-ও থাকে তাহা হইলেও যেন ঐ বিবরণী দাখিল করা হয়। আপনি ইহাও লক্ষ্য রাখিবেন যেন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্তির মঞ্জুরি না পাইবার পূর্বে আপনি আপনার পর্ষদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক সীমা-সংখ্যা অতিরিক্ত আর কাহাকেও নিযুক্ত করিবেন না। •

নিদর্শ

	স্কুলের সংখ্যা	কার্যরত শিক্ষকের সংখ্যা	বাড়তি শিক্ষক সংখ্যা যদি কেহ থাকেন	অতিরিক্ত শিক্ষক সংখ্যা যদি কিছু লাগে
১। প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪৫ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
২। " (৪৬ হইতে ৯৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৩। " (১০০ হইতে ১৩৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৪। " (১৪০ হইতে ১৭৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৫। " (১৮০ হইতে ২১৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৬। " (২২০ হইতে ২৫৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৭। " (২৬০ হইতে ২৯৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৮। " (৩০০ হইতে ৩৩৯ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				
৯। " (৩৩৯ জনের উপরে ছাত্রসংখ্যা বিশিষ্ট)				

স্বাঃ কে. আর. ব্যানার্জি
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To All The District Inspector of Schools.

Sub: Some instruction regarding appointment and transfer of teachers in Pry. and Jr. Basic Schools under District School Boards.

The undersigned has to issue the following instructions in the matter of appointment and transfer of teachers in Pry. and Jr. Basic Schools under the District School Boards which should henceforth be followed. The instructions are being issued within the framework of provisions of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930 and the Rules framed thereunder and should also be followed by the District School Boards keeping always in view the said Act and the Rules—

1. A question has been raised as to whether untrained School Final/Higher Secondary passed candidates who worked previously in deputation vacancies in primary schools under the Board can be given preference in the matter of appointment in permanent vacancies under the Board. The matter has been duly considered and it has been decided that such untrained candidates who worked in deputation vacancies cannot be given preference over trained candidates under the rules. If, however, no trained candidate is available at any time and the question of untrained School Final/Higher Secondary passed candidates with prior approval of the Director of Public Instruction arises, the candidates who served previously in deputation vacancies for at least 2 (two) terms should

be given preference among untrained candidates. Also the cases of such candidates may be considered for appointment in areas where trained persons are not available if they agree to serve in such areas. While recommending the cases of such candidates to this Directorate for prior approval the details of informations regarding their past experience in deputation vacancies and the non-availability of trained candidates should be furnished. It should, however, be noted in this connection that the above instructions will apply only to untrained candidates who worked in deputation vacancies previously. While making appointments in deputation vacancies henceforth the new rules of appointment should be strictly observed and no untrained candidate should be appointed where trained candidates are available, and no untrained candidate should be appointed even in deputation vacancies without prior approval of this Directorate.

2. In Rule-2(1)(c) of the Rules regarding appointment of teachers framed by Govt. in terms of Notification No. 196-Edn.(P) dated 28. 4. 69 it has been laid down that a School Final passed teacher working for more than 2 years as an organiser-teacher in a primary school prior to its recognition may be appointed as an Assistant Teacher with the approval of the Director of Public Instruction. In case an untrained organiser-teacher rendered less than two years' service before the date of recognition of a school his case may be considered provided he obtained at least 40 per cent marks in the School Final/Higher Secondary Examination and this Directorate has no objection if he is appointed with prior

approval of this Directorate in terms of proviso to Rule-2(1)(b).

3. The question has been raised as to whether ex-servicemen should be given preference in the matter of appointment as primary school teachers. It has been decided that untrained ex-servicemen should be given preference amongst untrained candidates appointed with prior approval of the Director of Public Instruction, provided they have the minimum academic attainment viz. obtained at least 40 per cent marks in the School Final/Higher Secondary Examination.

4. The question of re-appointment of teachers discharged previously on political ground is sometimes being raised. It has been decided that this Directorate will look into these cases and issue necessary directions on the individual merit of each case for which necessary particulars may be furnished to this office in due course on receipt of representations from the persons concerned.

5. It has been represented that teachers who resign from their services under one District School Board on being appointed by another Board are not paid, the Board's share of their Provident Fund contribution on the ground that they resigned without 3 months' notice as required under the rules. No doubt in terms of Rule 17 of the Provident Fund rules this can be withheld, but this requires sanction of the Director of Public Instruction. It is, however, observed in this connection that before a teacher gets an appointment under another Board he applies through his previous employer with their consent. As such fresh notice of full 3 months' may

not be required from him when he actually gets the appointment under another Board and submits his resignation. In such cases there may not be any objection to the Board's share of the teacher's Provident Fund contribution with the interest accrued thereon being paid to him on resignation.

6. In terms of this Directorate Memo. No. 1702(16) Sc/P (II) dated 16.5.69 instructions have already been issued for preparation of fresh panels for appointment of teachers under the Board. It is now requested that for the preparation of this panel applications should be invited from intending candidates through advertisement in the daily newspapers so that there may be due publicity in the matter. It is also requested that panels should be prepared by the District Inspector of Schools after selection through interview of the duly qualified applicants.

7. The District School Boards were originally authorised to consider cases of transfer of teachers who seek such transfer on personal grounds. Subsequently in terms of this office memo. No. 3507 (15)Sc/P(II) dated 24. 7. 69 orders were issued authorising three other categories of transfer of teachers with prior approval of the Director of Public Instruction. It is now felt that out of these three latter categories, the cases of transfer to single-teacher schools going without teachers might need immediate action and the delay caused in obtaining prior approval of the Director of Public Instruction as already instructed might seriously hamper the work of the schools concerned. The Boards are, therefore, hereby

authorised to give effect to these transfers in single-teacher schools subject to subsequent approval of the Dirctor of Public Instruction which should be obtained in due course.

Sd/- K R. Banerjee
for Director of Public Instruction,

সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ সমীপে।

বিষয় : জেলা বিদ্যালয় পর্ষদগুলির অধীনস্থ প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণের নিযুক্তি ও বদলী সম্পর্কিত কিছু নির্দেশাবলী।

জেলা বিদ্যালয়ের পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকগণের নিযুক্তি ও বদলী সম্বন্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে কিছু কিছু নির্দেশ জারী করিতেছেন যাহা এখন হইতে অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এবং ইহার নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই নির্দেশসমূহ দান করা হইতেছে এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহ যেন এখন হইতে উপরিলিখিত আইন ও আনুষাঙ্গিক নিয়মাবলীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই পাশাপাশি ঐ নির্দেশগুলিকে অনুসরণ করে :—

১। একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যে সমস্ত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি পূর্বে ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে পর্ষদের অধীন খালিপদে স্থায়ী কর্মে নিযুক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা। বিষয়টি যথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে এই প্রকার শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে, যদিও তাঁহারা ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তবুও তাঁহাদিগকে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না। যাহা হউক, যদি কোন সময় শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে পূর্বে শিক্ষা অধিকতার অনুমতি লইয়া অন্ততঃ

যাঁহারা ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে পূর্বে দুইবার কাজ করিয়া গিয়াছেন এইরূপ শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। যদি এই প্রকার ব্যক্তি এমন কোন অঞ্চলে কাজ করিতে ইচ্ছুক যেখানে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিষয়ও বিবেচনা করা যাইতে পারে। কর্মে নিযুক্তির পূর্বে এই প্রকার ব্যক্তিগণের নাম অনুমোদনের জন্য শিক্ষাধিকারে প্রেরণ করিবার সময় তাঁহাদের পূর্বের ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে কাজের অতীত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রার্থীদের অভাবের বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিতে হইবে। ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রকার নির্দেশাবলী কেবলমাত্র সেই সকল শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, যাঁহারা পূর্বে কোথাও ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদে নিয়োগ করিবার সময় যেন নিযুক্তি সম্পর্কিত নূতন নিয়মসমূহ পূর্ণরূপে পালন করা হয় এবং কোনও শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে কোন প্রকারেই যেন শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত প্রার্থীকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা না হয়, এমন কি, শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোনও ডেপুটেশন-জনিত শূন্যপদেও নহে।

২। শিক্ষকগণের নিযুক্তি সম্পর্কিত ২৮.৪.৬৯ তারিখের 196-Edn.(P) নং সরকারী বিজ্ঞপ্তির 2 (1) (c) নিয়মে বলা হইয়াছিল যে কোন মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক যদি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টির অনুমোদনের পূর্বে দুই বৎসরের অধিককাল ঐ বিদ্যালয়ে সংগঠক-শিক্ষক হিসাবে কার্য করিয়া থাকেন তবে শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন লইয়া তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যদি কোনও শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত সংগঠক-শিক্ষক বিদ্যালয়টি অনুমোদিত হইবার পূর্বে দুই বৎসর অপেক্ষা কম সময় কার্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহার বিষয়েও বিবেচনা করা হইবে যদি তিনি মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্ততঃ শতকরা ৪০% নম্বর পাইয়া থাকেন এবং 2 (1) (b) নিয়মের ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষা-অধিকারের পূর্ব অনুমতি লইয়া নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকারের হইতে কোনও আপত্তি থাকিবে না।

৩। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে যুদ্ধ-ফেরৎ ব্যক্তিগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা। ইহা স্থির হইয়াছে যে অতঃপর এইরূপ শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত যুদ্ধ-ফেরৎ ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার

দেওয়া যাইতে পারে, যদি তাঁহাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে অর্থাৎ তাঁহারা কোন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা ৪০% নম্বর পাইয়া থাকেন।

৪। রাজনৈতিক কারণে পূর্বে যে সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়, তাহাদিগের বিষয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট হইতে আবেদন পাইলে শিক্ষা অধিকর্তা এই সব বিষয়ে পর্যালোচনা এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের গুরুত্ব পৃথকরূপে বিবেচনা করিয়া যথাযথ নির্দেশ দান করিবেন।

৫। এমন অনুযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, যে সমস্ত শিক্ষক একটি জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ পদে ইস্তফা দিয়া অন্য পর্ষদের অধীনে কর্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভবিষ্য-নিধি প্রতি পর্ষদের দেয় টাকা এই কারণে ক্ষমা দেওয়া হইতেছে না যে, তাঁহারা পদত্যাগ করিবার পূর্বে আইনানুগভাবে তিন মাসের প্রজ্ঞাপন (Notice) সংশ্লিষ্ট পর্ষদকে দেন নাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভবিষ্য-নিধির নিয়মাবলীর ১৭নং নিয়মানুসারে ইহা আটকাইয়া রাখা যায়। কিন্তু ইহাও শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষ। যাহা হউক ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে একটি শিক্ষক অপর জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাঁহার পূর্বতন চাকুরীদাতার মাধ্যমে এবং তাঁহার অনুমতি লইয়াই দরখাস্ত প্রেরণ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অপর কোন পর্ষদের অধীনে তিনি যখন পাকাপাকি নিযুক্ত হইতে যাইতেছেন এবং পদত্যাগপত্র পেশ করিতেছেন তখন তাঁহাকে পূর্বে পুনরায় পূ তিন মাসের প্রজ্ঞাপন দিবার দরকার হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার পদত্যাগের পর পর্ষদের দেয় ভবিষ্য-নিধির টাকার অংশ সুদসহ প্রদান করিতে কোন আপত্তি উঠিবে না।

৬। শিক্ষা অধিকারের ১৬।৫।৬৯ তারিখের 1702(16)Sc/P(II) নং নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই পর্ষদের অধীন শিক্ষক নিয়োগের জন্য নূতন নামের তালিকা প্রস্তুত করিবার নির্দেশ পাঠানো হইয়াছে। এইক্ষণে এই অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই প্রকার তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিতে হইবে যাহাতে ঐ বিষয়টি সাধারণের পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাও অনুরোধ করা যাইতেছে যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের Interview গ্রহণান্তে যেন এই তালিকা প্রস্তুত করেন।

৭। যে সমস্ত শিক্ষক ব্যক্তিগত কারণে বদলি চাহেন তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য জেলা বিদ্যালয় পর্ষদগুলিকে পূর্বে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দপ্তরে ২৪।৭।৬৯ তারিখের 3507(15)/Sc/P (II) নং পত্র দ্বারা শিক্ষা অধিকর্তার পূর্ব সম্মতি মোতাবেক অন্যান্য তিন শ্রেণীর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বদলির অধিকার দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে ইহা এখন প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক-শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষকবিহীন অবস্থায় চলিবার প্রসঙ্গটি এখনই বিবেচনাযোগ্য এবং পূর্বোল্লিখিত শিক্ষা অধিকর্তার পূর্ব অনুমতি আদায়জনিত বিলম্বহেতু ঐ সকল বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনায় গুরুতর অন্তরায় হইতে পারে। অতএব এখন হইতে এই সমস্ত এক-শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলী সংক্রান্ত বিষয়ে পর্ষদগুলিকে শর্তাধীনে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইল যে যথাকালে তাহাদের শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন লইতে হইবে।

স্বাঃ কে. আর. ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To The District Inspector of Schools. (Dist. School Board.)

Sub: Rules for appointment of teachers in Primary Schools.

In the rules issued under Notification No. 196-Edn.(P) dated the 28th April, 1969, there is no provision for appointment of trained non-matriculate teachers other than person belonging to scheduled tribes. But non-matric women candidates and candidates belonging to scheduled castes and educationally backward classes were previously admitted in Basic Training or other Primary Training Institutions and imparted training. Also, under the rules issued under the same Notification, for

appointment as a School Mother, one must, besides possessing School Mothers' Training Certificate, have passed the class VIII annual (promotion) examination. But previously, candidates read upto class VIII also were trained in the School Mothers' Training Centres and appointed as School Mothers

Representations are being received that several trained non-matriculates and trained School Mothers who have not passed class VIII examination have not yet got appointment as teachers or School Mothers, as the case may be, and are now considered ineligible because of the new rules now in force. As a special case, therefore, the District Inspectors of Schools/District Inspectresses of Schools/District School Boards are hereby permitted to consider such categories of trained teachers and trained School Mothers eligible for appointment as such in primary schools, provided they completed training before the issue of Notification No. 196-Edn (P) dated the 28th April, 1969. These trained non-matriculate persons when appointed as Primary School teachers will be treated as 'B' category teachers (whether Basic trained or Primary trained).

It is further to be noted in this connection that no non-matriculates should be admitted to any Training Institute at the primary level (except in case of Scheduled tribe candidate) and no non-matriculate other than those who have passed at least class VIII annual (promotion) should be admitted in School Mothers' Training Centres.

Sd/- K. R. Banerjee
for Director of Public Instruction.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ (জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ) সমীপে।

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্তির নিয়মাবলী।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের 196-Edn.(P) সংখ্যক বিজ্ঞপ্তিতে অনুন্নত জাতির শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য কোনও শ্রেণীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের কোন বন্দোবস্ত রাখা হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা মহিলা প্রার্থীদের এবং তপশিলী শ্রেণীর প্রার্থীদের ও শিক্ষার দিক হইতে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়সমূহে অথবা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি করা হইয়াছে এবং তাঁহারা শিক্ষণ লাভ করিয়াছেন। আবার সেই একই বিজ্ঞপ্তির নিয়মানুযায়ী একজন গুরু-মাকে নিযুক্তির জন্য গুরু-মা শিক্ষণ পরীক্ষায় যেমন উত্তীর্ণা হইতে হইবে তেমনি অন্ততঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম মানের (বার্ষিক) পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা হওয়া চাই। কিন্তু ইতিপূর্বেই অনেক প্রার্থী যাঁহারা অষ্টম মান পর্যন্ত মাত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারাও গুরু-মা শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গুরু-মা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে এই প্রকার নানা আবেদন আসিতেছে যে কতিপয় প্রশিক্ষিত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণগণ এবং গুরু-মা শিক্ষণ-প্রাপ্তা অথচ যাঁহারা অষ্টম মানের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা, তাঁহারা শিক্ষক হিসাবে বা গুরু-মার হিসাবে (যখন যেমন) চাকুরী পাইতেছে না এবং বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে চাকুরীক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। অতএব বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকাদের (জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহের) এই ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের এবং প্রশিক্ষিতা গুরু-মাদের (যাহারা ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখের 196-Edn. (P) সংখ্যক বিজ্ঞপ্তি জারীর পূর্বে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন) ঐ ঐ পদসমূহেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকল প্রশিক্ষিত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির পর 'খ' শ্রেণীর শিক্ষকরূপে (বুনিয়াদী অথবা প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ-প্রাপ্ত যাহাই হউক না কেন) গণ্য হইবেন।

এতদ্‌সম্পর্কে আরও জানান যাইতেছে যে এখন হইতে (তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতীয় প্রার্থী ব্যতীত) কোন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের কোন শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ব্যতীত কোন মহিলাকে গুরু-মা শিক্ষণকেন্দ্রে ভর্তি করা যাইবে না।

স্বাঃ কে. আর. ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে

Sub: Adjustment of surplus teachers in primary schools under the management of District School Boards.

Will the Director of Public Instruction, West Bengal, please refer to his letter No. 1271-Sc/P dated 13. 3. 70. on the subject mentioned above ?

This Department has no objection to the proposal for transfer of surplus teachers in primary schools under the management of District School Boards. But in all such cases, hardship to teachers should be avoided as far as practicable.* This Department Endorsement No. 531 (15)/1(1)-Edn.(P) dated 4. 4. 68 should be strictly followed.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary

বিষয়: জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থান।

উপরিলিখিত বিষয়ে লিখিত ১৩|৩|৭০ তারিখের 1271-Sc/P সংখ্যক তাঁহার পত্রটি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা একবার অনুধাবন করিবেন কি ?

উহাতে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদগুলির পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের বদলি সম্পর্কে যে প্রস্তাব রাখা হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা বিভাগের কোন আপত্তি নাই। তবে এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর রাখিতে হইবে যে প্রতিটি বদলি এমনভাবে হইবে যেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কষ্ট যথাসম্ভব এড়ান যায়। এই বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের ৪।৪।৬৮ তারিখের 531(15)/1(1)-Edn.(P) নং পৃষ্ঠলেখনটি (endorsement) যথাযথ পালন করিতে হইবে।

স্বাক্ষর : এ. কে. রায়
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Reognition of "Prathama" pass certificate as equivalent to the S. F. Exam. of the West Bengal Board of Secondary Education.

Ref: His letter No. 694-Sc/P dated 18. 2. 70.

The undersigned is directed to say that the matter of recognition of the "Prathama" pass certificate of the Hindi Sahitya Semmelan, Phyag, as equivalent to the S. F. Examination of the West Bengal Board of Secondary Education was under consideration of the State Govt. for some time past. It has now been decided in consultation with the West Bengal Board of Secondary Education that the aforesaid "Prathama" pass certificate cannot be treated as equivalent to the S. F. Examination of the Board for any purpose.

Sd/- C Bhattacharyya
Assistant Secretary

G. No. 33-Edn. (S)
20th January, 1971

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : 'প্রথমা' পরীক্ষাকে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদের স্কুল ফাইনালের সহিত সমতুল্যরূপে স্বীকৃতি।

সূত্র : তাঁহার পত্র নং 694-Sc/p.—19. 2. 70

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ইহা জানাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে প্রয়োগের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রদত্ত 'প্রথমা' পরীক্ষা উত্তীর্ণের সার্টিফিকেট পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেটের সমতুল্য হইবে কিনা, ইহা কিছুদিন যাবৎ রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এখন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে উপরিউক্ত 'প্রথমা' পরীক্ষোত্তীর্ণ সার্টিফিকেট পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনালের সমতুল্য বলিয়া কোন উদ্দেশ্যেই স্বীকার করা হইবে না।

স্বাঃ সি. ভট্টাচার্য
সহ-সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub : Appointment of Origaniser-teacher in Primary Schools.

In supersession of all previous orders on the subject mentioned above, the undersigned is directed, by order of the Governor, to state that the Governor is pleased to order that the Higher Secondary Examination or School Final Examination passed Organiser-teachers working in a Primary School prior to its recognition may be appointed as teachers in the school provided appointment of such

teacher is admissible on the basis of the standard teacher-pupil ratio (1 : 40) in that particular school. Appointment of Organiser-teachers will be made with the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal. Such teachers will draw pay as "B" category teachers.

This order is applicable to primary schools situated in both rural and urban areas.

In the future, the minimum qualifications for appointment as primary school teacher shall be a School Final or Higher Secondary pass. Action to amend the statutory rules is being taken by Government.

Sd/-A. K. Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সংগঠক শিক্ষকগণের নিয়োগ।

রাজ্যপালের আদেশানুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে উল্লিখিত বিষয়ে পূর্ব পূর্ব সমস্ত নির্দেশনামা নাকচ করিয়া তাহাদের পরিবর্তে এখন নিয়ম করা হইল যে, যদি দেখা যায় প্রচলিত শিক্ষক ছাত্র (১ : ৪০) অনুপাতের হিসাবে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষক নিয়োগ গ্রহণযোগ্য তাহা হইলে উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন যে সকল সংগঠক-শিক্ষক নিজ নিজ বিদ্যালয়গুলির অনুমোদনের পূর্বে তথায় কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা চলিবে এবং এই সকল শিক্ষক 'খ' শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকের বেতনহার পাইবেন।

পল্লী বা শহর উভয়াঞ্চলেই অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ এই আইনের আওতায় আসিবে।

ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ-মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। এই বিষয়ে প্রচলিত সংবিধির সংশোধন বিষয়ে সরকার কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

স্বাঃ এ. কে. রায়
উপ-সচিব।

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (1) and in particular, by clause (p) of sub-section (2) of section 66 of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930 (Bengal Act VII of 1930), the Governor is pleased hereby to make, after previous publication as required by sub-section (I) of the said section, the following amendments in the rules published with this Department Notification No. 1493-Edn. dated the 2?th July 1940, as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules), namely :

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) for rule 2, substitute the following rules namely :

"2. (1) The minimum qualifications for appoinment of a teacher in a primary school maintained by a Board shall be the following, namely :

(a) Head Teacher—School Final pass and two years' continuous service as a teacher in a recognised primary school; or School Final pass in the second division. Training shall be treated as an additional qualification

and a trained teacher shall be entitled to the "A" category scale of pay ;

Provided that nothing in this clause shall apply to a Head Teacher who is at present serving in a Primary School with the approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.

(b) Assistant Teacher—School Final pass. Training shall be treated as an additional qualification and a trained teacher shall be entitled to the "A" category scale of pay ;

Provided that if a School Final passed candidate belonging to—

(i) a scheduled cast for the post in a primary school situated in a village mainly inhabited by people belonging to Scheduled Castes or

(ii) a scheduled tribe for a post in a primary school situated in a village mainly inhabited by people belonging to Scheduled Tribes, is not available, the appointment of a person belonging to a scheduled caste in the post mentioned in item (i), or a scheduled tribe in the post mentioned in item (ii), may be made with the approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, as an Assistant Teacher, if he has passed the annual examination of Class VIII in a recognised school :

Provided further that nothing in this clause shall apply to Assistant Teacher at present serving in a primary school with the approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.

(2) No person shall be appointed to any post in a primary school maintained by the Board—

(i) if he is not a citizen of India as defined in Part II of the Constitution of India, and

(ii) if he is under the age of 18 years.

Explanation—For the purpose of this rule, a teacher shall be deemed—

(1) to have passed the School Final Examination if he has passed any public examination declared or deemed to be its equivalent by the Education Department of the State Government for purpose of appointment in a teaching post, and

(2) to possess training when he has passed—

(i) any of the examinations held in West Bengal and conducted or recognised by the Director of Public Instruction, West Bengal, on completion of a course of Junior Basic Training or Primary Training, or

(ii) an examination of any other course of training declared or deemed to be the equivalent of Junior Basic Training by the Education Department of the State Government ;"

(2) for rule 3, substitute the following rules, namely:

"3(1). A Board shall appoint teachers, whether temporarily or substantively, only from the panel of qualified teachers for the district forwarded by the Director of Public Instruction, West Bengal, and in accordance with the directions, if any, given by him.

3(2). In issuing letters of appointment, Board shall ensure, as far as possible, that a person is appointed as a teacher in the school which is nearest to his residence. This, however, shall not be construed to mean that he cannot be appointed elsewhere or transferred subsequently to any other school, if the Board so considers necessary.

3A. No name shall be forwarded by the Director of Public Instruction, West Bengal, for appointment under a Board unless it has been included in the panel of qualified teachers perpared for the district after adequate publicity and in the manner provided in rule 3B.

3B(1). The Director of Public Instruction, West Bengal, may, with the approval of the State Government, set up a Selection Committee in each district to assist him in selecting suitable person from amongst the candidates for inclusion in the panel of qualified teachers for the district.

3B(2). The Selection Committee may hold such tests including interview, as they may deem proper and necessary, for the candidates; but it is open to the Selection Committee to call only those amongst the candidates, they may consider suitable. The interview and other tests shall be held at a convenient place or places in the district or with the prior approval of the State Government, outside the district.

3B(3). The Selection Committee shall send their list of names of qualified persons recommended by them to the Director of Public Instruction, West Bengal, who may modify or alter the list. Only the names as finally approved by the Director of Public Instruction, West Bengal, shall be included in the panel for the district.

3B(4). The panel may show separately the names of qualified (i) Women teachers, (ii) Scheduled Tribe teachers, (iii) Scheduled Caste teachers and (iv) Other teachers.

3B(5). The Director of Public Instruction, West-

Bengal, may remove at any time the name of any person from the panel for failure of the person to accept or join, in time, an appointment offered to him by the Board or for other good and adequate reasons.

3C (1). In preparing a panel of teachers and in the matter of appointment of teachers in schools under a Board, the Director of Public Instruction, West Bengal, shall ensure, as far as practicable, that persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are empanelled and given appointments on the basis of the ratio of their respective population to the total population in the district and that women are empanelled and appointed in adequate numbers.

3C(2). A Board shall ensure, as far as possible, that in schools in the areas wholly or mainly inhabitated by the persons belonging to Scheduled Tribes or Scheduled Castes, appointments are given to Scheduled Tribes or Scheduled Castes, as the case may be.

3D. Notwithstanding anything contained in rule 3 rule 3A, or rule 3B, subject to the provision of rule 3C, a qualified person serving as organiser-teacher in a primary school, ever since that school was established, may be appointed, with the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal, as an Assistant teacher of the school at the time it is granted recognition.

3E. A panel of teachers for a district shall remain valid, unless exhausted earlier, for fifteen months from the last date of receiving applications from candidates or twelve months from the date of its preparation, whichever is earlier. The State Government may, however, extend

the period of validity of a panel by a period not exceeding six months.

3F. Notwithstanding the provisions contained in rules 3 to 3E, a list of persons maintained by a Board in pursuance of rule 3 as it stood before the date of coming into force of notification No. 975-Edn. (P) dated, the 26th October, 1971, for the purpose of appointing qualified teachers therefrom, shall remain valid for a period of six months from such date."

By order of the Governor,
Sd/- J. C. Sen Gupta,
Secretary

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ (Bengal Act VII of 1930)-এর উপধারা (১) এবং বিশেষভাবে ৬৯ ধারার উপধারা (২) এর বিধি (P)-এ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া উপরোক্ত ধারায় উপধারা (১) অনুসারে পূর্ববিজ্ঞপ্তির পর ২৫শে জুলাই, ১৯৪০ তারিখের 1493-Edn. আদেশনামায়, যাহা পরবর্তীকালে নানাভাবে সংশোধিত (উক্ত নিয়মাবলীরূপে নিম্নে উল্লিখিত) নিম্নলিখিত সংশোধন আনয়ন করিতেছেন, যথা :—

সংশোধনাবলী

উপরোক্ত নিয়মাবলীর

(১) ২নং নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মটি গ্রহণ করিতে হইবে :

"২(১) পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের চাকুরী পাইতে হইলে ন্যূনতম নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকিতে হইবে :—

(ক) প্রধান শিক্ষক—মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাল। অথবা,

দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রশিক্ষণ কিছু গ্রহণ করা থাকিলে তাহা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং একজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক 'ক' শ্রেণীর বেতনাদি লাভ করিবেন।

তবে ইহাও শর্তাধীন থাকিবে যে, যে সকল প্রধান শিক্ষক শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি অনুযায়ী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে কাজ করিতেছেন তাহাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) সহকারী শিক্ষক—মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ। প্রশিক্ষণ কিছু নেওয়া থাকিলে তাহা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং একজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক 'ক' শ্রেণীর বেতনাদি লাভ করিবেন।

উহা এই শর্তাধীন থাকিবে—

(i) প্রধানতঃ তপশীল জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ তপশীল প্রার্থী যদি না পাওয়া যায় অথবা,

(ii) প্রধানতঃ পশুজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ পশুজাতীয় প্রার্থী যদি না পাওয়া যায়।

তখন শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে তপশীল শ্রেণীভুক্ত হইলে একজন অষ্টম শ্রেণীর (Class VIII) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে উপরোক্ত (i)-তে বর্ণিত বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষক হিসাবে এবং পশুজাতিভুক্ত হইলে উপরোক্ত (ii)-তে বর্ণিত বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা চলিবে।

তবে ইহাও শর্তাধীন থাকে যে, যে সকল সহ-শিক্ষক শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি মোতাবেক কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে কাজ করিতেছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) পর্ষদের পরিচালনাধীন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেহ চাকুরী করিতে পারিবেন না, যদি

(i) সংবিধানের 'খ' অংশের বর্ণনানুযায়ী তিনি ভারতের নাগরিক না হন ; এবং

(ii) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর অপেক্ষা কম হয়।

ব্যাখ্যা—এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে গণনীয় হইবে—

(১) মাধ্যমিক পরীক্ষা অর্থে এমন যে কোন সাধারণ পরীক্ষা যাহা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ সমতুল্য জ্ঞান করেন। অথবা,

(২) প্রশিক্ষণ অর্থে বুঝিতে হইবে—

(ক) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যাহা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বীকৃত। অথবা,

(খ) এমন অন্য যে কোনও প্রশিক্ষণ যাহা রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নিম্ন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সমতুল্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

(২) ৩ নং নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মটি গ্রহণ করিতে হইবে :—

"৩ (১) কি স্থায়ী, কি অস্থায়ী, যে কোনও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত জেলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রস্তুত তালিকা (Panel) হইতে পর্ষৎ নিয়োগ করিবে এবং যদি শিক্ষা অধিকার কর্তৃক কোন নির্দেশনামা থাকে তাহাও পালন করিবে।

(২) নিয়োগপত্র দিবার সময় পর্যন্ত পর্ষৎ যেন বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে, বাড়ীর যথাসম্ভব সন্নিকটে কোন ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পান। অবশ্য ইহা দ্বারা কখনই বুঝাইবে না, যে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন-বোধে পর্ষৎ তাহাকে অন্যত্র নিয়োগ বা বদলী করিতে পারিবেন না।

৩(ক)। পরবর্তী ৩(খ) নিয়ম অনুযায়ী এবং বিশেষভাবে প্রচারের পর কোন জেলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পদের অধীনে চাকুরীর জন্য শিক্ষা অধিকর্তা সুপারিশ করিতে পারিবেন না।

৩(খ)। (১) রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া প্রত্যেক জেলার প্রার্থীদের মধ্য হইতে উপযুক্ত শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষা অধিকর্তা একটি নির্বাচন সমিতি (Selection Committee) গঠন করিবেন।

৩(খ)। (২) প্রয়োজনমত নির্বাচন সমিতি প্রার্থীদের পরীক্ষা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎমূলক পরীক্ষা (Interview) প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন। তবে সকল প্রার্থীদের না ডাকিয়া যাহাদের আপাতদৃষ্টিতে উপযুক্ত মনে করেন শুধুমাত্র তাহাদের পরীক্ষার জন্য ডাকিবার অধিকার নির্বাচন সমিতির থাকিবে। জেলার মধ্যেই কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে এই সকল পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তবে রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া জেলার বাহিরেও ইহার অধিবেশন হইতে পারিবে।

৩(খ)। (৩) নির্বাচন সমিতি উপযুক্ত শিক্ষকের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা অধিকর্তার কাছে পেশ করিবেন তাহাতে তিনি কিছু কিছু

বা পরিবর্ধন সাধন করিতে পারেন। শিক্ষা অধিকর্তার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পরই ঐ তালিকা ঐ জেলার জন্য নির্ধারিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩(খ)। (৪) নিম্নলিখিত যথোপযুক্ত গুণবত্তাসম্পন্ন শ্রেণীতে তালিকাটি বিভক্ত থাকিতে পারে :—

(ক) মহিলা শিক্ষিকাদের নাম।

(খ) খণ্ডজাতির শিক্ষকদের নাম।

(গ) তপশীল জাতীয় শিক্ষকদের নাম

(ঘ) অন্যান্য শিক্ষকের নাম।

(৫) কোন উত্তম এবং উপযুক্ত কারণ থাকিলে কিংবা নিয়োগপত্র পাইবার পরও সময়মত চাকুরী গ্রহণ করিতে বা যোগ দিতে বিলম্ব হইলে তাহাদের নাম যে কোন সময়ে শিক্ষা অধিকর্তা তালিকা হইতে কাটিয়া দিতে পারেন।

৩(গ)। (১) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় বা পদের অধীনে শিক্ষকের নিয়োগের সময় শিক্ষা অধিকর্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যেন জেলার জনসংখ্যার সমানুপাতে খণ্ডজাতীয় বা তপশীল শ্রেণীর শিক্ষকগণ তালিকাভুক্ত হন বা চাকুরী পান। মহিলারাও যাহাতে যথোপযুক্ত সংখ্যায় তালিকাভুক্ত হন ও চাকুরী পান তাহাও অনুরূপভাবে দেখিতে হইবে।

৩(গ)। (২) প্রধানতঃ খণ্ডজাতি বা তপশীল শ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে চাকুরী-দানের সময় পর্ষৎ যেন বিশেষভাবে নজর রাখে, ঐ ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিরাই শিক্ষক হিসাবে সেথায় চাকুরী পান।

৩(ঘ)। উপরোক্ত (৩), ৩(ক) এবং ৩(খ) নিয়মে যাহাই বর্ণিত হইয়া থাকুক না কেন, অন্ততঃপক্ষে ৩(গ) নিয়মানুসারে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সংগঠক-শিক্ষক যদি ঐ বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হইতে কাজ করিতে থাকেন তবে ঐ বিদ্যালয়টির স্বীকৃতিলাভের সময় তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির জন্য শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন পাইতে পারিবেন।

৩(ঙ)। জেলার জন্য প্রস্তুত শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত হইবার ১২ মাস পর্যন্ত বা প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ হইতে ১৫ মাস পর্যন্ত (যাহা অপেক্ষাকৃত কম সময় হইবে) বলবৎ থাকিবে। অবশ্য যদি তৎপূর্বেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায় তবে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক,

রাজ্য সরকার প্রয়োজনবোধে তালিকার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারেন।

৩(চ)। উপরোক্ত ৩নং হইতে ৩ (ঙ) নিয়ম পর্যন্ত যাহাই বর্ণিত হইয়া থাকুক না কেন, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখের 976-Edn. (P) আদেশটি জারী হইবার পূর্বে ৩নং নিয়ম যাহা ছিল সেই অনুযায়ী প্রস্তুত কোন তালিকা কোন পর্যদের হাতে থাকিলে তাহা আরও ছয় মাস চালু থাকিবে এবং তাহা হইতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা চলিবে।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বা: জে, সি, সেনগুপ্ত
শিক্ষা-সচিব

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Appointment of teachers in Primary Schools managed by the District School Boards.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the rules regarding the qualifications and recruitment of teachers in Primary Schools maintained by the District School Boards have been amended in terms of the Notification No. 975-Edn (P) dated, the 26th October, 1971, which has been published in an extra-ordinary issue of the Calcutta Gazette of the same date. It is imperative that action be taken in accordance with the amended rules as early as possible.

The minimum qualification for an Assistant Teacher in a Primary School is a School Final pass and for a Head Teacher, it is either a School Final Pass in the Second Divison or a School Final pass with two years continuous service as a teacher in a recognised primary

school. The first explanation to the rule indicates 'that for the purpose of the rule, a teacher shall be deemed to have passed the School Final Examination, if he has passed any public examination declared or deemed to be equivalent by the Education Department of the State Government for the purpose of appointment in a teaching post. In the rules now amended, higher qualifications like a Higher Secondary pass or a Pre-University pass have not been explicitly mentioned. It is the intention of Government that those who have passed the Higher Secondary or the Pre-University Examination or any other public Examination, which is more than just a mere equivalent of the School Final, should be deemed to be qualified. Over-qualified candidates, graduates or M. A.'s however, should not, as far a possible, be considered for appointment in such posts.

The Director of Public Instruction, West Bengal, will set up a Selection Committee in each district to assist him in selecting suitable persons from amongst the candidates for inclusion in the panel of qualified teachers for the district. A proposal for constituting such a Selection Committee has already been received from the Director of Public Instruction, West Bengal, and after due consideration by Government it has been decided that the proposal be approved. The District Magistrate or the additional District Magistrate as his nominee, will be the Chairman of the Selection Committee for the district, the District Inspector will be the Convenor-Secretary and, Social Education Officer will be the third member. The Director of Public Instruction may issue orders immediatly setting up a Selection Committee for each district.

In order to prepare a panel of qualified persons for appointment as teachers in Primary Schools under each District School Board, the District Inspector of Schools, as the Officer-in-charge of the District School Board, shall give adequate publicity in the district, including advertisement in the leading dailies, both in English and Bengali, and also in the local newspapers, if any, inviting applications from eligible candidates by a specified date. After the specified date is over, the Selection Committee will take steps for preparing the panel for the district in the manner indicated in Rule 3B. In preparing the panel, proper representation of Scheduled Caste/Tribe tearchers and women teachers should be ensured in accordance with Rule 3C.

As soon as the panel is prepared it should be submitted to the Director of Public Instruction, West Bengal who will approve it with or without changes. When appointments from a panel, which has been finally approved by the Director of Public Instruction, West Bengal, are being made, any empanelled person who fails to accept or join, in time, an appointment offered by the Board, will forfeit his turn for appointment. The Board, in such circumstances, may without waiting for formal approval from the Director of Public Instruction, West Bengal, under rule 3B(5), withdraw the offer made to the defaulter and offer the appointment to the next person in the panel and so on. The names of all defaulters may be reported after such intervals as may be desired by the Director of Public Instruction, for the orders of the Director of Public Instruction, in terms of Rule 3B(5).

Rule 3B provides for appointment of organiser-teachers in a primary school at the time it is granted recognition. An organiser-teacher is one who possesses the minimum qualification for appointment as an Assistant teacher and who has been working in the concerned Primary School since its establishment. At the time of recognition of a primary school, one organiser-teacher or more can be appointed, provided the rules governing the entitlement of a school to teachers on the basis of roll-strength, are strictly observed. There may be some teachers who have been working in such a school before recognition but from a point of time after the establishment of the school. These teachers may be treated as 'teachers-in-position' and may be given appointments in that school, provided they possess the minimum qualifications and the teacher-entitlement rules are strictly observed in that school, and provided that such preference in the matter of retention given according to seniority-calculated on the basis of the date of appointment,so that earlier appointments get some protection. When the choice lies between two or more teachers-in-position, who were appointed on the same day the better/best candidate may be determined and retained. All these appointments whether organiser-teachers or teachers-in-position are, however, subject to the provisions laid down in Rule 3C.

If any list maintained in terms of the old rule 3 is in existence in any district, it shall remain valid for a period of 6 (six) months with effect from 26th October, 1971. Steps for preparing the new panel for each district should be taken immediately.

Sd/- J. C. Sen Gupta
Secretary

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগ।

মাননীয় রাজ্যপালের আদেশানুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় একই তারিখে প্রকাশিত ২৬শে অক্টোবর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের 975-Edn. (P) ঘোষণা অনুসারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকের যোগ্যতা ও নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন সাধিত হইয়াছে। যতশীঘ্র সম্ভব ঐ সংশোধিত নিয়মাবলী কার্যকর করা বাধ্যতামূলক গণ্য হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী শিক্ষকের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এবং প্রধান শিক্ষকের জন্য দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কোনও অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই বৎসর ধারাবাহিক শিক্ষকতা করা। এই নিয়মটির প্রথম ব্যাখ্যায় দেখা যায়—যাঁহারা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত অথবা স্বীকৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য কোন সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা শিক্ষকতা পদে নিযুক্তি ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবেন। ঐ নিয়মটির সংশোধিতরূপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষোত্তীর্ণগণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। বর্তমানে সরকারের অভিপ্রায় যে যাঁহারা উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষা অপেক্ষা ঠিক পরবর্তী উচ্চমানযুক্ত সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাঁহারা শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষোত্তীর্ণগণের যোগ্যতা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে ও ঐ সব পদে যতদূর সম্ভব তাহাদের নিযুক্তি বিবেচিত হইবে না।

প্রতি জেলাতে আবেদনকারীদের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণের একটি তালিকা (Panel) তৈয়ারী করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা একটি করিয়া নির্বাচনী সমিতি (Committee) নিয়োগ করিবেন। ইতিমধ্যেই

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার নিকট হইতে নির্বাচনী সমিতি গঠনের একটি প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া মঞ্জুর করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ নির্বাচনী সমিতির সভাপতি হইবেন জেলা শাসক বা তাহার প্রতিনিধি হিসাবে সহকারী জেলাশাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হইবেন আহ্বায়ক-সম্পাদক এবং জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক হইবেন তৃতীয় সভ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকর্তা প্রতি জেলায় এইরূপ নির্বাচনী সমিতি গঠন সংক্রান্ত আদেশ এক্ষণেই প্রদান করিতে পারেন।

প্রতি জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকতা পদে নিযুক্তিকল্পে প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ বাংলা ও ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় এবং স্থানীয় পত্রিকা থাকিলে তাহাতে বিজ্ঞাপন দান সহ জেলায় উপযুক্ত প্রচার ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারীদের নিকট হইতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করিবেন। ঐ নির্ধারিত তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পর নির্বাচনী সংস্থা ৩(খ) নিয়মানুযায়ী জেলার জন্য তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। তালিকা প্রস্তুতকালে তপশীলজাতি ও খণ্ডজাতি এবং মহিলাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব যেন ৩(গ) নিয়মানুযায়ী থাকে, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

অনুরূপ তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেলেই তাহা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার সমীপে দাখিল করিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার পরিবর্তন সাধনান্তে অথবা পরিবর্তন ব্যতীতই মঞ্জুর করিবেন। যখন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত তালিকা হইতে শিক্ষক নিযুক্ত হইতে থাকিবে ঐ সময়ে কোনও তালিকাভুক্ত প্রার্থী যদি পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্তির আহ্বান পাইয়াও নির্ধারিত সময়ে তাহাতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন অথবা যোগদান না করেন তবে তিনি তাঁহার নিযুক্তি বিষয়ক দাবী হারাইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পর্ষৎ শিক্ষা অধিকর্তার নিকট হইতে বিধিগত মঞ্জুরীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ৩(খ)(৫) নিয়ম অনুসারে উক্ত নিয়োগবিধি ভঙ্গকারীর নিকট হইতে নিযুক্তির আহ্বান তুলিয়া লইতে পারে এবং তালিকাভুক্ত পরবর্তী নিয়োগেচ্ছুক ব্যক্তিকে নিযুক্তির আহ্বান জানাইতে পারে এবং এইভাবে চলিতে থাকিবে। শিক্ষা অধিকর্তা যেমন যেমন ইচ্ছা•

করিবেন সেই মত সময় পরে পরে নিয়মবিধি ভঙ্গকারীদের নাম ৩(খ) (৫) নিয়ম অনুসারে তাঁহার আদেশলাভের জন্ম প্রেরণ করিতে হইবে।

৩ (ঘ) নিয়মেতে বিদ্যালয় অনুমোদনকালে সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগঠক-শিক্ষকের নিযুক্তির বিধি রহিয়াছে। যে ব্যক্তির সহকারী শিক্ষক নিযুক্তির জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন যোগ্যতা আছে ও যিনি বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা কাল হইতে সেই বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন তাঁহাকেই সংগঠক-শিক্ষক বলা হয়। বিদ্যালয় অনুমোদনকালে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা অনুসারে শিক্ষক সংখ্যার নিয়ম ঠিকমত মান্য করিয়া এক বা একাধিক সংগঠক-শিক্ষক নিযুক্ত করা চলিবে। এমন শিক্ষকও ঐ বিদ্যালয়ে থাকিতে পারেন যাঁহারা অনুমোদন লাভের আগে হইতে কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে কার্যরত আছেন, ঐরূপ শিক্ষককে 'কর্মরত-শিক্ষক' (Teachers-in-position) বলা যাইবে এবং যদি তাঁহাদের নিযুক্তির জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা থাকে এবং যদি বিদ্যালয়ের জন্ম প্রাপ্ত শিক্ষকসংখ্যার বিধি ঠিকমত মান্য করিয়া তাঁহাকে নিযুক্তিদান করা চলে তবে তাঁহাকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা চলিবে কিন্তু এইক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের ঐ বিদ্যালয়ের নিযুক্তির তারিখ অনুসারে প্রবীণত্ব (Seniority) বিচার করিতে হইবে যেন পূর্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কিছুটা সংরক্ষিত থাকিতে পারেন। যখন একই দিনে নিযুক্ত দুই বা ততোধিক কর্মরত-শিক্ষকের মধ্য হইতে নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিবে তখন তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্যতর বা যোগ্যতম শিক্ষককে নির্বাচন করিয়া তাঁহাকেই ঐ পদে বহাল রাখিতে হইবে। ৩(গ) ধারানুযায়ীই কি সংগঠক-শিক্ষক, কি কর্মরত-শিক্ষক উভয়েরই নিযুক্তি পরিচালিত হইবে।

যদি পুরাতন (৩) নিয়ম অনুসারে রচিত কোনও তালিকা জেলায় থাকিয়া থাকে তবে সেই তালিকাটি ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১ হইতে আরো ছয় মাস কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রতি জেলার জন্য নূতন তালিকা প্রস্তুতের জন্ম ব্যবস্থাসমূহ ত্বরিৎ গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বা: জে, সি, সেনগুপ্ত
সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Absorption of trained school mothers now remeining unemployed.

Ref: His Memo. No. 5419 Sc/P dated 11.9.72

The undersigned is directed to say that the question of absorption of trained school mothers now remaining unemployed has been engaging Government for sometime past. After a careful consideration, Govt. have decided that each School Mother may be given appointment within the teacher-pupil ratio in Primay Schools with Classes I & II under the provision of the Rule I (3) framed under Notification No. 196-Edn. (P) dated, the 28th April, 1969.

2. It is also requested that all the District School Boards may be instructed to this effect that while preparing the panel for appointment of teachers for the District School Boards they should appoint as many unemployed School Mothers as possible in the interest of appointing an adequate number of female teachers.

Action taken in this regard may be intimated to this Department in due course.

Sd/- M. M. Sinha Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: শিক্ষণপ্রাপ্তা বেকার গুরু-মাদের কর্মে নিযুক্তি।

সূত্র: তাঁহার ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ তারিখের 5419-Sc/P সংখ্যক পত্র।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এইরূপ জানাইতে নির্দেশিত হইয়াছেন যে কিছুকাল যাবৎ

বেকার অথচ শিক্ষণপ্রাপ্তা গুরু-মাদের কর্মে নিযুক্তির বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সতর্ক বিবেচনাপূর্বক সরকার এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ঠিক রাখিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯ সনের সরকারী আদেশনামা নং. 196-Edn. (P)-এর ১(৩) নিয়মের বন্দোবস্ত অনুসারে এইপ্রকার গুরু-মাদের কর্মে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(২) ইহাও অনুরোধ করা হইতেছে যে বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় পর্ষদ-সমূহে শিক্ষক নিযুক্তির নিমিত্ত তালিকা প্রস্তুতিকরণ কালে সমস্ত বিদ্যালয় পর্ষদগুলিকে যেন এইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব বেকার গুরু-মাদের যেন তালিকাভুক্ত করে এবং তদ্বারা যথোপযুক্ত সংখ্যায় মহিলা শিক্ষিকা নিযুক্তিকরণে উৎসাহ দেয়।

এই বিষয়ে কি কার্যধারা অবলম্বিত হইল তাহা যথাসময়ে এই বিভাগকে যেন জানানো হয়।

স্বাঃ এম, এম. সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Appointment of teachers in Primary/Junior Basic Schools in deputation vacancies.

Ref: His U O. No. 2148/Sc/P dated, 26.4.72 and his notes dated, 30.11 72 recorded in this department file No. P. 2D-2/72.

In modification of clause (iii) of Para 1 of the G. O No. 865 Edn. (P) dated, 27.11.70, the undersigned is directed, by order of the Governor, to say that Governor is pleased to order that the vacancies caused by deputation of teachers of Primary and Junior Basic Schools to the

Training Institutes, should henceforth be filled up, provided appointment of teachers in such vacancies is made strictly in accordance with the rules, framed under the Notification No. 975-Edn. (P) dated, 26.10.71, in so far as rural areas are concerned. Regarding filling up of deputation vacancies in urban areas, existing Government orders and Director of Public Instruction's Circulars should be followed.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: প্রশিক্ষণে প্রেরণ (Deputation)-এর জন্য প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সৃষ্ট শূন্যপদে শিক্ষক বিনিয়োগ।

সূত্র: ২৬শে এপ্রিল ১৯৭২ তারিখের U. O. No. 2148 Sc/P সংখ্যক তাঁহার পত্র ও এই বিভাগীয় No. P. 2D-2/72 নথিতে ৩০. ১১. ৭২ তারিখের মন্তব্য।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখের 863-Edn. (P) সংখ্যক আদেশনামার প্রথম অনুচ্ছেদের বিধি (৩)-এর সামান্য পরিবর্তন করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছেন যে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এই আদেশ দিতেছেন যে প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে প্রেরণ (Deputation)-এর জন্য সৃষ্ট শূন্য পদসমূহ এখন হইতে পূরণ করা যাইবে। কিন্তু ইহা এই শর্তাধীন থাকিবে যে পল্লী অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারের নং 975-Edn. (P) তাং ২৬-১০-৭১ আদেশ দ্বারা যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহা যেন যথাযথ অনুসরণ করা হয়। শহরাঞ্চলে প্রশিক্ষণে প্রেরণ (Deputation) এর জন্য সৃষ্ট শূন্য পদসমূহ পূরণ করার জন্য প্রচলিত সরকারী আদেশসমূহ এবং শিক্ষা অধিকর্তার সার্কুলারসমূহ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

স্বা: এস. এম. সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব।

Sub : Approval of appointment of teachers in normal vacancies in primary schools in rural areas out of the panel.

Will the Director of Public Instruction, West Bengal please refer to his U. O. No. 2605/Sc/P dated, 27th April 1973 on the above subject ?

2. It is not necessary for the District School Board to submit proposals for appointment of candidates already panelled for appointment on approval of the Cabinet Sub-Committee, for further approval of the Sub-Committee. The empanelled candidates shall be appointed as teachers by the District School Board in accordance with rule 3 of the rules published with this Department Notification No. 1493-Edn. dated, 25 7.40 as subsequently amended in this Department Notification No. 975-Edn. (P) dated, 26.10.71.

Sd/- I. P. Dutta
Assistant Secretary.

বিষয় : পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট শূন্য পদসমূহে প্যানেল হইতে নিয়োগ অনুমোদন।

উপরে উল্লিখিত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা মহোদয় কি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার U. O. No. 2605/Sc/P তাং ২৭শে এপ্রিল, অনুধাবন করিবেন ?

২। মন্ত্রী পরিষদের উপসমিতি কর্তৃক প্রার্থীগণের নামের তালিকা (Panel) যাহা নিযুক্তির জন্য ইতিপূর্বেই অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় ঐ উপসমিতির অনুমোদনের জন্য জেলা বিদ্যালয় পর্ষদে পাঠাইবার

প্রয়োজন নাই। এই বিভাগীয় আদেশনামা নং 1493-Edn. (P), তাং ২৫-৭-৪০ বিজ্ঞপ্তির ৩ ধারা অনুসারে এবং পরবর্তীকালে যাহা এই বিভাগীয় আদেশনামা নং 975-Edn(P), তাং ২৬-১০-৭১ দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল—সেই অনুসারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ কর্তৃক তালিকাভুক্ত প্রার্থীরা শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইবেন।

স্বাঃ আই, পি, দত্ত
সহ-সচিব।

To The District Inspector of Schools (Primary Education)

Sub : Appointment of teachers in Primary/Junior Basic School in deputation vacancies.

Ref : This office memo No. 1445 (31) Sc/P dated 9th March 1973.

In clarification of Government Order No. 82-Edn. (P) dated the 2nd February 1973 it is stated that vacancies caused by deputation of teachers of Primary and Junior Basic Schools to the training institute may be filled up. The filling up of the deputation vacancies is to be made strictly in accordane with the rules framed under notification No. 975-Edn. (P) dated the 26th October 1971 i.e. from the panel of teachers approved by the Education Directorate.

While filling up such vacancies in urban areas, appointment of teachers therein should be made according to the existing Government Orders and Director of Public Instructions. Circulars on the mode of recruitment of teacher in aided/in Government Sponsored Primary

Schools and in Primary Schools brought under free and Compulsory Primary Education under the provisions of the West Bengal Urban Primary Education Act 1963.

Sd/- S. N. Das

Director of Public Instruction.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ (প্রাথমিক শিক্ষা)/সমীপে।

বিষয়: প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শূন্য পদসমূহে শিক্ষক বিনিয়োগ।

সূত্র: ৯ই মার্চ, ১৯[illegible] তারিখের ১৪৪৫ (৩১) Sc/P নং এই দপ্তরের পত্র।

সরকারী আদেশনামা নং 82 Edn.(P), তাং ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩-এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এতদ্বারা বলা যাইতেছে যে প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ট্রেনিং লইতে প্রেরিত হইবার জন্য সৃষ্ট শূন্য পদসমূহ পূরণ করা হইবে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণের ফলে সৃষ্ট গ্রামাঞ্চলের শূন্য পদগুলিতে সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং 975-Edn. (P), তাং ২৮-১০-৭১ তারিখের নিয়মানুসারে অর্থাৎ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষকদের তালিকা হইতে শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হইবে।

শহরাঞ্চলে এই জাতীয় শূন্য পদ পূরণের সময় পশ্চিমবঙ্গ (শহরাঞ্চলীয়) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩-এর আওতাধীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অঞ্চলভুক্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বা সকল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন সরকারী আদেশ ও শিক্ষা-অধিকারের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে।

স্বাঃ এস, এন, দাস

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে

বেতনক্রম (Pay-Scales)

To The District Inspectors of Schools, Bengal.

Sub : Development grant for increasing the salaries of teachers.

Ref : This office No. 1536(53)G dated, 10th/16th April 1947.

The implications of the Government Order No. 1168-Edn. dated, 24th March, 1947 sanctioning the increased rates of pay to teachers are indicated below for the guidance of the officers concerned.

(i) Every teacher of a recognised primary school in both rural and urban areas is entitled to receive the additional pay of Rs. 11/-p.m, Rs. 7/-p.m, or Rs. 5/p.m. according to qualifications.

(ii) The increment sanctioned by Government may be allowed to the bonafide teachers irrespective of Pay or Stipend they may be getting at present.

Sd/- A. Hakim

for Director of Public Instruction, Bengal.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ, বাংলা সমীপে।

বিষয় : শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিকল্পে উন্নয়নমূলক অনুদান।

সূত্র : শিক্ষাধিকারের ১০ই/১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৭ তারিখের 1536 (53)G সংখ্যক পত্র।

২৪শে মার্চ ১৯৪৭ তারিখের No. 1168-Edn. সরকারি আদেশের বলে প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার যেভাবে বৃদ্ধি করা হয় তাহার লক্ষণা (implications) নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(ক) প্রত্যেক অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পল্লী বা শহর অঞ্চলের যে কোন স্থানেই থাকুন না কেন যোগ্যতা অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকে প্রতিমাসে ১১৲ টাকা, ৭৲ টাকা, অথবা ৫৲ টাকা হারে অতিরিক্ত বেতন পাইবার অধিকারী।

(খ) শিক্ষকগণ বর্তমানে যে বেতন বা বৃত্তিই পান না কেন, প্রত্যেক যথার্থ শিক্ষক নির্বিশেষে এই বর্ধিত বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

স্বাঃ আবদুল হাকিম
বঙ্গীয় শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে।

D. P. I. No. 4411-G
23rd December, 1947.

To The Secretary, District School Board, Hooghly.

Sub: Payment of salaries to the teachers of Primary Schools at the increased rates.

Ref: His letter No. 85/684 dated, 9.12.47.

He is directed not to deduct money order commission charges for disbursement of salaries to teachers of primary schools from their enhanced rates of pay to be paid out of Development fund.

Sd/- J. Lahiry
for Director of Public Instruction.

D. P. I. No. 4411-G.
23rd December 1947

সম্পাদক, হুগলী জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ সমীপে।

বিষয়: বর্ধিত হারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন প্রদান।

সূত্র: তাঁহার পত্র No. 85/684 তাং ৯-১২-৪৭।

প্রাথমিক শিক্ষকগণের উন্নয়ন খাতে যে বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া হয় তাহা হইতে মণিঅর্ডার বাবদ কোনও অর্থ বাদ না দেওয়ার জন্য তাঁহাকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাঃ জে, লাহিড়ী
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

G. O. No. 4870-Edn.

26th September, 1949.

To the Director of Public Instruction.

Sub : Scheme No. 121(135)—Development Programme —Increasing the salaries of existing primary school teachers.

Ref : His letter No. 1187 dated the 4th July, 1949.

The undersigned is directed to say that with the approval of the Government of India it has been decided that a further increase in the salaries of primary school teachers at the rate Rs. 2/- p. m. should be granted with effect from the current financial year to the teachers in approved primary schools in West Bengal in addition to the rates of pay sanctioned for the three categories of teachers in Government Order No. 862-Edn. dated, the 3rd March, 1949. The primary school teachers in the three categories should accordingly be paid at the following rates of pay :

(i) Category 'A'—Trained Matriculates Rs. 31/- p. m. (Headmaster will receive an extra allowance Rs. 2/- per month.)

(ii) Category 'B'—Untrained Matriculates and trained non-matriculates Rs. 23/- p.m.

(iii) Category 'C'—Untrained non-matriculates Rs. 19/- p. m.

The increased rates of salary sanctioned under the Development Scheme should be subject to the following conditions :

(a) No teacher of the three categories should be allowed the increased pay of Rs. 2/- sanctioned in this

order if he is already in receipt of salary of Rs. 31/- or Rs. 23/- or Rs. 19/- p. m. according, as he belongs to any of the Categories A, B & C or at higher rates including the Development grant.

(b) The above condition will also apply in the case of teachers of non-District School Board area.

(c) Teachers in Category 'C' appointed after 1st April, 1949 without the previous sanction of Govt. either in Rural or Urban areas should not be allowed the increased rates from the Development grant.

Sd/- D. M. Sen
Secretary

G. O. No. 4870-Edn.
26th September, 1949

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয় : 121 (35) নং পরিকল্পনা-উন্নয়ন প্রকল্প—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি।

সূত্র : শিক্ষা অধিকারের ১৯৪৯ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের 1187 নং পত্র।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ তারিখের 862-Edn. নং আদেশ দ্বারা তিন শ্রেণীর শিক্ষকগণের যে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল তাহার উপরও ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে চলতি আর্থিক বৎসর হইতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মাসিক ২৲ (দুই টাকা) হারে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এই অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শ্রেণীর শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত হারে বেতন পাইবার অধিকারী হইলেন।

(i) 'ক' শ্রেণী : শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষক। মাসিক ৩১৲ টাকা। (প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত আরও ২৲ প্রতি মাসে ভাতা পাইবেন)।

(ii) 'খ' শ্রেণী : শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষক

অথবা শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিক পাশ নহেন এমন শিক্ষকগণ মাসিক ২৩৲ টাকা পাইবেন।

(iii) 'গ' শ্রেণী : শিক্ষণপ্রাপ্তও নহেন, ম্যাট্রিক পাশও নহেন, এরূপ শিক্ষকগণ মাসিক ১৯৲ পাইবেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় মঞ্জুরীকৃত এই বেতন বৃদ্ধির হার নিম্নলিখিত শর্তাধীন থাকিবে :

(ক) যদি কোনও ক, খ, গ শ্রেণীর শিক্ষক তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে ইতিপূর্বেই তাঁহার উন্নয়ন ভাতাসহ প্রতি মাসে ৩১৲ টাকা, অথবা ২৩৲ টাকা, অথবা ১৯৲ টাকা অথবা উচ্চতর হারে বেতন পাইতে থাকেন, তবে ঐ শিক্ষকের আর এই আদেশের বলে অতিরিক্ত ২৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

(খ) শিক্ষা পর্ষদের বাহিরের এলাকায় শিক্ষকগণের ক্ষেত্রেও এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

(গ) পল্লী অথবা শহর অঞ্চলে ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিলের পর যে সমস্ত "গ" শ্রেণীর শিক্ষক সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন খাত হইতে এই বেতন বৃদ্ধির মঞ্জুরী দেওয় হইবে না।

স্বাঃ ডি, এম, সেন
সচিব।

D. P. I. No 7540(15)G.
9th June, 1951.

To The District Inspectors of Schools.

The undersigned begs to state that the V. M. passed teachers of primary schools are to be regarded as trained teachers and should be paid the allowances admissible to trained teachers.

Sd/- J. Lahiri
for Director of Public Instruction, W. B.

D. P. I. No. 7540 (15) G.
9th June, 1951.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ সমীপে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত

ডি, এম, উত্তীর্ণ শিক্ষক রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরূপে গণ্য করিতে হইবে এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা দিতে হইবে।

স্বা: জে, লাহিড়ী
শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে।

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Third Five Year Plan—Elementary Education—Improvement of the condition of service of teachers.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the question of further improvement of the conditions of service of teachers of Primary Schools, Junior Basic Schools and Pre-Basic (or Pre-Primary of Nursery) Schools in the State has been reviewed and the Governor is now pleased to sanction with effect from the 1st April, 1961, the following revised scales of pay for all approved whole-time teachers :

	Scales of pay & rate of D. A. etc. as on 31. 3. 61.		Revised scales of pay with effect from 1-4-61 (including D. A. as shown in Col. (3) & Ad-hoc increase as per G. O. No. 1468. Edn.(G) dated 21.4.61 merged in the revised scales).
	Scales of pay	Rate of D. A.	
(1)	(2)	(3)	(4)

(i) In Junior Basic Schools

(1)	(2)	(3)	(4)
Head Teacher (Basic trained or its equivalents).	55-4/2-75 5/2-90/- plus a special pay of Rs. 15/- per month.	25% of pay.	80-2-100-3-130-4-150/- plus a special pay of Rs. 15/- per month.
Assistant Teachers (Basic trained or its equivalents).	55-4/2-75-5/2-90/-	25% of pay.	80-2-100-3-130-4-150/-
(ii) In Primary Schools.			
'A' Category teacher (Matric Primary trained or their equivalents).			
Head Teacher.	55-1-60/- plus an allowance of Rs. 5/- per month.	12·50 nP.	80-1-90-2-110-3-125/-plus a special pay of Rs 5/- per month.
Assistant Teacher.	55-1-60/-	12·50 nP.	80-1-90-2-110-3-125/-
'B' Category Teacher. (Non-Matric Primary trained or Un-trained Matric or their equivalents).	50/- (fixed)	12·50 nP.	75-1-80/-
'C' Category Teacher. (Un-trained Non-Matric or its equivalents).	40/- (fixed)	12·50 nP.	65-1-70/-

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii) In Pre-Basic/ Pre-Primary/ Nursery Schools.			
Head Teacher (Basic trained or Pre-Basic trained or their equivalents).	90/- (fixed)		80-2-100-3-130-4-150/- plus a special pay of Rs. 15/- per month.
Assistant Teacher	70/- (fixed)		80-2-100-3-130-4-150/-

2. As the existing dearness Allowance and the ad-hoc increase in pay and dearness allowance sanctioned in G. O. No. 1468-Edn. (G) dated, the 21st April, 1961 have been merged in the revised scales of pay as shown in Col. (4) of para 1 above, no further payment should be made on that account and payments already made since 1. 4 61 should be adjusted against the claims on the basis of the revised pay now sanctioned.

3. The revised scales of pay may be adopted for teachers of schools under the management of the District School Boards which may make payment of salary to the teachers according to the scales of pay now prescribed after necessary adjustments.

The voluntary organisations, local bodies and various managements other than District School Boards may also similarly make payment of salary to the whole-time teachers of recognised schools under their respective managements which have come under the grants-in-aid scheme according to the revised scales as shown in Col. (4)

of para 1 above after necessary adjustments, the extra cost involved being met by Government grants subject to the conditions that these authorities concerned continue to pay, from their own funds, the amounts that were hitherto being paid to the teachers by them.

4. The teachers in the Government Sponsored Free Primary Schools will also be entitled to the revised scales of pay as shown in Col. (4) of para 1 above and separate orders in this respect will be issued by the Refugee Relief and Rehabilitation Department of this Government.

5 New entrants will start on the initial pay in the revised scale as admissible to them according to their qualifications.

The pay of the existing teachers may be fixed in the revised scale in the manner as stated below :—

The existing pay and dearness allowance including the ad-hoc increase allowed in G. O. No. 1468-Edn. (G) dated the 21st August, 1961 should be added and thereafter fixation of the pay in the revised scale should be made at a stage next above the sum so arrived at.

6. The Chief Inspector, Primary Education, West Bengal is authorised to make payment of grants to various authorities towards payment of salary according to the revised scales of pay with effect from 1. 4. 61.

7. * * *

8. The Accountant General, West Bengal, has been informed.

Sd/- H. B. Ghosh
for Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—প্রাথমিক শিক্ষা—শিক্ষকদের চাকুরীজীবনের উন্নয়ন-সাধন।

রাজ্যপালের নির্দেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে এই রাজ্যের প্রাথমিক, নিম্নবুনিয়াদী এবং প্রাক্-বুনিয়াদী (অথবা প্রাক্-প্রাথমিক কিংবা নার্শারী) বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের চাকুরীর বিভিন্ন শর্তাবলীর আরও উন্নতি বিধানের প্রশ্ন বিবেচনার পর রাজ্যপাল আগামী ১লা এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখ হইতে সকল অনুমোদিত ও পূর্ণকালীন শিক্ষকদের জন্য নিম্নলিখিত সংশোধিত বেতনক্রম প্রীত হইয়া মঞ্জুর করিতেছেন :—

	৩১শে মার্চ, ১৯৬১ তারিখে বেতনক্রম এবং মহার্ঘভাতার যে হার ছিল।		১লা এপ্রিল, ১৯৬১ হইতে বলবৎ সংশোধিত বেতন-ক্রম (৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত মহার্ঘ-ভাতা এবং ২১শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখের 1468 E d n. (G) নং আদেশে তদর্থক হিসাবে মঞ্জুরীকৃত বেতন বৃদ্ধি নূতন সংশোধিত বেতন-ক্রমের মধ্যে ধরিয়া)।
	বেতন হার	মহার্ঘভাতার হার	
১	২	৩	৪

(১) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
প্রধান শিক্ষক (বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা কোন সমতুল্য গুণসম্পন্ন)	৫৫-৪/২-৭৫-৫/২-৯০৲ এবং মাসিক ১৫৲ বিশেষ বেতন	বেতনের ২৫%	৮০-২-১০০-৩-১৩০-৪-১৫০৲ এবং মাসিক ১৫৲ বিশেষ বেতন
সহ-শিক্ষক (ঐ)	৫৫-৪/২-৭৫-৫/২-৯০৲	বেতনের ২৫%	৮০-২-১০০-৩-১৩০-৪-১৫০৲

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ক্ষেত্রে।

'ক' শ্রেণীরশিক্ষক (মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা তাহাদের সমতুল্য গুণসম্পন্ন।)

প্রধান শিক্ষক	৫৫-১-৬০ এবং মাসিক ৫৲ ভাতা	টা. ১২.৫০	৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২৫৲ এবং মাসিক ৫৲ বিশেষ বেতন
সহ-শিক্ষক	৫৫-১-৬০	টাঃ ১২.৫০	৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২৫৲
'খ' শ্রেণীর শিক্ষক	৫০৲ (নির্দিষ্ট)	টাঃ ১২.৫০	৭৫-১-৮০৲

(মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা প্রশিক্ষণবিহীন এমন ম্যাট্রিক পাশ অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ বা সমতুল্য গুণসম্পন্ন।)

'গ' শ্রেণীর শিক্ষক	৪০৲ (নির্দিষ্ট)	টাঃ ১২.৫০	৬৫-১-৭০৲

(মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রশিক্ষণবিহীন নহেন এমন নন্-ম্যাট্রিক অথবা তাহার সমতুল্য গুণসম্পন্ন।)

(৩) প্রাক্-বুনিয়াদী অথবা প্রাক্-প্রাথমিক কিংবা নার্শারী বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে।

প্রধান শিক্ষক (বুনিয়াদী কিংবা প্রাক্-বুনিয়াদী অথবা তাহাদের সমতুল্য কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	৯০৲ (নির্দিষ্ট)	—	৮০-২-১০০-৩-১৩০-৪-১৫০৲ এবং মাসিক ১৫৲ বিশেষ বেতন
সহ-শিক্ষক (ঐ)	৭০৲ (নির্দিষ্ট)	—	৮০-২-১০০-৩-১৩০-৪-১৫০৲

২। যেহেতু ২১শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখের 1468-Edn. (G) নং আদেশে মঞ্জুরীকৃত তদর্থক বেতনবৃদ্ধি ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি বা তৎপূর্বকার প্রচলিত মহার্ঘভাতাসমূহ উপরিলিখিত ১ নং অনুচ্ছেদের ৪নং স্তম্ভে বর্ণিত সংশোধিত বেতনক্রমের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখন হইতে উপরোক্ত খাতে আর কোন খরচ করা হইবে না। যদি ইতিমধ্যে ১লা এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখের পরেও ঐ খাতে কোন খরচ করা হইয়া থাকে তবে সংশোধিত বেতনক্রমে মাহিনা দিবার সময় তাহা কাটিয়া বা মিটাইয়া লইতে হইবে।

৩। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে এই সংশোধিত বেতনক্রম চালু করা চলিবে। প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করিয়া শিক্ষকদের এই নূতন বেতনহারে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎসমূহ মাহিনা প্রদান করিতে পারে।

যে সমস্ত জনসেবামূলক সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ বহির্ভূত অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদিত ও যাহারা সরকারী অনুদানের আওতায় আছে তাহাদের পূর্ণকালীন শিক্ষকদের অনুরূপভাবে উপরিলিখিত ১নং অনুচ্ছেদের ৪নং স্তম্ভে বর্ণিত সংশোধিত বেতনহার দেওয়া যাইবে। তবে তাহাতে এই শর্ত থাকিবে যে, এই সমস্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল হইতে ইতিপূর্বে শিক্ষকদের যাহা দিয়া আসিতেছিলেন তাহা যথারীতি দিয়া যাইতে থাকিবেন এবং তবেই সংশোধিত বেতনক্রমের দরুণ বর্ধিত ব্যয়ভার সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া হইবে।

৪। উপরিলিখিত ১নং অনুচ্ছেদের ৪ নং স্তম্ভে বর্ণিত সংশোধিত বেতনহার সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদেরও প্রদান করা চলিবে। সরকারের উদ্বাস্তু, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন বিভাগ এই মর্মে একটি পৃথক আদেশনামা জারী করিবেন।

৫। নিজ নিজ গুণাবলী অনুযায়ী প্রাপ্য সংশোধিত বেতনহারের প্রারম্ভিক বেতনে নবনিযুক্ত শিক্ষকেরা কাজ শুরু করিবেন।

বর্তমানে চাকুরীরত শিক্ষকদের বেতন সংশোধিত বেতনক্রমে নিম্নলিখিতভাবে ধার্য করিতে হইবে:—

বর্তমান বেতন ও মহার্ঘভাতার সঙ্গে ২১শে আগষ্ট, ১৯৬১ তারিখের 1468-Edn. (G) আদেশে মঞ্জুরীকৃত তদর্থক বৃদ্ধি যোগ করিতে হইবে।

তারপর সংশোধিত বেতনক্রমের যেখানে ঐ যোগফল পৌছিবে ঠিক তাহার উপরের ধাপে নূতন বেতন ধার্য করিতে হইবে।

৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পরিদর্শককে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে তিনি যেন ১লা এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখের পর হইতে শিক্ষকদের সংশোধিত হারে বেতন প্রদানের জন্ম বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় অনুদান মঞ্জুর করেন।

৭। * * *

৮। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইয়াছে।

স্বা: হরিভূষণ ঘোষ
সচিবের পক্ষে

To The District Inspector of Schools, Calcutta.

Sub: Deputation of Primary School Teachers, serving in the Aided or Stipendiary Primary Schools, situated in the Municipal areas of the State.

It appears that there is some confusion in the minds of some of the District Educational Officer in regard to the subject of sanctioning deputation to he above category of teachers and payment of deputation allowance to them while under Training on deputation.

The undersigned, therefore, begs to state that hence forward Primary School Teachers serving in the Aided or Stipendiary Primary Schools, situated in the Municipal areas may be deputed to Junior Basic Training Colleges, following the principles, stated below :

(1) The Managing Committee of the Primary School, in which the teacher serves, should pass a resolution to the effect that they are agreeable to depute him/her to training and pay him/her the share of his/her salary,,

which they had been paying to the teacher, before deputation.

(2) On deputation to Junior Basic Training Colleges, the teachers may be paid the Government share of grant, which they had been receiving before deputation.

Sd/- Illegible,
for Director of Public Instruction,
West Bengal.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীপে।

বিষয় : রাজ্যের বিভিন্ন পৌরাঞ্চলস্থ সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা বৃত্তিভোগকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এ প্রেরণ।

দেখা যাইতেছে যে, কিছু কিছু জেলার শিক্ষাবিভাগীয় আধিকারিকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর শিক্ষকদের ডেপুটেশন মঞ্জুর করিতে এবং ডেপুটেশনে থাকা-কালীন সময়ে তাহাদের ডেপুটেশন ভাতা প্রদান করিতে দ্বিধান্বিত হইতেছেন।

সুতরাং নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে রাজ্যের বিভিন্ন পৌরাঞ্চলস্থ সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা বৃত্তিভোগকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে প্রেরণ করিবার জন্য এখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে :—

(১) যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মরত, তাহার পরিচালন সমিতিকে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে যে ডেপুটেশনে ট্রেনিং লইবার জন্য ঐ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রেরণ করিতে তাঁহারা রাজী আছেন এবং ডেপুটেশনে যাইবার পূর্বে ঐ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে তাহার বেতনের যে অংশ বিদ্যালয় বহন করিত তাহা যথারীতি প্রদান করিতে তাহারা রাজী আছেন।

(২) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে প্রেরিত হইবার পর ঐ শিক্ষককে সরকারের দেয় বেতনের অংশ (যাহা সে ডেপুটেশনের পূর্বে পাইয়া আসিতেছিল) যথাবিহিত প্রদান করিতে হইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে।

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Improvement of the conditions of service of Primary and Pre-Primary School teachers.

The undersigned is directed, by order of the Governor to say that the question of further improvement of the conditions of service for teachers of Primary Schools, Junior Basic Schools and Pre-Basic or Pre-Primary or Nursery Schools in the state has been reviewed and the Governor is now pleased to sanction with effect from the 1st April, 1966 the following revised scales of pay for all approved whole-time teachers.

Revised scales of pay with effect from 1.4.66 (with all Dearness Allowance merged in these scales).

In Junior Basic and Primary Schools.

Head Teacher (Basic trained or Matric Primary trained or their equivalent).	Rs. 115-2-145-3-160-4-180 plus a (i) special pay of Rs. 15/- per month in 5 class (I V) schools or (ii) Rs. 5/- per month in 4 class (I-IV) schools.
"A" category Teacher. (Basic trained or Matric Primary trained or their equivalent).	Rs. 115-2-145-3-160-4-180.
"B" category Teacher (Non-matric Primary trained or untrained Matric or their equivalent).	Rs. 105-2-125.

"C" category Teacher (Untrained, Non-matric).	Rs. 100-1-105.

In Pre-Basic, Pre-Primary and Nursery Schools.

Head Teacher. (Basic trained or Pre-Basic trained or their equivalent).	Rs. 115-2-145-3-160-4-180 plus a special pay of Rs. 15/- per month.
Assistant Teacher. (Basic trained or Pre-Basic trained or their equivalent).	Rs. 115-2-145-3-160-4-180.

2. The existing dearness allowance has been merged in the revised scales of pay as shown in column 2 of paragraph 1 above. No further payment should be made on account of dearness allowance and payments already made since 1st April, 1966 should be adjusted against the claims on the basis of the revised scales of pay now sanctioned.

3. The revised scales of pay may be adopted for teachers of schools under the management of the District School Boards which may make payment of salary to the teachers according to the scales of pay now prescribed after necessary adjustment.

The voluntary organisation, local bodies and various managements other than District School Boards may also similarly make payment of salary to the whole-time teachers of recognised schools under their respective managements which have come under the grants-in-aid scheme according to the revised scales as shown in column 2 paragraph 1 above after necessary adjustments, the extra cost involved being met by Government grants subject to the conditions that the authorities concerned

continue to pay, from their own funds, the amounts that were hitherto being paid to the teachers by them.

4. The teachers in the Government Sponsored Free Primary Schools will also be entitled to the revised scales of pay as shown in column 2 of paragraph 1 above.

5. New entrants will start on the initial pay in the revised scales as admissible to them according to their qualifications.

The pay of the existing teachers as on 1st April, 1966 may be fixed in the revised scale in the manner as stated below :

The pay of a teacher in service should be fixed at the stage in the revised scale next above the aggregate of his pay (in the old scale) and dearness allowance as admissible on 31st March, 1966.

6. The Chief Inspector, Primary Education, West Bengal, is authorised to make payment of grants to various authorities towards payment of salary according to the revised scales of pay with effect from 1st April, 1966.

7. * * * *

8. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U/O No. AVII/959 dated the 5th May, 1966.

9. The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/- B. Datta
Secretary

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়: প্রাথমিক এবং প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের চাকুরির অবস্থার উন্নতি বিধান।

রাজ্যপালের নির্দেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী এবং প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাক্-বুনিয়াদী অথবা নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের চাকুরীর অবস্থার আরও উন্নতির প্রশ্নটি পর্যালোচিত হইয়াছে এবং রাজ্যপাল প্রীত হইয়া বর্তমানে সকল অনুমোদিত পুরা সময়ের শিক্ষকগণের জন্য নিম্নোক্ত সংশোধিত বেতনহার ১৯৬৬ সনের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে মঞ্জুর করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

১.৪.৬৬ তারিখ হইতে কার্যকর সংশোধিত বেতনহার।

(এই বেতনহারের মধ্যে সমস্ত মহার্ঘভাতা মিশিয়া যাইবে।)

সমস্ত নিম্ন-বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে।

১। প্রধান শিক্ষক (বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ও প্রাথমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা উহাদের সমতুল্য)।	১১৫—২—১৪৫—৩—১৬০—৪—১৮০ টাকা এবং ক) পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ১৫. বিশেষ ভাতা। অথবা, খ) চতুর্থ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিমাসে ৫৲ টাকার একটি বিশেষ ভাতা।
২। 'ক' শ্রেণীর শিক্ষক (বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ও প্রাথমিক শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা উহাদের সমতুল্য)।	১১৫—২—১৪৫—৩—১৬০—৪১৮০ টাকা।
৩। 'খ' শ্রেণীর শিক্ষক (প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রাথমিক শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ, শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন অথবা উহাদের সমতুল্য)।	১০৫—২—১৫ টাকা

৪। 'গ' শ্রেণীর শিক্ষক (শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ)। — ১০০- -১—১০৫ টাকা।

প্রাক্-বুনিয়াদী, প্রাক্-প্রাথমিক এবং নার্শারী বিদ্যালয়সমূহে।

১। প্রধান শিক্ষক (বুনিয়াদী অথবা প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা উহাদের সমতুল্য। — ১১৫—২—১৪৫—৩—১৬০—৪—১৮০ টাকা এবং প্রতিমাসে ১৫ টাকার একটি বিশেষ ভাতা।

২। সহ-শিক্ষক (বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা উহাদের সমতুল্য)। — ১১৫—২—১৪৫—৩—১৬০—৪—১৮০ টাকা।

২। উপরের প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় স্তম্ভের নির্দেশমত বর্তমান মহার্ঘ ভাতা সংশোধিত বেতনহারের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মহার্ঘ ভাতার জন্য আর কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না এবং ১৯৬৬ সনের ১লা এপ্রিল হইতে যে সব অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহা বর্তমানে অনুমোদিত সংশোধিত বেতনহারের পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করা দাবীর সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

৩। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনহার প্রযুক্ত করা যাইতে পারে এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ প্রয়োজনীয় বিন্যাসসাধনের পরে নূতন বেতনহার অনুসারে শিক্ষকগণকে বেতন দিতে পারে। জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ ভিন্ন অপর জনসেবামূলক সংগঠনসমূহ, স্থানীয় সংগঠনসমূহ এবং বিভিন্ন পরিচালক সমিতিগুলি ও তাহাদের স্ব স্ব স্বীকৃত ও সরকারী অনুদান-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির পূর্ণকালীন শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বিন্যাসের পরে, উপরস্থ প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় স্তম্ভে নির্দেশিত সংশোধিত বেতনহার অনুসারে অনুরূপভাবে বেতন দান করিতে পারে এবং যদি ভারপ্রাপ্ত সমিতিগুলি তাহাদের নিজেদের তহবিল হইতে এতদিন পর্যন্ত যে অর্থ তাহারা শিক্ষকদিগকে দিয়া আসিতেছিল তাহা দিতে থাকে তবে অতিরিক্ত খরচ সরকারী অনুদান দ্বারা মিটানো হইবে।

৪। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণও উপরস্থ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকে প্রদর্শিতভাবে সংশোধিত বেতনহার পাইবেন।

৫। নবনিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে প্রদেয় সংশোধিত হারে প্রারম্ভিক বেতনে শিক্ষকতা শুরু করিবেন।

৫। নিম্নবর্ণিতভাবে সংশোধিত হারে ১৯৬৬ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে বর্তমান শিক্ষকগণের বেতন নির্দিষ্ট হইতে পারে :—

৩১।৩।৬৬ তারিখে একজন কর্মরত শিক্ষকের বেতন (পুরাতন হারে) ও মহার্ঘ ভাতার যোগফল সংশোধিত বেতনক্রমের যেখানে পৌছিবে, তাহার ঠিক উপরের ধাপে নির্দিষ্ট হইবে।

৬। ১লা এপ্রিল, ১৯৬৬ তারিখ হইতে সংশোধিত বেতনহার অনুসারে বেতনদানের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অনুদান দেওয়ার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পরিদর্শকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

৭। * * * * *

৮। এই আদেশ অর্থ বিভাগের ৫ই মে, ১৯৬৬ সনের U. O./No. VII/959 নং সম্মতি অনুসারে প্রচারিত হইল।

৯। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইয়াছে।

স্বা: বি, দত্ত
সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Improvement of the conditions of service of primary and pre-primary school teachers.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that on the introduction of the revised scales of pay in terms of Government Order No. 83-Edn. (P) dated the 18th May, 1966, it is found that the emoluments in case of certain Junior Basic Trained teachers will, at some stages, be less than what they would have got, had they continued in the old scale. In order to remove the hardship which will occur during the period ending 31st March, 1971, the Governor is pleased to direct that the following

adjustments be made in the pay of those Junior Basic trained teachers whose basic pay in the old scale on 31st March, 1966, was :

(a) Rs. 98/- p. m., one special additional increment be given with effect from the 1st April, 1970 ;

(b) Rs. 100/- or Rs. 106/- or Rs. 112/- or Rs. 118/-p.m., one special additional increment be given with effect from the 1st April, 1969 ;

(c) Rs. 103/- or Rs. 109/- or Rs. 115/- or Rs. 121/-p.m., one special additional increment be given with effect from the 1st April, 1968 and another special additional increment from 1st April, 1970.

in addition to the normal increments on those dates.

This will be clear also from the illustrations given in the anexure. The question of further adjustment of pay of those Junior Basic trained teachers in whose case, anomaly will arise after 31st March, 1971, will be reviewed, if necessary subsequently.

* * *

This order issues with the concurrance of the Finance Department, vide their U. O. No. AVII/500, dated the 28th Marth, 1967.

The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary

ANNEXURE

Fixation of pay of the Basic Trained Teachers (Primary) in the revised scale of pay

Old scale	*Revised scale*
Rs. 80-2-100-3-130-4-150	*Rs. 115-2-145-3-160-4-180*

Sl. No. & Basic pay	Date	Pay and D.A. in the old scale	Pay in the revised scale	Remarks
1	2	3	4	5
Rs.		Rs.	Rs.	
(i) 1. 96/-	1.4.66	96+15=111/-	115/-	
2.	1.4.67	113/-	117/-	
3.	1.4.68	115/-	119/-	
4.	1.4.69	118/-	121/-	
5.	1.4.70	121/-	123/-	
(ii) 1. 98/-	1.4.66	98+15=113/-	115/-	
2.	1.4.67	115/-	117/-	
3.	1.4.68	118/-	119/-	
4.	1.4.69	121/-	121/- +2/- (1 increment) 123/-	
5.	1.4.70	124/-	125/-	
(iii) 1. 100/-	1.4.66	100+15=115/-	117/-	
2.	1.4.67	118/-	119/-	
3.	1.4.68	121/-	121/-	
4.	1.4.69	124/-	123/- +2/- (1 increment) 125/-	
5.	1.4.70	127/-	127/-	

1		2	3	4	5
(iv) 1.	103/-	1.4.66	103+15=118/-	119/-	
2.		1.4.67	121/-	121/-	
3.		1.4.68	124/-	123/-	+2/- (1 increment)
				125/-	
4.		1.4.69	127/-	127/-	
5.		1.4.70	130/-	129/-	+2/- (1 increment)
				131/-	
(v) 1.	106/-	1 4.66	106+15=121/-	123/-	
2.		1.4.67	124/-	125/-	
3.		1.4.68	127/-	127/-	
4.		1.4.69	130/-	129/-	+2/- (1 increment)
				131/-	
5.		1.4.70	133/-	133/-	
(vi) 1.	109/-	1.4.66	109+15=124/-	125/-	
2.		1.4.67	127/-	127/-	
3.		1.4.68	130/-	129/-	+2/- (1 increment)
				131/-	
4.		1.4.69	133/-	133/-	
5.		1.4.70	136/-	135/-	+2/- (1 increment)
				137/-	
(vii) 1.	112/-	1 4.66	112+15=127/-	129/-	
2.		1.4.67	130/-	131/-	
3.		1.4.68	133/-	133/-	
4.		1.4 69	1 3/-	135/-	+2/- (1 increment)
				137/-	
5.		1.4.70	139/-	139/-	

1		2	3	4	5
(viii)	1. 115/-	1 4.66	115+15=130/-	131/-	
	2.	1.4.67	133/-	133/-	
	3.	1.4.68	136/-	135/-	+2/-
					(1 increment)
				137/-	
	4.	1.4.69	139/-	139/-	
	5.	1.4.70	142/-	141/-	+2/-
					(1 increment)
				143/-	

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: প্রাথমিক এবং প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের চাকুরির অবস্থার উন্নতি বিধান।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে ১৯৬৬ সনের ১৮ই মে তারিখের 83-Edn.(P) সংখ্যক সরকারী আদেশনামা অনুসারে সংশোধিত বেতনহার প্রবর্তন করার ফলে দেখা গিয়াছে যে কিছুসংখ্যক নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায়ে তাঁহাদের সংশোধিত বেতন, পুরাতন হারে যদি তাঁহারা অবস্থান করিতেন সেই ক্ষেত্রে প্রাপ্য বেতন অপেক্ষা কম হইয়া পড়িবে। ১৯৭১ সনের ৩১শে মার্চ তারিখের সময়সীমার মধ্যে তাঁহাদের এইজন্য যে অসুবিধা হইবে তাহা দূর করিবার জন্য রাজ্যপাল প্রীত হইয়া নিম্ন-বর্ণিত বিধান সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং সেই সকল নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে যাঁহাদের ১৯৬৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে পুরাতন বেতনহার অনুসারে বেতন ছিল নিম্নরূপ:

(ক) প্রতিমাসে ৯৮ টাকা—ইহাদের ১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখ হইতে একটি বিশেষ অতিরিক্ত বাৎসরিক বৃদ্ধি হইবে।

(খ) প্রতিমাসে ১০০ টাকা অথবা ১০৬ টাকা অথবা ১১২ টাকা অথবা

১১৮ টাকা—ইঁহাদের ১লা এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখ একটি বিশেষ অতিরিক্ত বাৎসরিক বৃদ্ধি হইবে।

প্রতিমাসে ১০৩ টাকা অথবা ১০৯ টাকা অথবা ১১৫ টাকা অথবা ১২১ টাকা—ইঁহাদের ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখ হইতে একটি বিশেষ অতিরিক্ত বাৎসরিক বৃদ্ধি এবং ১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখ হইতে আরেকটি বিশেষ অতিরিক্ত বাৎসরিক বৃদ্ধি হইবে।

বলা বাহুল্য, এইগুলির সহিত ঐ সকল তারিখে প্রাপ্য সাধারণ বাৎসরিক বৃদ্ধিগুলিও প্রযুক্ত হইবে।

ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় ইহা আরও স্পষ্ট হইবে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সনের ৩১শে মার্চের পর যদি আবার বেতন বিন্যাসের প্রশ্ন ওঠে তখন সেই বিন্যাস সাধনের প্রশ্নটি প্রয়োজন হইলে মীমাংসার জন্য পর্যালোচিত হইবে।

* * * *

অর্থবিভাগের ২৮শে মার্চ ১৯৬১ সনের U. O. No. AVII/500, অনুসারে এই আদেশনামা প্রচারিত হইল।

অর্থবিভাগের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইয়াছে।

স্বাঃ এ. কে. রায়
উপ-সচিব।

ক্রোড়পত্র

সংশোধিত বেতনহারে বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত
(প্রাথমিক) শিক্ষকগণের বেতনের নির্ধারণ।

পুরাতন হার— টাকা ৮০—২—১০০—৩—১৩০—৪—১৫০

সংশোধিত হার— টাকা ১১৫—২—১৪৫—৩—১৬০—৪—১৮০

ক্রমিক নং ও মূল বেতন	তারিখ	পুরাতন হারে মাহিনা ও মহার্ঘভাতা	সংশোধিত হারে মাহিনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
i) ১। ৯৬ টা.	১.৪ ৬৬	৯৬+১৫=১১১ টা.	১১৫ টা.	
২।	১.৪.৬৭	১১৩ টা.	১১৭ টা.	
৩।	১.৪.৬৮	১১৫ টা.	১১৯ টা.	
৪।	১.৪.৬৯	১১৮ টা.	১২১ টা.	
৫।	৪.৭০	১২১ টা.	১২৩ টা.	

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ii) ১।	৯৮ টা.	১.৪.৬৬	৯৮+১৫=১১৩ টা.	১১৫ টা.	
২।		১.৪.৬৭	১১৫ টা.	১১৭ টা.	
৩।		১.৪.৬৮	১১৮ টা.	১১৯ টা.	
৪।		১.৪.৬৯	১২১ টা.	১২১+২টা.=১২৩ টা. (একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৫।		১.৪ ৭০	১২৪ টা.	১২৫ টা.	
iii) ১।	১০০ টা.	১.৪.৬৬	১০০+১৫=১১৫ টা.	১১৭ টা.	
২।		১.৪.৬৭	১১৮ টা.	১১৯ টা.	
৩।		১.৪ ৬৮	১২১ টা.	১২১ টা.	
৪।		১.৪.৬৯	১২৪ টা.	১২৩+২টা.=১২৫ টা. (একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৫।		১.৪.৭০	১২৭ টা.	১২৭ টা.	
iv) ১।	১০৩ টা.	১.৪.৬৬	১০৩+১৫=১১৮ টা.	১১৯ টা.	
২।		১.৪.৬৭	১২১ টা.	১২১ টা.	
৩।		১.৪.৬৮	১২৪ টা.	১২৩+২টা.=১২৫ টা. (একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৪।		১.৪.৬৯	১২৭ টা.	১২৭ টা.	
৫।		১.৪.৭০	১৩০ টা.	১২৯+২টা.=১৩১ টা. (একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
v) ১।	১০৬ টা.	১.৪.৬৬	১০৬+১৫=১২১ টা.	১২৩ টা.	
২।		১.৪.৬৭	১২৪ টা.	১২৫ টা.	
৩।		১.৪.৬৮	১২৭ টা.	১২৭ টা.	
৪।		১.৪.৬৯	১৩০ টা.	১২৯+২টা.=১৩১ টা. (একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৫।		১.৪.৭০	১৩৩ টা.	১৩৩ টা.	

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
vi) ১ |	১০৯ টা.	১.৪.৬৬	১০৯+১৫=১২৪ টা.	১২৫ টা.	
২ |		১.৪.৬৭	১২৭ টা.	১২৭ টা.	
৩ |		১.৪.৬৮	১৩০ টা.	১২৯+২টা.=১৩১ টা.	
				(একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৪ |		১.৪.৬৯	১৩৩ টা.	১৩৩ টা.	
৫ |		১.৪.৭০	১৩৬ টা.	১৩৫+২টা.=১৩৭ টা.	
				(একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
vii) ১ |	১১২ টা.	১.৪.৬৬	১১২+১৫=১২৭ টা.	১২৯ টা.	
২ |		১.৪.৬৭	১৩০ টা.	১৩১ টা.	
৩		১.৪.৬৮	১৩৩ টা.	১৩৩ টা.	
৪ |		১.৪.৬৮	১৩৬ টা.	১৩৫+২টা.=১৩৭ টা.	
				(একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৫ |		১.৪.৭০	১৩৯ টা.	১৩৯ টা.	
viii) ১ |	১১৫ টা.	১.৪.৬৬	১১৫+১৫=১৩০ টা.	১৩১ টা.	
২ |		১.৪.৬৭	১৩৩ টা.	১৩৩ টা.	
৩ |		১.৪.৬৮	১৩৬ টা.	১৩৫+২টা.=১৩৭ টা.	
				কটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	
৪ |		১.৪ ৬৯	১৩৯ টা.	১৩৯ টা.	
৫ |		১.৪.৭০	১৪২ টা.	১৪১+২টা.=১৪৩ টা.	
				(একটি বাৎসরিক বৃদ্ধি)	

To The District Inspector of Schools, Calcutta.

Sub: Trained & Graduate teachers in the aided primary schools—payment of grants to them as 'A' category teachers.

Ref: His Memo. No. 967/H dated 2.1.67.

With reference to his above memo. on the subject

noted above the undersigned has to state that there may not be any objection to treat the M.A., B.T./B.A.,B.T./ B.A., P.G. B.T. teachers of aided primary schools as 'A' category teachers for the purpose of payment of Government Grants on deficit basis to the schools in which such teachers are at work.

Sd/- S. C. Mukherjee
for Director of Public Instruction

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলিকাতা।

বিষয় : সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণ-প্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকদের 'ক' শ্রেণীর শিক্ষকদের সমহারে বেতনদানের জন্য সরকারী মঞ্জুরী।

[সূত্র : ২-১-৬৭ তারিখের তাঁহার 967/H সংখ্যক পত্র।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁহার উপরিলিখিত পত্রের সূত্র ধরিয়া নিম্ন-স্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত যে সকল শিক্ষক M. A., B. T./B. A., B. T./B. A., P. G. B. T. তাঁহাদের 'ক' শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকরূপে গণ্য করিতে কোন বাধা নাই। যে সকল বিদ্যালয়ে এই ধরণের শিক্ষকেরা কাজ করিতেছেন্ সেখানে এইজন্য ঘাটতি অনুযায়ী সরকারী অনুদান দেওয়া যাইতে পারে।

স্বাঃ এস্, সি, মুখার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To The Director of Public Instruction,

Ref : His letter No. 523 dated the 10.2.1967.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that in partial modification of Government orders

No. 4192-Edn, dated the 24th August, 1949 and No. 3897-Edn. (D) dated the 13th October, 1961, the Governor is pleased to order that the trainees having completed the training course at the Post-Graduate Basic Training Colleges and Junior Basic Traning Colleges should be awarded their Diplomas or Certificates on the results of their final examination and permitted to draw increments in their respective scales of pay. Refresher course or the training camp, as the case may be for the extrainees of the Basic Training Colleges should be held at least three years after the completion of the main training.

Sd/- S. C. Chakraborty,
Deputy Secretary

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

সূত্র : ১০-২-৬৭ তারিখের তাঁহার 523 নং পত্র।

রাজ্যপালের নির্দেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইহা বলিতেছেন যে, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৯ তারিখের 4192-Edn. নং আদেশনামা এবং ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬১ তারিখের 3897-Edn. (D) আদেশনামার ঈষৎ সংশোধন করিয়া, প্রীত হইয়া রাজ্যপাল এই আদেশ জারী করিতেছেন যে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে পাঠগ্রহণ অন্তে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তাহাদের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে এবং তাহাদের স্ব স্ব বেতনক্রমে যথারীতি বার্ষিক বৃদ্ধিও ভোগ করিতে দেওয়া যাইবে। বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-গুলির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঝালাই পাঠ বা অনুরূপ যে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকুক না কেন তাহা আসল প্রশিক্ষণের অন্ততঃ তিন বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বাঃ এস্, সি, চক্রবর্তী
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub: Improvement of the conditions of service of teachers of primary schools (including Junior Basic School).

The undersigned is directed by order of the Governor to say that Governor is pleased to direct that the existing approved whole-time untrained matriculate teachers of aided Primary Schools (including Junior Basic Schools) under the District School Boards, Voluntary Educational Organisations or various other managements who have completed on 1st April, 1968, either (i) 10 years' continuous service as whole-time teachers in a recognised Primary or Secondary School or (ii) 40 years of age with 5 years' continuous service as whole-time teachers in a recognised Primary or Secondary School will be given the pay-scale of trained matriculate teachers of Primary Schools with effect from the 1st April, 1968.

2. The above benefit may also be extended to the approved teachers of Government Sponsored Free Primary Schools.

3. * * *

4. The Accountant General, West Bengal is being informed.

5. This order issues with the concurrance of the Finance Department of this Government vide their U. O. No. AVII/1016 dated the 27th May, 1968.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের চাকুরী জীবনের উন্নয়ন বিধান।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, জনসেবামূলক সংস্থাসমূহের অথবা অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ) বর্তমানে কর্মরত পূর্ণকালীন ম্যাট্রিক-পাশ অথচ শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এমন যে সকল শিক্ষক আছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে (ক) কোন অনুমোদিত তথা স্বীকৃত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০ বৎসর পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন অথবা (খ) যাঁহারা কোন অনুমোদিত তথা স্বীকৃত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন এবং বর্তমানে চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনহার অনুসারে ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ সাল হইতে বেতন দেওয়া যাইবে।

২। সকল সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণকেও এই সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে।

৩। * * *

৪। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা অবহিত করা হইতেছে।

৫। ২৭শে মে, ১৯৬৮ সনের পশ্চিমবঙ্গের অর্থবিভাগের U. O. No. AVII/1016 আদেশপত্রের সম্মতি অনুসারে এই আদেশ জারী করা হইল।

স্বা: এ, কে, রায়
উপ-সচিব।

No. 5470 (15) Sc/P (II)
the 13th November, 1968.

To The Secretary, District School Board.

The District Inspector/Inspectress of Schools.

The Chairman,........Municipality.

Sub : Clarification of certain points regarding Government Order No. 541-Edn. (P) dated, the 28th May, 1968.

In terms of Government Order No. 541-Edn. (P) dated the 28th May, 1968, the existing approved whole-time untrained matriculate teachers of Primary Schools who have completed on 1st April, 1968 either (i) ten years' **continuous service** as whole-time teachers in a recognised Primary or Secondary Schools, or (ii) 40 years of age with five years' **continuous service** as whole-time teachers in a recognised Primary or Secondary Schools will be given the pay-scales of trained matriculates teachers of Primary Schools with effect from 1st April, 1968. Certain points in the Government Orders have since been raised from different quarters for clarification. Accordingly the clarification as received from the Government on the Government Order No. 541-Edn. (P) dated the 28th May, 1968 are stated below for information and guidance :—

(i) Government regrets its inability to withdraw the condition of continuity of service.

(ii) Matriculates include persons who have passed any public examination, considered equivalent to Matriculation Examination academically, but passing of Class X examination of a Higher Secondary Schools is not considered equivalent for this purpose.

(iii) All schools under the District School Boards come within the purview of the Government Order under reference.

(iv) The minimum period required for fulfilment of

the conditions has only been mentioned in the Government Order. The concession will obviously be applicable also to persons possessing more than 10 years' continuous service on 1st April, 1968 and to those who are not less than 40 years of age with at least 5 years' continuous service as whole-time teachers in any recognised Primary/Junior Basic School on the 1st April, 1968.

The questions regarding (a) eligibility of Head Techers' allowance to an untrained Matriculate Teacher granted pay-scale of 'A' Category Teachers under the Government Order referred to and (b) margin of the special allowance of Rs. 5/- sanctioned in terms of Government Order No. 727-Edn. (G) dated, the 27th February, 1963, are under examination of Government.

Sd/- K. B. Mazumdar
for Director of Public Instruction.

সম্পাদক, জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ,
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকা,
চেয়ারম্যান,........পৌর সংস্থা, সমীপে।

বিষয় : ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের 541-Edn. (P) নং আদেশের কোন কোন বিষয় সম্পর্কিত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের 541-Edn. (P) নং আদেশেতে বর্ণিত হইয়াছিল যে বর্তমানে চাকুরিরত এবং অনুমোদিত পূর্ণকালীন ম্যাট্রিক পাশ অথচ শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে (১) যাঁহারা কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অন্ততঃ ১০ বৎসর একটানা কাজ করিয়াছেন, অথবা, (২) যাঁহারা কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অন্ততঃ ৫ বৎসর

চাকুরী করিয়াছেন এবং বয়স চল্লিশোর্ধ তাঁহারা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ হইতে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনহার পাইবেন। কোন কোন মহল হইতে সরকারী আদেশটির কোন কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হইয়াছে। তাই ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের 541-Edn. (P) নং আদেশের যেরূপ সরকারী ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে মিলিয়াছে তাহা সকলের অবগতির জন্ম এবং অনুসরণের জন্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

(১) নিরবচ্ছিন্ন চাকুরী করার যে শর্ত আরোপ করা হইয়াছে তাহা সরকার তুলিয়া দিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত।

(২) ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ব্যক্তি বলিতে বুঝাইবে তাঁহাকেই যিনি শিক্ষাগত দিক হইতে সমতুল্য এমন কোন সাধারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য ; তবে কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে চাকুরীলাভে যোগ্য হইবেন না।

(৩) উপরিলিখিত সরকারী আদেশের আওতায় জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পরিচালিত সকল বিদ্যালয় বুঝাইবে।

(৪) সরকারী আদেশনামায় কেবলমাত্র সর্বনিম্ন সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অবশ্যই শর্ত হিসাবে পূরণ করিতে হইবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ছাড় (Concession) সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যাঁহারা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখে ১০ বৎসরেরও অধিককাল নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকুরী করিয়াছেন অথবা ঐ তারিখে কোন অনুমোদিত প্রাথমিক/নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫ বৎসরের অধিক নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স চল্লিশোর্ধ।

(ক) ম্যাট্রিক-পাশ অথচ শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন প্রধান শিক্ষকদের উপরোক্ত সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী 'ক' শ্রেণীর শিক্ষকদের মঞ্জুরীকৃত বেতনক্রম এবং (খ) ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ তারিখের 727-Edn. (G) নং আদেশে মঞ্জুরীকৃত মাসিক ৫·০০ বিশেষ ভাতা সংশোধিত বেতনক্রমের মধ্যে মিলাইয়া দিবার প্রশ্ন দুইটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

স্বাঃ কে, বি, মজুমদার
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে।

To The District Inspector of Schools, Calcutta.

Sub: Payment of Government grants to teachers trained from the Teachers' Training Institution under the Calcutta Corporation employed in the privately managed primary schools in Calcutta.

The undersigned has to invite a reference on the above subject and to state that from information so far collected it appears that the Calcutta Corporation Teachers' Training Institution does not follow any syllabus of studies which conforms to the approved syllabus of Junior Basic Training Institutions or Primary Training Schools under this Directorate nor does the institution conform to the organisational pattern of Training Institutions for Primary Schools teachers under the control of this Directorate. Moreover, hours, of daily work in the said institution are much less (3 to 4 hours in the evening) although the total duration of the course is one year. The system of examination of the trainees does not conform to any of the examinations held by this Directorate. As such, the Corporation Teachers' Training Certificate cannot be regarded as equivalent to Primary Training, Senior Training or Junior Basic Training Certificate issued by this Directorate. At any rate since the above facts came to your notice, teachers holding this certificate cannot, therefore, be paid scales of pay as prescribed for trained teachers. However, teachers holding this certificate and

চাকুরী করিয়াছেন এবং বয়স চল্লিশোর্ধ তাঁহারা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ হইতে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনহার পাইবেন। কোন কোন মহল হইতে সরকারী আদেশটির কোন কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হইয়াছে। তাই ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের 541-Edn. (P) নং আদেশের যেরূপ সরকারী ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে মিলিয়াছে তাহা সকলের অবগতির জন্য এবং অনুসরণের জন্য নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

(১) নিরবচ্ছিন্ন চাকুরী করার যে শর্ত আরোপ করা হইয়াছে তাহা সরকার তুলিয়া দিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত।

(২) ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ব্যক্তি বলিতে বুঝাইবে তাঁহাকেই যিনি শিক্ষাগত দিক হইতে সমতুল্য এমন কোন সাধারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য ; তবে কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে চাকুরীলাভে গ্য হইবেন না।

wii) উপরিলিখিত সরকারী আদেশের আওতায় জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ teaলিত সকল বিদ্যালয় বুঝাইবে।

196) সরকারী আদেশনামায় কেবলমাত্র সর্বনিম্ন সময়ের উল্লেখ করা sinc যাহা অবশ্যই শর্ত হিসাবে পূরণ করিতে হইবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই Acc (Concession) সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যাঁহারা Go প্রিল, ১৯৬৮ তারিখে ১০ বৎসরেরও অধিককাল নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকুরী করিয়াছেন অথবা ঐ তারিখে কোন অনুমোদিত প্রাথমিক/নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫ বৎসরের অধিক নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স চল্লিশোর্ধ।

(ক) ম্যাট্রিক-পাশ অথচ শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন প্রধান শিক্ষকদের উপরোক্ত সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী 'ক' শ্রেণীর শিক্ষকদের মঞ্জুরীকৃত বেতনক্রম এবং (খ) ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ তারিখের 727-Edn. (G) নং আদেশে মঞ্জুরীকৃত মাসিক ৫'০০ বিশেষ ভাতা সংশোধিত বেতনক্রমের মধ্যে মিলাইয়া দিবার প্রশ্ন দুইটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

স্বাঃ কে, বি, মজুমদার
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে।

To The District Inspector of Schools, Calcutta.

Sub: Payment of Government grants to teachers trained from the Teachers' Training Institution under the Calcutta Corporation employed in the privately managed primary schools in Calcutta.

The undersigned has to invite a reference on the above subject and to state that from information so far collected it appears that the Calcutta Corporation Teachers' Training Institution does not follow any syllabus of studies which conforms to the approved syllabus of Junior Basic Training Institutions or Primary Training Schools under this Directorate nor does the institution conform to the organisational pattern of Training Institutions for Primary Schools teachers under the control of this Directorate. Moreover, hours, of daily work in the said institution are much less (3 to 4 hours in the evening) although the total duration of the course is one year. The system of examination of the trainees does not conform to any of the examinations held by this Directorate. As such, the Corporation Teachers' Training Certificate cannot be regarded as equivalent to Primary Training, Senior Training or Junior Basic Training Certificate issued by this Directorate. At any rate since the above facts came to your notice, teachers holding this certificate cannot, therefore, be paid scales of pay as prescribed for trained teachers. However, teachers holding this certificate and

already in enjoyment of trained teathers' scale of pay may be allowed to continue to enjoy this benefit in order they may not be put to any financial hardship. No other new teachers holding this certificate should be paid trained teachers' scale of pay.

Your action is not recognising certificate of the Calcutta Corporation Training Institution as equivalent to Primary Training or Junior Basic Training Certificate is hereby approved.

All previous orders or instructions issued in this regard stand cancelled.

Sd/- P. C. Mukherjee,
for Director of Public Instruction,.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলিকাতা, সমীপে।

বিষয়: কলিকাতা পৌর-নিগম কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় হইতে শিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং কলিকাতায় নানা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের সরকারী অনুদানের মঞ্জুরী।

উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতেই প্রতীয়মান হয়, কলিকাতা পৌর-নিগম শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে এমন কোন অনুমোদিত পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয় না যাহা এই শিক্ষা-অধিকারের পরিচালনাধীন সকল নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয়। শিক্ষা-অধিকারের পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যেরূপ সংগঠন তাহার সহিত ও কলিকাতা পৌর-নিগম পরিচালিত শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের কোনই মিল নাই। এদিকে শিক্ষা-কালকাল এক বৎসর হইলেও শেষোক্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন কাল (সন্ধ্যায়

৩।৪ ঘণ্টা মাত্র) খুবই কম। উহাতে শিক্ষার্থীদের যেভাবে পরীক্ষা লওয়া হয় তাহা শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং কলিকাতা পৌর-নিগমের শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটকে কোনক্রমেই শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রদত্ত সিনিয়র ট্রেণিং/প্রাইমারী ট্রেণিং বা জুনিয়র ট্রেণিং সার্টিফিকেটের সমতুল্য জ্ঞান করা যায় না। এই কারণে যেদিন হইতে এই ঘটনা আপনার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে তাহার পর হইতে ঐ ধরণের সার্টিফিকেটধারী শিক্ষকদের যথাবিহিত প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের জন্ত দেয় বেতনক্রম মঞ্জুর করা যায় না। অবশ্য এই ধরণের সার্টিফিকেটধারী যে সকল শিক্ষক পূর্ব হইতেই যথাবিহিত প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের বেতনক্রম ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহাদের আর্থিক দুরবস্থায় না ফেলিবার জন্ত ঐ বেতনক্রমের সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু এই ধরণের সার্টিফিকেটধারী নূতন কোন শিক্ষককে আর প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের বেতনক্রম মঞ্জুর করা হইবে না।

কলিকাতা পৌর-নিগম কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটকে প্রাইমারী ট্রেণিং বা জুনিয়র বেসিক ট্রেণিং সার্টিফিকেটের সমতুল্য জ্ঞান না করিবার জন্ত আপনার গৃহীত ব্যবস্থাদি এতদ্বারা অনুমোদন করা হইল।

এই সম্পর্কে আর কর পূর্বের সকল আদেশ বা নির্দেশনামা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ পি, সি, মুখার্জী
শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

To The Director of Public Instruction.

Sub : Improvement of the conditions of service of teachers of primary schools (including Junior Basic Schools).

Ref : His letter No. 2232 dated 17. 8. 1968

The undersigned is directed to state that, in terms of Govt. Order No. 541-Edn. (P), dated the 28th May, 1968 the untrained matriculate teachers of aided primary schools (including Junior Basic Schools), Government

Sponsored Free Primary Schools etc., who had completed on the 1st April, 1968, either (i) 40 years of age with five years' continuous service or (ii) 10 years' continuous service as whole-time teachers, were given the pay-scales of trained matriculate teachers with effect from the 1st April, 1968. A question has been raised whether the special allowance of Rs. 5/- per month, sanctioned to the untrained matriculate teachers in terms of Government Order No. 727-Edn. (G) dated the 27th February, 1963, will be continued or absorved in the pay-scale of trained teachers at the time of fixation.

After careful consideration, the Governor is pleased to order that the special allowance of Rs. 5/- per month, so long received by the untrained matriculate teachers in terms of Government Order No. 727-Edn.(G) dated the 27th February, 1963, be merged with their basic pay before they are allowed to draw pay in the scale of trained matriculate teachers with effect from the 1st April, 1968 on the strength of Government Order No. 541-Edn (P), dated the 28th May, 1968.

The pay of the teachers will be fixed in accordance with the following principle :—

The special allowance of Rs. 5/- should be added to the basic pay of a teacher on the 31st March, 1968. Then his pay on the 1st April, 1968 should be fixed at the stage in the higher scale (of a trained matriculate teacher) next above the aggregate of his pay and the special allowance.

As all the existing untrained matriculate teachers, who had been enjoying the benefit of the special allowance

of Rs. 5/- per month, will get the benefit of the improved pay-scales of trained teachers in terms of Government Order No. 541-Edn. (P) dated the 28th May, 1968, it does not seem necessary to maintain any longer the order No. 727-Edn. (G) dated the 27th February, 1963. The Governor is, therefore, pleased to order that the benefit of the special allowance of Rs. 5/- per month, sanctioned in Government Order No. 727-Edn. (G) dated the 27th February, 1963 may be deemed to have been withdrawn with effect from the 1st April, 1968.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/2223 dated the 13th February, 1969.

The Accountant General, West Bengal, is being informed.

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের চাকুরীর জীবনে উন্নয়ন বিধান।

সূত্র: তাঁহারি ১৭-৮-১৯৬৮ তারিখের 2232 সংখ্যক পত্র।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে সরকার 541-Edn. (P) সংখ্যক ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের যে আদেশপত্র জারী করেন, তাহার বলে সাহায্য-প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদির শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষকগণ, যাঁহারা গত ১৯৬ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত একাদিক্রমে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কার্য করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন, অথবা সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত থাকিয়া একাদিক্রমে দশ বৎসর কার্য করিয়াছেন, তাঁহারা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষণ-প্রাপ্ত

শিক্ষকের বেতনের সমহারে বেতন পাইবেন। একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে সরকারের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ সালের 727-Edn. (G) আদেশের বলে শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষকগণকে মাসিক ৫৲ টাকা হারে যে একটি বিশেষ ভাতা দেওয়া হইতেছিল, উহা চালু থাকিবে অথবা সংশোধিত বেতন নির্ধারণের সময় বেতনের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইবে?

বিশেষ বিবেচনার পর রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এই আদেশ প্রদান করিতেছেন যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ তারিখের 727-Edn. (G) আদেশানুসারে যে সকল প্রবেশিকা উত্তীর্ণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন শিক্ষকগণ এতকাল মাসিক ৫৲ টাকা হারে যে বিশেষ ভাতা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখ হইতে সরকারের ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের 541-Edn. (P) আদেশনামা অনুসারে শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রবেশিকা উত্তীর্ণ শিক্ষকদের বেতনের সমহারে প্রাপ্য তাঁহাদের মূল বেতনের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হউক।

নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে এই সমস্ত শিক্ষকের বেতনের হার ধার্য করা হইবে:

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ৩১শে মার্চ, ১৯৬৮ সালে যে মূল বেতন পাইতেন, তাহার সহিত বিশেষ ভাতা হিসাবে ৫৲ টাকা যোগ করিতে হইবে। তাহার পর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের বেতনহারের যেখানে ঐ যোগফল পৌঁছাইবে, তাহার এক ধাপ উঁচুতে ঐ শিক্ষকের বেতন ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখে ধার্য করিতে হইবে।

সরকারের ২৮শে মে, ১৯৬৮ তারিখের নং 541-Edn. (P) আদেশের বলে বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কিন্তু শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এরূপ শিক্ষকগণ, যাঁহারা এতদিন ৫১ টাকা হারে বিশেষ ভাতা পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা এখন উন্নত হারের বেতনের সুবিধা পাইবেন। অতএব এখন আর সরকারের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ সনের 727-Edn. (G) আদেশপত্রের নির্দেশ রাখিবার প্রয়োজন নাই। অতএব রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এই আদেশ দিতেছেন যে মাসিক ৫·০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা ভোগ করিবার সুবিধা ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ তারিখের 727-Edn. (G) নং আদেশনামা বাতিল করা হইল।

অর্থবিভাগের অনুমোদন লইয়া এই নির্দেশ জারী করা হইল। অর্থবিভাগের ১৩-২-৬৯ সনের U. O. No. AVII/2223 আদেশনামা দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইতেছে।

স্বা: এ, কে, রায়
উপ-সচিব।

To The District Inspector of Schools, Murshidabad.

Sub : Grant of special pay of Rs 5/- p. m. to the untrained matriculates who are working as Head Teachers.

In continuation of this Office Memo No. 7064 (63) dated the 9th November, 1969 forwarding Government Order No. 993-Edn. (P), dated 13-10-69, on the subject noted above, the undersigned has to state that the untrained matriculates who have been working as Head Teachers in Primary Schools are eligible to draw the special pay of Rs. 5/- p. m. in terms of Government Order No. 993-Edn. (P) dated 13.10.69, subject to the conditions laid down therein. It is immaterial whether such teachers are designated as Head Teachers or Acting Head Teachers or Teachers-in-charge. Of course no non-matriculates, trained or not, will be eligible to receive the special pay, even if they work as Head Teachers. No fresh appointment to the post of Head Teachers should, however, be made from among those who are not both trained and School Final passed.

The age-limit for admission to the Junior Basic or Primary Training Institutes may be waived in favour of these untrained school final passed teachers working as

Head Teachers, with a view to affording them training facilities within the stipulated period, as laid down in Government Order mentioned above.

* * *

Sd/- K. R. Banerjee
for Director of Public Instruction.

D. P. I. Memo No. 6321(51)Sc/P
30.12.70/12.1.71.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ, সমীপে।

বিষয়: প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মরত শিক্ষণ-বিহীন শিক্ষকদের মাসিক ৫ টাকা হারে বিশেষ বেতন মঞ্জুর।

উপরিলিখিত বিষয় সম্পর্কিত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯-র 7064 (63) নং পত্রের সহিত ১৩-১০-৬৯ তারিখের 993-Edn. (P) আদেশনামা প্রেরিত হয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে, যে সমস্ত প্রবেশিকা উত্তীর্ণ কিন্তু শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিতেছেন, তাঁহারা ১৩-১০-৬৯ তারিখের 993-Edn. (P) সরকারী আদেশের বলে ও উহার সর্ত অনুসারে মাসিক ৫ টাকা হারে বিশেষ বেতন পাইবার যোগ্য। এই সমস্ত শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক অথবা অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যাহাই আখ্যা দেওয়া হউক কেন—উহাতে কিছুই আসে যায় না। অবশ্যই প্রবেশিকা অনুত্তীর্ণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত বা শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত এমন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য করিলেও এই প্রকার বেতন পাইবার যোগ্য হইবেন না। যাঁহারা যুগপৎ মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ও শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন তাঁহাদের কাহাকেও নূতনরূপে প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা চলিবে না।

নিম্ন বুনিয়াদী অথবা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এই প্রকার শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এমন মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ কর্মরত প্রধান শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিল করা যাইতে পারে যাহাতে তাঁহারা উপরিলিখিত সরকারী আদেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষণ-প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পাইতে পারেন।

* * * *

স্বাঃ কে, আর, ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে।

Memorandum

In Finance Department resolution No. 2995-F dated the 25th August, 1967, Government constituted a Pay Commission to examine and recommend what changes should be made in the structure of emoluments and other allied matters in respect of emoployees under the rule-making control of Government and to recommend a corresponding structure of pay scales for—

(a) Teachers and non-teaching staff in the Sponsored or Aided—

(i) Schools up to Higher Secondary standard,

With due regard to the financial resources of the State Government and requirements of planning and development.

The commission submitted their reports containing their recommendations in January, 1970.

2. After careful consideration of these recommendations the Governor is pleased to direct that—

(a) in the Sponsored and Aided educational institutions all whole-time occupants of the posts on the existing scale of pay as described in columns (1) and (2) of Annexure 1.

(b) ....shall with effect from the dates mentioned in paragraph 3 below be entitled to draw pay in the revised scales of pay as shown against each of the posts in column (4) of the said Annexures.

2. *Application of the revised scale of pay* : The revised scales of pay shall be effective—

(a) for an occupant of a post who was in service on the 31st March, 1970 from the 1st April, 1970. Or,

(b) for an occupant of a post who entered or will enter service on or after the 1st April, 1970 from the date of appointment. Or

(c) for an occupant of a post, if he was in service before the date of this order at his option—from the day following the date of his earning one or any subsequent increment, in his existing scale of pay. Such a person may also retain his existing scale of pay until he vacates the post or ceases to draw pay in that time scale.

4. *Fixation of initial pay in the revised scale of pay :*

(a) For a person who was in service on the 31st March, 1970.

(i) if his pay on the day before the date of application of the revised scale of pay does not exceed Rs. 500—

The initial pay shall be fixed at the stage next above the aggregate of his pay in the existing scale, the dearness allowance admissible on it and a sum of Rs. 6 ;

(ii) * * *

(b) For a person who entered service on or after the 1st April, 1970, but before the date of issue of this order—

(i) if the person does not exercise option under sub-paragraph (c) of paragraph 3 above the initial pay shall be the minimum of the revised scale of pay and the difference if any, between such minimum and the aggregrate of pay in the existing scale of pay and the dearness allowance admissible on it shall be treated as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(ii) if, however, the person exercises option under sub-paragraph (c) of paragraph 3 above to elect the revised scale of pay after earning one or any subsequent increment

the initial pay shall be fixed at the stage which is equal to the aggregate of his pay in the existing scale after earning the increment and the dearness allowance admissible on it; if there be no such stage, at the stage next below the aggregate and the difference shall be treated as personal pay to be absorbed in future increases in pay;

(c) For a person who enters service on or after the date of issue of this order the initial pay shall be fixed at the minimum of the revised scale of pay.

NOTE: Where the aggregate of pay in the existing scale and dearness allowance admissible on it with or without a sum of Rs.6 as the case may be—

(i) fails below minimum of the revised scale the initial pay shall be fixed at the minimum; Or,

(ii) exceeds the maximum of the revised scale of pay the initial pay shall be fixed at the maximum and the difference be treated as personal pay to be absorbed in future increases in pay, if any.

5. *Dearness Allowance*:—The dearness allowance admissible on the pay in the existing scale of pay of any post has been shown in column (3) of the Annexure I ....The said dearness allowance shall not be admissible after the initial pay is fixed in the revised scale of pay.

6. *Option*: The option as stated in paragraph 3 above shall be exercised in writing in the form set out in Annexure III to the authority mentioned below—

(A) * * *

(B) * * *

(C) * * *

Within 60 days of the issue of this order, provided that in the case of a person who is on leave, the said option shall be exercised not later than 60 days from the date of his return from such leave.

The option once exercised shall be final and cannot be modified at any subsequent date.

If no option is exercised by any person within the time specified above, he shall be subject to the appropriate revised scale of pay with effect from—

(i) if he was in service on the 31st March, 1970 from 1st April, 1970 and

(ii) in other cases the date of appointment.

7. (1) * * *

(2) Efficiency bars have been placed after 8th stage in some revised scales of pay, after 8th and 16th stages in others. In order to earn next increment in the revised scale of pay the efficiency bars are to be crossed with the permission of the Appointing authority after rendering satisfactory service in the posts to which these scale of pay are attached.

8. * * *

9. The order shall be effective and shall be deemed to have been effective from the 1st April, 1970.

10. * * *

By order of the Governor

Sd/- J. L. Kundu.

Financial Commissioner and Secretary.

ANNEXURE I

Primary/Junior Basic/Pre-Basic (Pre-Primary and Nursery) Schools *

Name of post.	Existing scale of pay	Rate of dearness allowance.	Revised scale of pay.
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rs.	Rs.	(R)
A. In Junior Basic and Primary School :—			
Head Teachers (Matric Basic trained or Matric Primary trained or their equivalent) (*a*)	115—3—160—4—180 plus special pay of	52·50	175—3—214—4—250 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages) plus special pay of—
	(i) Rs. 15 per month in schools having classes I to V and (ii) Rs. 5 per month in other schools.		(i) Rs. 15 per month in schools having classes I to V and (ii) Rs. 5 per month in other schools.

* Excluding the schools managed by Corporation or Municipalities but including those schools which are covered by orders of Government in accordance with the provisions of Urban Primary Education Act of 1963.

(*a*) Existing Head Teachers (Untrained Matriculates) who are getting Rs. 5 per month as special pay will continue to get it under the existing orders.

Teachers.			
'A' Category : Asst. Teachers (Matric Basic trained or Matric Primary trained or their equivalent).	115—3—160—6 —180	52·50	175—3—214—4 -250 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages).
'B' Category : Teachers (Non-Matric Primary traind or Un-trained Matric or their equivalent).	105—2—125	52·50	165—2—205 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages).
'C' Category : Teachers (Un-trained non-Matric).	100—1—105	52·50	155—1—165-2-185 (Efficiency Bars after 8th and 16 stages)
School Mother	95—1—105	52·50	155—1—165—2 -185(Efficiency Bars after 8th and 16th stages).
Matrons	65—1—80	52·50	130—1—145—2 -155 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages)

B. In Pre-Basic, Pre-Primary and Nursery Schools :

Head Teacher (Matric Basic trained or Pre-Basic trained or their equivalent).	115—3—160—4 —180 plus a pay of Rs. 15 per month.	52·50	175—3—214—4 -250(Efficiency Bars after 8th and 16th stages) plus a special pay of Rs. 15 per month.

Assistant Teacher (Matric Basic trained or Pre Basic trained or their equivalent).	115-3-160—4 —180	52 50	175—3—214—-25(Efficiency Bars after 8th and 16th stages).

স্মারকলিপি

অর্থ বিভাগের ১৯৬৭ সনের ২৫শে আগষ্ট তারিখের 2995-F সংখ্যক আদেশনামা অনুসারে সরকারের নিয়মকানুনের আওতায় নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দের বেতন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তাহা পরীক্ষান্তে সুপারিশ করিবার জন্য সরকার একটি বেতন কমিশন গঠন করেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত কর্মীগণের জন্য বেতনহারের কাঠামো গঠনের সুপারিশ করিতে বলেন :

(ক) বিভিন্ন সরকারী, পরিপুষ্ট অথবা সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ, যথা—

(i) উচ্চ মাধ্যমিক মান পর্যন্ত বিদ্যালয়সমূহ।

ইহা প্রণয়ন করিতে গিয়া যেন রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্য এবং পরিকল্পনা ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

২। এই কমিশন ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের প্রতিবেদন দাখিল করেন।

এই সমস্ত সুপারিশ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া রাজ্যপাল প্রীত হইয়া নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন যে,

(ক) সমস্ত সরকারী পরিপুষ্ট এবং সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দের ক্ষেত্রে যাঁহারা বর্তমানে এতদ্‌সংলগ্ন ১ নং ক্রোড়পত্রের ১ ও ২ নং স্তম্ভে বর্ণিত বেতনাদি পাইতেছেন।

(খ) ......তাঁহারা ৩ নং স্তবকে যে তারিখের উল্লেখ করা হইল তদনুসারে ঐ ক্রোড়পত্রের চতুর্থ স্তম্ভে বর্ণিত প্রত্যেক পদের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট যে বেতনের হার দেখান হইয়াছে তদনুসারে সংশোধিত বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট বেতনহার কার্যকরীর নিয়মাবলী: এই সংশোধিত বেতনের হার নিম্নলিখিত কর্মচারীবৃন্দের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে—

(ক) যিনি ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার জন্য ১লা এপ্রিল ১৯৭০ হইতে—অথবা,

(খ) যিনি ১লা এপ্রিল ১৯৭০ তারিখের পরে কাজে যোগ দিয়াছেন বা দিবেন তাঁহার ক্ষেত্রে চাকুরিতে নিযুক্তির দিন হইতে—অথবা,

(গ) এই আদেশ জারী হইবার পূর্বেই কর্মরত একজন কর্মী তাঁহার ইচ্ছা (Option) অনুসারে তাঁহার বর্তমান বেতনক্রমে এক বা একাধিক বার্ষিক বৃদ্ধি লইবার পর হইতে। ঐ কর্মী যদি ইচ্ছা করেন তবে যতদিন পর্যন্ত না তিনি বর্তমান পদ খালি করিয়া দিতেছেন বা ঐ বেতনক্রমে আর কোন বেতন না লইতেছেন ততদিন বর্তমান বেতনক্রমে থাকিতে পারেন।

৪। সংশোধিত বেতনক্রমের মধ্যে আরম্ভিক বেতন স্থিরীকরণ:

(ক) যে সকল ব্যক্তি ৩১শে মার্চ, ১৯৭০ তারিখের পূর্বে কর্মরত ছিলেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে—

(i) যে দিন হইতে তাঁহার সংশোধিত বেতনক্রম বর্তাইবে ঠিক তাহার পূর্বদিন মাসিক বেতন ৫০০ টাকার কম হইলে—

তাঁহার বর্তমান মূল বেতন, প্রচলিত মহার্ঘ ভাতা ও তদুপরি ৬.০০ টাকার যোগফল সংশোধিত বেতনক্রমের যেখানে পৌঁছাইবে ঠিক তাহার উপরের ধাপে।

(ii) * * *

(খ) যিনি ১লা এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে বা তৎপরে কোন সময়ে কিন্তু এই আদেশপত্রে জারী করা হইবার পূর্বেই কর্মে যোগ দিয়াছেন তাঁহার ক্ষেত্রে—

(i) যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উপরিলিখিত ৩নং অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত (গ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ (Option) না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বেতন হইবে এই সংশোধিত বেতনহারের ন্যূনতম বেতন। তাঁহার বেতন ও মহার্ঘ ভাতার যোগফলের সহিত তাঁহার বর্তমান বেতনের যে পার্থক্য হইবে সেইটুকু তাঁহার ব্যক্তিগত বেতন রূপে গণ্য হইয়া ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির সহিত সমন্বিত হইবে।

(ii) কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি উপরের ৩নং অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত (গ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি বা ততোধিক বেতন বৃদ্ধি অর্জন করিবার

পর তাঁহার 'ইচ্ছা' প্রকাশ করেন তখন সংশোধিত বেতনক্রমে তাঁহার বেতন হইবে বর্তমান বেতন এবং তাহার উপর প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতার যোগফলের সমান ধাপটি; কিন্তু যদি ঠিক এই প্রকার কোন ধাপ না থাকে তবে উপরোক্ত যোগফলের ধাপটির ঠিক নীচের ধাপ; তখন ঐ দুই বেতনের পার্থক্যটুকু ব্যক্তিগত বেতন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে যাহা ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির সহিত সমন্বিত হইবে।

(গ) যিনি এই আদেশপত্র জারী হইবার সময় বা তৎপরে কর্মে প্রবেশ করিলেন তাঁহার বেতন সংশোধিত বেতন হারের প্রারম্ভিক স্তরই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যে সব ক্ষেত্রে প্রচলিত বেতনক্রম অনুসারে বেতন এবং ইহার উপর প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতার যোগফল অতিরিক্ত ৬'০০ টাকাসহ বা বাদ দিয়াও—

(i) সংশোধিত বেতনহারের ন্যূনতম বেতনেরও নীচে দাঁড়ায় সে সব ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনহারের ন্যূনতম বেতনই নির্ধারণ করিতে হইবে—অথবা,

(ii) যে সব ক্ষেত্রে দেখা যাইবে উপরিউক্ত যোগফল সংশোধিত বেতনক্রমের সর্বোচ্চ স্তরকেও ছাপাইয়া যাইতেছে সে সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক বেতন হিসাবে সর্বোচ্চ স্তরই গ্রহণ করিতে হইবে এবং দুই বেতনের পার্থক্যটুকু ব্যক্তিগত বেতনরূপে গণ্য করিয়া ভবিষ্যত বেতন বৃদ্ধির সহিত (যদি কিছু থাকে) সমন্বিত হইবে।

৫। **মহার্ঘ ভাতা:** (১) নং ক্রোড়পত্রের (৩) নং স্তম্ভে চলিত বেতনের হার অনুসারে প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা দেখানো হইয়াছে। সংশোধিত বেতনের হার নির্ধারিত হইবার পর আর ঐ প্রকার মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্য থাকিবে না।

৬। **ইচ্ছা প্রকাশ** (option); উপরিলিখিত তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে ৩নং ক্রোড়পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ইচ্ছার অভিব্যক্তি (option) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(ক) * * *

(খ) * * *

(গ) * * *

এই আদেশপত্র জারী হইবার ৬০ দিনের মধ্যে ইহা দাখিল করিতে হইবে এবং যদি কোন কর্মচারী ছুটিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কর্মে

পুনরায় যোগ দিবার ৬০ দিনের মধ্যেই এই ইচ্ছাপত্র (option) দাখিল করিতে হইবে।

ইচ্ছা বা অভিব্যক্তি একবার লিপিবদ্ধ হইয়া গেলে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং পরবর্তীকালে উহার সংশোধন চলিবে না।

যদি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারী তাঁহার অভিব্যক্তি দাখিল না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত বেতনক্রম ভুক্ত করা হইবে।

(i) যদি তিনি ৩১শে মার্চ ১৯৭০ তারিখে কাজে বহাল থাকেন তবে ১লা এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে তাঁহাকে সংশোধিত বেতনক্রমে আনা হইবে।

(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্তির দিবস হইতে।

৭। (১) * * *

(২) বেতনের হারের কোথাও কোথাও অষ্টম স্তরের এবং কোথাও কোথাও অষ্টম ও ষোড়শ স্তরের পর যোগ্যতা-বাধা রাখা হইয়াছে। অতঃপর সংশোধিত বেতনক্রমে বেতনবৃদ্ধি অর্জন করিতে হইলে সন্তোষজনক কর্ম দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ইহা অর্জন করিতে হইবে।

৮। * * *

৯। এই আদেশ ১লা এপ্রিল ১৯৭০ হইতে কার্যকরী করা হইবে এবং কার্যকরী করা হইল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১০। * * *

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ জে, এল, কুণ্ডু
অর্থকমিশনার ও সচিব।

ক্রোড়পত্র ১নং

প্রাথমিক / নিম্ন বুনিয়াদী / প্রাক্-বুনিয়াদী (প্রাক্-প্রাথমিক এবং নার্শারী) বিদ্যালয়সমূহ *

পদের নাম	প্রচলিত বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতার হার	সংশোধিত বেতনক্রম
১। নিম্ন বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রধান শিক্ষক (ম্যাট্রিক বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা ম্যাট্রিক প্রাথমিক তাহাদের শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা সমযোগ্যতা সম্পন্ন) (ক)	১১৫-৫-১৬০-৪-১৮০ এবং বিশেষ বেতন : (i) পঞ্চম শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয় হইলে মাসিক ১৫ টাকা (ii) অন্য বিদ্যালয়ে মাসিক ৫ টাকা	৫২·৫০	১৭৫-৩-২১৪-৪-২৫০ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা) এবং (i) প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে মাসিক ১৫ টাকা (ii) অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৫ টাকা
শিক্ষকগণ : 'ক' শ্রেণীর সহঃ শিক্ষক (ম্যাট্রিক বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন)	১১৫-৫-১৬০-৪-১৮০	৫২·৫০	১৭৫-৩-২১৪-৪-২৫০ (অষ্টম ও ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা)

* পৌর নিগম বা পৌর সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ ইহা হইতে বাদ পড়িবে। কিন্তু সরকারের শহরাঞ্চলের জন্য ১৯৬৩ সালের প্রাথমিক আইনের পর্যায়ভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ক) বর্তমানে কর্মে নিযুক্ত শিক্ষণ-বিহীন ম্যাট্রিক পাশ প্রধান শিক্ষকগণ যাঁহারা বিশেষ বেতন বাবদ মাসিক ৫৲ হারে পাইতেছেন তাঁহারা এই প্রচলিত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ৫৲ টাকা পাইতে থাকিবেন।

'খ' শ্রেণীর শিক্ষকগণ (নন-ম্যাট্রিক প্রাথমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষকগণ বা তাহার সমতুল্য পর্যায়ের)	১০৫-২-১২৫	৫২'৫০	১৬৫-২-২০৫ (অষ্টম ও ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা)
'গ' শ্রেণীর শিক্ষকগণ (শিক্ষণ-বিহীন নন্-ম্যাট্রিকুলেট)	১০০ ১-১০৫	৫২'৫০	১৫৫-১-১৬৫-২-১৮৫ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা)
গুরু-মা	৯৫-১-১০৫	৫২'৫০	১৫৫-১-১৬৫-২-১৮৫ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতার বাধা)
মেট্রন	৬৫-১-৮০	৫২'৫০	১৩০-১-১৪৫-২-১৫৫ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা)

২। প্রাক্-বুনিয়াদী, প্রাক্-প্রাথমিক এবং নার্শারী বিত্তালয় সমূহে :

প্রধান শিক্ষক (ম্যাট্রিক বুনিয়াদী শিক্ষক-প্রাপ্ত অথবা প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা সমতুল্য যোগ্যতা সম্পন্ন)	১১৫-৩-১৬০-৪-১৮০ এবং মাসিক বিশেষ বেতন ১৫ টাকা	৫২'৫০	১৭৫-৩-২১৪-৪-২৫০ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা) এবং মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে বিশেষ বেতন
সহকারী শিক্ষক (ম্যাট্রিক বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা সম-পর্যায়ের)	১১৫-৩-১৬০-৪-১৮০	৫২'৫০	১৭৫-৩-২১৪-৪-২৫০ (অষ্টম এবং ষোড়শ পর্যায়ের পর যোগ্যতা-বাধা)

To The District Inspector of Schools, District School Board.

Sub : Improvement of the service conditions of teaching and non-teaching staff of Primary (including Jr. Basic) and Pre-Basic (Pre-Primary and Nursery) Schools etc.

The undersigned has to enclose herewith copies of Finance Department (Audit) Memo No. 666-F. dated 1.3.71, No. 667-F dated 1.3.71 and No. 668-F dated 1.3.71 and to say that the initial pay of the teaching and non-teaching staff of all types of sponsored, aided and District School Board managed primary (including Junior Basic) schools on 1. 4. 70 may be fixed according to the

rule laid down therein after obtaining OPTION FORM (Annexure-III) duly filled in.

Arrangements for payment of dues both arrears and current owing to the revision of scales of pay should be made early.

He/She is requested to submit a statement in the following proforma showing the additional requirements on this account.

Sd/- K. R. Banerjee
for Director of Public Instruction.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ, জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ সমীপে।

বিষয়: প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের (নিম্ন বুনিয়াদীসহ) এবং প্রাক্ বুনিয়াদী (প্রাক্-প্রাথমিক ও নার্শারী) বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের চাকুরীজীবনের উন্নতিসাধন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী অর্থবিভাগ (হিসাব নিরীক্ষণ)-এর ১-৩-৭১ তারিখের নং 666-F, ১-৩-৭১ তারিখের নং 667-F এবং ১-৩-৭১ তারিখের 668-F আদেশপত্রসমূহ এতদ্সংলগ্ন রাখিয়া জানাইতেছেন যে, এই আদেশের বলে এখন হইতে সমস্ত প্রকারের সরকার পরিপুষ্ট, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের প্রাথমিক বেতন ১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে নির্ধারণ করিতে হইবে। এজন্য ক্রোড়পত্র ১ নং-এ বর্ণিত ইচ্ছাজ্ঞাপক নিদর্শ (Option Form) পূরণ করাইয়া তদনুযায়ী আইন মোতাবেক বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

বেতন পুনর্বিন্যাস জনিত বকেয়া এবং চল্‌তি পাওনা মিটাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থাদি যথাশীঘ্র গ্রহণ করিতে হইবে।

এই খাতে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুরীর জন্য নিম্নবর্ণিত নিদর্শ অনুযায়ী একটি বিবরণী দাখিল করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বা: কে, আর, ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে।

To The District Inspector of Schools.

Sub: Last date of exercising option in respect of Revised Pay to teachers of Primary & Junior Basic Schools.

The undersigned has to invite a reference to Finance Department's Memo. No. 666-F, dated 1. 3. 71, and this Office Memo. No. 1720(39)-Sc/P dated 22. 4. 71 on the subject mentioned above and to state that the last date of exercising option of Revised Pay Scales was 31. 7. 71. As it was not possible for due publicity to the teachers to exercise their option within that date in some of the Districts, the last date for exercising option for the same is hereby extended upto 15th September, 1971 at the latest. No further extension of date for exercising option may be allowed.

This is for his/her information and necessary action. Due publicity should be given in the matter and all the officers and teachers concerned should be advised accordingly.

Sd/- K. R. Banerjee
for Director of Public Instruction.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীপে।

বিষয়: প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সংশোধিত হারে বেতন গ্রহণ বিষয়ে ইচ্ছাজ্ঞাপনের সর্বশেষ তারিখ।

উল্লিখিত বিষয়ে ১/৩/৭১ তারিখের অর্থবিভাগীয় আদেশ নং 666-F এবং

২২/৪/৭১ তারিখের এই অধিকারের মেমো নং 1720(39)Sc/P-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং ইহা জ্ঞাপন করা হইতেছে যে সংশোধিত হারে বেতন গ্রহণের ইচ্ছাজ্ঞাপনের শেষ তারিখ ছিল ৩১শে জুলাই, ১৯৭১। কোন কোনও জেলার শিক্ষকগণের মধ্যে যথাযোগ্য প্রচারের অভাবে ঐ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনেকেই ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ইচ্ছা-জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। এজন্য ১৯৭১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইচ্ছাজ্ঞাপন করিবার সর্বশেষে তারিখ বর্ধিত করা হইল। ইচ্ছাজ্ঞাপন বিষয় সময়সীমা আর বর্ধিত করা হইবে না।

ইহা তাঁহার জ্ঞাতার্থে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পাঠানো হইল। এই বিষয়ে যথাযোগ্য প্রচারের ব্যবস্থা যেন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মচারী এবং শিক্ষকগণকে যেন সেই ভাবেই পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্বা: কে, আর, ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষে

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Grant to D. A. of the staff of the non-Government recognised teaching institutions.

The undersigned is directed to say that the Finance Department of this Government have, in their Memo. No. 527-F dated, the 11th February, 1972 (copy enclosed), sanctioned with effect from the 1st October, 1971 and

1. Whole-time approved teachers, school mothers and other employees of the recognised non-Government Primary Schools, Government Sponsored Free Primary Schools, Junior Basic Schools and Pre-Basic (or Pre-Primary or Nursery) Schools.
2. * * *
3. * * *

until further orders dearness allowance in addition to the existing dearness allowance, if any, to the staff of the non-Government recognised teaching institutions at the rates specified below :

(i) For Class IV (Inferior Staff)—Rs. 7/- p.m.

(ii) For other staff (i.e. clerical, non-clerical, technical, teachers etc.)— Rs. 8/- p.m.

2. The Governor is accordingly pleased to direct that the dearness allowance at the rates specified above may be granted with effect from the 1st October, 1971 and until further orders in addition to the existing dearness allowance, if any, to the marginally noted staff of the recognised teaching institutions who were in receipt of dearness allowance payable by Government before the revision of their pay-scales under Finance Department's Memo. No. 666-F dated the 1st March, 1971 or are in receipt of any dearness allowance payable by Government.

3. The staff employed in educational institutions under the administrative control of the Calcutta Corporation and the municipalities will not be eligible to the above dearness allowances.

4 * * *

5. A separate order will be issued in respect of the staff of other non-Government institutions who were/are in respect of D. A. at the rates admissible to the Government servants.

6. The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/- B. Dutta,
Deputy Secretary,

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয় : অনুমোদিত বেসরকারী শিক্ষায়তনগুলির কর্মীদের মহার্ঘ-ভাতা সম্পর্কে মঞ্জুরীদান।

নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতেছেন যে ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখের 527-F আদেশনামায় (অনুলিপি সংযোজিত) রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর বর্তমানে প্রচলিত মহার্ঘ ভাতার (যদি কিছু থাকে) অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা নিম্নলিখিত হারে ১লা অক্টোবর, ১৯৭১ হইতে অনুমোদিত বেসরকারী বিদ্যায়তনগুলির সকল শ্রেণীর কর্মীদের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। অনুমোদিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, G. S F. P. বিদ্যালয়ের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এবং প্রাক্ বুনিয়াদী (অথবা প্রাক্ প্রাইমারী কিংবা নার্শারী) বিদ্যালয়সমূহের সকল পূর্ণকালীন এবং স্বীকৃতি শিক্ষকগণ; শিক্ষা-মা-গণ এবং অন্যান্য কর্মিগণ।

২। * * *

৩। * * *

(ক) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য (অধস্তন কর্মীবৃন্দ) ...মাসিক টাঃ ৭·০০

(খ) অন্যান্য প্রকার কর্মীবৃন্দ (যথা—কেরাণী, অ-কেরাণী, প্রযুক্তিবিদ্, শিক্ষক ইত্যাদি) ...... মাসিক টাঃ ৮·০০

২। তদনুসারে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া নির্দেশ দিতেছেন যে, উপরের বন্ধনীতে বর্ণিত বিভিন্ন অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সকল প্রকার কর্মীবৃন্দ ১লা অক্টোবর, ১৯৭১ হইতে পুনরাদেশ পর্যন্ত প্রচলিত-মহার্ঘ-ভাতার (যদি কিছু থাকিয়া থাকে) অতিরিক্ত এই মহার্ঘ-ভাতা পাইবেন, এই শর্তাধীনে যে তাহাদের অর্থ দপ্তরের ১লা মার্চ, ১৯৭১ তারিখের 666-F নং আদেশ অনুযায়ী বেতন সংশোধন হইবার পূর্ব সরকার হইতে কোন প্রকার মহার্ঘ-ভাতা পাইতে অথবা সরকার হইতে দেয় কোন না কোন প্রকার মহার্ঘ-ভাতার অধিকারী আছেন।

৩। কলিকাতা পৌর সংস্থা এবং বিভিন্ন পৌর সংস্থার পরিচালনাধীন বিদ্যায়তনসমূহের কর্মীগণ অবশ্য উপরোক্ত মহার্ঘ-ভাতা পাইবেন না।

৪। * * *

৫। যে সমস্ত বেসরকারী বিদ্যায়তনসমূহের কর্মীরা সরকারী কর্মচারীদের হারে মহার্ঘ-ভাতা পাইয়া আসিতেছিলেন বা পাইতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি পৃথক আদেশ জারী করা হইবে।

৬। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইয়াছে।

স্বা: বি, দত্ত
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Grant of Ad-hoc increase in pay of teachers of recognised primary schools.

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the Governor has been pleased to sanction with effect from 1st July, 1972 and until further orders, an ad-hoc increase in pay @ Rs. 7/- (Rupees Seven) only per month per teacher for all whole-time approved teacher of recognised and aided primary schools including Junior Basic Schools, Primary Schools under the District School Boards, Government Sponsored Free Primary Schools and the schools under the Free and Compulsory Primary Education Scheme under the Municipalities, but excluding the teachers of primary schools managed by Municipalities and Municipal Corporations.

2. * * *

3. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/1433 dated the 2nd September, 1972.

4. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের তদর্থক (এড হক) বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরী।

রাজ্যপালের আদেশবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতেছেন যে রাজ্যপালের প্রীত হইয়া ১লা জুলাই, ১৯৭২ হইতে পুনরাদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, জেলা বিদ্যালয় পর্যদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী সাহায্যপুষ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পৌর এলাকায় অধীনস্থ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাধীন বিদ্যালয়-সমূহে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণের, কিন্তু পৌর সংস্থা ও পৌর-নিগমসমূহ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণ বাদে, মাসিক ৭ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধির আদেশ দিয়াছেন।

২। * * *

৩। অর্থ বিভাগের U. O. No. AVII/1433 তাং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭২-এ প্রাপ্ত সম্মতিক্রমে এই আদেশপত্র জারী করা হইল।

৪। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা জানানো হইতেছে।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়,
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub: Arrangements for timely payment of salaries to Primary School Teachers in urban areas—Opening of individual Bank accounts.

Ref: His letter No. 4437-Sc/P dated 3rd August, 1972.

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the question of timely payment of salaries to

the primary school teachers in urban areas has been under consideration of Government for sometime past. After careful consideration, the Governor is now pleased to order that the payment of salary to the teachers of aided and recognised primary schools situated in Calcutta Corporation and Howrah Municipality areas, be made through the individual Savings Bank Accounts of teachers at the State Bank of India to start with on the following conditions.

1. The teachers concerned should be agreeable to open individual Savings Bank Account at the State Bank of India Branch, nearest to the school.

2. Consolidated cheques towards the payment of teachers' salaries on the Head Office or the concerned Branch of the State Bank of India, should be made available to the Bank between 15th and 20th of the month to which the payments relate, to ensure crediting of the amounts to the individual accounts of the teachers concerned by the 1st day of the next month. The cheques should be post dated as payable on the 1st day of the next month. The cheques should be accompained by journal showing the names of the teachers and the amounts to be credited.

3. The teacher will draw the amount of his salary on the 1st day of the month or any other subsequent date as per rules of the Bank.

4. In case of any short payment to the Bank by mistake or otherwise, the liability should be taken by Government.

5. Necessary certificates acknowledging receipt and

credit of the amounts in individual accounts of teachers should be furnished by the concerned Branch of the State Bank of India every month, which will form part of the necessary record to show disbursement of the amount to the audit. Acquittance of the teachers should be furnished along with the monthly return for the next month.

6. Submission of monthly returns, preparation of bills and drawal of cheques against the bill should be completed before 15th day of each month. For this purpose, the District Inspector of Schools (PE) will draw, in advance, the salary bill in respect of the teachers of aided and recognised primary schools of Calcutta Corporation and Howrah Municipal areas on the basis of the monthly returns for the previous month.

7. The concerned Branch of the State Bank of India will be informed of the No of teachers whose Savings Bank Account will be opened with different branches of State Bank of India. The Manager of the concerned branch will arrange for opening of the account and furnish necessary forms, signature sheets etc. to the teachers concerned through the District Inspector of Schools (PE) for the purpose. Serial. Nos. allotted to the Accounts will have to be maintained in all the lists to be made out by the District Inspector of Schools (PE) for successive months in order to facilitate quick posting of the credit entries relating to the teachers' salaries.

8. In case any teacher leaves the service or resigns or retires from service or is discharged or dismissed from service, the account will be treated as closed. The Bank

and the teacher concerned may be intimated to that effect by the District Inspector of Schools (PE).

9. Payment may be withheld or adjusted from subsequent bill on any subsequent report regarding absence or short work in any previous month. The intimation to that effect from the District Inspector of Schools (PE), who is the disbursing authority, should be honoured by the Bank.

10. The Governor is also pleased to order that the scheme of Contributory Provident Fund which has already been approved for all whole-time and approved teachers of primary schools should now be extended to the teachers of aided and recognised primary schools in municipal areas of Calcutta and Howrah and for this purpose individual Provident Fund Accounts of teachers be opened in different branches of the State Bank of India in the manner indicated above for payment of salary of teachers. The entire Provident Fund contributions both of teachers' share and the Government or employers' share, be deposited to the Provident Fund Account of the teacher after necessary deduction/adjustment from the pay bill of the teacher concerned. The previous balance of Provident Fund, in any, of the teacher concerned in any other Account should be transferred and credited to the newly opened Provident Fund Account with the State Bank of India. The Director of Public Instruction is authorised to make adjustment regarding over payment, if any, etc. from the terminal benefits due to the teachers. Some safe-guards have to be devised so that the teacher concerned is prevented from drawing any amount from

the Provident Fund accumulation of the teacher without sanction of the competent authority and the P. F. Pass Books should be kept in the custody of the District Inspector of Schools concerned.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. AVII/1450 dated 27.9.72.

The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: শহরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সময়মত মাহিনা প্রাপ্তির ব্যবস্থাপনা—ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা।

সূত্র: তাঁহার ৩রা আগষ্ট ১৯৭২ তারিখের 4437/Sc/P সংখ্যক পত্র।

রাজ্যপালের আদেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতে নির্দেশিত হইয়াছেন যে সহরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সময়মত মাহিনা দানের প্রশ্নটি কিছুদিন ধরিয়া সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। ভালভাবে বিবেচনান্তে রাজ্যপাল এক্ষণে প্রীত হইয়া এই আদেশ দিতেছেন যে কলিকাতা পৌর নিগম ও হাওড়া পৌর সংস্থার এলাকাভুক্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের বেতন ঐ শিক্ষকগণের ষ্টেট ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট মারফৎ প্রদান নিম্নলিখিত সর্তাধীনে সুরু হইবে:

১। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে ব্যক্তিগত সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলিতে রাজী হইতে হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ব্যক্তিগত একাউন্টে পরবর্তী মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে অর্থ ঠিকমত যাহাতে জমা পড়ে তাহা নিশ্চিত করার জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্কের হেড অফিসে অথবা ষ্টেট ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে মাসের ১৫ তারিখ বা ২০ তারিখের মধ্যে শিক্ষকগণের বেতন বাবদ সমষ্টিগত পরিমাণের চেক জমা দিতে হইবে। চেকগুলি পরবর্তী মাসের প্রথম দিনে

দেয় অগ্র তারিখযুক্ত (Post dated) হইবে। যে সব শিক্ষকের নামে যে পরিমাণ অর্থ জমা পড়িবে চেকগুলির সঙ্গে তাহার নির্দেশিকা পত্র সংযুক্ত থাকিবে।

৩। শিক্ষকগণ মাসের প্রথম তারিখে অথবা ব্যাঙ্কের নিয়মবিধি অনুসারে পরবর্তী কোনও তারিখে ঐ অর্থ তুলিতে পারিবেন।

৪। ভুলবশতঃ বা অন্যভাবে যদি ব্যাঙ্ককে কম টাকা দেওয়া হয়, তবে দায়-দায়িত্ব সরকার লইবে।

৫। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সংশ্লিষ্ট শাখা প্রতিমাসে টাকা প্রাপ্তি ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত একাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার স্বীকৃতিযুক্ত সার্টিফিকেট দিবেন ও হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগে খরচ দেখাইবার প্রয়োজনীয় নথি হিসাবে তাহা গণ্য হইবে। পরবর্তী মাসের মাসিক বিবরণীর সাথে শিক্ষকদের বেতন প্রাপ্তির স্বীকৃতিও প্রদত্ত হইবে।

৬। প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাসিক বিবরণী জমা দেওয়া, মাহিনার বিল তৈয়ারী করা ও ঐ বিলের ভিত্তিতে চেক দেওয়ার কাজ শেষ করিতে হইবে। এই জন্য প্রাথমিক বিভাগের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কলিকাতা পৌর নিগম ও হাওড়া পৌর সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের বেতনের বিল পূর্ব মাসের বিবরণীর ভিত্তিতে রচনা করিবেন।

৭। সংশ্লিষ্ট ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখা অফিসকে বিভিন্ন শাখা অফিসে কতজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত একাউণ্ট খোলা হইবে তাহা জানাইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসের ম্যানেজার একাউণ্ট খোলার ব্যবস্থা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিভাগের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মারফৎ শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় ফর্ম, স্বাক্ষরদানের কাগজ প্রভৃতি প্রেরণ করিবেন। শিক্ষকগণের নামে মাহিনার টাকা জমা দিবার কাজ ত্বরান্বিত করার সুবিধার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) বিভিন্ন শিক্ষকের একাউণ্টের ক্রমিক সংখ্যা রক্ষা করিবেন ও প্রতি মাসে চেক ও শিক্ষক-তালিকার সহিত ঐগুলি উল্লেখ করিবেন.

৮। যদি কোনও শিক্ষক চাকুরী ত্যাগ করেন, অবসর গ্রহণ করেন অথবা বরখাস্ত বা চাকুরীর দায়িত্বমুক্ত হন তবে তাঁহার নামের একাউণ্ট বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) এই ঘটনা ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জানাইবেন।

৯। পূর্ব মাসের অনুপস্থিতি, স্বল্পকাজ প্রভৃতির বিবরণ জানিয়া তাহার ভিত্তিতে চলতি মাসের বিল বন্ধ রাখিয়া বা প্রয়োজনীয় পরিমাণ কমাইয়া টাকা প্রদান করা যাইতে পারে। মাহিনা প্রদানের দায়িত্বসম্পন্ন আধিকারিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশপত্র ব্যাঙ্ক নিশ্চয় মান্য করিবেন।

১০। রাজ্যপাল প্রীত হইয়া আরও আদেশ দিতেছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পূর্ণ সময়ের জন্য ও অনুমোদিত শিক্ষকগণের জন্য যে সাহায্য-দান সহ (কণ্ট্রিবিউটারী) ভবিষ্য-নিধি পরিকল্পনা পূর্বেই অনুমোদিত হইয়াছে তাহা এখন কলিকাতা ও হাওড়ার পৌর এলাকা অঞ্চলের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্যও প্রসারিত করা হইল এবং এইজন্য শিক্ষকদিগকে বেতন দিবার জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন শাখায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নামে একাউন্ট খোলা হইবে। শিক্ষকদের দেয় ও সরকার বা কর্তৃপক্ষের দেয় পরিমাণ একত্র করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাহিনার বিলে প্রয়োজনমত কাটিয়া তারপর ঐ শিক্ষকের নামাঙ্কিত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্টে জমা দিতে হইবে।

যদি ঐ শিক্ষকের পূর্বের হিসাবে ভবিষ্য-নিধির কোনও পাওনা থাকে ও তাহা অন্য কোনও একাউণ্টে জমা থাকে তবে তাহা বদলী (ট্র্যান্সফার) করিয়া এই ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নূতন খোলা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্টে জমা করিতে হইবে। শিক্ষকগণকে যদি বাড়তি টাকা দিবার ঘটনাদি ঘটে তবে তাঁহাদের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণকালীন প্রাপ্য সুবিধা হইতে বাদ দিয়া হিসাব ঠিক করিয়া ফেলার অধিকার শিক্ষা অধিকর্তাকে দেওয়া যাইতেছে। শিক্ষকগণ যাহাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ব্যতীতই তাঁহাদের নামে সঞ্চিত ভবিষ্য-নিধি হইতে কোনও অর্থ তুলিতে না পারেন তাহার নির্ভরযোগ্য কোনও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের ভবিষ্য-নিধি সংক্রান্ত পাশ বইগুলি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের হেফাজতে রক্ষিত হইবে।

অর্থ বিভাগের ২৭-৯-৭২ তারিখের U. O. No. A VII/1450 অনুসারে প্রদত্ত তাঁহাদের সম্মতিক্রমে এই আদেশ জারী করা হইল।

পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা জানানো হইল।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়,
উপ-সচিব।

G. O. No. 418-Edn.(P).
13th March, 1973

To The Director of Public Instruction.

Sub: Grant of ad-hoc increase in pay of teachers of recognised primary schools.

The undersigned is directed to say that in terms of the Government Order No. 1692-Edn. (P) dated the 4th September, 1972, an ad-hoc increase in pay @ Rs. 7/- per month per teacher was sanctioned to all whole-time approved teachers of recognised and aided primary schools including Junior Basic Schools and other schools with effect from 1st July, 1972. The question of granting the benefit of the ad-hoc increase in pay @ Rs. 7/- to the school-mothers in general and also to those school-mothers and others who were/are appointed as craft teachers in Government Sponsored Free Primary Schools has been under consideration of Government. The Governor has now been pleased to sanction, with effect from 1st July, 1972 and until further orders, an ad-hoc increase in pay @ Rs. 7/- (Rupees Seven) only per month to the whole-time approved school-mothers in general and also to those schools-mothers and others who were/are appointed as Craft teachers in Government Sponsored Free Primary Schools.

2. * * *

3. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/84 dated the 9th March, 1973.

4. The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তদার্থক (Ad-hoc) বেতন বৃদ্ধি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতে নির্দেশিত হইয়াছেন যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ তারিখের 1692-Edn.(P) সংখ্যক সরকারী আদেশানুযায়ী ১লা জুলাই ১৯৭২ হইতে অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়সহ) পূর্ণ সময়ের জন্য অনুমোদিত শিক্ষকগণের মাসিক ৭৲ টাকা হারে তদর্থক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর হইয়াছিল। ঐ সব বিদ্যালয়ে নিযুক্ত গুরু-মাদের ক্ষেত্রে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নিযুক্ত গুরু-মা ও অন্যান্য যাঁহারা শিল্প-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রেও মাসিক ৭৲ টাকা করিয়া তদর্থক বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এক্ষণে রাজ্যপাল ১লা জুলাই ১৯৭২ হইতে পুনরাদেশ পর্যন্ত মাসিক ৭৲ টাকা হারে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত এবং অনুমোদিত সকল গুরু-মা ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত গুরু-মা ও অন্যান্য যাঁহারা শিল্প-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইবেন তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি প্রীত হইয়া মঞ্জুর করিলেন।

২। * * *

৩। অর্থ বিভাগের ৯ই মার্চ ১৯৭৩ সনের U. O. No. AVII/84 অনুসারে তাঁহাদের সম্মতিক্রমে এই আদেশ জারী হইল।

৪। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা জানানো হইল।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Enhancement of special pay of the Head Teachers of Primary School (Non-Government).

The undersigned is directed, by order of the Governor

to say that the Governor has been pleased to sanction the enhancement of special pay to Head Teachers of primary schools having class I-IV from Rs. 5/- (Rupees Five) only p. m. to Rs. 10/- (Rupees Ten) only p.m. with effect from 1st July, 1972. Head Teachers of aided primary schools and G. S. F. P. schools and of primary schools managed by the District School Boards and Municipalities (where Free and Compulsory Primary Education Scheme has been introduced) will be entitled to the increased special pay, if otherwise they are eligible.

* * *

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/279 dated, the 30th March, 1973.

The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয় : (বেসরকারী) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের বিশেষ বেতন বৃদ্ধি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী রাজ্যপালের আদেশে ঘোষণা করিতে নির্দেশিত হইয়াছেন যে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির প্রধান শিক্ষকগণের বিশেষ বেতন মাসিক ৫৲ টাকা হইতে মাসিক ১০৲ টাকায় উন্নীত করিতেছেন এবং উহা ১লা জুলাই ১৯৭২ হইতে কার্যকর হইবে।

সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় ও জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং যে সব পৌর সংস্থাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু হইয়াছে সেই সব পৌর-সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণ যদি তাঁহারা অন্যভাবে পাইবার অনধিকারী না হইয়া থাকেন তবে তাঁহারা এই বর্ধিত বেতনের অধিকারী হইবেন।

* * *

অর্থ বিভাগের ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখের U. O. No. AVII/279 সম্মতিক্রমে এই আদেশপত্র জারী করা হইল।

পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা জানানো হইতেছে।

স্বা: এম, এম, সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction.

Sub : Approval of sanctioning 'A' Category scale of pay to the 'B' Category teachers on length of service.

Ref :- His U. O. No. 6433-Sc/P, dated 13.10. 72.

The undersigned is directed to say that a proposal for sanctioning 'A' Category scale of pay to the 'B' Category teachers on the basis of length of service has been under consideration of Government for sometime past. After careful consideration, the Governor is pleased to direct that the existing approved whole-time untrained Matriculate/School Final pass teachers of recognised and aided Primary Schools (including Junior Basic Schools), Primary Schools under the District School Board, or various other managements, who have completed, on or before 1st April, 1972, 10 years' continuous service as whole-time teachers in recognised Primary or Secondary

Schools, be allowed the pay-scale of trained matriculate teachers of primary schools, with effect from the 1st April, 1972.

2. The above benefit will also be extended to the approved teachers of the G. S. F. P. Schools and Schools under the Scheme of Free & Compulsory Primary Education in municipalities.

3. * * *

4. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/387, dated the 31st March, 1973.

5. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: চাকুরীকালের দৈর্ঘ্য বিচারে "খ" শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে "ক" শ্রেণীর শিক্ষকের বেতনহার প্রদানের প্রস্তাব।

সূত্র: ১৩-১০-১৯৭২ তারিখের তাঁহার U. O. No. 6433-Sc/P.

নিম্নস্বাক্ষরকারী বলিতে নির্দেশিত হইয়াছেন যে "খ" শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকগণকে চাকুরীকালের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে "ক" শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকগণের বেতনহার মঞ্জুরী করার বিষয়টি কিছুকাল যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। সযত্ন বিচার বিবেচনান্তে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া নির্দেশ দিতেছেন, সরকার-অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সহ), জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহের অধীন বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত অনুমোদিত পূর্ণসময়ের প্রশিক্ষণ-বিহীন মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকগণের যাঁহারা ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে কিম্বা

তাহার পূর্বে কোনও অনুমোদিত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে ১০ বৎসর ধারাবাহিক শিক্ষকতা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ হইতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনক্রম মঞ্জুর করা হইবে।

২। সরকারপুষ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ও পৌর এলাকা-সমূহের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়-সমূহে কর্মরত অনুমোদিত শিক্ষকগণও উপরে বর্ণিত সুযোগ লাভ করিবেন।

৩। * * *

৪। ৩১-৩-৭৩ সনের U. O. No. AVII/387-এ অর্থ বিভাগের প্রাপ্ত সম্মতিক্রমে এই আদেশপত্র জারী করা হইল।

৫। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে ইহা অবহিত করা হইতেছে।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব

To The Director of Public Instuction.

Sub: Grant of Head Teacher's special pay to the trained non-Matriculates who are working as Head Teachers in primary schools.

The undersigned is directed to say that the question of granting Head teacher's special pay to the trained non-matriculates who are working as Head teachers in some primary schools has been under consideration of Government for sometime past.

2. After careful consideration, the Governor is pleased to order that the trained non-matriculates who are already working as Head teachers in four class (I to IV), primary schools may be granted the special pay of Rs. 10/- (Rupees ten) only p. m. with effect from 1st April, 1973.

No payment will be made for any period prior to that date (1. 4. 73.)

3. The benefit will not be allowed to non-matriculate trained teachers appointed as Head teachers after 31st March, 1973 and the Director of Public Instruction, West Bengal, should see that henceforth only qualified teachers are posted as Head teachers of the primary schools.

4. The charge will be debited to appropriate head under the '28-Education' Budget.

5. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/617, dated the 11th June, 1973.

C. The Accountant General, West Bengal, has been informed.

Sd/- M. M. Sinha Roy
Deputy Secretary.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সমীপে।

বিষয়: প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কর্মরত প্রধান শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিশেষ বেতনের মঞ্জুরী দান।

নিম্নস্বাক্ষরকারী ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছে যে, যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন তাহাদের জন্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিশেষ বেতন দিবার প্রশ্নটি কিছুকাল যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন ছিল।

২। বিশেষ বিবেচনান্তে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এই আদেশ দিতেছেন যে সকল শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষকগণ চারি শ্রেণী (প্রথম হইতে চতুর্থ বিশিষ্ট) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের ১লা এপ্রিল, ১৯৭৩ হইতে

মাসিক ১০্ হারে বিশেষ বেতন মঞ্জুর করা হইল। তবে ঐ তারিখের (১.৪.৭৩) পূর্বেকার সময়ের জন্য কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না।

৩। যে সকল শিক্ষণ-প্রাপ্ত অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষক ৩১শে মার্চ, ১৯৭৩ তারিখের পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা উপরোক্ত সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না। এখন হইতে যাহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকের পদে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষকেরাই কেবলমাত্র চাকুরী পায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৫। ১১-৬-৭৩ তারিখের অর্থ বিভাগের U. O. No. A VII/617 নির্দেশনামায় প্রাপ্ত অনুমতি অনুসারে এই আদেশ জারী করা হইল।

৬। পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে অবহিত করা হইয়াছে।

স্বাঃ এম, এম, সিন্‌হা রায়
উপ-সচিব

ছুটি (Leave)

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (1) and in particular, by clause (p) of sub-section (2), of section 66 of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930 (Bengal Act VII of 1930), the Governor is pleased hereby to make, after pevious publication as required by sub-section (I) of the said section, the following amendments in the rules published with this Department Notification No. 1493—Edn, dated the 25th July, 1940 as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules) ;

AMENDMENTS

In the said rules,

(I) for rule 8, substitute the following rules, namely :—

"8. (1) Casual leave for short period may be granted, at the discretion of the sanctioning authority, to a teacher, but it shall not entail absence of more than seven consecutive days at a time, including Sunday or holidays, except for very special circumstances to be recorded in writing.

Provided that Sundays or holidays preceeding, folllowing or falling within the period of casual leave shall not be counted as part of the casual leave.

(2) Casual leave should only be granted for adequate reasons and cannot be claimed as of right or allowed if the interest of public service forbids it.

8A. (1) Maternity leave may be granted to a permanent female teacher, on full pay, for a period which may extend upto the end of three months from the date of its commencement or to the end of six weeks from the date of confinement, whichever is earlier.

(2) Maternity leave may be ganted to a temporary female teacher upto four weeks prior to and four weeks after the date of confinement, provided that she has been in service for at least nine months immediately preceeding the date of delivery.

(3) Any other kind of leave may be granted in continuation of maternity leave if the request for its grant be supported by a medical certificate.

8B. If a permanent teacher is, under the specific order of the Board, detained for duties and prevented from

avaiking himself of the vacation, either in full or in part, during which the school remains closed, he shall be entitled to get leave on full pay for the number of days which is such proportion of 30 days as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation of the year. Such detention, however, shall be for the performance of specific duties at the school concerning its affairs only. The order of the Board shall, in each case, state in full the reason for such detetion of the teacher and a copy of the order shall forthwith be forwarded to the Director of Public Instruction, West Bengal.

Provided that when leave due on such ground amounts to 120 days at the credit of a permanent teacher he shall cease to earn such leave ;"

(II) for rule 9, substitute the following rules, namely :—

"No leave other than casual leave, meternity leave, commuted leave, and leave in lieu of duty during vacation shall be granted on more than half pay to any teacher.

9A. (1) A teacher may be granted half pay leave on medical certificate or on private affairs, which shall not exceed.

(a) 20 days in case of a permanent teacher, and

(b) 15 days in case of a temporary teacher for each completed year of service.

Provided that no half pay leave shall be granted at a time for more than 180 days to a permanent teacher and more than 120 days to a temporary teacher.

Provided further that no half pay leave be granted to a temporary teacher unless the authority competent to

sanction the leave has reason to belive that the teacher will return to duty on its expiry.

9(2). Commuted leave, not exceeding half the amount of half pay leave due, may be granted on medical certificate only, subject to the following conditions, namely :—

(i) Commuted leave during the entire period of service shall be limited to the maximum of 180 days in the case of a permanent teacher and 120 days in the case of a temporary teacher ;

(ii) twice the amount of the commuted leave granted shall be debited against the half pay leave due ;

(iii) the total duration of leave in lieu of duty during vacation and commuted leave taken in conjunction shall not exceed the maximum limits prescribed in clause (i) of this sub-rule ;

Provided that no commuted leave may be granted under this sub-rule, unless the authority competent to sanction leave, has reason to believe, that the teacher will return to duty on its expiry.

9(3). A teacher on commuted leave is entitled to leave salary equal to twice the amount admissible to him under sub-rule (1).

9B. (1) Extraordinary leave may be granted to a teacher in special circumstances when no other leave is admissible under these rules.

(2) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively the period of absence without leave into extraordinary leave.

(3) A teacher on extraordinary leave is not entitled to any leave salary.

(4) Extraordinary leave in conjunction with any other leave, if any, shall not, at any one time, exceed 12 months."

(III) After rule **11A**, insert the following rule, namely :—

"11B. Leave cannot be claimed as of right. When the exigencies of circumstance so require, and discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the authority empowered to grant it."

By order of the Governor,
Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary.

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনে বঙ্গীয় আইন VII)-এর ৬৬ নং উপধারার (১)-এর এবং বিশেষতঃ উপধারা (২)-এর (p) সংখ্যক বিধি অনুসারে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল উপধারা (১)-এর বিধান অনুসারে পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি দিয়া এখন ২৫শে জুলাই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নং 1493-Edn. (পরবর্তীকালে নানাভাবে সংশোধিত) আদেশনামাতে প্রচারিত ঐ আইনের ধারাতে নিম্নলিখিত সংশোধন প্রীত হইয়া আনয়ন করিতেছেন (অতঃপর ইহাকে বলা হইবে উক্ত নিয়ম) ঃ

সংশোধনাবলী

উপরিউক্ত নিয়মে—

১। উল্লিখিত আইনের ৮নং নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মটি গ্রহণ করিতে হইবে, যথা—

"৮(১) কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুসারে একজন শিক্ষককে অল্প দিনের জন্য নৈমিত্তিক অবকাশ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহা যেন কোন প্রকারেই রবিবার এবং অন্য ছুটির দিন সহ একাদিক্রমে সাত দিনের বেশী না হয়, এবং বিশেষ কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম হইলে লিখিত আদেশপত্র দ্বারা ইহা সম্পাদন করিতে হইবে।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে এই অবকাশের মধ্যে বা যে কোন এক প্রান্তে রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন পড়িয়া গেলে উহা নৈমিত্তিক অবকাশের দিনের পর্যায়ে পড়িবে না।

(২) যথোপযুক্ত কারণেই কেবল নৈমিত্তিক অবকাশ দেওয়া চলিবে এবং ইহা অধিকার সূত্রে দাবী করা চলিবে না এবং ইহা জনসাধারণের সেবার প্রতিবন্ধক হইলে মঞ্জুর করা যাইবে না।

৮(ক) (১) স্থায়ী শিক্ষিকাকে পূর্ণ বেতনে 'মাতৃত্বের অবকাশ' দেওয়া হইবে। ইহা সুরু হইতে তিন মাস পর্যন্ত দেওয়া হইতে পারে অথবা সন্তান প্রসবের তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত দেওয়া হইতে পারে। অবকাশের মধ্যে যেটির পূর্বে প্রয়োজন হইবে সেটিই দিতে হইবে।

(২) একজন অস্থায়ী শিক্ষিকাকে 'মাতৃত্বের অবকাশ' দেওয়া হইতে পারে। ইহা সন্তান প্রসবের তারিখের পূর্বে চার সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে চার সপ্তাহ হইবে। কিন্তু এই সর্তে যে সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে তিনি অন্ততঃ নয় মাস চাকুরী করিয়াছেন।

(৩) মাতৃত্বের অবকাশের সহিত অন্য যে কোনও প্রকার অবকাশও দেওয়া যাইতে পারে যদি এই ছুটির অনুরোধের সহিত চিকিৎসকের সুপারিশ সম্বলিত থাকে।

৮(খ) যদি কোনও স্থায়ী শিক্ষক পর্ষদের কোনও সুনির্দিষ্ট আদেশের বলে বিদ্যালয়ের অবকাশ সময়ে কর্তব্যের জন্য আবদ্ধ থাকেন এবং অবকাশের আংশিক বা পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তিনি যে কয়দিন এই প্রকার বিদ্যালয়ের কার্যের জন্য আবদ্ধ থাকিবেন, সে কয়দিনের জন্য বিদ্যালয়ের পূর্ণ অবকাশকে ৩০ দিনের ধরিয়া সেই অনুপাতে তিনি যে কয়দিন কর্তব্যে আবদ্ধ ছিলেন সে কয়দিনের আনুপাতিক হারে ছুটির অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই প্রকার নিযুক্তি কেবলমাত্র বিদ্যালয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্যই দেওয়া হইবে। পর্ষদের আদেশপত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে শিক্ষককে এই প্রকার নিযুক্তির কারণ লিখিতে হইবে এবং ঐ আদেশের একটি প্রতিলিপি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তাকে প্রেরণ করিতে হইবে।

ইহার ক্ষেত্রেও এই সর্ত থাকিবে যে কোনও স্থায়ী শিক্ষকের যদি ১২০ দিন পর্যন্ত ছুটি এই কারণেই প্রাপ্য থাকে, তবে সে ইহার পরে আর অতিরিক্ত ছুটির অধিকারী হইবেন না।"

২। ৯নং নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মটি গ্রহণ করিতে হইবে: যথা—

"নৈমিত্তিক ছুটি, মাতৃত্বের ছুটি, বিনিময় ছুটি এবং অবকাশকালীন নিযুক্তির কারণে প্রাপ্য ছুটি ছাড়া আর কোনও ছুটি শিক্ষককে অর্ধবেতনের অধিক হারে মঞ্জুর করা যাইবে না।

৯(ক) (১) একজন শিক্ষককে চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে অথবা ব্যক্তিগত কারণে অর্ধবেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার ছুটি কোনও প্রকারেই নিম্নলিখিত হিসাবের অধিক হইবে না:

(i) একজন স্থায়ী শিক্ষকের ক্ষেত্রে ২০ দিন এবং (ii) একজন অস্থায়ী শিক্ষকের ক্ষেত্রে ১৫ দিন। উভয় ক্ষেত্রেই চাকুরী জীবনের প্রতি পূর্ণবৎসর পিছু উপরোক্ত হিসাব করিতে হইবে

এই সব ক্ষেত্রেও পুনরায় এই সর্ত আরোপ করা হইবে যে একজন শিক্ষককে কোনও ক্ষেত্রেই একাদিক্রমে ১৮০ দিনের এবং একজন অস্থায়ী শিক্ষককে কোন ক্ষেত্রেই একাদিক্রমে ১২০ দিনের অধিক ছুটি দেওয়া চলিবে না।

উপরন্তু আরও সর্ত আরোপ করা যাইতেছে যে ছুটি মঞ্জুরির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে অস্থায়ী শিক্ষক অবকাশ অন্তে কর্মে যোগদান করিবেন তবে সেই ক্ষেত্রেই এই প্রকার ছুটি অস্থায়ী শিক্ষককে মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অর্ধবেতনে প্রাপ্য ছুটির অর্ধ সংখ্যা-সীমা না অতিক্রম করিয়া চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে এই প্রকার ছুটি নিম্নলিখিত সর্তে দেওয়া যাইতে পারে:

(i) সমগ্র কার্যকালের মধ্যে এই প্রকার বিনিময় ছুটি একজন স্থায়ী শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সর্বোচ্চ সীমা ১৮০ দিন এবং একজন অস্থায়ী শিক্ষকের পক্ষে প্রাপ্য ১২০ দিন।

(ii) এই প্রকার বিনিময় ছুটি যাহা মঞ্জুর করা হইবে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক অর্ধবেতনের ছুটি হইতে কাটিতে হইবে।

(iii) অবকাশকালীন কর্তব্যের জন্য নিযুক্ত থাকার জন্য প্রাপ্য ছুটি এবং তৎসঙ্গে প্রাপ্য বিনিময় ছুটি উভয়ে মিলিয়া কোনও কারণেই উপরে লিখিতে এই উপ-নিয়মের (i) নং বিধিতে যে ছুটির সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

উপরন্তু এই উপ-নিয়মে লিখিত কোনও ছুটিই মঞ্জুর করা যাইবে না যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকটি অবকাশ অন্তে পুনরায় কর্মে যোগ দিবেন।

(৩) বিনিময় ছুটি ভোগকারী একজন শিক্ষক ১নং উপ-নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য বেতনের দ্বিগুণ হারে বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৯(খ) (১) যদি এই সমস্ত নিয়মের ধারায়ও কোনও শিক্ষকের ছুটি প্রাপ্য না হয়, তবে তাঁহাকে 'সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত ছুটি' দেওয়া হইতে পারে।

(২) ছুটি মঞ্জুর করিবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের ছুটি গ্রহণ না করিয়া অনুপস্থিতির কালকে পশ্চাৎপদ পন্থাতে বিকলন করিয়া উহাকে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) এই প্রকার অসাধারণ ছুটি উপভোগকারী শিক্ষক কোনও বেতন পাইবার অধিকারী নহেন।

(৪) অন্য কোনও প্রকার ছুটির সহিত এই প্রকার অসাধারণ ছুটি সম্পৃক্ত হইলে কোনও সময়েই মোট ছুটির কাল ১২ মাসের অধিক হইতে পারিবে না।"

(৩) ১১(ক) নিয়মের নীচে নিম্নলিখিত ধারাটি সংযোজিত হইল, যথা:

"১১(খ) ছুটি একটি অধিকার হিসাবে দাবী করা যাইবে না, যদি তেমন প্রয়োজন ঘটে কোন ছুটি না দিবার বা যে কোন প্রকার মঞ্জুরীকৃত ছুটি বাতিল করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থাকিবে।"

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ এ. কে. রায়
উপ-সচিব।

To The Director of Public Instruction.

Sub: Leave Rules for the teacher under the District School Board—Application of—to schools in Urban areas.

The undersigned is directed to refer to this Depart-

2) two persons interested in education of whom, at least one should be a woman :	to be nominated by the Chief Inspector of Primary Education, West Bengal in case of schools located in Calcutta, and elsewhere by the Sub-Divisional Officer ;
3) two guardians if the number of pupils in a school be not less than one hundred ; otherwise, one guardian :	to be elected from among themselves by the guardians ;
4) the Corporation Councillor or the Municipal Commissioner of the Corporation/Municipal Ward in which the schools is situated in (a) a Notified area—a nominee of the Notified Area Authority and (b) a Cantonment area—a nominee of the Cantonment Officer :	
5) the Head teacher of the school :	Ex-officeos, and
6) two teachers if the school which has not less than 6 full-time teachars ; otherwise one teacher :	to be elected by the full-time teachers from among themselves.

Explanation :—

a) The term 'guardian' means father, or in his absence, mother ; or if neither of the parents is alive or if the ward is not living with any of the parents in the place where the school is situated, any other relative with whom and under whose custody the ward is actually residing. But no one shall be guardian if he has not attained the age of 21 years.

b) A teacher who is also a guardian shall not be eligible for election to the committee as a guardian.

3. The committee shall elect one from among themselves as the Secretary. But no member of the teaching staff other than the Head teacher shall be eligible for such election.

4. Fifty per cent of the total number of members of the committee shall form the quorum in a meeting.

5. The term of the members of the committee shall be three years commencing from the date of the first meeting of the committee. Provided that notwithstanding the expiration of the said term, the members shall continue to hold office until the new members filling the vacancies take office in accordance with the provisions of this order.

6 (1) Every committee shall, as soon as constituted, seek and obtain the approval of the District Inspector/District Inspectress of Schools.

(2) (a) If the District Inspector/District Inspectress disapproves any committee, he/she shall communicate the reasons thereof in writing.

(b) (i) An appeal may be preferred to the Director of Public Instruction, West Bengal against the decision of the District Inspector/District Inspectress disappproving a committee.

(ii) The decision of the Director or Public Instruction, West Bengal shall be final.

(c) If the committee is disapproved, it shall be reconstituted in accordance with the provisions of this order and in the light of the observations made by District Inspector/District Inspectress of Schools or the Director of Public Instruction, West Bengal.

7. In case the Director of Public Instruction is not satisfied with the management of a school by its committee, he shall have the right to supersede the committee, and appoint an Administrator in its place.

8. Casual vacancies in the committee shall be filled up by election or nomination as the case may be, in the same manner as provided in paragraph 2.

৩) দুইজন অভিভাবক, বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা একশত অপেক্ষা কম না হইলে, নতুবা একজন অভিভাবক ;

অভিভাবকগণ নিজেদের মধ্য হইতে ইঁহাদের নির্বাচিত করিবেন ;

৪) বিদ্যালয়টি কলিকাতায় অবস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি (Corporation Councillor) অন্য পৌর এলাকায় অবস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি (Municipal Commissioner) বা বিজ্ঞাপিত এলাকায় অবস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোনীত একজন অথবা ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় অবস্থিত হইলে ক্যান্টনমেণ্ট অফিসারের মনোনীত একজন :

৫) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকারবলে, এবং

৬) দুইজন শিক্ষক, বিদ্যালয়ে ছয়জনের কম পূর্ণ-সময়ের শিক্ষক না থাকিলে, নতুবা একজন শিক্ষক।

পূর্ণ-সময়ের শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্য হইতে ইঁহাদের নির্বাচিত করিবেন।

ব্যাখ্যা :—

ক) অভিভাবক কথাটি দ্বারা পিতা অথবা মাতা বুঝাইবে। পিতা অথবা মাতার কেহই জীবিত না থাকিলে অথবা বিদ্যালয়টি যেস্থানে অবস্থিত সেস্থানে বাস না করিলে অন্য যে-কোন আত্মীয়, বস্তুত যাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ছাত্র/ছাত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তিনি অভিভাবক হিসাবে পরিগণিত হইবেন। কিন্তু ২১ বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই এমন কেহ অভিভাবকরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন না।

খ) বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিভাবক হইলেও অভিভাবক-প্রতিনিধি রূপে নির্বাচন-যোগ্য হইতে পারিবেন না।

৩। সমিতি (Committee) নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সম্পাদক (Secretary) নির্বাচিত করিবেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক ঐ পদে নির্বাচন-যোগ্য হইবেন না।

৪। সমগ্র সভ্য-সংখ্যার শতকরা পঞ্চাশজন সভায় উপস্থিত হইলে কোরাম (quorum) হইবে।

৫। সভ্যগণের কার্যকাল সমিতির প্রথম অধিবেশন হইতে শুরু করিয়া তিন বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। তবে এ ব্যবস্থাও রহিল যে, কার্যকাল পূর্ণ হইলেও এই আদেশে নির্ধারিত প্রণালীতে শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া নূতন সভ্যগণ কর্মভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বতন সভ্যগণই সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৬। (১) প্রত্যেকটি সমিতি গঠিত হওয়া মাত্র জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকার অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিবেন এবং অনুমোদন গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) (ক) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকা অনুমোদন মঞ্জুর না করিলে কেন মঞ্জুর করিলেন না তাহা লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(খ) [i] জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকার অনুমোদন নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আবেদন করা যাইবে।

[ii] এ সম্পর্কে শিক্ষা অধিকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়া বিবেচিত হইবে।

(গ) সমিতি (Commitee) অনুমোদিত না হইলে উহা এই আদেশে নির্ধারিত প্রণালীতে এবং জেলা পরিদর্শক/পরিদর্শকা অথবা শিক্ষা অধিকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

৭। কোন সমিতির বিদ্যালয় পরিচালনায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে শিক্ষা অধিকর্তার উহা বাতিল করিয়া প্রশাসক (Administrator) নিয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৮। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে আপতিক শূন্যতা সৃষ্ট হইলে তাহা অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত উপায়ে অবস্থা অনুযা... মনোনয়ন অথবা নির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

৯। সমিতির সভ্য বা তাহার নিয়োগাধীন নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে

হিসাব নিরীক্ষক (auditor) নিযুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ নিরীক্ষককে ৩১শে মার্চের মধ্যে বিদ্যালয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। ঐ প্রতিবেদন পাইবার দুই মাসের মধ্যে তাহার প্রতিলিপি নিজেদের মন্তব্যসহ জেলা পরিদর্শক/পরিদর্শিকার নিকট পাঠাইতে হইবে।

১০। ধর্মীয় নিবন্ধভুক্ত বা তদনুরূপ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি (Managing Commitee) গঠনের জন্য শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদনক্রমে এই আদেশবিহিত নিয়মে পরিবর্তন ঘটাইতে পারা যাইবে এই সর্ত সাপেক্ষে যে, সমিতিতে অন্যান্যদের সহিত নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(১) বিদ্যালয়টি কলিকাতায় হইলে একজন শিক্ষানুরাগী শিক্ষা অধিকর্তা দ্বারা মনোনীত হইবেন—অন্যত্র জেলা সমাহর্তা কর্তৃক।

(২) একজন নির্বাচিত অভিভাবক প্রতিনিধি।

(৩) ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি (কলিকাতায় Corporation Councillor বা Municipal Commissinor), বিজ্ঞাপিত বা ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা হইলে ঐসব সংস্থার মনোনীত একজন।

(৪) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

এবং

(৫) একজন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি।

১১। [i] এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

[ii] এই আদেশ কার্যকরী হওয়ামাত্র পূর্বতন সকল সমিতি (Commitee) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত সমিতির সভাপতি ছাড়া অন্য সকল সভ্যের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হইবে। এই আদেশে নির্ধারিত প্রণালীতে গঠিত নূতন সমিতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেবল সভাপতি সমিতির কর্ম নির্বাহ করিতে থাকিবেন।

১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই আদেশ অনুযায়ী মনোনীত সমিতি গঠন করিতেই হইবে অন্যথায় শিক্ষা অধিকর্তা বিধি অনুযায়ী সমিতি গঠনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাজ্যপালের অনুমত্যানুসারে

স্বাঃ জে, সি, সেনগুপ্ত

সচিব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

CHAPTER II

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলী

Transfer of Teachers

[প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একই জেলার অভ্যন্তরে বা আন্তঃজেলা বদলী সংক্রান্ত আদেশসমূহ]

To The President/Administrator, District School Board.

Sub : Inter-District transfer of Primary School Teachers under the District School Boards—continuity of service.

Sir,

I have to address you on the above subject and to say that when a teacher serving under one District School Board is appointed after the tearcher's own seeking, by another District School Board, being released by the former, and on mutual agreement of both the Boards concerne continuity of service of the teacher concerned may be maintained. The Board from which the teacher leaves will send his last pay certificate and Service Book to the board where he joins. The teacher's service in the former Board will count towars his increments of pay, benefit of leave, terminal benifits and Provident Fund benefit in his new post after transfer. But the teachers Provident Fund dues from the former Board will be finally paid to him by that Board after he is released to join his new appointment.

Sd/- Illegible

For Director of Public Instruction.

নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে বর্তমানে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহের অধীনস্থ প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদীসহ) বিদ্যালয়-সমূহে নিযুক্ত পূর্ণসময়ের শিক্ষকগণকে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল রাখা যায়, কিন্তু পর্ষৎ যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে কোন শিক্ষকের দৈহিক সক্ষমতা ও মানসিক সচেতনতা বজায় থাকিলে, এক এক বৎসর করিয়া ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পুনর্নিয়োগ করিতে পারে।

জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পরিচালিত প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদীসহ) বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকগণকে পুনর্নিয়োগের পরিবর্তে চাকুরীর সময়কাল প্রসারণের বিষয়টি কিছুদিন ধরিয়া সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিষয়টি বিশদভাবে বিবেচনা করিয়া রাজ্যপাল প্রীত হইয়া আদেশ দিতেছেন যে, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদীসহ) বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত অনুমোদন-প্রাপ্ত শিক্ষকগণকে ৬০ বৎসর বয়স পূর্তি পর্যন্ত কর্মে বহাল রাখা যায়, কিন্তু জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ যদি উপযুক্ত মনে করে তবে শারীরিক-ভাবে যোগ্য ও মানসিক সচেতনতাযুক্ত শিক্ষকগণকে এক এক বৎসর করিয়া ৬৫ বৎসর বয়স পূর্তি পর্যন্ত চাকুরীকালের সম্প্রসারণ করিতে পারে। ঐ প্রসারিত চাকুরীকালের সময় অবসরকালীন ভাতা, আনুতোষিক প্রভৃতি সুবিধাদিও হিসাবভুক্ত হইবে।

এই সুবিধাদি সরকার সাহায্যপুষ্ট গ্রামীণ ও সহরাঞ্চলীয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং জনসেবামূলক সংস্থাসমূহ কর্তৃক ও অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদীসহ) বিদ্যালয়সমূহের পূর্ণ সময়ের অনুমোদিত শিক্ষকগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এই আদেশ পৌরনিগম ও পৌর সংস্থা প্রভৃতির ন্যায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। ১৯৬৩ সালের 'পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন' অনুসারে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু হওয়ায় বতমানে পৌরসংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণও এই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

এই আদেশ ১লা জুন, ১৯৬৯ হইতে কার্যকর হইবে।

১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পৃথক ভাবে গ্রহণ করা হইতেছে।

অর্থ বিভাগের ৯-৯-১৯৬৯ তারিখের U. O. No. AVJII/1937 আদেশনামায় প্রাপ্ত সম্মতি অনুসারে ইহা জারি করা হইল।

পশ্চিমবঙ্গের মহাগাণনিক মহাশয়কেও ইহা জানান হইতেছে।

স্বাঃ এ, কে, রায়
উপ-সচিব।

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in particular, by clause (p) of sub-section (2) of section 66 of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930 (Bengal Act VII of 1930), the Governor is pleased hereby to make, after previous publication as required by sub-section (1) of the said section, the following amendments in the rules published with this Department Notification No. 1493-Edn. dated, the 25th July, 1940, as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules), namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

for rule 4A, substitute the following rule, namely :—

"4A—A teacher appointed by the Board may be retained in service upto the age of 60 years, but the Board may, if it thinks fit, grant thereafter extension of service of a teacher on a year to year basis upto the age of 65 years, provided the teacher continues to be physically fit and mentally alert."

Explanation—The continuous period of service extended beyond the age of 60 years of the teacher will count towords increment in the scale of pay, terminal benefits and other benefits with the approval of the Government.

By order of the Governor

Sd/- A. K. Roy
Deputy Secretary

বিজ্ঞপ্তি

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০ সনের বঙ্গীয় আইন VII) ৬৬ নং ধারার উপধারা (১) এবং বিশেষতঃ উপধারা (২)-এর বিধি (r) অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া উক্ত ধারা (১) এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব বিজ্ঞপ্তির পর ১লা নভেম্বর ১৯৩৫-এ ঘোষিত 3767-Edn, সংখ্যক বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির (ইতিপূর্বে নানাভাবে সংশোধিত) নিম্নলিখিত সংশোধন আনয়ন করিতেছেন। (অতঃপর ইহাকে 'উক্ত নিয়ম' বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে)।

সংশোধন

১লা এপ্রিল, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নিয়মসমূহের ২৬ নং নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বিধি (c)-তে বর্ণিত সংখ্যায় ও কথায় '৯০০ টাকার' স্থলে '১৫০০ টাকা' হইবে এবং ১৯৬৬ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এই পরিবর্তিত পাঠ চালু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

রাজ্যপালের অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ এ, কে, রায়
উপ-সচিব

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Terminal benefits for teachers of Primary and Junior Basic Schools.

The undersigned is directed to say that at present all approved Primary and Junior Basic School teachers under the District School Boards are allowed the benefits of the contributory Provident Fund and Gratuity as per rules framed under the provisions of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930.

2. The question of revising the existing terminal benefits to all whole-time approved teachers of Primary and Junior Basic Schools under the District School Boards and also of extending these benefits to all whole-time approved teachers of aided and recognised Primary and Junior Basic Schools under voluntary educational organisations or various other managments has been under the consideration of Government for sometime past. After careful consideration, the Governor is now pleased to decide that the Contributory Provident Fund-cum-Pension Scheme as explained hereafter should be sanctioned for all approved permanent whole-time teachers of recognised and aided Primary and Junior Basic Schools under the District School Boards, voluntary educational organisations or various other managements. The scheme will come into force with effect from 1st April, 1968.

3. Under this scheme the teachars will entitled to the following benefits :—

(a) Contibutory Provdent Fund :—

Contributory Provident Fund with employer's contridution @$6\frac{1}{4}$% of pay and employee's contribution @$6\frac{1}{4}$% of pay.

(b) Gratuity or pension :—

(1) If an employee has put in five years' service but less than ten years' he will be entitled to receive gratuity @$\frac{1}{2}$ month's pay for each completed year of serv[illegible];

(2) If an employee has completed ten years' service he will be entitled to receive monthly pension equal to $\frac{1}{120}$ of the montly average of his last three years' pay for every completed year of service subject to a maximum of $\frac{30}{120}$ of the average monthly pay.

(c) Family Pension :—

(1) If an employee dies while in service after putting in service not less than 5 years but not more than 20 years, his family will be entitled to a gratuity @$\frac{1}{4}$th of one month's pay for each completed year service subject to a minimum of Rs. 500/- ; and,

(2) If an empoyee dies while in service, after completing twenty years' service, his family will get a pension equal to half the pension admisible to the employee, had he retired on the date of his death subject to a minimum of Rs. 20/- per month and maximum of Rs. 75/- per month for a period of five years from the date of the death of the employee.

4. The District School Boards concerned will be the disbursing authorities in respect of teachers of Primary and Jr. Basic Schools under their control. .Steps should be taken for maintaining the record of service of the teachers pending amendment of relevant rules under the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930.

5. The scheme will be applicable to all primary school teachers holding substantive appointments.

The teachers appointed substantively under the District School Boards prior to 1st April, 1968 may be given the option to continue to be governed by the existing scheme of terminal benefits applicable to them. Such teachers may exercise their option to the respective District School Boards within a period of six months, i. e. by 30th Septembar, 1968. If any such teacher does not send his option to the District School Board concerned by that date ; he will automatically come under the new scheme introduced in this order.

6. · Seperate comunication will follow regarding the procedure to be adopted in the matter of sanctioning and payment of pension etc., in respect of teachers of aided Primary and Jr. Basic Schools under the voluntary educational organisations and various other managements (other than District School Boards). But the scheme is not applicable to teachers under the employ of local bodies like the Corporation or the Municipalities.

In the meantime, steps should be taken by the appropriate authorities for maintaining the record of services of the teachers of Primary and Junior Basic Schools under their control and management.

7. The teachers of Government Sponsored Free Primary Schools will also be entitled to the benefits under the scheme as shown in para 3 above.

8. The Chief Inspector, Primary Education, West Bengal is authorised to make payment of grants for the purpose to various authorities according to the procedure to be approved by Government.

Sd/- A. K. Roy.
Deputy Secretary

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়—প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য কর্মকালান্তিক সুবিধাদি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এইরূপ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে বর্তমানে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীন অনুমোদিত সমস্ত প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ অনুযায়ী রচিত নিয়মে 'ভবিষ্যনিধি' (Provident Fund) ও আনুতোষিক (Gratuity) সুবিধাদি পাইতে পারেন।

(২) জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অনুমোদিত সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকগণের জন্য এবং স্বেচ্ছামূলক কোন প্রতিষ্ঠানের বা বিবিধ অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধীন সাহায্য-প্রাপ্ত এবং অনুমোদিত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিরাদী বিদ্যালয়ের সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকগণ যাঁহারা কর্মরত আছেন তাঁহাদের জন্যও বর্তমানে কর্মকালান্তিক সুবিধাদি প্রসারিত করিবার এবং ঐ সব সুবিধার পুনর্বিন্যাস-সাধনের বিষয়টি কিছুদিন ধরিয়া সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সবিশেষ বিবেচনাপূর্বক রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-কাম-পেনসন

পরিকল্পনা সমস্ত প্রকার অনুমোদিত স্থায়ী সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকগণের জন্যই প্রযোজ্য হইবে। সকল অনুমোদিত এবং সাহায্য-প্রাপ্ত প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ অথবা স্বেচ্ছামূলক শিক্ষা অথবা অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ কর্মরত সকল শিক্ষকগণই এই সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন। ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই পরিকল্পনা বলবৎ হইবে।

(৩) এই পরিকল্পনায় শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন :—

(ক) কণ্ট্রিবিউটারী ভবিষ্যনিধি :—

ইহাতে শিক্ষকের এবং নিযুক্তকারীর যথাক্রমে দেয় হইবে বেতনের শতকরা ৬$\frac{১}{৪}$%।

(খ) আনুতোষিক এবং অবসরকালীন ভাতা :—

(১) যদি কোন শিক্ষক পাঁচ বৎসর কর্ম করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার কর্মকাল দশ বৎসরের কম হয় তাহা হইলে তিনি প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরির জন্য প্রত্যেক মাসের অর্দ্ধ বেতন হারে আনুতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

(২) যদি কোন শিক্ষক দশ বৎসর কর্মকাল সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য তাঁহার মাসিক অবসরকালীন ভাতা, তাঁহার সমগ্র কর্মকালের শেষ তিন বৎসরের মাসিক গড় বেতনের $\frac{1}{120}$ ভাগ হইবে কিন্তু ইহার সর্বোচ্চ হার গড় মাসিক বেতনের $\frac{30}{120}$ ভাগের বেশি হইতে পারিবে না।

(গ) পারিবারিক পেনসন :—

(১) যদি কোন শিক্ষক অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু কুড়ি বৎসরের অনধিক কাল কার্য করিয়া কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহা হইলে তাঁহার পরিবার তাঁহার প্রতিটি পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য কর্মকালের মাসিক বেতনের এক-চতুর্থাংশ হারে আনুতোষিক (Gratuity) প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে পাঁচশত টাকা হইবে।

(২) যদি কোন শিক্ষক কুড়ি বৎসর কর্মকালান্তে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন তবে ঐ শিক্ষক যদি তাঁহার মৃত্যুর দিন অবসর গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি যে পেনসনের অধিকারী হইতেন তাহার অর্দ্ধেক হারে পারিবারিক পেনসন পাইবেন। ইহা ন্যূনপক্ষে মাসিক ২০·০০ টাকা

ও সর্বাধিক ৭৫.০০ টাকা হইবে। এই পেনসন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মৃত্যুর দিন হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত দেওয়া যাইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহ তাহাদের নিয়ন্ত্রাধীন প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রদেয় অর্থ বন্টনের কর্তৃত্ব পাইবে। বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০)-এর নিয়মাদি সংশোধন সাপেক্ষ শিক্ষকগণের কর্মকালের বিবরণী সংরক্ষণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

(৫) এই পরিকল্পনা সমগ্র স্থায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপর প্রযোজ্য হইবে।

যে সমস্ত শিক্ষক ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব হইতে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে স্থায়ীভাবে কার্য করিতেছেন তাঁহারা বর্তমানের প্রচলিত কর্মকালান্তিক সুবিধাই ভোগ করিবেন কিনা এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন (option) করিবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত শিক্ষক সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পর্ষদসমূহে ১৯৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ এই বিজ্ঞপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাদের ইচ্ছা-জ্ঞাপক পত্র (option) দাখিল করিবেন। যদি এই প্রকার কোন শিক্ষক জেলা বিদ্যালয় পর্ষদকে তাঁহার মতামত ঐ তারিখের মধ্যে জ্ঞাপন না করেন তাহা হইলে তিনি স্বতঃই এই আদেশে প্রদত্ত নূতন পরিকল্পনার অধীনে আসিবেন।

(৬) স্বেচ্ছামূলক বা জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকগণকে কি পদ্ধতিতে কর্ম-কালান্তিক সুবিধা প্রদান করা হইবে সে সম্পর্কে আর একটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার সুবিধাদি পৌর নিগম বা পৌর-সংস্থার ন্যায় কোন স্থানীয় সংস্থার অধীনে কর্মরত শিক্ষকগণের উপর প্রযোজ্য হইবে না।

ইতিমধ্যে প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কর্মকালের বিবরণী সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) উপরের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই পরিকল্পনার সুবিধাদি সরকার স্থাপিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (G.S.F.P.) শিক্ষকগণও পাইবার অধিকারী হইবেন।

Final pass certificate or other equivalent pass certificate or school leaving certificate. In case the year of birth is known, but not the month, the first date of July of the year shall be taken as the date of birth. Where both the year and month are known, but not the actual date, the 16th day of the month shall be taken as the date of birth.

(ii) In the case of those teachers whose date of birth cannot be ascertained from a Higher Secondary/ School Final Pass/School Leaving Certificate or other equivalent certificate or who are not required to possess such a certificate, the date of birth for entry in the Service Book may be fixed by the Board on consideration of birth registration certificate. school certificate or other evidence in this regard, An appeal may lie to the Director. The decision of the Director shall be final and no appeal shall lie against his order.

Eligibility for Pension

(8) Subject to satisfactory service, a teacher shall be eligible for pension on attaining the age of superannuation or thereafter on the expiry of the period of extension, provided that he has completed at least 10 years' qualifying service, or on voluntary retirement after completing 25 years of qualifying service, or on a medical certificate of permanent incapacity, not directly due to irregular or intemperate habits, for further service from a District Medical Officer of Health, on completion of a minimum of 10 years' qualifying service, or on discharge due to abolition of the post or closure of the institution concerned for valid reasons, provided that he has completed at least 10 years' of qualifying service. But in such cases, the payment of pension will remain suspended as soon as he is reappointed to a post, which is to count as qualifying service for further Pension.

Qualifying service

(9) The service of a teacher shall not be treated as qualifying service for the purpose of these sub-rules unless he holds a substantive appointment.

(10) Continuous temporary or officiating service followed without interruption, by confirmation in the same or another post in any recognised school, shall count as qualifying service.

(11) Leave without pay, temporary suspension not followed by reinstatement, suspension allowed to stand as a penalty, overstayal of joining time, have subsequently not regularised and any period of break in service, shall not be reckoned as qualifying service.

(12) Break in service for a period not exceeding twelve months, which was condoned by the Board before the coming into force of these sub-rules, will entitle a teacher to count his past services excluding the period of break towards pension/family pension/gratuity, if otherwise permissible.

(13) Vacations should be counted as qualifying service, provided that a teacher be present on both the closing and the reopening dates, and if, on leave, on either of the dates, the absence is regularised by the sanction leave by the appointing authority.

(14) All periods of leave with allowances shall count as qualifying service.

Periods of deputation for training in a training institution/college/school managed by Government or recognised by the Board or to a course of in-service training or to a seminar/workshop organised directly or under the auspices of the Education Directorate or any special leave with leave salary sanctioned under Government orders for any purpose, shall count as qualifying service.

(16) In any other matter regarding qualifying service the decision of the Board subject to a right of appeal to the Director, shall be final.

(17) The Board may, at its discretion, condone for reasons

to be recorded in writing, a deficiency in qualifying service of a teacher praying for invalid or compensation or superannuation pension up to three months, the qualifying service falls short of 10 years.

Dates of Snperannuation/Retiring/Invalid/Compensation Pension

(1) A teacher shall be eligble for superannuation/retiring/invalid/compensation pension if he has rendered a total qualifying service of 10 years or more at $\frac{1}{120}$ of the verage pay drawn by him during the last three years of his service, subject to a maximum of $\frac{30}{120}$ of such average pay.

The rate of pension will be as shown below :-

Number of years of completed service.				Scales of superannuation/retiring/invalid/compensation pension.
10	...	...	...	10/120 of average pay
11	...	..	...	11/130 of average pay
12	...	...	...	12/120 of average pay
13	.	...	...	13/120 of average pay
14	.	...	...	14/120 of average pay
15	. .	...	...	15/120 of average pay
16	...	...	...	16/120 of average pay
17	...	...	...	17/120 of average pay
18	...	...	...	18/120 of average pay
19	...	...	...	19/120 of average pay
20	...	...	...	20/120 of average pay
21	...	...	...	21/120 of average pay
22	...	...	...	22/120 of average pay
23	...	...	...	23/120 of average pay
24	...	...	...	24/120 of average pay
25	...	...	...	25/120 of average pay
26	...	...	...	26/120 of average pay
27	...	...	...	27/120 of average pay
28	...	...	...	28/120 of average pay
29	...	...	...	29/120 of average pay
30 or above		...	...	30/120 of average pay

(a) The average pay should be calculated on the basis of the last 3 years' pay immediately before the retirement

If there be any non-qualifying service during the last three years of service, such period should be disregarded in the calculation of the average, an equal period immediately before the aforesaid three years being included.

(19) If a pensioner is employed after retirement from either a post in an institution or any other pensionable post and the emoluments of the said post are taken into account for the purpose of grants from the State funds, the pay during such employment should be so fixed that the pension admissible and the pay during re-employment together do not exceed the last pay/emoluments drawn at the time of retirement or the maximum of the scale pay/emoluments of the post in which he is re-employed, whichever is less.

Explanation

"Emoluments" means the aggregate of "basic pay" and "dearness allowance", if any.

(20) The full pension is not to be given as a matter of course or unless the service rendered has been treated to be fully qualified. If the service of a teacher has not been thoroughly satisfactory, the authority sanctioning the pension may make such reduction in the amount as he thinks proper, after giving him an opportunity to be heard.

(21) No pension shall, however, be granted to a teacher compulsorily retired as a measure of penalty or removed or dismissed from service.

Explanation.—The teacher compulsorily retired as a measure of penalty or removed or dismissed from service may be granted compassionate allowance by the pension sanctioning authority in case he deserves a special consideration. The allowance so granted shall not however exceed two-thirds of the pension, which would have been admissible had he retired on medical certificate.

(22) Any financial liability of a teacher to a primary

school, in which he was employed, detected after his retirement or remaining un-realised till retirement, shall be realised from his retiring/death gratuity/contributory provident fund accumulation under orders of the sanctioning authority.

(a) In case of any dispute, the decision of the Director on appeal shall be final.

Family Pension

(23) (i) If a teacher dies while in service, after completing 20 years of qualifying service, his family will get a pension, in the manner stated in clause (iv) of this sub-rule, equal to half the pension admissible to him, had he retired on the date following that of his death, subject to a minimum of Rs. 20.00 per month and a maximum of Rs. 75.00 per month, for a period of five years from the date following the date of his death.

(ii) For the purposes of this scheme—

(a) Minor sons and unmarried minor daughters will include children law-fully adopted before retirement.

(b) Marriage after retirement will not be recognised for the purpose of this scheme.

(iii) According to the provisions of the sub-clause (iv) the pension will be admissible—

(a) in the case of a widow/widower whether she/he is working or not at the time of the teacher's death, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier ;

(b) in the case of a minor son, until he attains the age of 18 years ;

(c) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of 21 years or marriage, whichever is earlier ;

(d) in the case of dependent parents, up to the date of their death ;

(e) in cases where there are two or more widows, pension will be payable to them jointly in equal shares. If any of them dies, it will be payable to the surviving widow or widows, if any.

(iv) Subject to the provision contained in item (e) sub-clause (iii) above, the pension shall not normally be payable to more than one member of the teacher's family at the same time. It shall first be admissible to the widow(s)/widower and then to the minor children and thereafter to the dependent mother and lastly to the dependent father.

(a) If the widows are more than one and the teacher has children, the former will get only one share jointly and each son and each daughter, if any, will get one share.

(b) If the deceased teacher has no widow or husband, the pension will be admissible to the minor sons, if any, and the unmarried minor daughters, unmarried or widdowed daughters, if any, jointly.

(v) In the event of remarriage or death of the widow(s) /widower, the pension will be granted to the minor children through their natural guardian. In disputed cases, however, payments will be made through a legal guardian.

Retiring Gratuity

(24) A teacher, who has completed five years of qualifying service but has not completed at least ten years of qualifying service shall, if his service was satisfactory, be eligible for retiring gratuity at the rate of half a month's pay for each completed year of service.

(a) The rate of such gratuity shall be as indicated below—

Number of completed years of service.	Scale of gratuity.
5	Two and half month's pay.
6	Three month's pay.
7	Three and half months' pay.
8	Four month's pay.
9	Four and half months' pay.

Death Gratuity

(25) (a) Notwithstanding anything stated previously, if a teacher, who did not make any nomination in the manner

stated in the clause (b) of this sub-rule, dies while in service, after putting in qualifying service for five years, but not completing 20 years of qualifying service the members of his or her family shall be entitled to death gratuity according to the law which governs them at the rate of one-fourth of the monthly pay at the time of his or her death, for each completed year of service, subject to a minimum of Rs. 500·00.

(b) Any teacher to whom these rules apply may, provided that he has completed five years' qualifying service, make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the death gratuity that may be sanctioned under clause (a) ; provided that, at the time of making the nomination the teacher has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family.

(c) If a teacher nominates more than one person under clause (b), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole amount of gratuity.

(d) A teacher may provide in a nomination—

(i) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the former, the right conferred upon that nominee, shall pass to such other member of the teacher's family, as may be specified in the nomination, and

(ii) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

(e) The nomination made by a teacher, who has no family shall become invalid on his subsequently acquiring a family.

(f) Every nomination shall be in such one of the Forms A to D in the Schedule, as may be appropriate in the circumstances of the case.

(g) A teacher may at any time cancel a nomination by

sending a notice in writing to the District Inspector of Schools, provided that he, along with such notice, sends a fresh nomination made in accordance with the rules.

(h) Immediately on the death of nominee, in respect of whom no special provision has been made in the nomination under item (i) of clause (d) or on the occurance of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of item (ii) of that clause or the (e), the teacher shall send to his appointing authority a notice in writing formally cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with this clause.

(i) Every nomination made and every notice of cancellation of nomination shall be made in duplicate and signed in the presence of the local Sub-Inspector of Schools or Deputy Assistant Inspector of Schools, who will countersign the same and retain one copy in his office, and the other copy shall be submitted to the District Inspector of Schools for custody.

(j) Every nomination made and every notice of cancellation given shall be valid with effect from the date it is received by the appointing authority.

Procedure Relating to Application for and Sanction of Pension/Gratuity.

(26) A teacher, who is eligible for pension/gratuity under these sub-rules, shall submit a formal application for pension/gratuity in the form 'E' in the Schedule through the Secretary/Head teacher of the institution/Circle Inspector and the Secretary/Head teacher/Circle Inspector shall immediately prepare the pension/gratuity papers and forward the same to the sanctioning authority through the Board alone with the service book of the teacher and the same shall be brought from the office of the District School Board for this purpose duly completed and verified through proper channel

(27) The sanctioning authority shall then examine all the relevant records for determining the pay and length of qualifying service claimed and shall record on the pension papers

after due consideration of the facts of the case, its recommendations stating whether the pension should be admitted or not.

(28) The sanctioning authority shall then arrange with the formal application for pension/gratuity, all the documents relied upon for the verification of such service claimed in such manner that they can be conveniently considered, and forward all relevant papers with the sanction in general terms in the form prescribed in the sub-rule (26) of rule 27 at the rate as may be found admissible by the Accountant-General, West Bengal, for determination of pension/gratuity. On receipt of such order sanctioning pension in general terms together with the connected documents in his office, the Accountant-General shall issue both halves of the pension payment orders to the Treasury Officer concerned for delivery to the pensioner after due verification.

(29) Pension shall be payable through Treasuries and Sub-Treasuries in India according to the procedure to be laid down by the Accountant-General, West Bengal.

(30) Anticipatory pension, at a rate not exceeding 50 per cent. of the pension reported to be admissible by the Secretary/Head teacher of the institution/Circle Inspector, may be sanctioned at the discretion of the pension sanctioning authority, for a period of one year if he is of opinion that the process of final calculation after verification of the services will involve considerable time and cause hardship to the applicant. Such anticipatory pension shall be subject to adjustment with the amount of pension finally sanctioned according to these sub-rules.

Special Provisions

28. (1) Pension sanctioned to a teacher is not subject to attachment by any court of law or any other authority, as this is meant as a provision for old age.

(2) There shall be no commutation of pension under these rules.

29. In regard to the matter not specified in these rules, the provisions of the Civil Service Regulations and the State Pension Rules, as amended from time to time, will apply as far as practicable.

30. (a) These amendments shall be deemed to have come into on and from the 1st day of April 1968.

(b) As soon as these amendments come into force, the rule 26 shall no longer apply so far as the teachers are concerned, excepting as provided for in clause (c).

(c) A teacher appointed substantively under the Board prior to the 1st of April 1968 shall have the option to continue to be governed under rule 26 instead of rule 27, provided that he exercises his option to Board to that effect within six months from the date of publication of these amendments in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

[*See* rule 27(25)(f)]

Forms for nomination to receive the death gratuity

FORM A

(When the teacher has a family and wishes to nominate one member thereof).

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive

on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :—

Name and address of nominee.	Relationship with teacher.	Age.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the teacher or the nominee dying after the death of the teacher but before receiving payment of the gratuity.	Amount or share of gratuity payable to each.

*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on..................................which stands cancelled.

Dated this..............day of.........19..... at.. ....

Witnesses to signature

1. ....

2. ....

Signature of teacher.

Note.—The last column should be filled in to cover the whole amount of gratuity.

*Strike out, if not applicable.

(To be filled in by the District Inspector of schools.)

Nomination by.................

Designation....................

Institution···.................

Signature of the District Inspector of

Schools... ... ...

Designation...... ... ...

Dated... ... ...

FORM B

(When the teacher has a family and wishes to nominate more than one member thereof.)

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, and confer on them the right to receive, to extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any Gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Names and ddresses of nominees	Relationship with teacher,	Age	Amount or share of gratuity payable to each.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the teacher or the nominee dying after the death of the teacher but before receiving payment of the gratuity.	Amoun or share of gratuity payable to each.

*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on... ... ...which stands cancelled.

Dated this... day of... 19......at... ... ...

1, ...

2. ... ...

Signature of teacher.

Note 1.—The teacher shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Note 2.—Fourth column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

Note 3.—The amount/share of gratuity shown in last column to cover the whole amount/share payable to the original nominees.

*Strike out, if not applicable.

(To be filled in by the district Inspector of Schools.)

Nomination By— — — —

Designation—— — — —

Institution— — — —

Signature of the District Inspector of Schools— — — — —

Designation—— — — —

Dated-- — — — —

FORM C

(When the teacher has no family and wishes to nominate one person.)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :—

Name and address of nominee.	Relation-ship with teacher.	Age.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the teacher o the nominee dying after the death of the teacher but before receiving payment of the gratuity.	Amount or share of gratuity payable to each.

*This nomination supersedes the nomination made by me... earlier on... ... ...which stands cancelled.

Dated this... ... day of... ... ...19......at.........

Witnessess to Signature :

1. ... ...
2. ... ...

Signature of teacher.

*Strike out, if not applicable.

(To be filled in by the District Inspector of Schools.)

Nomination by— -- —
Designation— — —
Institution— — —

Signature of the district Inspector of Schools — — — —
Designation— — - —
Dated— — — — —

FORM D

(When the teaeher has no family and wishes to nominate more than one person.)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on them the right to receive, to the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :—

Names and addresses of nominees.	Relationship with teacher.	Age.	Amount or share of gratuity payable to each.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the teacher or the nominee dying after the death of the teacher but before receiving payment of the gratuity.	Amount or share of gratuity payable to each.

*This nomination supersedes the nomination made by me earlier on... ... ...which stands cancelled.

Dated this... ... ...day of...19... ... at...... ...

Witness to signature ;

1. ... ...

2. ... ...

Signature of teacher.

Note 1.—The teacher should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Note 2.—Fourth column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

Note 3.—The amount/share of gratuity shown in last column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

*Strike out, if not applicable.

(To be filled in by the District Inspector of Schools.)

Nomination by··· ··· ···

Designation··· ··· ···

Institution··· ··· ··· ···

Signature of the District Inspector of Schools··· ··· ··· ··· ···

Designation······ ··· ··· ···

Dated··· ··· ··· ··· ···

*Pro forma for acknowledging the receipt of the Nomination Form by the District Inspector of schools.

To

... ...

Sir,

In acknowledging the receipt of your nomination dated—— cancellation, dated.........of the nomination made earlier, in respect of Death Gratuity in Form......I am to state that they have been duly placed on record.

Dated.................. Signature of the District Inspector of Schools

*To be used for each form.

FORM E

Formal Application for pension
[See rule 27 (26)]

From... ... ...
To ... ...

SUBJECT : *Application for sanction of pension*

Sir,

I beg to say that I am due to retire from service with effect from the..........., my date of birth being...........I, therefore, request that steps may kindly be taken with a view to the pension and gratuity admissible to me being sanctioned by the date of my retirement. I desire to draw my pension from ....Treasury.

2. I hereby declare that I have neither applied for, nor received any pension or gratuity in respect of any portion of the service qualifying for this pension and in respect of which pension and/or gratuity is claimed here, nor shall I submit an application hereafter without quoting a reference to this application and the orders which may be passed hereon.

3. Should the amount of pension granted to me be afterwards found to be in excess of that to which I am entitled under the rules, I shall be called upon to refund such excess.

4. I enclose herewith—

(i) two specimen signatures of mine, duly attested,
(ii) two copies of a passport-size photograph of mine, also duly attested,
(iii) two slips each showing particulars of my height and identification marks.

5. My present address is... ... ... and my address after will be ... ...

Date ... ...

(Signature)
Designation

Note—Any subsequent change of address should be notified to the Head of office.

FIRST PAGE

Application for Pension or Gratuity

1. Name of applicant. ... ...
2. Father's name/Husband's name ... ...
3. Present residence showing village post office and district ... ...

4. Present or last employment (name, address and category of the institution should also be indicated). ... ...
... ...

5. Date of beginning of service in recognised Primay Institution. ... ...

6. Date of ending of service. ... ...

7. (a) Total period of military service, if any. ... ...

   Date of commencement and end of each period of military service ... ...

   Amount and nature of any pension/ gratuity received for the military service. ... ...

   (b) States in which service has been rendered in order of employment ... ...

	Years.	Months.	Days.
8. (a) Length of total qualifying service	..	...	
(b) Length of total non-qualifying service (i.e. leave without pay, break in service, etc).	..	...	...

9. Class of pension or gratuity applied for. . ... —

10. [Average] emoluments of pay for the last three years. .. ..

11. Proposed pension. . ...

12. Proposed retiring/death gratuity .. ...

12A Proposed family pension in case of death while in service. ... .

13. Date from which pension is to commence ... ...

14. Place of payment. ... ...

15. Date of applicant's birth by Christian era. ... ...

16. Date on which the applicant applied for pension (application form enclosed). ... ...

17. Height ... ...

18. Marks ... ...

Signature of the Head of the Institution

SECOND PAGE

History of Service (showing interruption) of ____________

Date of Birth.................................... ... .

Institutions including establishment, whether teaching or non-teaching.	Designation and scales of pay.	Pay.	Special pay.	Date of beginning.	Date of ending.	Period reckoned as qualifying service.	Period not reckoned as qualifying service i.e., leave without pay, break in service, etc.	Remarks by the Head of the Institution.	How verified with reference to acquittance rolls, contemporary evidence.	Remarks by Audit Officer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Total period of service

THIRD PAGE

(a) **Remarks by the Head of the Institution.**

1. As to character and past conduct of the applicant.
2. Explanation of any suspension or degradation.
3. Regarding any gratuity or pension already received by the applicant.
4. Any other remarks.
5. Specific opinion of the Head of the Institution whether the service claimed is established and should be admitted or not

(Signature of the Head of the Institution.)

(b) **Orders of the pension sanctioning authority.**

The undersigned having satisfied himself that the service of Shri/Shrimati/Kumari .. ..has been thoroughly satisfactory hereby orders the grant of the full pension and gratuity which may be accepted by the Accountant General as admissible under the rules. The grant of the pension and/or gratuity shall commence from... ... ...

A sum of Rs... ... on account of... ... is to be held over form the death/retiring gratuity till the outstanding dues are assessed and adjusted.

Or,

The undersigned having satisfied himself that the service of Shri/Shrimati/Kumari··· ··· ··· ···has not been thoroughly satisfactory hereby orders that the full pension and/or gratuity which may be accepted by the Accountant-General as admissible under the rules shall be reduced by the specified amounts or percentage indicated below :—

Amount or percentage of reduction
in pension... ... ...

Amount or percentage of reduction
in gratuity··· ··· ··· ··· ... ...

The grant of this pension and/or gratuity shall take effect from... ... ...

A sum of Rs··· ··· ···on account of... ...is to be held over from the death/retiring gratuity till the outstanding dues are assessed and adjusted.

The pension and death-cum-retirement gratuity are payable at ... ··· ... Treasury and are chargeable to .. ...

This order is subject to the condition that should the amount of pension and/or gratuity as authorised by the Accountant-General be afterwards found to be in excess of the amounts to which the pensioner is entitled under the rules, he/she will be called upon to refund such excess. A declaration from the applicant accepting this condition has been obtained and recorded in this office..

Signature and designation of the authority sanctioning pension.

(c) Audit Enfacement

1. Total period of qualifying service which has been accepted for the grant of superannuation/retiring/invalid/ compensation pension, death/retiring gratuity, with reasons for disallowances by the Audit Officer, if any—

Note :— Service for the period commencing from ... ... ······and up to the date of retirement has not yet been verified, this should be done before the pension payment order is issued.

2. Amount of superannuation/retiring/compensation pension, death/retiring gratuity that has been admitted.

3. Amount of superannuation / retiring /invalid/compensation pension, death/retiring gratuity admissible after taking into account the reduction in pension and gratuity made by the authority sanctioning pension.

4. The date from which the superannuation/retiring/invalid/compensation pension is admissible.

5. Head of account to which the retiring gratuity is chargeable

Accountant-General

FOURTH PAGE DOCKET

Application for Pension or Gratuity

Date of application... ... ...
Name of applicant... ... ...
Last appointment... ... ...
Class of pension or gratuity... ... ...
Amount of pension sanctioned... ... ...
Amount of gratuity sanctioned... ... ...
Date of commencement ... ...
Date of sanction... ... ...

By order of the Governor
Sd/- D. K. GUHA
Secretary.

বিজ্ঞপ্তি

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০ সনের বঙ্গীয় আইন VII)-এর উপধারা (১), বিশেষভাবে ৬৬নং ধারায় উপধারা (২)-এর অনুচ্ছেদ (r)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল প্রীত হইয়া এতদ্বারা উপধারা (১)-এর বিধি অনুসারে পূর্ব প্রকাশনান্তে শিক্ষা বিভাগীয় আদেশ নং 3767-Edn., তাং ১/১১/৩৫ বিজ্ঞপ্তির (ইতিপূর্বেই যাহা নানাভাবে সংশোধিত) নিম্নলিখিত সংশোধন আনয়ন করিতেছেন (অতঃপর ইহাদিগকে উক্ত নিয়মাবলী বলা হইবে)।

সংশোধনসমূহ

১। উক্ত নিয়মাবলীর ১নং নিয়মের স্থানে নিম্নলিখিত নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—

১। এই নিয়মাবলীতে প্রসঙ্গ অন্য অর্থ জ্ঞাপন না করিলে,—

(ক) 'অনুমোদিত' (approved) বলিতে জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত বুঝাইবে।

(খ) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' (appointing authorities) বলিতে সরকারের বিধিবলে যে সব ব্যক্তি, সংস্থা, বা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার অধিকার সম্পন্ন তাঁহাদের সকলকে বুঝাইবে।

(গ) 'পর্ষৎ' (Board) বলিতে বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ অনুসারে গঠিত জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ বুঝাইবে।

(ঘ) 'পোষ্য' (dependant) বলিতে বুঝাইবে ভবিষ্য-নিধিতে আমানতকারী মৃতের যে কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া—স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান, নাবালক ভাই, অবিবাহিতা ভগ্নী এবং মৃত পুত্রের বিধবা ও একজন সন্তান এবং যেখানে আমানতকারীর মাতা-পিতা জীবিত নাই সেখানে পিতামহ/পিতামহীর একজন।

(ঙ) 'আমানতকারী' (depositor) বলিতে বুঝাইবে সেই কর্মী যাঁহার জন্য নিয়ম অনুসারে অর্থ জমা দেওয়া হইতেছে।

(চ) 'অধিকর্তা' (Director) বলিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা বুঝাইবে।

(ছ) 'পরিবার'-এ শিক্ষকের নিম্নলিখিত আত্মীয়গণ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইবে :—

(১) মৃত্যুর পরে আনুতোষিক (Gratuity) দানের উদ্দেশ্যে—

(i) শিক্ষক হইলে 'স্ত্রী'।

(ii) শিক্ষিকা হইলে 'স্বামী'।

(iii) পুত্র (সৎ-পুত্র এবং পোষ্যপুত্রসহ)।

(iv) অবিবাহিতা বা বিধবা কন্যা (সৎ-কন্যা ও পোষ্যা কন্যাসহ)।

(v) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক ভ্রাতা।

(vi) অবিবাহিতা বা বিধবা ভগ্নী।

(vii) পিতা।

(viii) মাতা।

(২) পারিবারিক পেনসন প্রদানের উদ্দেশ্যে—

(i) শিক্ষক হইলে 'স্ত্রী'।

(ii) শিক্ষিকা হইলে 'স্বামী'।

(iii) নাবালক পোষ্য পুত্র, সৎ-পুত্রসহ নাবালক পুত্র।

(iv) অবিবাহিতা পোষ্যা-কন্যা, সৎ-কন্যা সহ নাবালিকা কন্যা।

(v) প্রতিপাল্য মাতা-পিতা।

ব্যাখ্যা—অবসর গ্রহণ করিবার পর পুত্র বা কন্যা পোষ্য গ্রহণ অথবা বিবাহ—পারিবারিক পেনসন-এর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইবে না।

(জ) 'সরকার' (Government) বলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝাইবে।

(ঝ) 'সুদ' (Interest) বলিতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক-এ এবং সরকারী অন্য সিকিউরিটিতে দেয় সুদ বুঝাইবে।

(ঞ) 'ছুটি' (Leave) বলিতে আইন অনুযায়ী শিক্ষকেব প্রাপ্য ছুটি বুঝাইবে।

(ট) 'বেতন' (Pay) বলিতে বিশেষ বেতনসহ শিক্ষক প্রকৃত যে বেতন পাইয়া থাকেন তাহাই বুঝাইবে। অন্য কোন ভাতা বুঝাইবে না।

(ঠ) 'অনুমোদিত' (Recognised) বলিতে পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত বুঝাইবে।

(ড) 'বেতন' (Salary) বলিতে স্থায়ীপদের বেতন অথবা ছুটিতে প্রদত্ত বেতন বুঝাইবে এবং ইহার মধ্যে পড়িবে অস্থায়ীপদে কার্যকাল, ব্যক্তিগত বেতন এবং প্রেষণ-ভাতা; কিন্তু ইহার মধ্যে স্থানীয় ভাতা এবং ভ্রমণ ভাতা বুঝাইবে না।

(ঢ) 'মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ' (Sanctioning authority) বলিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত আধিকারিক বুঝাইবে ও তিনি জেলা

বিদ্যালয় পরিদর্শক হইতে নিম্ন-পদস্থ কোন আধিকারিক হইতে পারিবেন না।

(ণ) 'মঞ্জুরী' (Sanctioned) বলিতে বুঝাইবে উপরে বর্ণিত হইয়াছে এমন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত।

(ত) কর্ম-বিবরণী বহি (Service-Book) বলিতে বুঝাইবে সেই বিবরণী বহি যাহাতে শিক্ষকের কর্মকালের বিবরণী ও শিক্ষকের ছুটির বিবরণী থাকিবে।

(থ) 'কর্মচারী' (Servant)-এর অর্থ পর্ষদের অধীন পেনসনযোগ্য নন সেই সকল কর্মচারী যাঁহাদের স্থায়ী চাকুরি রহিয়াছে কিন্তু বিধির ২ হইতে ২৫নং পর্যন্ত ধারায় লিখিত ভবিষ্য-নিধি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ৫৫ বৎসরের উর্দ্ধে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে না।

ব্যাখ্যা—ভবিষ্য-নিধি পরিকল্পনার পূর্বে যোগ দিয়া থাকিলে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহা চালাইতে পারিবেন। এক এক বৎসর করিয়া কার্যকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই পরিকল্পনার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন—কিন্তু ইহার পরে নহে।

এই ব্যবস্থাও রহিল যে,—

(ক) স্থায়ীপদে নিযুক্ত কর্মচারিগণ শিক্ষানবীশ থাকাকালীন অথবা তাঁহারা অস্থায়ী কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও কর্মে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া স্থায়ীভাবে নিযুক্তির পরে কর্মে যোগদানের প্রথম দিন হইতে অতীত কর্মকালের সুযোগ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাইতে পারিবেন। তখন ঐ কর্মচারীর দেয় অংশ পূর্ববর্তী বেতনকালের তাবৎ হিসাব করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্য-নিধিতে জমা দিতে হইবে কিন্তু বকেয়া সমস্ত শোধ না হওয়া পর্যন্ত কোনওক্রমেই তাঁহার ঐ মাসিক দেয় টাকা তাঁহার মূল বেতনের শতকরা দশ ভাগের কম হইবে না।

(খ) বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক তাঁহার কর্মে যোগদানের দিন হইতেই ভবিষ্য-নিধি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

(গ) জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ সমস্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন অথচ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষকগণ (অথবা তাহার সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্নগণ) যাঁহাদিগকে যোগ্যতর শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে প্রধান শিক্ষক রূপে বা সহকারী শিক্ষক রূপে নিয়োগ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ১লা এপ্রিল, ১৯৫৯ তারিখ হইতে অথবা তাহার পরবর্তী যে তারিখে তাঁহারা কর্মে যোগ দিয়াছেন সেই তারিখ হইতেই এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন।

(ঘ) শিক্ষণ-প্রাপ্ত নহেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষকগণ যাঁহাদিগকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং যাঁহাদের দশ বৎসর চাকুরি জীবন পূর্ণ হইয়াছে তাঁহারাও ১লা এপ্রিল, ১৯৫৯ তারিখ অথবা তাহার পরবর্তী যে তারিখ হইতে কর্মজীবন দশ বৎসর পূর্ণ হইবে সেইদিন হইতেই এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন।

(ঙ) পর্ষদের নিম্নতম কর্মচারিগণ ১লা এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে ভবিষ্য-নিধি পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে অথবা তাহার পরবর্তীকাল হইতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(চ) 'শিক্ষক' অর্থ অনুমোদিত বিদ্যালয়ে সর্বক্ষণের জন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শিক্ষক।

(২) উক্ত নিয়মাবলীর ২৬ নং নিয়মের নীচে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সংযোজন করা হইল :—

"(২৭) পেন্সন, আনুতোষিক প্রভৃতি প্রদান সম্পর্কিত নিয়মাবলী"

১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ হইতে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীন প্রাথমিক (নিম্ন-বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পেনসন (Pension), আনুতোষিক (Gratuity) পাইবার অধিকারী হইবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কিত নিয়মাবলী নিম্নরূপ হইবে :—

কর্মবিবরণী (Service Records)—

(১) **এই আইনের অন্তর্গত প্রত্যেক শিক্ষকের একখানি কর্ম-**

বিবরণী বহি (Service Book) অবশ্যই সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে চাকুরীর প্রথম দিন হইতে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম-বিবরণী ও ছুটি ভোগের হিসাব থাকিবে এবং তাহা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অথবা তৎপরিবর্তে কোন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অফিসের সীলসহ স্বাক্ষরিত থাকিবে।

জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের নথিপত্র হইতে এবং অনুমোদিত বিল ইত্যাদি হইতে কর্ম-বিবরণী বহিটি প্রত্যেক বৎসর মিলাইয়া লইতে হইবে এবং এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কর্তৃক প্রত্যেকটি বৎসর কর্ম-বিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

যদি কোন শিক্ষক অবিভক্ত বাংলাদেশের কোন অংশে কাজ করিয়া থাকেন এবং তাহা উপরোক্ত নিয়মে প্রত্যয়িত করিতে না পারেন, তবে তিনি ঐ স্থানের প্রকৃত চাকুরীকাল উল্লেখ করিয়া সাদা কাগজেই একখানি দরখাস্ত দাখিল করিবেন। ঐ দরখাস্তের শেষভাগে তিনি অবশ্যই একখানি মুচলেকায় এই মর্মে স্বাক্ষর করিবেন যে, তাঁহার সকল বক্তব্য সত্য। অতঃপর তাঁহার ঐ উক্তির সমর্থনে তিনি যে কাগজপত্র ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করিতে পারেন তাহা দিবেন। তৎকর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদি, দরখাস্তের বিষয়বস্তু ও ঐ বিশেষ চাকুরীকাল সম্পর্কিত তথ্যাদি বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন, তবে ঐ বিশেষ চাকুরীকালকে শিক্ষকটির জন্য পেনসন (Pension) বা আনুতোষিক (Gratuity) নির্ধারণকল্পে হিসাবের মধ্যে ধরিতে পারেন।

সরকার যে নিদর্শ (form)-এর নমুনা অনুমোদন করিয়াছেন সেই অনুসারে কর্ম-বিবরণী বহি (Service Book) ও ছুটির হিসাব রাখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—বর্তমানে প্রচলিত কর্ম-বিবরণী বহি (Service Book) প্রয়োজন-মত সংশোধন করিয়া কাজ চালান যাইবে।

(২) পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চাকুরীকালের হিসাব করিবার সময় শিক্ষকের চাকুরী জীবন শুরুর দিন হইতে ধরিতে হইবে।

(৩) স্থায়ীপদে চাকুরীরত কোন শিক্ষক যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অস্থায়ী পদে ডেপুটেশন পাইয়া যোগ দেন, তবে ঐ ডেপুটেশনকালীন সময় পেনসন (এবং গ্র্যাচুইটির) হিসাবে ধরা যাইবে; অবশ্য তখন শর্ত থাকিবে এই

যে ঐ সময়ের জন্য তিনি কোন মিলিটারী পেনসন/পারিবারিক পেনসন/আনুতোষিক দাবী করিতে পারিবেন না এবং যেই মাত্র উপরোক্ত অস্থায়ী চাকুরীর মেয়াদ ফুরাইয়া যাইবে তখনি তিনি পূর্বতন স্থায়ী চাকুরীতে আবার যোগ দিবেন।

(৪) অন্য রাজ্যে চাকুরী করিয়া থাকিলে ঐ সময়কাল পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

অবশ্য ঐ স্থান পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযোজিত হইলে তথাকার চাকুরীকালের উপর এই আইন বর্তাইবে না।

(৫) অননুমোদিত বিদ্যালয়ে চাকুরী কবিয়া থাকিলে ঐ সময়কাল পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৬) (ক) উপধারা ৮নং ব্যতীত অন্য কারণে ১২ মাস অনুপস্থিত থাকায় কোন শিক্ষকের চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ হইলে তিনি পূর্বেকার চাকুরীকালীন সুযোগ-সুবিধা পাইবেন না।

অবশ্য বিশেষ বিশেষ কারণে ১২ মাসের অধিক সময়ের জন্য ও চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গের বিষয় সরকার মকুব করিতে পারেন।

(খ) জেলা পর্ষৎ বা পৌর এলাকার অধীনে চাকুরী করিযা থাকিলে ঐ চাকুরীকাল পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

বয়সাধিক্যের জন্য অবসর গ্রহণ

(৭) বয়সাধিক্যের জন্য অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত চাকুরীকাল পেনসনের হিস্যাবে ধরিতে হইবে। এই অবসর গ্রহণের বয়স সরকারই মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিবেন। ৪ঠা মার্চ ১৯৭০ তারিখের **191-Edn. (P)** নং আদেশের ৪ (ক) নং ধারায যে ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা অতিক্রান্তের পর চাকুরীকাল বর্ধিত করা হইযাছে তাহাও পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে যদি—

(ক) বয়ঃসীমা সময় পর্যন্ত চাকুরীকাল মোট ৩০ বৎসরের কম হয়,

(খ) বয়ঃসীমা পূর্বপর্যন্ত চাকুরীকাল ও পরবর্তীকালের বর্ধিত চাকুরীকালের যোগফল ঠিক ৩০ বৎসরের অধিক না হয়।

মন্তব্য—(১) উচ্চমাধ্যমিক/ম্যাট্রিকুলেশন/স্কুল-ফাইনাল বা অন্য কোন সমতুল পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে যে জন্মসন-তারিখ লেখা

থাকিবে তাহার ভিত্তিতেই অবসরকালীন বয়স হিসাব করিতে হইবে। যদি মাসবিহীন শুধু বৎসরটি জানা থাকে, তবে ঐ বৎসরের ১লা জুলাই জন্ম তারিখ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আর যদি মাস ও বৎসর উভয়ই জানা থাকে কিন্তু সঠিক তারিখটি অজ্ঞাত তবে ঐ বৎসরের ঐ মাসের ১৬ তারিখটিকে জন্মদিন বলিয়া ধরিতে হইবে।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁহাদের উচ্চমাধ্যমিক/স্কুল-ফাইনাল বা অন্য কোন সমতুল্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট হইতে কিছুতেই জন্মদিন হিসাব করা যায় না বা এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁহাদের চাকুরীর জন্য এই ধরনের কোন্ সার্টিফিকেটেরই প্রয়োজন হয় নাই। তখন পর্ষৎ জন্ম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা বিদ্যালয় সার্টিফিকেট বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কর্ম-বিবরণী বহিতে শিক্ষকের জন্মদিন লিপিবদ্ধ করিবে। অসন্তুষ্ট হইলে শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আপীল করিতে পারেন এবং শিক্ষা অধিকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং এই বিষয়ে আর কোন আপীল করা চলিবে না।

পেনসন লাভ করিবার যোগ্যতাবলী

(৮) কর্মকাল সন্তোষজনক হইয়া থাকিলে একজন শিক্ষক নিম্নলিখিত-ভাবে পেনসন পাইবার অধিকারী হইবেন :—

(ক) যদি তাঁহার পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অথবা

(খ) যদি তাঁহার বর্ধিত চাকুরীকালের সময়ও অতিক্রান্ত হইয়া গিয়া থাকে, অথবা

(উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রেই ১০ বৎসরের কর্মকাল হওয়া চাই)

(গ) যদি তিনি ২৫ বৎসর কর্মকালান্তে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথবা

(ঘ) অন্ততঃ ১০ বৎসর চাকুরী করিবার পর যদি তিনি শারীরিক পটুত্ব চিরতরে হারাইবার ফলে কর্ম করিতে অক্ষম হন এবং একজন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (ডাক্তার) এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দেন যে, এই অক্ষমতা তাঁহার কোন বদ্ অভ্যাস বা স্বভাব দোষের জন্য নহে, অথবা

(ঙ) অন্ততঃ ১০ বৎসর চাকুরী করিবার পর যদি পদটির অবলুপ্তি বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হইয়া যাইবার দরুণ তিনি চাকুরী হারান তবে এই ক্ষেত্রে যেই মাত্র তিনি আবার কোন পদাভিষিক্ত হইবেন, তখন হইতে তাঁহার পেনসন প্রদান বন্ধ থাকিবে।

যথাযোগ্য (Qualifying) কর্মকাল

(৯) স্থায়ীপদে নহে এমন পদে কর্ম করিবার সময়কাল শিক্ষকের পেনসন হিসাবের সময় গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১০) যদি কোন শিক্ষকের অস্থায়ী পদে কর্ম বা অফিসিয়েটিং কর্ম কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সম-মর্যাদার পদে কখনো স্থায়ী কাজ হয় এবং তাঁহার কর্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে তবে পুরা চাকুরীকাল হিসাবের সময় গ্রহণযোগ্য হইবে।

(১১) নিম্নলিখিত চাকুরীকাল পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না :—

(ক) বিনা বেতনে ছুটির সময়,

(খ) কর্মকালীন সাসপেনসন হইলে এবং যাহার পরে আর চাকুরী হয় নাই,

(গ) শাস্তি হিসাবে সাসপেনসনকাল যদি বহাল থাকে, সেই সময়কাল,

(ঘ) চাকুরীতে যোগদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে,

(ঙ) অমঞ্জুরীকৃত ছুটি ভোগের কাল, এবং

(চ) চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা অন্য কোনভাবে ছেদ হইলে।

(১২) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বপর্যন্ত যে সকল ক্ষেত্রে ১২ মাসের অনধিক অনুপস্থিতি ও তজ্জনিত চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা ছেদের ব্যাপারটি মকুব করিয়াছিলেন, সেই সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুপস্থিতির সময়টি বাদ দিয়া অতীতের অবশিষ্ট চাকুরীকাল ঐ শিক্ষকের পেনসন, আনুতোষিক ইত্যাদির হিসাবের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া ধরা হইবে।

(১৩) বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশসমূহ পেনসনের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে, যদি অবশ্য ঐ শিক্ষক অবকাশের ঠিক পূর্বের বা ঠিক পরের দিন

বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন। অবকাশের কোন এক প্রান্তের দিন অনুপস্থিত থাকিলে, ঐ ছুটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে মঞ্জুরী করাইয়া লইতে হইবে।

(১৪) সবেতন যত রকম ছুটিছাটা ভোগ করা হউক না কেন সবই পেনসন হিসাবে ধরা হইবে।

(১৫) নিম্নলিখিত চাকুরীকাল পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে :—

(ক) সরকার বা পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত/অনুমোদিত কোন শিক্ষণ বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়/বিদ্যালয়-এ ডেপুটেশনসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণকাল,

(খ) শিক্ষা অধিকার কর্তৃক পরিচালিত বা অনুমোদিত কোন 'সেমিনার ওয়ার্কশপ' (workshop)-এ প্রশিক্ষণের সময়কাল, অথবা

(গ) সরকারী আদেশে মঞ্জুর করা যায় এমন কোন বিশেষ সবেতন ছুটিভোগের কাল।

(১৬) পেনসনের পদে গ্রহণযোগ্য কাল বলিয়া অপরাপর যে সকল ক্ষেত্রে পর্ষৎ সিদ্ধান্ত লইবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্যই এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আপীল করিতে পারেন।

(১৭) পেনসনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চাকুরীকাল যদি ১০ বৎসরের অপেক্ষা অনধিক তিনমাস কম পড়ে তবে পর্ষৎ ইচ্ছা করিলে ঐ শিক্ষককে তাঁহার আবেদনক্রমে অকর্মণ্যতা (Invalid) বা ক্ষতিপূরণ (Compensation) বা বার্ধক্যজনিত (Superannuation) পেনসন প্রদান করিতে পারে। কিসের ভিত্তিতে ইহা মঞ্জুর করা হইল তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বা কারণ কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করিতে পর্ষৎ বাধ্য থাকিবে।

বার্ধক্যজনিত /অবসরকালীন / অকর্মণ্যতাহেতু / ক্ষতিপূরণের পেনসন দিবার দিনের হিসাব

(১৮) অন্তত: ১০ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন চাকুরী করিলে কোন শিক্ষক বার্ধক্যজনিত/অবসরকালীন/অক্ষমতাহেতু/ক্ষতিপূরণের পেনসন পাইবার যোগ্য হইবেন। পেনসনের হিসাব হইবে তাঁহার চাকুরীকালের শেষ তিন

বছরের গড মাস-মাহিনার ৩০/১২০ অংশ এবং এই হিসাব কোন ক্ষেত্রেই ৩০/১২০ অংশের বেশী হইবে না।

নিম্নে পেনসনের হিসাবের হার দেওয়া গেল :—

চাকুরী জীবনের পূর্ণ বছরের সংখ্যা	বার্ধক্যজনিত/অবসরকালীন/অক্ষমতাহেতু/ক্ষতিপূরণের পেনসনের হিসাবের হার	
১০ বৎসর	গড মাস-মাহিনার	১০/১২০ অংশ
১১ ,,	,,	১১/১২০ ,,
১২ ,,	,,	১২/১২০ ,,
১৩ ,,	,,	১৩/১২০ ,,
১৪ ,,	,,	১৪/১২০ ,,
১৫ ,,	,,	১৫/১২০ ,,
১৬ ,,	,,	১৬/১২০ ,,
১৭ ,,	,,	১৭/১২০ ,,
১৮ ,,	,,	১৮/১২০ ,,
১৯ ,,	,,	১৯/১২০ ,,
২০ ,,	,,	২০/১২০ ,,
২১ ,,	,,	২১/১২০ ,,
২২ ,,	,,	২২/১২০ ,,
২৩ ,,	,,	২৩/১২০ ,,
২৪ ,,	,,	২৪/১২০ ,,
২৫ ,,	,,	২৫/১২০ ,,
২৬ ,,	,,	২৬/১২০ ,,
২৭ ,,	,,	২৭/১২০ ,,
২৮ ,,	,,	২৮/১২০ ,,
২৯ ,,	,,	২৯/১২০ ,,
৩০ ,, বা ততোধিক	,,	৩০/১২০ ,,

(ক) অবসর গ্রহণের ঠিক পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মাস-মাহিনার ভিত্তিতে গড মাস-মাহিনা হিসাব করিতে হইবে।

যদি অবসর গ্রহণের ঠিক পূর্ববর্তী তিন বৎসর সময়কালের মধ্যে কোন **নন্-কোয়ালিফাইং** চাকুরীকাল থাকে তবে ঐ সময়কে গড় নির্ণয়ের হিসাব হইতে বাদ দিয়া তিন বৎসরের আরও পূর্ববর্তী অনুরূপ সময়কাল ধরিয়া তাহার ভিত্তিতে হিসাব করিতে হইবে।

(১৯) কোন **পেনসনভোগী** বিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্য কোথাও **পেনসনযোগ্য** এমন পদে চাকুরী করিতেছেন যে সেখানে সরকারী অনুদানের সময় ঐ পদের বেতন সরকার বহন করিয়া থাকেন সেই সকল ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে ঐ পেনসনভোগী অবসর গ্রহণ সময়ে শেষ যে মাস-মাহিনা গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা বর্তমানের নূতন চাকুরীতে তাঁহার চূড়ান্ত বেতন বা মাস-মাহিনা যাহা হইতে পারে—এই দুইটির মধ্যে যাহা কম অঙ্কের তাহার বেশী যেন পেনসন ও নূতন চাকুরীর বেতনের যোগফল না হয়।

ব্যাখ্যা—বেতন বলিতে 'মুল বেতন' (Basic pay), 'বিশেষ বেতন' (Special pay) এবং মহার্ঘ ভাতা (যদি কিছু থাকিয়া থাকে) তাহার যোগফল বুঝিতে হইবে।

(২০) পুরা পেনসন যে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকুরীকাল পুরাপুরি এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে প্রত্যায়িত হওয়া চাই। যদি কাহারও চাকুরীকাল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হয়, তবে নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ পেনসনের কিছু অংশ মাইয়া দিতে পারেন, তবে তৎপূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একবার তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দিবেন।

(২১) যদি কোন শিক্ষক শাস্তি হিসাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার অনুকূলে কোন পেনসন মঞ্জুর হইবে না।

ব্যাখ্যা—কোন শিক্ষক শাস্তি হিসাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলেও বা অপসৃত বা বিতাড়িত হইয়া থাকিলেও যদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাঁহার প্রতি কিছু বিশেষ বিবেচনা দেখান দরকার তবে ইচ্ছা করিলে তাঁহার জন্য ক্ষতিপূরণ ভাতা (Compassionate Allowance) মঞ্জুর করিতে পারেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই এই ভাতা ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারী সার্টিফিকেট

বলে যে পেনসন ঐ দিন তাঁহার অনুকূলে মঞ্জুর হইতে পারিত তাহার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারিবে না।

(২২) যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক কাজ করিতেন সেখান হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের পর বা অবসর গ্রহণের সময় যদি ইহা ধরা পড়ে যে তাঁহার (ঐ শিক্ষকের) নিকট হইতে কিছু পাওনা অনাদায়ী পড়িয়া আছে, তবে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঐ অর্থ তাঁহার অবসরকালীন/মৃত্যুকালীন প্রদেয় আনুতোষিক/ভবিষ্য-নিধি হইতে আদায় করা যাইবে।

(ক) এ সম্পর্কে কোন রকম মতবিরোধ দেখা দিলে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আপীল করা চলিবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পারিবারিক পেনসন (Family Pension)

(২৩) (i) যদি কোন শিক্ষক ২০ বছর যোগ্যভাবে চাকুরী করিবার পর চাকুরী জীবনের মধ্যেই মারা যান, তবে তাঁহার পরিবারকে পারিবারিক পেনসন প্রদান করা হইবে। এই উপনিয়মের বিধি (iv) অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যুদিবসের ঠিক পরের দিন হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইহা এমনভাবে প্রদান করা হইবে যেন তাঁহার (শিক্ষকের) মৃত্যুদিবসের ঠিক পরের দিন প্রকৃত অবসর গ্রহণের দিন হইলে যে পেনসন মঞ্জুর হইত তাহার অর্ধেকের বেশী না হয় কিংবা ইহা যেন কোনওক্রমেই মাসিক ২০·০০ টাকা অপেক্ষা কম এবং মাসিক ৭৫·০০ টাকা অপেক্ষা বেশী না হয়।

(ii) এই পেনসন দানের ব্যাপারে—

(ক) অবসর গ্রহণের পূর্বে দত্তক হিসাবে গৃহীত সন্তানেরা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র ও অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদের সম্বন্ধে গণ্য হইবে।

(খ) অবসর গ্রহণের পর বিবাহ হইলে তাহা পেনসন প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হইবে না।

(iii) নিম্নলিখিত (৪) নং উপ-বিধি অনুসারে পারিবারিক পেনসন নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করা হইবে :—

(ক) বিধবা কিংবা বিপত্নীকের ক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত বা পুনর্বিবাহ পর্যন্ত (যে তারিখ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী সেই পর্যন্ত); তাহা

তিনি (শিক্ষকের) মৃত্যুর সময় কোথাও কর্মে নিযুক্ত থাকুন বা নাই থাকুন।

(খ) অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের ক্ষেত্রে যতদিন না তিনি ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হন সেই পর্যন্ত।

(গ) অপ্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাদের ক্ষেত্রে যতদিন না তিনি ২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা হন কিংবা বিবাহিতা হন সেই পর্যন্ত (যে তারিখ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী সেই পর্যন্ত)।

(ঘ) জীবনযাপনের জন্য নির্ভরশীল পিতামাতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মৃত্যুদিন পর্যন্ত।

(ঙ) যেখানে দুই বা ততোধিক বিধবা বর্তমান, সেখানে পারিবারিক পেনসন উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে জীবিত বিধবা/বিধবাদের পুরা পেনসন দেওয়া চলিতে থাকিবে।

(iv) উপবিধি নং (iii) এর (e) সংখ্যক বিধান অনুসারে শিক্ষকের পরিবারের সাধারণতঃ একজনের বেশী অধিকারীকে এক সময় পেনসন প্রদান করা হইবে না। ইহা প্রথমে বিধবা বা বিপত্নীকের প্রাপ্য হইবে। তারপর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের। অতঃপর নির্ভরশীলা মাতার এবং সর্বশেষে নির্ভরশীল পিতার প্রাপ্য হইবে।

(ক) একাধিক বিধবা থাকিলে এবং শিক্ষকের বহু সন্তানাদি থাকিলে বিধবাগণ একত্রে পেনসনের একটি অংশ পাইবেন এবং প্রত্যেক পুত্ররা এবং প্রত্যেক কন্যারা একটি অংশ পাইবে।

(খ) যদি মৃত শিক্ষকের কোন বিধবা বা স্বামী না থাকেন তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা (যদি থাকে) এবং অপ্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যারা (যদি থাকে) এবং অবিবাহিতা অথবা বিধবা কন্যারা (যদি থাকে) সকলে একসঙ্গে পেনসন পাইবে।

(গ) বিধবাগণ বা বিপত্নীক যদি পুনর্বিবাহ করেন বা মারা যান, তবে ঐ পারিবারিক পেনসন তাঁহাদের উপযুক্ত অভিভাবকের মারফৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দেওয়া হইবে। ইহা লইয়া কোন রকম আপত্তি উঠিলে আইনসিদ্ধ অভিভাবকের মাধ্যমে উহা প্রদান করা হইবে।

অবসরকালীন আনুতোষিক

(২৪) পাঁচ বছর একটানা কিন্তু দশ বছরের কম সন্তোষজনকভাবে চাকুরী করিবার পর কোন শিক্ষক অবসরকালীন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন। তাঁহার চাকুরী জীবনের প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর পিছু মাস-মাহিনার অর্ধেক হারে ইহা দেওয়া হইবে।

(ক) নিম্নে এই আনুতোষিকের হিসাবের তালিকা দেওয়া গেল :—

চাকুরী জীবনের পূর্ণ বৎসরের সংখ্যা	আনুতোষিক হিসাবের হার
৫ বৎসর	২½ মাসের বেতন
৬ „	৩ „
৭ „	৩½ „
৮ „	৪ „
৯ „	৪½ „

মৃত্যুকালীন আনুতোষিক

(২৫) (ক) পূর্বে যাহা কিছুই বলা হইয়া থাকুক না কেন, পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে কিন্তু ২০ বৎসরের কম সন্তোষজনভাবে চাকুরী করিবার পর যদি কোন শিক্ষক, যিনি এই উপনিয়মের বিধি (ঘ) অনুযায়ী কোন মনোনয়ন করিয়া যান নাই, তিনি কর্মরত অবস্থায় মারা যান, তবে তাঁহার পরিবার আইন মোতাবেক মৃত্যুকালীন আনুতোষিক পাইবার যোগ্য হইবেন। যতগুলি পূর্ণ বৎসরকাল তিনি চাকুরী করিয়াছেন সেই সংখ্যা পিছু তাঁহার মৃত্যুকালীন মাস-মাহিনার এক-চতুর্থাংশ হারে হিসাব করিয়া এই আনুতোষিক এমনভাবে দেওয়া হইবে যেন ইহা কোনক্রমেই ৫০০ টাকার কম না হয়।

(খ) পাঁচ বৎসর যোগ্যভাবে চাকুরীকাল অন্তে এই আইনের আওতাধীন কোন শিক্ষক উপরোক্ত বিধি (ক) অনুসারে মঞ্জুরীকৃত তাঁহার মৃত্যুজনিত আনুতোষিক গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক জনকে মনোনয়ন দিতে পারেন; অবশ্য যদি পূর্বোক্ত মনোনয়ন করিবার সময় ঐ শিক্ষকের কোন পরিবার থাকিয়া থাকে তবে সেই পরিবার-বহির্ভূত কাহারও মনোনয়ন গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) উপরোক্ত বিধি (খ) অনুসারে যদি কোন শিক্ষক একাধিক জনকে মনোনীত করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাপ্য-আনুতোষিক তিনি বিভিন্ন মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে অংশ বা অনুপাত ভাগ ভাগ করিয়া দেখাইবেন।

(ঘ) মনোনয়ন করিবার সময় কোন শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন যেন—

(i) তাঁহার (শিক্ষকের) পূর্বেই যদি মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তবে তাহা তাঁহার পরিবারের অন্য কোন্ জনের উপর বর্তাইবে।

(ii) তিনি যে মনোনয়ন এক্ষণে করিলেন তাহা উহাতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে নাকচ হইয়া যাইবে।

(ঙ) অবিবাহিত শিক্ষক-কৃত পূর্বের মনোনয়ন বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাকচ হইয়া যাইবে।

(চ) যে ক্ষেত্রে যেমন বিহিত **ক** নং হইতে **খ** নং নিদর্শ (Form)-এ মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

(ছ) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে একখানি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়া কোন শিক্ষক তাঁহার পূর্বকৃত মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারেন, তবে ঐ ধরণের নোটিশ দিবার সময় তাহার সঙ্গে আইন মোতাবেক নূতন মনোনয়ন পত্র পূরণ করিয়া পাঠাইতে হইবে।

(জ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শিক্ষককে তাঁহার পূর্বকৃত মনোনয়ন পত্র বাতিল করিয়া লিখিতভাবে নিয়োগকর্তাকে একখানি নোটিশ দিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে আইন মোতাবেক নূতন মনোনয়ন পত্র পূরণ করিয়া পাঠাইতে হইবে :—

(i) উপরোক্ত বিধি (ঘ)-এর (i) নং অনুসারে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ না থাকিলে, অথবা

(ii) উপরোক্ত বিধি (ঘ) এর (ii) নং বিধি অনুসারে সেই কারণটিই যদি ঘটিয়া থাকে যাহাতে পূর্বকৃত মনোনয়ন পত্র স্বভাবতঃই বাতিল হইয়া যায় ;

(ঝ) কি মনোনয়ন পত্র, কি মনোনয়ন পত্র নাকচের বিজ্ঞপ্তি যাহাই শিক্ষক মহাশয় সম্পাদন করুন না কেন, তাহা স্থানীয় অবর

বিদ্যালয় পরিদর্শককে বা উপ-সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের সম্মুখে দুই কপি করিয়া সাক্ষর করিতে হইবে। শেষোক্ত আধিকারিকগণ তাহাতে সাক্ষর করিয়া এক কপি নিজ অফিসে রাখিয়া দিবেন এবং দ্বিতীয়টি সংরক্ষণের জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের বরাবর পাঠাইয়া দিবেন ;

(ঞ) কি মনোনয়ন পত্র, কি মনোনয়ন পত্র নাকচের বিজ্ঞপ্তি যাহাই শিক্ষক মহাশয় সম্পাদন করুন না কেন, তাহা নিয়োগকর্তা যেদিন হাতে পাইবেন, সেই দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

পেনসন অথবা আনুতোষিকের জন্য আবেদন করিবার নিয়মাবলী:

(২৬) এই সকল নিয়ম অনুযায়ী যে সকল শিক্ষক পেনসন বা আনুতোষিক পাইবার যোগ্য তাহারা নিদর্শ (Form) E অনুযায়ী আবেদন পত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সচিবের নিকট বা স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি পেনসন বা আনুতোষিক পাইবার নিমিত্ত কাগজপত্র ঠিক করিয়া এবং কর্ম-বিবরণী বহি তাহার সঙ্গে লাগাইয়া পর্ষদের মারফৎ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের দপ্তরখানা হইতে শিক্ষকের কর্ম-বিবরণী বহি আনাইতে হইবে এবং তাহা ঠিকমত পূরণ করিতে হইবে এবং চাকুরীকাল যথাযথভাবে প্রত্যায়িত করিতে হইবে।

(২৭) কর্তৃপক্ষ তখন শিক্ষকটির বেতন ও কোয়ালিফাইং (qualifying) চাকুরীকাল নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সকল নথিপত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। অতঃপর ঐ শিক্ষক পেনসন পাইবার যোগ্য কিনা, সেই সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত পেনসনের কাগজপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২৮) কর্তৃপক্ষ তখন পুনরায় আসল আবেদন পত্রটি নিদর্শ (E)-র সহিত পেনসন বা আনুতোষিকের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি ঠিকমত সাজাইবেন। যে ভাবে পর পর কপিগুলি সাজাইলে মহাগাণনিকের বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হয় এবং যেই যেই কাগজগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং চাকুরীকাল যথাযথ ভাবে মিলাইয়া দেখিবার পক্ষে দরকার কেবলমাত্র সেগুলিই আবেদন পত্রের সহিত পাঠানো হইবে এবং সেই আবেদন পত্রের (যাহা ২৭ নং নিয়মের উপ-নিয়মে নির্দিষ্ট করা আছে তাহার)।

উপর হিসাবমত যাহা পেনসন বা আনুতোষিক হিসাবে দেয় তাহাও লেখা থাকিবে। তাঁহার অফিসে পেনসনের যাবতীয় কাগজপত্র লইয়া এবং তাহাতে দেয় পেনসন সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক আদেশ পাইয়া মহাগাণনিক সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী অফিসারের উপর পেনসন প্রদানের আদেশনামার দুই প্রস্থই পাঠাইয়া দিবেন। ট্রেজারী অফিসার পরীক্ষার পর এক প্রস্থ আদেশনামা পেনসনভোগকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২৯) পশ্চিমবঙ্গের মহাগাণনিক যেমন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ঠিক তেমন ভাবেই বিভিন্ন ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী মারফৎ পেনসন প্রদান করা হইবে।

(৩০) কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে আবেদনকারীর অনুকূলে এক বৎসরের জন্য আনুমানিক (Anticipatory) পেনসন মঞ্জুর করিতে পারেন। তবে ইহা কখনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সম্পাদক বা স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক যে পেনসন হিসাব করিয়া দিয়াছেন তাহার অর্ধেকের বেশী হইবে না। শিক্ষকের চাকুরীকাল মিলাইয়া দেখিবার জন্য যেখানে দীর্ঘকাল সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে এবং যেখানে বিলম্বের জন্য আবেদনকারীর ক্লেশ ভোগ করিতে হইতে পারে কেবল সেই সকল ক্ষেত্রের জন্যই এই ব্যবস্থা। এই সকল নিয়মানুযায়ী যখন পেনসন পূর্ণমাত্রায় সঠিক ভাবে মঞ্জুর হইবে তখন ঐ আনুমানিক (Anticipatory) পেনসন তাহার মধ্যে মিশিয়া যাইবে।

বিশেষ ব্যবস্থাদি

(২৮) (১) যেহেতু বার্ধক্য জীবনযাপন করিবার উদ্দেশ্যই পেনসন, অতএব কোন শিক্ষকের অনুকূলে যে পেনসন মঞ্জুর হইবে বিচারালয়ের বা অন্য কাহারও আদেশ তাহা আটকাইয়া রাখা যাইবে না।

(২) এই ধারা অনুসারে যে পেনসন মঞ্জুর হইবে তাহাতে কোন রকম কমিউটেশন (Commutation) করা চলিবে না।

(২৯) এই সকল নিয়মানুযায়ী পেনসন বিষয়ক কোন ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হইলে সংশোধিত সিভিল সার্ভিস রেগুলেসন্স্ (Civil Service Regulation) বা রাজ্য পেনসন নিয়মাবলী (State Pension Rules) প্রয়োজনানুযায়ী প্রয়োগ করা চলিবে।

(৩০)' (ক) এই সকল সংশোধিত নিয়মাবলী ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে কাযকরী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

(খ) এই নিয়মাবলী বলবৎ হইবার পর হইতে শিক্ষকদেব ক্ষেত্রে ২৬ নং নিয়ম আর প্রয়োগ কবা চলিবে না; অবশ্য নিম্নলিখিত (গ) নং বিধি অনুযায়ী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদি শিথিলযোগ্য।

(গ) ১লা এপ্রিল, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে স্থায়ীভাবে পর্ষদের অধীনে নিযুক্ত শিক্ষকগণ ২৭ নং নিয়মের পরিবর্তে ২৬নং নিয়ম মতেই থাকিবার অনুকূলে অবশ্যই মত দিতে পারেন। তবে এতদ্মর্মে তাঁহার এই ইচ্ছা-জ্ঞাপন, সরকারী গেজেটে এই সংশোধনী প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে পর্ষদের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

মৃত্যুকালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিবার জন্য মনোনয়ন পত্রের নিদর্শ

[নিয়ম ২৭ (২৫) (চ) দ্রষ্টব্য]

নিদর্শ 'ক'

[যেখানে বিবাহিত শিক্ষক তাঁহার পরিবারের একজনকে মনোনীত করিতে চাহেন।]

আমার পরিবারভুক্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে আমি কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে সরকার হইতে যে আনুতোষিক পাওয়া যাইবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য মনোনীত করিতেছি। আমার অবসরকালে যে আনুতোষিক প্রাপ্য হইবে অথচ আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই তাহাও গ্রহণ করিবার জন্য ইঁহাকে মনোনীত করিতেছি।

মনোনীত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	শিক্ষকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক	বয়স	এই মনোনয়ন ভবিষ্যতে যে কার্যকারণ ঘটিলে বাতিল হইবে তাহার বর্ণনা	শিক্ষকের মৃত্যুর পূর্বেই মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা শিক্ষকের মৃত্যুর পরে অথচ আনুতোষিক গ্রহণ করিবার পূর্বে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার বর্তাইবে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ঠিকানা এবং শিক্ষকের সহিত সম্পর্ক	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ

* পূর্বে.........তারিখে আমার সম্পাদিত মনোনয়ন পত্র এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

তাং... ... ...

সাক্ষরের সাক্ষীগণ

১। ... ...

২। ... ...

... ...

শিক্ষকের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য—উপরিলিখিত শেষের স্তম্ভটি এমনভাবে পূরণ করিতে হইবে যেন আনুতোষিক বাবদ সমস্ত টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

* যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কাটিয়া দিন।

(জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ইহা পূরণ করিবেন)

মনোনয়নকারীর নাম... ... ...

পদমর্যাদা ... ...

বিদ্যালয়ের নাম ... ...

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহি ... ...

পদমর্যাদা ... ...

তাং... ... ...

নিদর্শ 'খ'

[যেখানে বিবাহিত শিক্ষক তাঁহার পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিতে চাহেন।]

আমার পরিবারভুক্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আমি কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে সরকার হইতে যে আনুতোষিক পাওয়া যাইবে তাহা নিম্নোক্ত মাত্রানুযায়ী, গ্রহণ করিবার জন্য মনোনীত করিতেছি। আমার অবসরকালে যে আনুতোষিক প্রাপ্য হইবে অথচ আমাকে মৃত্যুদিন যাহা পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই তাহাও নিম্নোক্ত অনুপাতে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের মনোনীত করিতেছি।

মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষকের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক	বয়স	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ	এই মনোনয়ন ভবিষ্যতে যে কার্যকারণ ঘটিলে বাতিল হইবে তাহার বর্ণনা	শিক্ষকের মৃত্যুর পূর্বেই মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা শিক্ষকের মৃত্যুর পরে অথচ আনুতোষিক গ্রহণ করিবার পূর্বে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার বর্তাইবে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ঠিকানা এবং শিক্ষকের সহিত সম্পর্ক	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ

* পূর্বে......তারিখে সম্পাদিত আমার মনোনয়ন পত্র এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

তাং... ... ...

সহির সাক্ষীগণ

১। ... ...

২। ... ...

... ...

শিক্ষকের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : ১। তাঁহার স্বাক্ষর-অন্তে অন্য কোন নাম যাহাতে কেহ অন্তর্ভূক্ত করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহার শেষ লেখার পরের শূন্য স্থান শিক্ষক একটি দাঁড়ি টানিয়া কাটিয়া দিবেন।
২। চতুর্থ স্তম্ভটি এমনভাবে পূরণ করিতে হইবে যেন আনুতোষিক বাবদ সমগ্র টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৩। শেষ স্তম্ভে বর্ণিত আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ প্রথমবারের মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ বুঝাইবে।

*যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কাটিয়া দিন।

(জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ইহা পূরণ করিবেন)

মনোনয়ন-কারীর নাম.... ....

পদমর্যাদা... ... ...

বিদ্যালয়ের নাম .. ..

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাক্ষর ...

পদমর্যাদা... ... .

তাং... ... ...

নিদর্শ 'গ'

[যদি শিক্ষকের কোন পরিবার না থাকে এবং তিনি কোন একজনকে মনোনীত করিতে চাহেন।]

আমার কোন পরিবার নাই; নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে আমি কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে সরকার হইতে। আনুতোষিক পাওয়া যাইবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য মনোনীত করিতেছি। আমার অবসরকালে,

যে আনুতোষিক প্রাপ্য হইবে অথচ আমার মৃত্যুদিন পর্যন্ত যাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহাও গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে মনোনীত করিতেছি :—

মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষকের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক	বয়স	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনু-তোষিকের পরিমাণ বা অংশ	এই মনোনয়ন ভবিষ্যতে যে কাযকারণ ঘটিলে বাতিল হইবে তাহার বর্ণনা	শিক্ষকের মৃত্যুর পূর্বেই মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা শিক্ষকের মৃত্যুর পরে অথচ আনুতোষিক গ্রহণ করিবার পূর্বে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার বর্তাইবে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ঠিকানা এবং শিক্ষকের সহিত সম্পর্ক	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনু-তোষিকের পরিমাণ বা অংশ

* পূর্বে·········তারিখে সম্পাদিত আমার মনোনয়ন পত্র এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

তাং ···············

সহির সাক্ষিগণ

১। ··················

২। ··················

··················

শিক্ষকের স্বাক্ষর

* যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কাটিয়া দিন।

(জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক পূরণীয়)

মনোনয়নকারীর নাম············

পদমর্যাদা ············

বিদ্যালয়ের নাম ············

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহি··· ··· ···

পদমর্যাদা··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

তাঃ ··· ··· ··· ··· ··· ···

নিদর্শ 'ঘ'

[যদি শিক্ষকের কোন পরিবার না থাকে এবং তিনি একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে চাহেন।]

আমার কোন পরিবার নাই। আমি কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সরকার হইতে যে আনুতোষিক পাওয়া যাইবে তাহা নিম্নোক্ত মাত্রানুযায়ী গ্রহণ করিবার জন্য মনোনীত করিতেছি। আমার অবসরকালে যাহা প্রাপ্য হইবে অথচ আমাকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত যাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহাও নিম্নোক্ত অনুপাতে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের মনোনীত করিতেছি :—

মনোনীত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	শিক্ষকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক	বয়স	এই মনোনয়ন ভবিষ্যতে যে কার্যকারণ ঘটিলে বাতিল হইবে তাহার বর্ণনা	শিক্ষকের মৃত্যুর পূর্বেই মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা শিক্ষকের মৃত্যুর পরে অথচ আনুতোষিক গ্রহণ করিবার পূর্বে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার বর্তাইবে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ঠিকানা এবং শিক্ষকের সহিত সম্পর্ক	প্রত্যেকের নিকট প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ

* পূর্বে ....তারিখে সম্পাদিত আমার মনোনয়ন পত্র এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

তাং ... ...

সহির সাক্ষিগণ

১। ....

২। ....

....

শিক্ষকের স্বাক্ষর.

দ্রষ্টব্য-

১। তাঁহার স্বাক্ষরান্তে অন্য কোন নাম যাহাতে কেহ অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহার শেষ লেখার পরের শূন্যস্থান একটি দাঁড়ি টানিয়া শিক্ষক কাটিয়া দিবেন।

২। চতুর্থ স্তম্ভটি এমনভাবে পূরণ করিতে হইবে যেন আনুতোষিকের সমগ্র টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। শেষ স্তম্ভে বর্ণিত আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ প্রথমবারের মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ বা অংশ বুঝাইবে।

* যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কাটিয়া দিন।

(জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক পূরণীয়)

মনোনয়নকারীর নাম ... ...

পদমর্যাদা ... ...

বিদ্যালয়ের নাম ... ...

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহি... ... ...

পদমর্যাদা ... ...

তাং ... ...

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ কর্তৃক মনোনয়ন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারমূলক পত্রের নির্দেশ

প্রাপক... ... ...

... ...

মহাশয়,

মৃত্যুকালীন আনুতোষিক বিষয়ক নিদর্শ... ... ...অনুসারে রচিত আপনার......তারিখের মানোনয়ন পত্র/পূর্বে সম্পাদিত মনোনয়ন বাতিল সম্পর্কিত......তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনাকে আরও জানাইতেছি যে তাহা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বাক্ষর

তাং... ... ...

নিদর্শ 'ঙ'

অবসরকালীন ভাতা (Pension) জন্য আবেদন পত্রের নমুনা।

[২৭ (২৬) নং নিয়ম দ্রষ্টব্য]

প্রেরক··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

প্রাপক··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

বিষয়ঃ অবসরকালীন ভাতা মঞ্জুর করিবার জন্য আবেদন।

মহাশয়,

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর আপনাকে জানাইতেছি যে আমি আগামী ··· ··· ··· তারিখ হইতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিব। আমার জন্ম তারিখ হইতেছে··· ··· ···। আমার অবসর গ্রহণের দিনের মধ্যে যাহাতে আমি আমার প্রাপ্য অবসরকালীন ভাতা এবং আনুতোষিক পাইতে পারি সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

আমি··· ··· ···ট্রেজারী হইতে আমার অবসরকালীন ভাতা লইতে ইচ্ছা করি।

২। আমি ইহাও অঙ্গীকার স্বরূপ ঘোষণা করিতেছি যে, যে চাকুরী-কালের জন্য আমার এই অবসরকালীন ভাতা এবং আনুতোষিক দাবী এতদ্‌জন্য আমি ইতিপূর্বে কোন আবেদন করি নাই বা তাহাদের মঞ্জুরীর কোন আদেশনামা ইতিপূর্বে পাই নাই। আমি ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি যে এই আবেদন পত্রের উল্লেখ না করিয়া বা এতদুদ্দেশ্য প্রদত্ত কোন আদেশনামায় উল্লেখ না করিয়া আমি ভবিষ্যতে এই মর্মে কোন নূতন দরখাস্তও পেশ করিব না।

৩। যদি পরবর্তীকালে এমন প্রতীত হয় যে, আইনানুগভাবে যে পরিমাণ অবসরকালীন ভাতার আমি উপযুক্ত তাহার অধিক আমাকে দেওয়া হইয়াছে, তবে আমি ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ প্রতার্পণ করিতে বাধ্য থাকিব।

৪। এই আবেদন পত্রের সঙ্গে আমি সংলগ্ন করিয়া দিতেছি—

ক) (যথাযথভাবে প্রত্যয়িত) আমার হস্তাক্ষরের দুইটি নমুনা।

খ) (যথাযথভাবে প্রত্যয়িত) পাশপোর্ট আকারের আমার দুইটি ছবি।

গ) আমার উচ্চতা ও সনাক্তকরণের চিহ্ন ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত দুই প্রস্থ কাগজ।

৫। আমার বর্তমান ঠিকানা··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
আমার পরবর্তী ঠিকানা··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
তাং··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য—পরবর্তীকালে যে কোন ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

প্রথম পৃষ্ঠা

অবসরকালীন ভাতা বা আনুতোষিকের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম··· ··· ··· ··· ··· ···
২। পিতার/স্বামীর নাম··· ··· ··· ··· ··· ···
৩। বর্তমান ঠিকানা··· ··· ··· ···· ··· ····
(গ্রাম, পোঃ অঃ, জেলা)
৪। বর্তমান বা সর্বশেষ চাকুরীর বিবরণ
(বিদ্যালয়ের সঠিক
নাম, ঠিকানা ও শ্রেণীর উল্লেখ চাই।)··· ··· ··· ··· ···
৫। অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরী
সুরু হইবার তারিখ··· ··· ··· ··· ···
৬। চাকুরী শেষ হইয়া যাইবার তারিখ··· ··· ··· ···
৭। (ক) মিলিটারী সার্ভিসের (যদি কিছু
থাকিয়া থাকে) মোট সময়··· ··· ···
মিলিটারী সার্ভিসের প্রত্যেক পর্যায়ের
আরম্ভিক ও অন্তিম তারিখ··· ··· ···
মিলিটারী সার্ভিসের জন্য যে ধরণের
বা যে পরিমাণ পেনসন/আনুতোষিক
পাওয়া গিয়াছে··· ··· ··· ··· ···

(খ) চাকুরীর ধারাবাহিকতা অনুসারে যে যে রাজ্যে চাকুরী করিয়াছেন তাহাদের নাম — বৎসর মাস দিন

৮(ক) কোয়ালিফাইং (Qualifying) সার্ভিসের মোট দৈর্ঘ্য .. ..

(খ) নন্‌কোয়ালিফাইং (Non-qualifying) সার্ভিসের (অর্থাৎ বিনা বেতনে ছুটির, চাকুরীর ছেদের কাল ইত্যাদির) মোট দৈর্ঘ্য... ... ...

৯। কি ধরণের পেনসন বা আনুতোষিকের জন্য আবেদন করা হইতেছে ... ...

১০। গত তিন বছরের গড় মাস-মাহিনা .. ..

১১। প্রস্তাবিত অবসরকালীন ভাতা ... ...

১২। প্রস্তাবিত অবসরকালীন/মৃত্যুকালীন আনুতোষিক ... ...

১২(ক) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যু হইলে প্রস্তাবিত পারিবারিক পেনসন ... ...

১৩। যে তারিখ হইতে পেনসন কার্যকর হইবে ... ...

১৪। পেনসন/আনুতোষিক প্রদানের স্থান... .. ..

১৫। খ্রীষ্টীয় হিসাবে আবেদনকারীর জন্ম-তারিখ... ... ..

১৬। পেনসনের জন্য আবেদন পত্র কোন তারিখে পেশ করা হইয়াছে (আবেদন পত্র এই সঙ্গে সংলগ্ন হইবে।) ... ...

১৭। উচ্চতা... ... ...

১৮। সনাক্তকরণের চিহ্নাদি... ... ...

... ...

বিদ্যালয়-প্রধানের স্বাক্ষর

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

চাকুরী জীবনের (চাকুরীতে ছেদসহ) ইতিহাস

নাম..

জন্ম-তারিখ..

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/অফিসের নাম এবং শিক্ষক/অশিক্ষক	পদ মর্যাদা এবং বেতনক্রম	বেতন	বিশেষ বেতন	চাকুরী শুরুর তারিখ	চাকুরী অন্তের তারিখ	কোয়ালিফাইং সার্ভিস (Qualifying Service) হিসাবে স্বীকৃত চাকুরীকাল	নন্-কোয়ালিফাইং সার্ভিসের (Non-qualifying Service (অর্থাৎ বিনা বেতনে ছুটি, চাকুরী ছেদের কাল ইত্যাদির মোট দৈর্ঘ্য	বিদ্যালয় প্রধানের মন্তব্য	বেতনের নথিপত্র এবং সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ চাই যাহা দৃষ্টে চাকুরীকাল প্রত্যায়িত করা হইয়াছে	হিসাব-নিরীক্ষণ আধিকারিকের (Audit Officer)-এর মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

মোট চাকুরীকাল—

তৃতীয় পৃষ্ঠা

(ক) বিদ্যালয়-প্রধানের মন্তব্য

১। আবেদনকারীর চরিত্র এবং অতীত আচরণ,

২। কোন সাময়িক বরখাস্তের বা পদাবনতির কারণাবলী,

৩। আবেদনকারী কর্তৃক, ইতিপূর্বে প্রাপ্ত পেনসন বা আনুতোষিক সম্পর্কিত তথ্যাদি,

৪। অন্য কোন প্রকার মন্তব্য (যদি কিছু থাকে)

৫। চাকুরীর যথার্থতা সপ্রমাণের, এবং পেনসন/আনুতোষিকের ক্ষেত্রে গ্রহণের বা বর্জনের বিষয়ে বিদ্যালয়-প্রধানের সুনির্দিষ্ট মন্তব্য।

... ...

বিদ্যালয়-প্রধানের স্বাক্ষর

(খ) পেনসন প্রদান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আদেশ

শ্রীযুক্ত/শ্রীযুক্তা··· ·· চাকুরী-জীবন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বিবেচনান্তে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশ দিতেছেন যে তাঁহাকে আইনানুযায়ী মহা-গাণনিক কর্তৃক স্বীকৃত পুরা পেনসন এবং/অথবা আনুতোষিক প্রদান করা হউক। ··· ···তারিখ হইতে এই পেনসন এবং/অথবা আনুতোষিক প্রদান করা শুরু হইবে।

বকেয়া পাওনা সমূহের নির্দ্ধারণ ও হিসাব সাপেক্ষে মৃত্যুকালীন/অবসর-কালীন আনুতোষিক হইতে··· ··· টাকা আপাততঃ কাটিয়া রাখা হউক।

অথবা

•শ্রীযুক্ত/শ্রীযুক্তা··· ··· ···চাকুরী-জীবন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে বিবেচনা করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশ দিতেছেন যে, তাঁহাকে আইনানু-যায়ী মহা-গাণনিক কর্তৃক স্বীকৃত পুরা পেনসন এবং/অথবা আনুতোষিক প্রদান না করিয়া নিম্নবর্ণিত পরিমাণ বা শতকরা হার অনুসারে হিসাব করিয়া তাহা কমাইয়া দেওয়া হউক :—

পেনসনকে যে পরিমাণে বা শতকরা যত হারে কমানো হইল··· ···

আনুতোষিক যে পরিমাণে বা শতকরা যত হারে কমানো হইল··· ···

··· ···তারিখ হইতে এই পেনসন এবং/অথবা আনুতোষিক প্রদান করা শুরু হইবে।

বকেয়া পাওনাসমূহের নির্দ্ধারণ ও হিসাব সাপেক্ষে মৃত্যুকালীন/অবসর কালীন আনুতোষিক হইতে··· ···টাকা আপাততঃ কাটিয়া রাখা হইল।

......ট্রেজারী হইতে এই পেনসন এবং ডেথ-কাম-রিটায়ারিং গ্রাচুয়িটি প্রদান করা হইবে। এই খরচ... ...খাতে যাইবে।

যদি এইরূপ পরে প্রতিপন্ন হয় যে আইনানুযায়ী পেনসনভোগকারী যতটা পেনসন এবং আনুতোষিক পাইবার যোগ্য তাহা অপেক্ষা মহা-গাণনিকের স্বীকৃতি লইয়া বেশী টাকা দেওয়া হইয়াছে তবে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে (পেনসনভোগীকে) প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র আবেদনকারীর নিকট হইতে লইয়া এই অফিসে রাখা হইয়াছে।

... ...

পেনসন মঞ্জুরীদানের কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

(গ) হিসাব নিরীক্ষকের মন্তব্য

বার্ধক্যজনিত/অবসরজনিত/পঙ্গুতাজনিত/ক্ষতিপূরণজনিত পেনসন, মৃত্যু-কালীন বা অবসরকালীন আনুতোষিক প্রদানের জন্য কোয়ালিফাইং (Qualifying) চাকুরীকালের মোট দৈর্ঘ্য যাহা হিসাব নিরীক্ষণ আধিকারিক অনুমোদন বা উপযুক্ত কারণসহ (যদি কিছু থাকে) বর্জন করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য— ... ...তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত সময় কালের চাকুরী যথাযথভাবে প্রত্যয়িত করা হয় নাই। পেনসন প্রদান করিবার পূর্বে ইহা দেখিয়া লইতে হইবে।

২। বার্ধক্যজনিত / অবসরজনিত / পঙ্গুতাজনিত / ক্ষতিপূরণজনিত যে পেনসন, যে মৃত্যুকালীন/অবসরকালীন আনুতোষিক মঞ্জুর হইল তাঁহার পরিমাণ।

৩। পেনসন মঞ্জুরীদানের কর্তৃপক্ষ পেনসন ও আনুতোষিকের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া বার্ধক্যজনিত/অবসর-জনিত/পঙ্গুতাজনিত/ক্ষতিপূরণজনিত পেনসন এবং মৃত্যুকালীন/অবসরকালীন আনুতোষিকের প্রকৃত পরিমাণ।

৪। বার্ধক্যজনিত/অবসরজনিত/পঙ্গুতাজনিত/ক্ষতিপূরণজনিত পেনসন প্রদানের তারিখ।

৫। অবসরকালীন আনুতোষিকের খরচ যে খাতে যাইবে তাহা

স্বাঃ......................

মহা-গাণনিক

চতুর্থ পৃষ্ঠা (সারমর্ম)

পেনসন অথবা আনুতোষিকের জন্য আবেদন পত্র

আবেদনের তারিখ..............

আবেদনকারীর নাম........................

সর্বশেষ চাকুরী........................

পেনসন বা আনুতোষিকের শ্রেণীভেদ................

মঞ্জুরীকৃত পেনসনের পরিমাণ................

মঞ্জুরীকৃত আনুতোষিকের পরিমাণ..............................

কার্যকরী হইবার তারিখ................................

মঞ্জুরী দানের তারিখ...

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ ডি, কে, গুহ

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Grant of subsequent advance from Provident Fund Account before completion of one year since the complete repayment of the last advance.

Ref : Memo. No. 1219 dated 12-5-73 from the District Inspector of Schools (P.E.) Coochbehar.

The undersigned is directed to say that, in connection with the grant of advance from Provident Fund Account of Primary School teachers a question has been raised whether school teachers may be granted before completion of one year since complete repayment of the previous advance. It is hereby clarified for information of all concerned that subsequent advance may be granted by the Board even before completion of one year since the complete repayment of previous advance provided the special reasons justifying the grant of such advance are recorded in writing by the District School

4. The Accountant General, West Bengal has been informed.

5, This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. AVII/488 dated 23. 5. 73.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

Procedure for implementation of Provident Fund Scheme for the permanent whole-time teachers of recognised and aided Primary Schools/Junior Basic Schools/Sponsored Primary/Junior Basic Schools under various managements (other than District School Board) in Urban area of the State.

The teachers of following categories of Primary/Junior Basic Schools fall under the scheme :—

(1) Aided Primary/Junior Basic Schools under a Committee of management/Ad-hoc Committee/ Administrator / Voluntary Organisation / Registered Society.

(2) Sponsored Free Primary School.

The employer's share of P. F. should be met fully by the Government. The following procedure is approved :—

(1) Every permanent whole-time teacher of recognised and aided/sponsored Primary/Junior Basic School under Voluntary Organisation/Society or various other manegements and also of Primary/Junior Basic Schools brought under the control of Municipalities under provisions of West Bengal Urban Primary Education Act. 1963 shall be required to subscribe at the rate of 6¼% of his pay to a Provident Fund of which an account will be opened at the Post Office Savings Bank or at the Savings Bank of a Nationalised Bank. Individual Accounts, though opened in the name of the teacher of aided primary school, will be operated by the District Inspector of Schools (Primary

Education) of the District and the Pass Books should be kept under the custody of the said officer.

2) In the case of aided and Sponsored Primary Schools, the deduction of employee's share shall be made by the respective District Inspector of Schools (Primary Education) of the District upon every salary bill/ Government's share of pay bill.

(3) The employee's share of Provident Fund together with employer's share @ 6¼% of pay to be paid by Government, should be deposited by the District Inspector of Schools (Primary Education) of the District, to the Provident Fund Account of the teacher concerned, after drawing the amount from the local Treasury/Accountant General, West Bengal, as the case may be.

(4) A Provident Fund Ledger and an abstract of balance, along with a Register of advances and their refund, should be maintained in the office of the District Inspector of Schools (Primary Education). The said Ledgers should be duly and properly maintained and necessary entries have to be made whenever any transaction occurs.

(5) The District Inspector of Schools will endeavour to secure from all subscribers on their joining the Fund a Form of Declaration as appended herewith. If a subscriber desires to revise his Form of Declaration, he should apply to the District Inspector of Schools (Primary Education) for the same. Every declaration which is in force shall be carefully preserved in the custody of a responsible Officer of the office of the District Inspector of Schools (Primary Education) of the District.

(6) In the case of Primary Schools under control of the Municipality where Compulsion is in force in term of the provisions of West Bengal Urban Primary Education Act, 1963, the functions of the District

নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বর্তমান প্রকল্পের আওতায় পড়িবেন :—

১। পরিচালনা সমিতি বা তদর্থক (Ad hoc) সমিতি বা প্রশাসক (Administrator) বা জন-সেবামূলক সংস্থা বা বিধিবদ্ধ (Registered) সমিতি সমূহ কর্তৃক পরিচালিত/সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহ।

২। সরকারী সাহায্যপুষ্ট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ (G. S. F. P. School)।

কর্তৃপক্ষের দেয় ভবিষ্য-নিধির অংশের ব্যয়ভার সরকার পুরাপুরি বহন করিবেন। এতদ্‌সম্পর্কে নিম্নলিখিত কর্মধারা পদ্ধতি অনুমোদন করা হইল :—

১। জন-সেবামূলক সংস্থা বা সমিতি অথবা অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল স্বীকৃত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এবং পশ্চিমবঙ্গীয় শহরাঞ্চলীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩-এর অধীনস্থ পৌর-সংস্থাগুলি পরিচালিত প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সকল পূর্ণকালীন, স্থায়ী শিক্ষকদের তাঁহাদের বেতনের ৬¼% হারে প্রতিমাসে ভবিষ্য-নিধি তহবিলে জমা দিতে হইবে। এইজন্য ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে (Savings Bank) অথবা কোন রাষ্ট্রীয়কৃত (Nationalised) ব্যাঙ্কের সেভিংস ব্যাঙ্কে একাউণ্ট (account) খুলিতে হইবে। সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্বীয় নামে একাউণ্ট খোলা হইয়া থাকিলেও উহা সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) লেনদেন করিবেন এবং উক্ত আধিকারিকের হেপাজতেই সমস্ত পাশ বই জমা রাখিতে হইবে।

২। সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে মাস-মাহিনার বিল/সরকারের দেয় মাহিনার বিল হইতে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) শিক্ষকের দেয় অংশ বাবদ টাকা কাটিয়া রাখিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) ভবিষ্য-নিধিতে শিক্ষকের দেয় অংশ এবং সরকারের দেয় কর্তৃপক্ষের অংশ (৬¼% হারে) স্থানীয় ট্রেজারী বা মহা-গাণনিকের দপ্তর হইতে (যেক্ষেত্রে যেমন)

টাকা কাটিয়া লইবেন। তারপর তিনি তাহা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভবিষ্য-নিধি তহবিলে জমা দিবেন।

৪। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)-র অফিসে একটি ভবিষ্য-নিধি হিসাব বহি (Ledger) এবং জের (balance)-এর চুম্বক রাখিতে হইবে। তৎসহ দাদন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত আর একটি হিসাব বহিও রাখিতে হইবে। যখনই কোন প্রকার লেনদেন হইবে তখনই উক্ত হিসাব বহিগুলিতে প্রয়োজনীয় বিবরণ রাখিতে হইবে এবং এইভাবে বহিগুলিকে ঠিকভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

৫। যখনই কোন শিক্ষক ভবিষ্য-নিধি প্রকল্পে যোগ দিবেন তখনই তাঁহার নিকট হইতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এতদ্‌সংলগ্ন নির্দেশানুযায়ী একখানি ঘোষণাপত্র (Form of Declaration) স্বাক্ষর করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। যখনই কোন শিক্ষক তাঁহার ঘোষণাপত্রে পরিবর্তন করিতে চাহিবেন তখনই তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)-র নিকট তজ্জন্য আবেদন করিতে হইবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা)-র অফিসে একজন দায়িত্বশীল আধিকারিকের হেপাজতে প্রত্যেক আইনানুগ ঘোষণাপত্র সযত্নে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। পশ্চিমবঙ্গ (শহরাঞ্চলীয়) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩ অনুসারে যে সকল পৌর-সংস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সমস্ত পৌর-সংস্থার অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্য-নিধি সংক্রান্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) করণীয় দায়িত্ব (বিদ্যালয় পরিচালন-সমিতির পদাধিকার বলে সভা-সচিব পদে অধিষ্ঠিত) Administrative officer অথবা আদৌ কোন বিদ্যালয় পরিচালন-সমিতি না থাকিলে পৌর-সংস্থার সভাপতি (Chairman) পালন করিবেন। ভবিষ্য-নিধিতে কর্তৃপক্ষের দেয় অংশের প্রয়োজনীয় টাকা শিক্ষা-অধিকার পৌর-সংস্থাকে সমর্পণ করিবেন।

৭। জেলা বিদ্যালয় সমূহের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভবিষ্য-নিধি সংক্রান্ত নিয়মাবলী যাহা বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ অনুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ (শহরাঞ্চলীয়) প্রাথমিক শিক্ষা

আইন, ১৯৬৩ অনুসারে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় পৌর-সংস্থা কর্তৃক অধিগৃহীত হইয়াছে, সেই স্থানের এবং শহরাঞ্চলের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলিবে।

[৭ই নভেম্বর, ১৯৩৫ তারিখের 3767 Edn. সরকারী বিজ্ঞপ্তি (সময় সময় নানাভাবে সংশোধিত) দ্রষ্টব্য]

PROVIDENT FUND SCHEME

FORM OF DECLARATION

DEPOSITOR NO.

(For*———depositor)

1 hereby declare that in the event of my death the amount of my credit in the Provident Fund shall be distributed among the persons mentioned below in the manner shown against their names.

The amount due to nominee (s) who is minor/are minors at the time of my death should be paid to the person whose name appears in column 5.

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the depositor	Whether major or minor. If minor state his age	Amount of share of deposit	Names and addresses of the person to whom payment is to be made on behalf of the minor	Sex and percentage of a person mentioned in col. 5
1	2	3	4	5	6

*Here state married or unmarried

Station..................

Date...........

Two witnessess to Signature. ....

Signature of the depsitor...........

ভবিষ্য-নিধি প্রকল্প

ঘোষণা-পত্র

আমানতকারীর সংখ্যা

(……আমানতকারীর জন্য)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার মৃত্যু ঘটিলে আমার ভবিষ্য-নিধিতে জমা অর্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের নামের পার্শ্বে দর্শিত পদ্ধতি অনুসারে বণ্টিত হইবে।

আমার মৃত্যুর সময়ে মনোনীতকারের মধ্যে যিনি/যাঁহারা নাবালক তাঁহার/তাঁহাদের অর্থ পঞ্চম স্তবকে উল্লিখিত ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

আমানতকারীর মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	আমানতকারীর সহিত সম্পর্ক	সাবালক অথবা নাবালক। নাবালকের ক্ষেত্রে বয়স উল্লেখ্য	সঞ্চিত অর্থের অংশের পরিমাণ	নাবালকদিগের অভিভাবক হিসাবে যাহাকে দেওয়া হইবে তাহার নাম ঠিকানা।	পঞ্চম স্তবকে উল্লিখিত ব্যক্তির পিতৃ পরিচয়। স্ত্রী/পুরুষ উল্লেখ্য।
১	২	৩	৪	৫	৬

এইস্থানে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত উল্লেখ্য।

স্থান……

তারিখ………

দুইজন সাক্ষীর সহি………

আমানতকারীর সহি………

—————

G. O. No. 8653-Edn.
13/16 December, 1952.

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Ref: The Department Memo No. 3790-Edn. dated the 13th June, 1952.

Government have decided that the Head teachers of Govt., Sponsored Junior Basic (Primary) Schools under jurisdiction of the District School Boards should be provided with a permanent advance of Rs. 15/- (Rupees fifteen) only to meet both expenses for equipment books and craft materials as may be required which shall be adjusted against the provisions allocated for 'other expenses'.

The Director of Public Instruction, West Bengal is requested to suggest suitable modifications in the District School Board Account Rules for making provisions for the permanent advance.

Sd/- B. N. Sarker.
Asstt. Secretary.

G. O. No. 8653-Edn.
13/16 December, 1952.

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

সূত্র—১৩ই জুন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিভাগের 3790-Edn. আদেশনামা।

সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীন সরকারপুষ্ট নিম্ন বুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রধান শিক্ষককে স্থায়ী অগ্রিম হিসাবে ১৫ টাকা দেওয়া হইবে যাহাতে তাঁহারা শিক্ষোপকরণ, শিল্পোকরণ প্রভৃতি কিনিয়া ক্ষুদ্র প্রয়োজনাদি মিটাইতে পারেন। 'অন্যান্য খরচ' নামক খাতের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ হইতে এই ব্যয় পরে মিটাইতে হইবে।

যাহাতে এই স্থায়ী অগ্রিম নিয়মিত দেওয়া যায় তাহার জন্য জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অর্থসংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব আনিতে শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ বি, এন, সরকার
সহ-সচিব।

It was instructed in the above mentioned Memo that the selection of journals/magazines to be purchased out of the contingency grant for the primary schools should be made by the Advisory Committee of the District School Board from among the lists of journals/magazines approved by the Director of Public Instruction, West Bengal from time to time.

It has been represented to the Government that the above instructions are not being carried out and that selections of mangazines are still being done by individual officers without placing the matter before the Advisory Committee of the District School Board.

It has also been represented that some suppliers of magazines/journals are submitting false bills showing inflated number of magazines supplied through manipulations of papers and these are being passed for payment although in many case the schools concerned did not at all get the magazines/journals for which payments are being made.

Government wants that the alleged malpractice should be stopped forthwith. As already stated, selections magazines/ journals shall be made by the Advisory Committees. Orders for supplying the magazines/journals should be placed only after the above approval. Supply of magazines/journals should be arranged Circle-wise stating the number of magazines/journals supplied to each Circle Inspector and hundred per cent distribution should be ensured through the Circle Inspector concerned.

Sd/- M. M. Sinha Roy,
Deputy Secretary.

শ্রীএস্, এন্, দাস

উপ-শিক্ষা অধিকর্তা (প্রাথমিক শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

বিষয়—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপনির্দিষ্ট অনুদান হইতে পত্র-পত্রিকা ক্রয়

উপরিলিখিত বিষয়ে এই বিভাগের ২৬শে জুলাই, ১৯৭২ তারিখের 1515-Edn.(P) সংখ্যক আদেশনামায় প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। উল্লিখিত আদেশনামায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদিত তালিকা হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপনিমিত্ত বরাদ্দ হইতে যে সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা হইয়া থাকে তাহা জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের উপদেষ্টা কমিটি নির্বাচন করিবে।

সরকার এইরূপ অবগত হইয়াছেন যে উক্ত নির্দেশনা অনুসৃত হইতেছে না এবং এখনও জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের উপদেষ্টা সমিতির গোচরীভূত না করিয়া বিশেষ বিশেষ আধিকারিকদের দ্বারা পত্র-পত্রিকা নির্বাচন বিষয়টি সম্পন্ন হইতেছে।

ইহাও গোচরীভূত করা হইয়াছে যে কোন কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকা পরিবেশনকারী পরিবেশিত পত্র-পত্রিকার প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা বর্ধিত সংখ্যা অনুযায়ী, কাগজের কারসাজি করিয়া, ভুয়া বিল পেশ করিতেছেন এবং যদিও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ প্রায়শঃ ঐ সব পত্র-পত্রিকা আদৌ পায় না তবুও ঐ সব বিলগুলি অর্থ প্রদানের জন্য মঞ্জুর করা হইতেছে।

এইরূপ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রথা যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় ইহাই সরকারের অভিপ্রেত। পত্র-পত্রিকার নির্বাচন বলা বাহুল্য উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমেই যথারীতি হইবে। তাহাদের মনোনয়ন পাইলে তবেই পত্র-পত্রিকার সরবরাহের নিমিত্ত আদেশ প্রদত্ত হইবে। পত্র-পত্রিকার সরবরাহ মণ্ডল (circle) অনুসারে হইবে এবং প্রত্যেক মণ্ডলের পরিদর্শককে প্রেরিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের পরিদর্শকগণের মারফৎ পত্র-পত্রিকাগুলির শতকরা একশত ভাগই যাহাতে বিতরিত হয় তাহার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

স্বাঃ এম. এম, সিন্‌হা রায়,

উপ-সচিব।

নবম অধ্যায়

CHAPTER—IX

বিদ্যালয়-গৃহ অবচয় তহবিল

School Building Depreciation Fund

[বিদ্যালয় গৃহ একটি স্থায়ী সম্পদ, কিন্তু ইহার অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, এমত পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে যাহাতে পুরাতন গৃহের পরিবর্তে নূতন গৃহ নির্মাণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই তহবিল গঠন ।]

G. O. No. 3790 Edn.
13th June, 1952.

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Ref : G. O. No. 3194-Edn, dated the 29th June, 1948 and G. O. No. 4739-Edn. dated the 20th September 1949 and letter No. 1181 dated the 17th April, 1952 from the Director of Public Instruction, West Bengal.

In accordance with the principles laid down in the Government Order referred to above, Government have so far sanctioned the establishment of 140 Sponsored Junior Basic (Primary) Schools under the jurisdiction of District School Boards in the state of West Bengal. Subject to the availability of funds, Government propose to add not less then 50 such new schools in each of the following years. Each Basic School has been provided with a suitable site of about two acres of land with buildings for teaching and residential accommodation at a cost of Rs. 31,000/-

2. Having regard to the climatic condition of West Bengal and to the nature of construction Government consider that these buildings will ordinarily last for forty years after which they will have to be replaced.

3. Government are now pleased to sanction a special

fund to be known as the 'Building Depreciation 'Fund' in respect of each Junior Basic School, out of which, the cost of reconstruction of the school buildings will eventually be met. This fund will be built up gradually by making a fixed annual contribution from the annual recurring grant sanctioned. These contributions will be invested in Government securities or in any other manner approved by Government and separate account maintained in the name of each Basic School. The annual interest accruing from the securities will ordinarily be credited to a Postal Savings Bank account to be opened in the name of each school and the accumulated interest, when sufficient, should likewise be invested in an approved manner.

4. As stated in Government Order No. 4739-Edn. dated the 20th September, 1949, Government have sanctioned an average expenditure of Rs. 552/- per month for each Junior Basic (Primary) School. Out of this amount, Rs. 138/- per month (i. e, 25% of the expenditure) is allocated for other expenses of the school. This 'Other expenses' include expenses on equipment, books, craft materials, administrative charges, maintenance and repairs, loan charges, etc.

This 25% of the total expenditure is now allocated as follows :—

			In round figure
(I)	Building Depreciation Fund	10% i. e. Rs. 55/2/-	Rs. 55/-p.m.
(II)	Equipment, books and craft materials	10% i. e. Rs. 55/2/-	Rs. 55/-p.m,
(III)	Contingency	2½% i. e. Rs. 13/14/-	Rs. 14/-p.m.
(IV)	Education, excursion, recreation etc.	2½% i. e. Rs. 13/14/-	Rs. 14/-p.m,
		25% i. e. Rs. 138/-	Rs. 138/-p.m.

5. A fixed sum of Rs. 660/- per annum (Rs. 55 × 12) for each Basic School should be credited by the District School

Boards to the Building Depreciation Fund on the last working day of May each year. They are also authorised to incur expenditure on items (ii) to (iv) in accordance with the scale indicated above and the Government contribution will be calculated on the basis of actuals subject to the above restriction.

6. As the lands and buildings of Junior Basic (Primary) Schools vest in the District School Boards, the normal routine and triennial repairs at the rate not less than 5% of the recurring expenditure should be met by the District School Boards from their own funds.

7. District Inspectors of Schools will submit annual reports to the Director of Public Instruction, West Bengal, as to the action taken by the District School Boards in this direction in respect of their areas.

Sd/- B. N. Sarkar
Assistant Secretary.

G. O. No. 3790-Edn.
30th June, 1952

শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

সূত্র—১৯৪৮ সালের ২৯শে জুনের 3194-Edn. সংখ্যক সরকারী আদেশ ও ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 4739-Edn. সংখ্যক সরকারী আদেশ ও ১৯৫২ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার 1181 সংখ্যক পত্র।

উপরে উল্লিখিত আদেশসমূহে ব্যক্ত সরকারী নীতি অনুসারে, সরকার এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে ১৪০টি সরকারী স্বীকৃত নিম্ন বুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অর্থসংগতি থাকিলে সরকার পরবর্তী প্রতি বৎসরে ন্যূনপক্ষে ৫০টি করিয়া নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন মঞ্জুর করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিতেছেন। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রায় দুই একর পরিমাণ জমির সংস্থান রাখা হইয়াছে এবং ৩১,০০০ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়-গৃহ ও শিক্ষকদের বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুসারে সরকার মনে করেন যে, এই সমস্ত গৃহ সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর টিঁকিয়া থাকিবে। তাহার পর নূতন গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে।

৩। সরকার বর্তমানে প্রীত হইয়া প্রত্যেক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য 'গৃহ অবচয় তহবিল' (Building Depreciation Fund) নামে একটি বিশেষ তহবিল স্থাপন মঞ্জুর করিতেছেন। এই সঞ্চিত তহবিল হইতে বিদ্যালয় সমূহের পুনঃ গৃহ নির্মাণ কার্যের ব্যয় কালক্রমে মিটানো যাইবে। প্রতি বৎসর যে পৌনঃপুনিক অনুদান মঞ্জুর করা হইবে তাহা হইতে নির্দ্দিষ্ট একটি অংশ দ্বারা ক্রমশঃ এই তহবিল গড়িয়া উঠিবে। এইভাবে সঞ্চিত অর্থ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নামে ভিন্ন তহবিল গঠন করিয়া সরকারী সিকিউরিটি অথবা সরকার অনুমোদিত যে কোন পন্থায় মজুত রাখিতে হইবে। ইহার জন্য প্রতিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পৃথক অ্যাকাউন্ট রক্ষা করিতে হইবে। এই পর্যাপ্ত নিরাপত্তায় সঞ্চিত অর্থসমূহ প্রতি বিদ্যালয়ের নামে একটি ডাক বিভাগীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে এবং যখন সুদের অর্থ যথেষ্ট পরিমাণ হইবে তখন উহা পুনরায় অনুমোদিত খাতিতে জমা রাখিতে হইবে।

৪। ১৯৪৯ সালের ১০শে সেপ্টেম্বর-এর 4739 Edn. সংখ্যক আদেশে সরকার নিম্ন বুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ৫৫২.০০ টাকা গড়পড়তা খরচ মঞ্জুর করিতেছেন বলিয়া উল্লেখ ছিল। এই অর্থ হইতে প্রতি মাসে ১৩৮.০০ টাকা (অর্থাৎ সমস্ত ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ) বিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যয়ের আওতায় শিক্ষোপকরণের [illegible] ব্যয়, পুস্তক ক্রয়, শিল্পোকরণের দ্রব্য ক্রয়, প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যয়, সংরক্ষণ ও সংস্কার কার্য, দেনার দায় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারিত হইবে :

(ক)	গৃহ অবচয় তহবিল—	১০%	অর্থাৎ ৫৫ টা. ২ আ. বা ৫৫ টা. প্রতি মাসে
(খ)	শিক্ষোপকরণ, পুস্তক শিল্পোকরণ	১০%	" ৫৫ টা. ২ আ. বা ৫৫ টা. "
(গ)	উপনির্মিত ব্যয়	২½%	" ১৩ টা. ১৪ আ. বা ১৪ টা. "
(ঘ)	শিক্ষা, ভ্রমণ ও অবসর বিনোদন	২½%	১৩ টা. ১৪ আ বা ১৪ টা. "

২৫% অর্থাৎ ১৩৮ টাকা=১৩৮ টা প্রতিমাসে

জেলায় ঐরূপ আধিকারিকের পদ নাই সেই সব ক্ষেত্রে উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক। —সভ্য (পদাধিকার বলে)

৪। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক। ... সভ্য

৫। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক। ... সভ্য

৬। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক ও সভাপতি। ... সভ্য

৭। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক ও সভাপতি। ... সভ্য

৮। প্রধান শিক্ষক সমিতির দুইজন প্রতিনিধি (তাহাদের মধ্যে একজন মহিলা হইবেন) ... সভ্য

৯। রাজ্য সরকার মনোনীত জেলার অনধিক ছয়জন রাজ্য বিধানসভার সদস্য। ... সভ্য

১০। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। ... সভ্য-সম্পাদক (পদাধিকার বলে)

বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ অনুযায়ী যে সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভ্যদের নিকট পেশ করা হইত সেগুলি এখন উপদেষ্টা সমিতির নিকট পেশ করিতে হইবে। এই উপদেষ্টা সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট প্রদত্ত শিক্ষা অধিকর্তার 1774(15)Sc/P(II) তাং ২১শে মে, ১৯৬৯ পত্র অনুযায়ী হইবে। উপদেষ্টা সমিতি মাসে অন্ততঃ একটি করিয়া বৈঠকে বসিবে। এই সমিতি পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

স্বাঃ জে. সি. সেনগুপ্ত
সচিব.

To The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub : Setting up of Advisory Committee for the Selection of Primary Schools/sites in urban areas.

Ref : His U. O No. 2164-Sc/P dated 28. 4. 72.

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the Governor has been pleased to decide that in order to aid and advise the District Inspector of Schools (Primary Education) in the matter of according recognition to primary schools and for selection of sites of primary schools in urban areas (excepting Calcutta) an Advisory Committee should be constituted for each Municipal area, Notified area as follows with immediate effect :—

1.	The Sub-Divisional Officer with local jurisdiction	..	Chairman (ex-officio)
2.	Chairman of the local Municipality/ Town Committee/Notified Area Authority or the Administrator thereof	...	Member (ex-officio)
3.	Local M. L. A. or M. L. A.(s)		Memder(s)
4.	The District Inspector of Schools (Primary Education)	...	Member-Secretary

While submitting proposals for recognition of Primary Schools he should furnish the recommendation of the Advisory Committee for the particular Municipal area.

The Committee shall continue until further orders.

Sd/- M. M. Sinha Roy.
Deputy Secretary.

জানুয়ারী মাস হইতে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী ও ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বল্পমূল্যে উত্তম পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বর্তমান বৎসরে আরও পাঁচটি পাঠ্যপুস্তক (তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরাজী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাস) প্রকাশ করিতেছেন। ইহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র এই পুস্তকগুলিই নির্দিষ্ট বিষয়ে উদ্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বিবেচিত হইবে। এই পুস্তকগুলির জন্য নামমাত্র মূল্য ধার্য করা হইয়াছে।

কিশলয় সম্পর্কে ইহা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে এই বৎসরে ঐ পুস্তকের সমস্ত অংশের সংশোধন করা হইতেছে এবং কিশলয় ও প্রকৃতি পরিচয় পুস্তকের মূল্যও হ্রাস করা হইতেছে।

যে সমস্ত সরকারী নির্দেশনামায় তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী বিষয়ে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকসমূহ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত করা হইয়াছিল তাহা নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এ বিষয়ে সরকারী গেজেটে যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবে।

অতএব তিনি তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে সমস্ত অবর বিদ্যালয় পারদর্শকগণকে এইরূপ নির্দেশ দিবেন যে তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালযের (যেখানে প্রাথমিক বিভাগ আছে) প্রধান শিক্ষকগণকে জানাইবেন যে উপরিলিখিত বিষয়ে এবং ঐ সব শ্রেণীর জন্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঐ পুস্তকসমূহ ছাড়া অন্য কোন পুস্তক পাঠ্য না হয়।

কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই নির্দেশনামা অমান্য করিলে তৎক্ষণাৎ শিক্ষা-অধিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হউক।

স্বাঃ : এস, ব্যানার্জী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার পক্ষে।

———

পরিশিষ্ট 'ক'

APPENDIX 'A'

এই পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষা

ইংরাজী	বাংলা
Accountant-General	মহা-গাণনিক
Act	আইন
Ad-hoc	তদর্থক
Administrator	প্রশাসক
Allowance	ভাতা
Amendment	সংশোধন
Annexure	ক্রোড়পত্র
Appendix	পরিশিষ্ট
Assistant Secretary	সহ-সচিব/সহকারী সচিব
Auditor	হিসাব-নিরীক্ষক
Board	পর্ষৎ (পর্ষদ)
Casual Leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Chapter	পরিচ্ছেদ
Circle	মণ্ডল
Clause	বিধি
Column	স্তম্ভ
Committee	পরিষদ/সমিতি
Compensatory Allowance	ভর্তুকীভাতা/পূর্তিভাতা
Contingencies	উপনিমিত্ত ব্যয়
Corporation	কর্পোরেশন/পৌব-নিগম
Department	বিভাগ
Depriciation Fund	অবচয় তহবিল
Deputy Assistant Inspector of Schools	উপ-সহ বিদ্যালয় পরিদর্শক
Deputy Secretary	উপ-সচিব
Deputy Commissioner	উপ-মহাধ্যক্ষ
Directorate	অধিকাব
Director of Public Instruction (D. P. I.)	শিক্ষা-অধিকর্তা
District Inspector of Schools	জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
District School Board	জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ (পর্ষদ্)
Earned Leave	অর্জিত ছুটি
Efficiency Bar	যোগ্যতা-বাধা

ইংরাজী	বাংলা
Ex-officio	পদাধিকারে
Form	নিদর্শ/ছক
Grant	অনুদান
Gratuity	গ্রাচুয়িটি/আনুতোষিক
Maternity leave	মাতৃত্বের অবকাশ/ছুটি
Municipality	মিউনিসিপ্যালিটি/পৌর-সংস্থা/সংঘ
Mutatis Mutandis	প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে
Nominee	মনোনীতক/মনোনীত ব্যক্তি
Option (Noun)	ইচ্ছা (বিঃ)
Organiser-Teacher	সংগঠক-শিক্ষক
Para	অনুচ্ছেদ/স্তবক
Part-time	খণ্ড-কাল
Pension	পেনসন/অবসরকালীন ভাতা
Provident Fund	ভবিষ্য-নিধি
Recommendation	সুপারিশ
Report	প্রতিবেদন
Rule	নিয়ম
Sanction	মঞ্জুরী/অনুমোদন
School	বিদ্যালয়
School Final Examination	মাধ্যমিক পরীক্ষা/স্কুল ফাইনাল
Secretary	সচিব
Section (e. g. Sec. 3)	ধারা (যেমন, ধারা ৩)
Serial No.	ক্রমিক সংখ্যা
Service-Book	কার্য-বিবরণীর বহি/সার্ভিস-বহি
Statement	বিবরণী
Statutory	সংবিধিবদ্ধ
Sub-clause	উপ-বিধি
Sub-Inspector of School	অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক
Sub-Section	উপধারা
Supersede (Verb)	বাতিল করা (ক্রিঃ)
Survey	সমীক্ষা
Terminal Benefits	কর্মকালান্তিক সুবিধাদি
Training	প্রশিক্ষণ
Voluntary	জন-সেবামূলক/স্বেচ্ছাসেবামূলক

অনুক্রমণী

INDEX

বিভিন্ন সরকারী আদেশনামাসমূহের (বঙ্গানুবাদসহ)

সময়ানুক্রমিক তালিকা

সরকারী আদেশ	তারিখ	খণ্ড	পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
G. O. No, 708-Edn.	27. 3. 40	২য়	প্রথম	১-৮
G. O. No. 1493-Edn.	25. 7. 40	২য়	দ্বিতীয়	৪৫-৫২
D. P. I Cir. No. 1695(27)-G	24. 9. 47		ঐ	১০৫-১০৬
D. P. I. Cir. No. 4411-G	23. 12. 47	ঐ	ঐ	১০৬
G. O. No. 4870-Edn.	26. 9. 49.	ঐ	ঐ	১০৭-১০৯
D. P. I. No. 7540(15)G	9. 6. 51	ঐ	ঐ	১০৯-১১০
G. O. No. 3790-Edn.	13. 6. 52	৩য়	নবম	১২৮-১৩২
G. O. No. 8653-Edn.	13/16.12.52.	ঐ	অষ্টম	১১৬
D. P. I. Cir. No. 9139(12)G	9. 6. 53	২য়	দ্বিতীয়	৫১-৫৩
G. O. No. 334-Edn.	11/13.1.58	ঐ	ঐ	১৮৯-১৯০
G. O. No. 853-Edn.(D)	3/9. 3. 62	ঐ	ঐ	১১০-১১৭
D. P. I. Cir. No. 5818 (22)Sc/G	12/15. 10. 63	৩য়	ত্রয়োদশ	১৬৩-১৬৪
D. P. I. Memo No. 4700 Sc/G	4. 9. 64	২য়	দ্বিতীয়	৫৩-৫৪
G. O. No. 4376-Edn. (G)	10. 11. 64	ঐ	ঐ	৫৪-৫৫
G. O. No. 381-Edn.(G)	25. 1. 65	৩য়	তৃতীয়	১৭-১৮
D. P. I. Cir. No. 3608(14) Sc/P(II)	23. 8. 65.	ঐ	অষ্টম	১১৭-১২১
G. O. No. 5974-Edn.(G)	13. 10. 65	২য়	দ্বিতীয়	৫৫-৫৬
D. P. I. Memo No. 4207(100) Sc/P(II)	26. 11. 65	ঐ	ঐ	১১৭-১১৮
G. O. No. 83-Edn.(P)	18. 5. 66	ঐ	ঐ	১১৯-১২৪

সরকারী আদেশ	তারিখ	খণ্ড	পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
D. P. I. Cir. No. 3672(15)Sc/P(II)	12/21. 8. 69	২য়	ঐ	৬৪-৬৮
D. P. I. Cir. No. 5237(15)Sc/P(II)	17. 9. 69	ঐ	ঐ	৬৯-৭৬
G.O.No.966-Edn.(P)	22. 9. 69	৩য়	চতুর্থ	২২-২৫
D. P. I. Cir. No. 7241(23)Sc/P(II)	23. 12. 69	২য়	দ্বিতীয়	৭৬-৭৯
G.O.No.260-Edn.(R)	28. 1. 70	৩য়	তৃতীয়	১৮-১৯
G.O.No.191-Edn.(P)	4. 3. 70	ঐ	চতুর্থ	২৫-২৬
G.O.No.211-Edn.(P)	21. 3. 70	ঐ	নবম	১৩২-১৩৩
G.O.No.61-Edn.(P)	6. 4. 70	২য়	দ্বিতীয়	৭৯-৮০
G.O.No. 368-Edn.(P)	5. 5. 70	৩য়	একাদশ	১৪২-১৪৬
D. P. I. Cir. No. 2450(15)Sc/P	12. 5. 70	ঐ	দ্বিতীয়	১৫-১৬
D. O 502(15)Edn.(P)	19/23. 5.70	২য়	প্রথম	৮-১৮
U.O. No.184-Edn.(P)	1. 9. 70	৩য়	তৃতীয়	১৯-২০
G.O. No.740-Edn.(P)	3. 10. 70	২য়	প্রথম	১৮-২১
G.O. No.750-Edn.(P)	21. 10. 70	৩য়	প্রথম	১০-১০
G.O. No 764-Edn.(P)	26. 10. 70	৩য়	অষ্টম	১২১-১২৩
G O. No.815-Edn.(P)	16. 11. 70	ঐ	ঐ	১২৩-১২৪
G.O No.863-Edn.(P)	27. 11. 70	২য়	দ্বিতীয়	১৯১-১৯৩
D. P. I. Cir. No. 6321(51)Sc/P	30. 12 70/12. 1. 71	ঐ	ঐ	১৪৫-১৪৬
G. O. No. 22-Edn.(P)	12. 1. 71	৩য়	পঞ্চম	৩৬-৩৮
G. O. No. 33-Edn.(S)	20. 1. 71	২য়	দ্বিতীয়	৮০-৮১
G. O. No. 34-Edn.(P)	25. 1. 71	ঐ	প্রথম	২২-২৫
G.O.No. !42-Edn.(P)	19. 2. 71	৩য়	দশম	১৩৮-১৪[illegible]
G. O. No. 666-F	1. 3. 71	২য়	দ্বিতীয়	১৪৭-১৫[illegible]
G.O.No. 181-Edn.(P)	2. 3. 71	৩য়	সপ্তম	১১২-১১৫

সরকারী আদেশ	তারিখ	খণ্ড	পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
U.O.No. 17-Edn.(P)	13. 1. 73	৩য়	তৃতীয়	২০-২১
G.O.No. 82-Edn.(P)	2. 2. 73	২য়	দ্বিতীয়	১০০-১০১
G.O.No, 368-Edn.(P)	3. 3. 73	৩য়	চতুর্থ	২৭-২৮
G.O.No. 418-Edn.(P)	13. 3. 73	২য়	দ্বিতীয়	১৭৩-১৭৪
G.O.No. 658-Edn.(P)	31. 3. 73	ঐ	ঐ	১৭৪-১৭৬
G.O.No. 745-Edn.(P)	11. 4. 73	ঐ	ঐ	১৭৬-১৭৮
G.O.No. 777-Edn.(P)	19. 4. 73	৩য়	অষ্টম	১২৫-১২৭
U.O.No. 211-Edn (P)	21. 5. 73	২য়	দ্বিতীয়	১০২-১০৩
G.O.No. 966-Edn.(P)	24. 5. 73	৩য়	পঞ্চম	৯৯-১০০
G.O.No.1039-Edn.(P)	13. 6. 73	৩য়	পঞ্চম	১০১-১০৮
G.O.No.1050-Edn.(P)	15. 6. 73	২য়	দ্বিতীয়	১৭৮-১৮০
D. P. I. Memo No. 4590(16)Sc/P	23. 7. 73	২য়	দ্বিতীয়	১০৩-১০৪
G.O.No.1192-Edn.(P)	20. 7. 73.	২য়	ঐ	১৯৪-১৯৫

ভ্রম সংশোধন

খণ্ড	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২	৫৬	৭	1865	পরিবর্তে	1965
২	৬১	২	1959		1969
২	৭৩	৭	—		পূর্বে D.P.I. Memo No. বসিবে।
২	৮১	১৫	G.O. No. 727-Edn. (P)	"	G.O. No. 721-Edn (P
২	১৬৫	২৬	—		পূর্বে D.P.I. বসিবে
৩	১৪	১	D.P.I. Memo No. 3507 (15) Sc/(II)	"	D.P.I. Memo No. 3507 (15) Sc/P (II)
৩	১৯	২	28th Jannary, 1973	"	28th January, 1970
৩	৩০	২০	25th March, 1969	"	25th March, 1968
৩	১২৪	১৮	2nd July, 1972	"	26th July, 1972
৩	১৩১	১৯	30th June, 1952	"	13th June, 1952